নায়েব মহাশয়

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

চীনের ড্রাগন	...	...	১৷৷০
অগতির গতি	...	...	৸০
জাল জার্ম্মাণ গোয়েন্দা	...	...	”
চিকিৎসা সঙ্কট	...	...	”
তুর্কী হামাম্ রহস্য	...	...	”
চূড়ান্ত চাতুরী	...	...	”
রোজার ঘাড়ে ভূত	...	...	”
সম্পাদকের অদৃষ্ট	...	...	”
মার্কিণবণিকরাজ	...	...	”
মৌতাতে প্রমাদ	...	...	”
সাংঘাতিক উইল	...	...	”
জার্ম্মাণীর কুহকিনী	...	...	”
জার্ম্মাণ বুলগার	...	...	”
জালমহান্তের আত্মলীলা	...	...	”
শমন্ সহচরী	...	...	”

নায়েব মহাশয়

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভাদ্র—১৩৩১

মূল্য—২॥০ টাকা

প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙ
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিক

নায়েব মহাশয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহু দিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় যে সকল নীলকুঠী ছিল, সেই সকল কুঠীর কাজকর্ম্ম কি ভাবে পরিচালিত হইত, তাহার অনতিরঞ্জিত চিত্র সুরসিক নাট্যকার স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার অমর নাটক 'নীলদর্পণে' অঙ্কিত করিয়া ইংরাজ নীলকরগণের ও তাহাদের কার্য্য-পরিচালক এদেশী কর্ম্মচারি-বর্গের অত্যাচারের স্মৃতি বঙ্গ-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার 'নীল বিদ্রোহ' চিরসহিষ্ণু কৃষিজীবী নিরীহ প্রজাপুঞ্জের প্রতি 'নীলকর-বিষধর'গণের সেই অত্যাচারের ফল। মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা-স্বরূপিণী পয়স্বিনীকে নির্ব্বিচারে দোহনের ফলে ক্ষীরধারার পরিবর্ত্তে তাহার পয়োধর হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন সে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া, সুদৃঢ় বন্ধন-পাশ ছিন্ন করিল, এবং পদাঘাতে দুষ্টবুদ্ধি লুব্ধ 'দোহালে'র ভাঁড় ভাঙ্গিয়া দিল! তাহার পর হইতে এ-দেশে নীলের চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। বিশেষতঃ বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে সুলভ জার্ম্মাণ নীলের আমদানি বন্ধ হওয়ায়, শ্বেতাঙ্গ নীলকর-সমাজ এদেশে পুনর্ব্বার নীলের চাষে হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। এরূপ লাভজনক ব্যবসায় এদেশে অধিক নাই

বলিয়া, এই ব্যবসায়টি শ্বেতাঙ্গ-সমাজের একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে তাঁহারাই নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি জেলার প্রধান-প্রধান নীলকুঠীসমূহের মালিক ছিলেন; বর্ত্তমান কালে নীলের তেমন প্রাদুর্ভাব না থাকিলেও, সেই সকল কুঠী-সংস্পৃষ্ট জমী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নীলকর সাহেবদেরই অধিকারে আছে। প্রজারা এখনও ঐ সকল জমীতে স্বেচ্ছানুযায়ী শস্য উৎপন্ন করিতে পারে না। বিশেষতঃ যে সকল জমীতে এখনও নীলের চাষ হয়, সেই সকল জমীর দিকে কোন প্রজার দৃষ্টিপাতেও অধিকার নাই! কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ বণিক 'সম্মিলিত ভূম্যধিকারী' নাম গ্রহণ করিয়া, সুবিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি ও কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ইঁহারা সকল কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিবার জন্য কয়েক জন 'সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ' নিযুক্ত করিয়াছেন। এক-একজন 'সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষে'র অধীনে কয়েকটি বিভিন্ন 'জমীদারি-কেন্দ্র' অবস্থিত; এবং প্রত্যেক কেন্দ্র 'কানসারণ' নামে অভিহিত। এক-একটি 'কানসারণ' আবার এক-এক জন অধ্যক্ষের অধীন। এক-একজন 'সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ' কয়েকটি 'কানসারণের' অধ্যক্ষের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। অধ্যক্ষগণ এই সম্মিলিত ভূম্যধিকারিগণের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইলেও, জমীদারীতে তাঁহাদের অংশ আছে; এবং কমিশন হিসাবেও তাঁহারা প্রচুর অর্থলাভ করেন। স্ব-স্ব 'কানসারণে' তাঁহাদের অসীম প্রভুত্ব; তাঁহাদের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তিরও তুলনা নাই! অর্থ-বলে, সম্মানে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগে, ইঁহারা কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী অপেক্ষা হীন ত নহেনই, বরং কোন-কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এমন কি, ইঁহাদের কাহার-কাহারও পোষা কুকুরও আমাদের দেশের অনেক সৌখীন ও বিলাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপেক্ষা

অধিকতর আরাম-বিরাম ও সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। দারুণ গ্রীষ্মে আমরা যখন সমতল বঙ্গের পল্লী-ভবনের দ্বার-জানালা রুদ্ধ করিয়াও কালানল-বর্ষী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রভাব অতিক্রম করিতে অসমর্থ হই, এবং মধ্যাহ্নে প্রখর উত্তাপে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া শুষ্ক-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করি, তখন ইঁহাদের কুকুরগুলিও হিমাচলের সুশীতল বক্ষে আশ্রম লাভ করিয়া, নিদাঘ-ক্লান্তি অপনোদন করে! সুতরাং বলা বাহুল্য, ইঁহাদের কুকুরও আমাদের দেশের ঠাকুর অপেক্ষা ভাগ্যবান!

যাহা হউক, এখন আমরা বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণ করি। পূর্ব্বোক্ত জমীদারি 'কানসারণ' গুলিতে যে সকল শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অধীনে এখনও কুঠীর অস্তিত্ব বর্ত্তমান। প্রত্যেক অধ্যক্ষের কার্য্যপরিচালনের জন্য তাঁহার অধীনে এক-একজন নায়েব আছেন। 'কানসারণ' সংক্রান্ত সকল কার্য্যের জন্য এই নায়েবই পরোক্ষ ভাবে দায়ী। পদে ও গৌরবে, এমন কি, অর্থভাগ্যেও নায়েব মহাশয় আমাদের পল্লী অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। পূর্ব্বজন্মে বিস্তর তপস্যা না করিলে, কোন রমণী এরূপ পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে পতি রূপে লাভ করিতে পারেন না। আমাদের দেশে ডেপুটী, মুন্সেফ প্রভৃতির গৃহিণীর পদ নায়েব-গৃহিণীর পদের তুলনায় তুচ্ছ; যেন পূর্ণচন্দ্রের তুলনায় খদ্যোৎ! আমাদের গ্রাম্য স্কুলের সীতানাথ মাষ্টার এরূপ একটি নায়েবের পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার বৈবাহিক-ভাগ্যের গৌরব করিতেন; এবং বৈবাহিকের পদমর্য্যাদার প্রসঙ্গে যখন-তখন বলিতেন, "আমার বেয়াই মহাশয়ের উপরি-আয় দেড়টা সদর-ওয়ালার (সবজজের) ব্যাতোনের সমান!"—সুতরাং এই নায়েবী পদ লাভ করিতে হইলে, বহু প্রকার অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়—এ কথা বলাই বাহুল্য। দেশীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্যে নায়েবই প্রধান;

তাঁহার অধীনে পেস্কার, জমানবীশ, সুমারনবীশ, নিকাশনবীশ, আমীন, মুহুরী, বরকন্দাজ, হালসনা, পাইক, প্রভৃতি কর্ম্মচারী বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহাদের বেতনের পরিমাণ যৎসামান্য হইলেও, ইহাদের চাকরীর মূলমন্ত্র, 'যেমন-তেমন চাকরী দুধ-ভাত।' ইহাদের প্রধান লভ্য উপরি-আয়; বেতনটা উপলক্ষ মাত্র। এই সকল 'কানসারণে'র কার্য্য-পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মহাত্মা গান্ধির স্বরাজ-স্বপ্ন সন্দর্শনের বহু পূর্ব্ব হইতেই স্বরাজ-সাধনায় ইহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এমন কি ইহাদের বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধীয় কাগজপত্র অন্যত্র পাঠাইবার জন্য সরকারের ডাক-বিভাগেরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না; ইহাদেরই ডাকের ব্যাগ ও ডাকবাহী রাণারের বন্দোবস্ত আছে।

এই সম্মিলিত ইংরাজ ভূস্বামিগণের জমীদারি কার্য্য পরিচালনার জন্য যে কয়েকটি 'কানসারণ' প্রতিষ্ঠিত আছে, 'মুচিবাড়িয়া কানসারণ' তাহাদের অন্যতম। ইহাদের কোন 'কানসারণে'ই উচ্চশিক্ষিত ধর্ম্মভীরু দেশীয় কর্ম্মচারী দেখিতে পাওয়া যায় না; জমীদারী-সংক্রান্ত কাজ-কর্ম্মে মোটামুটি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, যিনি ঘোড়ায় চড়িয়া যত বেশী ঘুরিতে পারেন, কারণে বা অকারণে বেত চালাইতে ও 'রেকাব দল কশিতে' পারেন, এবং ভদ্রলোকের অশ্রাব্য, অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়া মুখ খারাপ করিতে পারেন, 'জবরদস্ত ও তুখোড়' ম্যানেজার বলিয়া ততই তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি হইয়া থাকে। তাঁহারা মনে করেন, উচ্চশিক্ষিত, ধর্ম্মভীরু কর্ম্মচারী দ্বারা তাঁহাদের সেরেস্তার কাজ চলিতে পারে না। এই জন্য তাঁহারা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে শিক্ষিত কর্ম্মচারী সংগ্রহের চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয়তঃ দেশীয় কর্ম্মচারীরা যে সকল পদে নিযুক্ত থাকেন, সেই সকল পদের দুই একটি ভিন্ন অন্যগুলির যে বেতন নির্দ্দিষ্ট আছে, কেবল সেই বেতনের উপর নির্ভর করিয়া

কোনও শিক্ষিত ভদ্রলোকের পরিবার প্রতিপালনের সম্ভাবনা নাই। অপিচ, পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাদিগকে যে সকল পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা সকলের পক্ষে রুচিকরও নহে। বিশেষতঃ, তাঁহারা উপরওয়ালাদের নিকট হইতে সময়ে-সময়ে যেরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকেন, তাহা নিঃশব্দে পরিপাক করিতে হইলে যেরূপ প্রবল হজমশক্তি আবশ্যক, দীর্ঘ কালের অভ্যাস ভিন্ন হঠাৎ তাহা কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না। অধ্যক্ষগণের অধীনে নায়েবী, পেস্কারী প্রভৃতি যে দুই-একটি দুর্লভ পদ আছে, তাহা লাভ করিতে যে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়—ডেপুটীগিরি পরীক্ষা তাহা অপেক্ষা অনেক সহজ; এবং কুঠীর স্নিগ্ধ ছায়ায় দীর্ঘকাল বাস করিয়া, এই পদের উপযোগী করিয়া নিজের চরিত্র গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, এই পদের যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় না। এই যোগ্যতা-বলে মেঠো আমীনও কালে নায়েবী পদে প্রমোসন পাইতে পারে।

সুতরাং বলা বাহুল্য, কুঠীর দেশীয় কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের ধর্ম্মাবতারের নিকট বিদ্যার পরিচয় দিতে না পারিলেও, তাঁহাদিগের বুদ্ধির ও নানা প্রকার কৌশলের পরিচয় দিতে হয়। 'মুচিবাড়িয়া' কানসারণের নায়েব বাগচী মহাশয়ের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকিলেও, তিনি কিছু শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। এরূপ নায়েব অনেক আছেন, যাঁহারা নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া কার্য্যদক্ষতা ও যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু বাগচী মহাশয় সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না—কোন রকম ঝঞ্ঝাটই তিনি ভালবাসিতেন না। কার্য্যোদ্ধারের জন্য নানাস্থানে যাতায়াত বা দৌড়াদৌড়ি করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের কোন গ্রামে তাঁহার বাড়ী বলিয়া, সকলে তাঁহাকে "বাঙ্গাল নায়েব" বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার

চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল,—'যেরূপে হউক, কিছু আদায় করিতেই হইবে'—তিনি এই নায়েব-সুলভ সাধারণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না ; সুতরাং যাহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিত, তাহারা তাঁহার বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিয়া বলিত, "পয়সার দিকে দৃষ্টি নাই, বেচারার নায়েবী করাই বিড়ম্বনা।"—কেহ এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিত, "বাঙ্গাল, 'পুঁটি মাছের কাঙ্গাল' ; পয়সার দিকে আবার দৃষ্টি নাই! আসল কথা কি জান? পয়সা লইতে হইলে বুদ্ধি খরচ করিতে হয়। ঘটে বুদ্ধি থাকিলে ত খরচ করিবে। যাহার বুদ্ধি আছে, সে দুই হাতে টাকা লুটিতেছে। সান্যাল মোশাই কি দাপটেই পেস্কারী করিতেছে,—পেশকার বাবুর প্রতাপে বাঘে-বক্রীতে এক ঘাটে জল খাইতেছে। বাঙ্গাল নায়েব ত পেস্কারের মুঠোর মধ্যে। পেস্কার তাকে যে কাতে শোয়ায়, সে সেই কাতে শোয়। কাজ উদ্ধার করিতে হইলে পেস্কার ভিন্ন গতি নাই। পেস্কার বাবু সায়েবকে যা বুঝায়, সায়েব তাই বোঝে। সান্যাল মোশাইকে দু'পয়সা দেওয়াও সার্থক।"

সাধারণের এরূপ ধারণা অমূলক নহে। তহশিলদার প্রভৃতি নায়েব মহাশয়ের ধাত বুঝিত। তাহারা কোন দরকারে নায়েব মহাশয়ের নিকটে যাইবার সময়ে ছিন্নপ্রায় মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইত। নায়েব মহাশয় মনে করিতেন, যাহার সাজ-পোষাক এরূপ জঘন্য,—একখানি ধোয়া কাপড় পর্য্যন্ত যে পরিতে পায় না, সে যথাযোগ্য 'নজর' কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে? সুতরাং তাহারা যৎসামান্য নজর দিয়াই নায়েব মহাশয়কে খুসী করিতে পারিত। নায়েব মহাশয়ের ধারণা ছিল, যাহার সাজ-পোষাকের পারিপাট্য নাই, সে প্রকৃতই গরীব, দয়ার পাত্র।

কিন্তু পেস্কার সান্যাল মহাশয়ই প্রকৃতপক্ষে নায়েবীর যোগ্য লোক ছিলেন। নায়েব মহাশয়কেও তাঁহার যোগ্যতা স্বীকার করিতে হইত,

এবং নায়েব হইয়াও তাঁহাকে নানা বিষয়ে সান্যাল মহাশয়ের সাহায্য-প্রার্থী হইতে হইত। এবং নায়েব মহাশয় অনেক সময়ে তাঁহার অসঙ্গত আবদারও রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন। ইহা দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই যে পেস্কারের বশীভূত হইবে, ও তাঁহাকেই সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে তহশিলদারেরা ও কুঠীর নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা পেস্কারকেই নায়েবের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিত; এবং তাঁহাকে নায়েব অপেক্ষা অধিকতর ভয় ও ভক্তি করিত। তহশিলদারেরা কার্য্য উদ্ধারের জন্য নায়েবের প্রাপ্য নজর পেস্কারকেই প্রদান করিত। কিন্তু পেস্কার সান্যাল মহাশয় বড় সহজ 'চিজ' ছিলেন না। ময়লা ও ছেঁড়া কাপড় পরিয়া তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া চলিত না। সান্যাল মহাশয় কায়দা পাইলে কাহাকেও রীতিমত 'দোহন' না করিয়া ছাড়িতেন না। এমন কি, প্রজারাও নায়েব মহাশয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাহাদের অভাব-অভিযোগ পেস্কার মহাশয়কেই জানাইত; এবং তাহা অরণ্যে রোদনের মত নিষ্ফলও হইত না। এ অবস্থায় সান্যাল মহাশয়ের অর্থভাগ্য যে প্রসন্ন হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? তিনি লক্ষ্মীর বরপুত্র ছিলেন। কথিত আছে, পেস্কারবাবু জলপূর্ণ ঘটিটা পশ্চাতে রাখিয়া, কাণে পৈতা গুঁজিয়া যখন প্রস্রাবে বসিতেন, তখনও তাঁহার ঘটির ভিতর, বিশ-পঁচিশ টাকা আসিয়া জমিত। দেখিয়া-শুনিয়া নায়েব বাগচী মহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন, 'সান্যাল ভায়ার এখন একাদশে বৃহস্পতি! লোকে কাজ পায়, দু'টাকা দেবে না কেন? সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল; আমি ও-সকল ঝঞ্ঝাট বরদাস্ত করিতে পারি না।'—তিনি কোন দিন পেস্কারের বিপক্ষতাচরণ করিতেন না, বা করিতে সাহস পাইতেন না।

পেস্কার সান্যাল মহাশয়ের এইরূপ অক্ষুণ্ণ আধিপত্য, প্রতিপত্তি ও অর্থাগম কুঠীর অন্যান্য আমলারা যে অসহ্য মনে করিতে লাগিল, এ কথা

বলাই বাহুল্য। তাহারা পেস্কার বাবুকে অপদস্থ করিবার জন্য তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কথাটা বড় সহজ হইল না ; কারণ, পেস্কার বাবু কেবল যে কুঠীর ভিতর একাধিপত্য করিতেই সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ নহে ; নানা কারণে অধিকাংশ লোকই তাঁহার বশীভূত ছিল। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, তিনি যেমন দুই হাতে উপার্জ্জন করিতেন, সেইরূপ মুক্ত হস্তে ব্যয়ও করিতেন। তিনি কৃপণ—তাঁহার মহাশত্রুতেও তাঁহার এ দুর্নাম করিতে পারিত না।

পেস্কার সান্যাল মহাশয় আর একটি গুণে মুচিবাড়িয়া অঞ্চলের ইতর ভদ্র সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন ;—অন্নদানে তিনি কোন দিন কাতর হইতেন না। এই অন্নহীন বুভুক্ষুর দেশে ইহা বড় সামান্য কথা নহে। এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমানে তিনি ভেদজ্ঞান করিতেন না। তাঁহার বাসায় প্রত্যহ দুই বেলায় বাহিরের লোকের জন্যই পঞ্চাশ-বাটখানি পাতা পড়িত। তিনি স্বয়ং দাঁড়াইয়া, সকলকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন। তিনি হিন্দু বলিয়া, যে সকল মুসলমান তাঁহার পাকশালার অন্ন স্পর্শ করিত না,—পেস্কার মহাশয় তাহাদিগকে চিঁড়া, দুধ ও গুড় দিয়া ফলার খাইতে দিতেন। এতদ্ভিন্ন, অন্নব্যঞ্জন নিঃশেষিত হইবার পর হঠাৎ আটদশ জন অতিথি তাঁহার গৃহে সমাগত হইলে, তাহাদিগকেও তিনি দুধ-চিঁড়ার ফলার দিতেন ; এবং অতিথি নারায়ণকে অন্নব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না বলিয়া, আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। কেহ অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে পেস্কার মহাশয়ের ভাণ্ডারে চিঁড়া, দুধ, গুড় সর্ব্বদাই মজুত থাকিত। তাঁহার গোশালায় যে সকল পয়স্বিনী গাভী ছিল, তাহাদের প্রত্যহ আধমণ ত্রিশসের দুধ হইত। কোন আমলার ঘরে দুধ নষ্ট হইয়াছে, শিশু-সন্তান দুধ অভাবে কষ্ট পাইতেছে,—কোন দরিদ্র রোগীর জন্য কবিরাজ

দুধ-সাগুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, অথচ সে দুধ সংগ্রহ করিতে পারে নাই,—শুনিলে, পেস্কার মহাশয় সর্ব্বাগ্রে তাহাদের গৃহে দুধ পাঠাইয়া দিতেন। কেহ-কেহ পরিহাস করিয়া বলিত. পেস্কারবাবু পূর্ব্বজন্মে অন্নপূর্ণা ছিলেন,—শাপভ্রষ্ট হইয়া সাহেব সরকারের পেস্কার হইয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বাপ রে, অন্ন দানের কি ঘটা!"—এ কথা শুনিয়া পেস্কারবাবু জিহ্বা দংশন করিয়া বলিতেন, "ছি, ছি, ও কথা কি বলিতে আছে! মা ভগবতীর সহিত ক্ষুদ্র মানুষের তুলনা! সংসারে না খাইয়া থাকে কে হে! শিয়াল-কুকুরগুলাও অনাহারে থাকে না। মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি ক্ষুধিত অতিথি-অভ্যাগতকে দুমুঠা অন্ন দিতে না পারিলাম, তবে আর সংসারে আসিয়া করিলাম কি?"

কিন্তু তিনি ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক করিতেন! তিনি প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন; এবং প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া কাহার কি অভাব আছে তাহার সন্ধান লইতেন। প্রতিবেশী ও কুঠীর সাধারণ কর্ম্মচারীদের অভাব মোচনের চেষ্টা ত করিতেনই; কার্য্যোপলক্ষে গ্রামে সরকারী কর্ম্মচারী ও পুলিসের জমাদার দারোগা প্রভৃতি যিনিই আসিতেন, তিনিই পেস্কার মহাশয়ের আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইতেন। দানেও তিনি মুক্ত-হস্ত ছিলেন। কেহ দায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তাঁহাকে শূন্য হস্তে ফিরিতে হইত না। এ বিষয়ে তাঁহার পাত্রাপাত্র ভেদজ্ঞান ছিল না। তিনি বলিতেন, "অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হওয়া গৌরবের বিষয় নহে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে, কেহ সহজে এই হীনতা স্বীকারে সম্মত হয় না। যাহারা প্রার্থীরূপে আমার দ্বারস্থ হয়, তাহারা নিশ্চয়ই অভাবগ্রস্ত। তাহাদের কথা অবিশ্বাস করা সঙ্গত নহে।"—আমরা

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, এক দিন প্রভাতে কন্যাদায়গ্রস্ত একটি ব্রাহ্মণ তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভের আশায় কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ব্রাহ্মণটিকে বলিলেন, "ঠাকুর, তুমি স্নান আহার করিয়া বিশ্রাম কর। আজ আমি যাহা উপার্জ্জন করিব, তাহা সমস্তই তুমি পাইবে। এখন তোমার অদৃষ্ট!"—পেস্কারবাবু তাঁহার অঙ্গীকার পালন করিলেন; অফিসের কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া, তাঁহার মেরজাইয়ের দুই পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে স্থাপন করিলেন; ব্রাহ্মণ গণিয়া দেখিলেন, পেস্কারবাবুর সে দিনের উপার্জ্জন ১৮৮ টাকা।

কুঠীর যে সকল অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারী মুচিবাড়িয়ায় সপরিবারে বাস করিতে পারিত না, তাহাদের কাহারও স্বতন্ত্র বাসা ছিল না। তাহাদের ব্যবস্থা ছিল 'শয়নং যত্র তত্র—ভোজনং—' পেস্কার বাবুর বিনি পয়সার হোটেলে!—পেস্কার মহাশয়ের বাসায় দুই বেলা তাহাদের পাতা পড়িত। বিস্ময়ের কথা এই যে, পেস্কার বাবুর অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া কুঠীর যে সকল আমলা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাঁহার গৃহে দু'বেলা পাতা পাড়িত, এরূপ আমলাও তাহাদের মধ্যে ছিল! এরূপ কৃতঘ্নতা কতখানি নৈতিক অবনতির ফল, পাঠক কল্পনা করুন।

এইবার সেই ষড়যন্ত্রের কথা বলি—

আমলা-শ্রেণীর লোক সহযোগী কর্ম্মচারিগণকে অপদস্থ বা পদচ্যুত করিবার জন্য সাধারণতঃ যে কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে, মুচিবাড়িয়া কানসারণের আমলাবর্গও সেই কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সদর আমিন রসরাজ বিশ্বাসকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালের বিরুদ্ধে কানসারণের ম্যানেজার মিঃ হাম্‌ফ্রির নিকটে ঠকামি করিতে পাঠাইল।

রসরাজ বিশ্বাস যেমন চতুর, সেইরূপ কুটিল-প্রকৃতি। মুখখানি মিছরীর মত মিষ্ট ; কিন্তু মন গরলে পূর্ণ। তাহার কথা শুনিলে ধারণা হইত, এরূপ সরল-প্রকৃতি, পরোপকারী, নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নাই ; কিন্তু তাহার ন্যায় পরশ্রীকাতর, নিষ্ঠুর, ও স্বার্থপর জীব কুঠীর আমলা সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরল! তাহার গলায় মোটা-মোটা তিন কণ্ঠি তুলসীর মালা ও ফোঁটা-তিলকের ঘটা দেখিয়া মিঃ হাম্‌ফ্রি মনে করিতেন, আর যাহাই হোক, লোকটা ধার্ম্মিক বটে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সাহেব রসরাজকে একটু অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন। ম্যানেজার সাহেব তাহাকে ভালবাসেন এই বিশ্বাসে, অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা প্রবল পরাক্রান্ত পেস্কারের বিরুদ্ধে তাহাকেই তাহাদের মুরুব্বি স্থির করিয়াছিল।

এক দিন অপরাহ্ণে হাম্‌ফ্রি সাহেব নীলের ক্ষেত দেখিতে মাঠে বাহির হইলেন। সদর আমিন রসরাজও তাঁহার অনুসরণ করিল। দুই-একজন পাইক-বরকন্দাজ ভিন্ন সঙ্গে অধিক লোক ছিল না। রসরাজ বুঝিল, ইহাই সাহেবের নিকট মনের কথা প্রকাশ করিবার অতি উৎকৃষ্ট অবসর। রসরাজ প্রসঙ্গ ক্রমে 'পেস্কার বাবু'র কথা তুলিল, এবং তিনি দুই হাতে মুঠা-মুঠা 'উৎকোচ' আহার করিয়া প্রতিদিন কিরূপ লাল হইয়া যাইতেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে মনিব সরকারের কতদূর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, হৃদয়গ্রাহী সরস ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়া এরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, যেন মনিব সরকারের অনিষ্ট দর্শনে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সাহেবের নিকট একটু সহানুভূতি বা উৎসাহ পাইলেই বোধ হয় তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইত!

কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব বড় চাপা লোক ; বিশেষতঃ মূর্খ ও বর্ব্বর নেটিভ আমলাগুলা দুই-চারিটি মন-রাখা কথা বলিয়া তাঁহার মনের ভাব

বুঝিয়া লইবে, এরূপ তরল হৃদয় লইয়া তিনি এই বাঙ্গলা মুলুকে নীল-কুঠীর ম্যানেজারী করিতে আসেন নাই। রসরাজ তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে সাহেবের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সাহেবের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ভাব-সংস্পর্শবিহীন দেখিয়া সে মনে বড় ভরসা পাইল না। তাহার পর সাহেব যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দাড়ি-গোঁফ-বর্জ্জিত, বসন্তের পদাঙ্ক-লাঞ্ছিত সুগোল মুখের দিকে চাহিয়া সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "ওয়েল আমিন, টুমি কি মট্‌লব করিয়া পেস্কার বাবুর বিরুড্‌ঢে চুক্‌লামি করিটেছ, টা বুঝিটে পারিটেছি না!"—তখন আমিন বেচারার শ্বাস-রোধের উপক্রম হইল। সে আত্ম-সমর্থনের উদ্দেশ্যে সাহেবকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, যে মনিব-সরকারের নিমক খাইয়া সে সপরিবারে প্রতিপালিত হইতেছে, এবং চিরজীবন প্রতিপালিত হইবার আশা রাখে,—কুঠীর কোন কর্ম্মচারী সেই সরকারের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিলে, যদি তাহা সে হুজুরের নিকট প্রকাশ না করে, তাহা হইলে কেবল যে তাহার নিমকহারামী করা হইবে এরূপ নহে,—তাহার পক্ষে ভয়ানক অধর্ম্মের কাজ হইবে! ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুরোধেই সে ধর্ম্মাবতারের নিকট সত্য কথা প্রকাশ করিতেছে,—কাহারও বিরুদ্ধে 'চুকলামি' করিবার অভ্যাস তাহার নাই!

সাহেব অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "হাঁ—হাঁ, টুমি কোম্পানির নিমকের খুব ভক্ট, টা আমার জানা আছে; কিণ্টু এখনও টোমার পেটে পেস্কার বাবুর নিমক গজগজ করিটেছে,—এট শীঘ্র টুমি ইহা কিরূপে ভুলিটে পার, টাহা আমি বুঝিটে পারিটেছি না।"

এই রসরাজ বিশ্বাস মেঠো আমিনের পদে নিযুক্ত ছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে পেস্কার বাবুই ম্যানেজার সাহেবের নিকট সুপারিশ করিয়া তাহাকে সদর আমিনের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রসরাজ সে

উপকার বিস্মৃত হইলেও, মিঃ হাম্‌ফ্রির সে কথা স্মরণ ছিল। তিনি বোধ হয় ইহা এ দেশের লোকের চরিত্রগত বিশেষত্ব বলিয়াই মনে করিলেন ; কিন্তু রসরাজ শেষ চেষ্টা করিতে ছাড়িল না ; সে ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'হাঁ, হুজুর, আমি পেস্কার বাবুর নিকট যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি, সে কথা ভুলি নাই ; কিন্তু তাঁহার নিকট উপকার পাইয়াছি বলিয়াই হুজুরের নিকট তাঁহার দোষ গোপন করিব,—তিনি ঘুস্ খাইয়া জমীদার সরকারের যে সকল অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা চাপিয়া যাইব,—ধর্ম্মাবতার আমাকে এতদূর স্বার্থপর মনে করিবেন না। আমি তাঁহাকে আমার মুরুব্বি মনে করিলেও, আমার মনিবের স্বার্থ রক্ষা করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য।"

হাম্‌ফ্রি সাহেব আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না ; কুঠীতে ফিরিয়া পেস্কার বাবুকে কোন কথা বলিলেন না। পেস্কারের কার্য্য-দক্ষতায় তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টই ছিলেন ; তথাপি সদর আমিনের অভিযোগ কতদূর সত্য তাহার সন্ধান লইয়া পেস্কারের তেমন কোন গুরুতর অপরাধ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। নায়েব, পেস্কার ও কুঠীর অন্যান্য কর্ম্মচারীরা যে 'উপরি' লইয়া থাকে, এ কথা সাহেবের অজ্ঞাত ছিল না ; এবং ইহা তেমন দোষের কাজ বলিয়াও তাঁহার ধারণা ছিল না। তিনি জানিতেন, অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীরা যদি দু'পয়সা 'উপরি' না পায়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সংসার প্রতিপালন করা অসম্ভব।

ষড়যন্ত্রকারীদের প্রথম চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ হইল ; কিন্তু ইহাতে তাহারা নিরুৎসাহ হইল না। তাহারা কয়েক দিন পরে আর একটি নূতন ষড়যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিল ; এবং তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্যও হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'সম্মিলিত ইংরাজ জমীদার'গণের বিভিন্ন কানসারণের কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে সকল ইংরাজ অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারা বেতন, কমিশন, সেলামী প্রভৃতিতে যে টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা উচ্চপদস্থ কোন শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীর উপার্জ্জন অপেক্ষা অল্প নহে,—পূর্ব্বেই এ কথার উল্লেখ করিয়াছি। বেতনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই সকল ম্যানেজার সাহেব যেরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দতা, আরাম-বিরাম উপভোগ করেন, এ দেশের অনেক সিভিলিয়ান এক-একটি প্রকাণ্ড জেলার শাসনভার পাইয়াও তাহা প্রত্যাশা করিতে পারেন না! রাজপ্রাসাদের মত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড অট্টালিকায় তাঁহারা বাস করেন। এই অট্টালিকাই পল্লীবাসিগণের নিকট কুঠী নামে পরিচিত। এই সকল কুঠীর 'হাতা' বহুদূর বিস্তৃত। কুঠীগুলি নন্দনকানন-মধ্যবর্ত্তী ইন্দ্রভবনের ন্যায় সুসজ্জিত। অট্টালিকার সম্মুখে সুদৃশ্য পুষ্পকানন; সেখানে অসংখ্য প্রকার নয়নানন্দকর সুগন্ধি কুসুমরাশি বিকশিত হইয়া বায়ুস্তর সুরভিত করিয়া রাখে। পুষ্পকাননের এক প্রান্তে 'টেনিস্' প্রভৃতি ক্রীড়ার উপযোগী শ্যামল তৃণদল-শোভিত সমতল ক্ষেত্র। হাতার অন্য দিকে, ফলের বাগানে, নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট আম্র, লিচু, কুল, পেয়ারা, কলা, আনারস, নারিকেল, জাম, গোলাপজাম, জামরুল, আতা প্রভৃতি ফলের গাছ। যে ঋতুর যে ফল, তাহাই সেখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রসনাতৃপ্তিকর, গাছ-পাকা, টাট্‌কা ফলের কখন অভাব হয় না। কুঠীর আস্তাবলে বৃহদাকার, সুদৃশ্য, তেজস্বী

অশ্ব আট-দশটির কম দেখা যায় না। প্রত্যেকটিই যেন উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর। অধ্যক্ষ সাহেব বন্ধুবান্ধববর্গে পরিবৃত হইয়া, এই সকল অশ্ব লইয়া শিকার করিতে যান। জেলার সদরে যখন ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, তখনও তাঁহারা এই সকল ঘোড়া লইয়া উৎসব-ক্ষেত্রে বাজী মারিতে যান। একদল মেষপালক ইঁহাদের গাড়োলের পাল চরাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। পালে অসংখ্য গাড়োল—দেখিতে ভেড়ার মত; প্রভেদের মধ্যে তাহাদের লেজগুলি লম্বা। ইহারা দানা খাইয়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়; এবং সাহেবের ক্ষুধানলে আহুতি হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। সুতরাং 'গ্রাম-ফেড্ মটনের' জন্য কলিকাতার কশাই-সাহেব কোম্পানীর দ্বারস্থ হইতে হয় না, কুঠী-সংলগ্ন গোশালায় হাতীর মত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড দুগ্ধবতী গাভী; বৎস উৎপাদনের জন্য বড় জাতের পশ্চিম দেশীয় বৃষও দুই-একটি আছে। আমাদের পল্লী-অঞ্চলের বন্ধনহীন, অব্যাহতগতি ধর্ম্মের ষাঁড় অপেক্ষা অধিকতর সুখে তাহারা আহার-বিহার করিয়া থাকে। কারণ, তাহারা 'ধর্ম্মের ষাঁড়' নহে, 'ধর্ম্মাবতারের ষাঁড়।' তাহারা কোন কৃষকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ফসল তসরূপ করিলেও টুঁ শব্দটি করিবার যো নাই! কুঠীর গাভীগুলি প্রত্যহ যে দুগ্ধ দান করে, তাহা হইতে প্রত্যহ ছানা, মাখন ও টাট্‌কা ঘি প্রস্তুত হয়। সাহেব ও মেম সাহেব তাহা সেবা করেন। কুঠীর চিড়িয়াখানায় অসংখ্য মুরগী, চীনামুরগী (টর্কি), হাঁস প্রভৃতি প্রতিপালিত হইতেছে। নীরোগ, সুস্থ, বলবান মোরগের মাংস ভিন্ন, অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত অপরীক্ষিত মুরগী ম্যানেজার সাহেবের টেবিলে কদাচ স্থান পায় না। এমন কি, তাঁহারা যে ডিম ব্যবহার করেন, তাহা কেবল টাট্‌কা হইলেই চলে না; পাছে কোন খান্‌সামা কি খিৎমদ্‌গার কোন রুগ্ন,

ক্ষীণজীবী মুরগীর ডিম সংগ্রহ করিয়া আনে, এই আশঙ্কায় বাবুর্চ্চি-খানসামাকে কড়া আদেশ দেওয়া থাকে—ঘরের মুরগীর টাট্‌কা ডিম ভিন্ন অন্য কোন ডিম যেন তাঁহাদের আহারের জন্য দেওয়া না হয়। এদেশের কয়জন সিভিলিয়ান, লক্ষ-লক্ষ দেশীয় প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও, এই প্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পান?

মুচিবাড়িয়া কানসারণের ম্যানেজার মিঃ উইলিয়াম হাম্‌ফ্রি, এই কানসারণের অধ্যক্ষতা লাভ করিবার পর হইতেই, এই সকল সুখ-সুবিধা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য খেয়ালের মধ্যে তাঁহার একটি খেয়াল ছিল, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কুঠী-সংলগ্ন চিড়িয়াখানায় কয়েকটি চীনামুরগী (টর্কি) ছিল। তিনি সাধারণ মুরগীর ডিমের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না,—চীনামুরগীর ডিমই তাঁহার বড় আদরের খাদ্য ছিল। তিনি প্রত্যহই তাহা আহার করিতেন; এবং এই ডিম প্রত্যহ যতগুলি সংগৃহীত হইত, তাহা তিনি তাঁহার খানসামা-বাবুর্চ্চির জিম্মায় রাখিতে ভরসা পাইতেন না। পাছে তাহারা দুই-একটি অপহরণ করে, এই আশঙ্কায় তিনি সেগুলি তাঁহার আফিসের খাস কামরায়, একটি আল্‌মারির ভিতর রাখিয়া দিতেন! আহারের সময় সেখান হইতে বাহির করিয়া লইয়া আহার করিতেন; এবং আহারের পর কয়টি ডিম অবশিষ্ট থাকিত—স্বয়ং তাহার হিসাব রাখিতেন! এক-একজন লোকের এক-এক রকম দুর্ব্বলতা থাকে; হাম্‌ফ্রি সাহেবের ইহাও চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু এই দুর্ব্বলতা তিনি পরিহার করিতে পারিতেন না। তাঁহার খানসামা-বাবুর্চ্চির ত কথাই নাই,—কুঠীর ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীই সাহেবের এই দুর্ব্বলতার কথা জানিত। তাহারা ইহাও জানিত—সাহেব শত গুরুতর অপরাধও ক্ষমা করিতে পারেন; কিন্তু

যদি কেহ তাঁহার আলমারি হইতে এই ডিম চুরি করে, তাহা হইলে সে তাঁহার যতই প্রিয়পাত্র হউক, তাহার অপরাধের মার্জ্জনা নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহার পেস্কার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সান্যালের কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন। কুঠীর অন্যান্য কর্ম্মচারী পেস্কারের অসাক্ষাতে বলাবলি করিত, "পেস্কার বাবু সাহেবকে গাড়োল বানিয়ে রেখেছে ; কোন রকম মন্তর-টন্তর জানে না কি? সাহেবকে যে কাতে শোয়ায়, সাহেব সেই কাতে শোয় !"

সদর আমিন রসরাজ বিশ্বাস বলিল, "কথাটা বড় মিথ্যে নয় হে গুরুচরণ ! সে দিন আমি সাহেবের কাছে পেস্কারের ঘুস খাওয়ার কথা বল্‌তেই সাহেব যে রকম কট্‌মট্‌ করে আমার দিকে তাকালে,—আমার ভয় হলো, সেই মাঠের মধ্যেই বা আমার পিঠে রেকাবদল কসে ! মুখ ভেংচিয়ে বল্লে, 'টুমি কি মট্‌লবে পেস্কারের নামে চুক্‌লামি করচে, টা আমি বুঝটে পাচ্ছে না ! টোমার পেটে পেস্কারের নিমক গজগজ করচে।'—মর আবাগের বেটা ভূত ! যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর? না হে ভায়া, পেস্কারের নামে ঠকামী করে কোন ফল নেই।—এখন একটা উপায় আছে,—পেস্কারকে সাহেবের চীনামুরগীর ডিম চুরির দায়ে ফেলতে পার ত একবার দেখা যায়। পেস্কার ওর আলমারি থেকে ডিমগুলো সরিয়েছে—এ বিশ্বাস একবার জন্মিয়ে দিতে পারলেই বস্, কেল্লা মার দিয়া। পেস্কারের পেস্কারী করা ঘুচে যাবে। তার বাম্‌নাই শিকেয় উঠবে।"

গুরুচরণ সরকার বহুদিন হইতে জমানবীশের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এক সময়ে সকলেরই ধারণা হইয়াছিল, পেস্কারী পদটা তাহার ভাগ্যেই নাচিতেছে ! কিন্তু হঠাৎ তাহার দীর্ঘকালের আশালতা উন্মূলিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পেস্কারের পদে বাহাল হইলেন। সেই সময় হইতেই

গুরুচরণ ঈর্ষানলে জ্বলিয়া মরিতেছে ; কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত সে পেস্কারকে অপদস্থ করিতে পারে নাই। অথচ বিপদে পড়িয়া কোন দিন সে পেস্কার বাবুর সহায়তা গ্রহণে কুণ্ঠিত হয় নাই ; এবং, পেস্কারের অনুগ্রহেই সে বহুবার বহু বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। এই জন্যেই পেস্কারের সর্ব্বনাশ সাধনে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ। রসরাজ বিশ্বাসের প্রস্তাব তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। সেই দিনই পরামর্শ-সভায় স্থির হইল—সর্দ্দার খানসামা এব্রাহিম সেথকে দিয়া এই কাজ করাইতে হইবে। গুরুচরণ, রসরাজ এবং আরও দুই তিন জন আমলা এব্রাহিমকে গোপনে ডাকিয়া, তাহাদের মহৎ সঙ্কল্প তাহার গোচর করিল ; এবং, তাহার হাতের ভিতর পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া এ বিষয়ে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। এব্রাহিম পেস্কার বাবুর নিকট নানা ভাবে সাহায্য পাইত ; তাঁহাকে যথেষ্ট খাতির করিত ; কিন্তু হাতের লক্ষ্মী সে পায়ে ঠেলিতে পারিল না, বিশেষতঃ এতগুলি ভদ্রলোকের অনুরোধ সে কিরূপে অগ্রাহ্য করে ? সে অগত্যা বলিল, “তা, আপনারা বুল্‌চেন, আমি রাজি না হয়ে করি কি ? কিন্তুক, আপনারা, দেখে লেবেন, পেস্কারবাবু কি চিজ্‌ ! তিনি সাহেবকে এক হাটে কিনে, আর এক হাটে বিচ্‌তে পারে। আপনাদের ‘সাতচোঙার বুদ্ধি এক চোঙায় ঢুক্‌বে’ তা কিন্তুক আমি কয়ে দিলাম।”

হাম্‌ফ্রি সাহেবের বিনানুমতিতে তাঁহার আফিসের খাসকামরায় তাঁহার পেস্কার ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। এমন কি, বাবুর্চ্চি-খানসামারাও সাহেবের আদেশ ভিন্ন সেই কক্ষে প্রবেশ করিত না। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর দিন প্রভাতে সাহেব তাঁহার আফিসের খাসকামরায় প্রবেশ করিয়া চীনামুরগীর ডিম বাহির করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আলমারি খুলিলেন ; কিন্তু ডিম রাখিবার আধারে একটি ডিমও

দেখিতে পাইলেন না ! ডিমগুলি কেহ চুরি করিয়াছে বুঝিয়া, ক্রোধে তাঁহার চোখ-মুখ লাল হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সর্দ্দার-খানসামা এব্রাহিম সেখকে আহ্বান করিলেন ;—তাহাকে মুরগীর ডিমগুলি অদৃশ্য হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুঠীর কর্ম্মচারীরা বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে। তাহারা গম্ভীর ভাবে এব্রাহিমের মুখের দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তে সকলেরই চোখে-চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিল না। তাহারা খাসকামরার আশে পাশে দাঁড়াইয়া, তাহাদের ষড়যন্ত্রের সাফল্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সর্দ্দার-খানসামা খোদার কসম লইয়া বলিল, খাসকামরায় আল্‌মারি হইতে মুরগীর ডিমগুলি হঠাৎ কিরূপে অদৃশ্য হইল, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সাহেবের আদেশ ভিন্ন সে বা অন্য কোন পরিচারক খাস্‌কামরায় প্রবেশ করে না,—একমাত্র পেস্কার বাবুরই সেই কক্ষে প্রবেশের অধিকার আছে। যদি কেহ অপহৃত ডিমগুলির সন্ধান দিতে পারে—তবে পেস্কারবাবুই তাহা দিতে পারিবেন। এই চুরির সন্ধান অন্যের দেওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ চাকর-বাকরের মধ্যে কাহার ঘাড়ে তিনটা মাথা আছে যে, সে খোদাবন্দের আলমারি হইতে ডিম সরাইতে সাহস করিবে ?—ইত্যাদি।

সাহেব গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "পেস্কার শা—কো আবি বোলাও।" —রাগ হইলে সাহেব এই মধুর সম্বোধনে সকল কর্ম্মচারীকেই আপ্যায়িত করিতেন ; এমন কি, নায়েব মহাশয়ও বাদ পড়িতেন না !

পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালের বাসা কুঠীর প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে গ্রামের ভিতর অবস্থিত। এ দেশের জমীদারী সেরেস্তার কাজকর্ম্মের মত, কুঠীতেও সকালে-বিকালে আফিস বসিত। পেস্কারবাবুর একটি খর্ব্বকায় কষ্টসহ বলিষ্ঠ টাট্টু ঘোড়া ছিল ; তিনি সেই ঘোড়ায় বাসা

হইতে আফিসে যাতায়াত করিতেন। ম্যানেজার সাহেব যখন পেস্কার-বাবুকে তাঁহার নিকট হাজির করিবার জন্য এব্রাহিম সেখকে তাঁহার সন্ধানে পাঠাইলেন, পেস্কার তখন পর্য্যন্ত আফিসে উপস্থিত হন নাই। কুঠীর অন্যান্য কর্ম্মচারী প্রভাতে যথানির্দ্দিষ্ট সময়েই আফিসে হাজির হইত; কিন্তু পেস্কার মহাশয় পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ,—প্রভাতে স্নান ও পূজা-আহ্নিক শেষ না করিয়া আফিসে যাইতেন না। এ জন্য তাঁহার আফিসে আসিতে প্রত্যহই কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত। ম্যানেজার সাহেবও এ কথা জানিতেন; কিন্তু এই বিলম্বে কাজের কোন ক্ষতি হইত না বলিয়া, সাহেব তাঁহাকে প্রত্যহ ঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়ার জন্য কোন দিন পীড়াপীড়ি করেন নাই, অথচ, অন্য কোন কর্ম্মচারী কোন কারণে এক-আধ ঘণ্টা বিলম্ব করিলে, তাহাকে সাহেবের বকুনি খাইতে হইত। সুতরাং এক যাত্রায় পৃথক ফল দেখিয়া আমলাদের ধারণা হইয়াছিল, সাহেব বড় এক-চোখো,—তাহার কাছে পেস্কারের সাত খুন মাফ! আজ পেস্কার কিরূপে আত্মসমর্থন করেন, তাহা জানিবার জন্য তাহাদের কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হইল।

পেস্কারবাবু কুঠীর সম্মুখে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন; এবং আফিসের আঙ্গিনাস্থিত শাখাবহুল সুবৃহৎ চাঁপা গাছে ঘোড়া বাঁধিয়া, সুপ্রশস্ত বারাণ্ডায় পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময় এব্রাহিম সেখ দ্রুতপদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, অভিবাদন করিয়া জানাইল, সাহেব খাসকামরায় তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন,—জরুর তলব!

সাহেব কোন দিন এত সকালে পেস্কারকে খাসকামরায় ডাকিয়া পাঠাইতেন না। এই জন্য ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া, তিনি এব্রাহিমকে বলিলেন, "সাহেব এত সকালে আমার খোঁজ করিতেছে কেন রে এব্রাহিম?"

এব্রাহিম বলিল, "কি জানি হুজুর! সাহেবের ভারি গোসা হয়েছে; আপনি খাসকামরায় গেলেই সব জান্‌তে পারবেন। একটু হুঁসিয়ার থাকবেন,—সাহেব রাগ্যে গোখ্‌রো সাপের মত গজ্‌রাচ্ছে!"

পেস্কারবাবু সাহেবের গোসার কারণ অনুমান করিতে না পারিয়া, তাড়াতাড়ি খাসকামরায় প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য 'কুঠেল' সাহেবের মত হাম্‌ফ্রি সাহেবও অনর্গল বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন। তাহার পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। উচ্চারণ-গত বৈষম্যের ফলে তিনি 'ত'বর্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক 'ট'বর্গকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া বচন-বিন্যাস করিলেও, আমরা তাঁহার কথাগুলি স্বাভাবিক ভাবেই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

পেস্কার কুঠীর অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় দ্বারের বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া, নগ্ন-পদে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পেস্কার যথারীতি সাহেবকে অভিবাদন করিলে, ক্রুদ্ধ ম্যানেজার তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন না করিয়াই, ভ্রূভঙ্গী সহকারে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "পেস্কার, তোমার এ কি রকম আক্কেল বল ত! ঐ আলমারীর মধ্যে আমি যে সকল ডিম রাখিয়াছিলাম, তাহা কোথায়?"

পেস্কার সবিস্ময়ে বলিলেন, "ডিম! মুরগীর ডিমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তাহা কি আলমারিতে নাই?"

সাহেব বলিলেন, "না। আলমারিতে থাকিলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব কেন? ডিমগুলা চুরি গিয়াছে!"

পেস্কার বলিলেন, "তাজ্জবের কথা বটে! তা ডিমগুলা চুরি গিয়া থাকিলে, সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

সাহেব বলিলেন, "তোমাকে ভিন্ন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার খাসকামরায় তোমার ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই।

আমার আদেশ ভিন্ন দোস্‌রা আদমী এই কুঠুরিতে আসিতে পায় না। এই কুঠুরী হইতে কোন জিনিস চুরি হইলে, তুমিই সে জন্য দায়ী। ডিমগুলি কোথায় রাখিয়াছ, বল। সবগুলাই কি পেটে পূরিয়াছ?"

এই ঘৃণিত, মিথ্যা অপবাদে পেস্কার মহাশয় মুহূর্ত্তকাল বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাহেব তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেছেন কি না, তাহা তিনি হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ; তিনি মুরগীর ডিম খাইয়াছেন,—তাহাও আবার চুরি করিয়া! তিনি সাহেবের অধীন কর্ম্মচারী বলিয়াই কি সাহেব তাঁহার এতদূর অপমান করিতে সাহস করিলেন? তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না,—মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্রোধানল দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পেস্কার ক্রোধে কাঁপিতে-কাঁপিতে, আরক্ত নেত্রে হামফ্রি সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া, সুস্পষ্ট ঘৃণার সহিত বলিলেন, "সাহেব, তুমি বলিতেছ কি? আমি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ,—আমার কোন পুরুষে কেহ চাকরী করে নাই,—ম্লেচ্ছের দাসত্ব করা ত দূরের কথা! পেটের দায়ে, পরিবার প্রতিপালনের অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া, অগত্যা তোমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি,—আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট অপমান। মুরগী স্পর্শ করিলে আমাদের জাতি যায়। সেই মুরগীর ডিম আমি তোমার আলমারি হইতে চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছি? কি ঘৃণার কথা! তুমি মনিব, তোমাকে আর কি বলিব! অন্য কেহ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ রকম কথা বলিলে, আমি জুতা মারিয়া তাহার মুখ ভাঙ্গিয়া দিতাম,—এ অপমান সহ্য করিতাম না।"

পেস্কারের কথা শুনিয়া সাহেব হুঙ্কার দিয়া লাফাইয়া উঠিলেন; এবং আস্তিন গুটাইয়া ঘুসি তুলিয়া বলিলেন, "ওরে হারামজাদ, বেয়াদপ, শয়তান! তোর গোস্তাকীর প্রতিফল গ্রহণ কর।"

সাহেবকে ঘুসি তুলিয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া, পেস্কার একলম্ফে টেবিলের কাছে আসিয়া, 'ব্লটিং প্যাডে'র উপর হইতে লৌহদণ্ডের ন্যায় স্থূল রুলগাছটা খপ্ করিয়া তুলিয়া লইলেন; এবং তাহা দৃঢ়-মুষ্টিতে বাগাইয়া ধরিয়া, সতেজে বলিলেন, "খবরদার সাহেব, নিজের মান নিজের কাছে। তুমি আমার গায়ে ঘুসি দিলে, এই রুলের এক ঘা বসাইয়া তোমার মাথা ছাতু করিয়া দিব। সকলেরই আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে।"

হাম্‌ফ্রি সাহেব জানিতেন, দোষ করিলে কালা নেটিভের সকল দোষের আকর, পেট্‌-জোড়া পীলেই ফাটিয়া আসিতেছে; রুল হাতে লইয়া তাহাদের আত্ম-রক্ষার চেষ্টা তাঁহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় নূতন। তিনি তৎক্ষণাৎ উদ্যত ঘুসি সংবরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন।

কুঠীর বহু কর্ম্মচারী এবং হালসানা, পাইক, তাগাদগীর, বরকন্দাজ প্রভৃতি খাসকামরার বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। সাহেবের আহ্বানমাত্র তাহাদের দশবারজন তাড়াতাড়ি খাসকামরায় প্রবেশ করিল।

সাহেব তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই নিমকহারাম বদমায়েসের হাত হইতে রুল কাড়িয়া লইয়া, উহাকে বাঁধো। উহার বড় তেল হইয়াছে। উহাকে জেলে পূরিয়া, ঘানি টানাইয়া তেল বাহির করিব।"

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাহেবের তাঁবেদারগণের মধ্যে এক প্রাণীও তাঁহার হুকুম তামিল করিতে অগ্রসর হইল না। অধীন আমলা ও পরিচারকবর্গের প্রতি সাহেবের এরূপ আচরণ নূতন নহে; সুতরাং ঘুঁটেকে পুড়িতে দেখিয়া গোবর হাসিল না।

সাহেব পুনর্ব্বার রোষ-কষায়িত-নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "শীঘ্র উহাকে কয়েদ কর।"

যে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, কাঠের পুতুলের মত সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। পেস্কার তখন ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া, রুলগাছটা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া, প্রশস্ত বারান্দা দিয়া প্রাঙ্গণস্থিত চাঁপা গাছের তলায় আসিলেন; এবং বৃক্ষ-শাখা হইতে তাঁহার ঘোড়ার লাগাম খুলিয়া লইয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিলেন। সাহেব তখন খাসকামরা হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পেস্কার ঘোড়ার পিঠে বসিয়া সাহেবকে বলিলেন, "সেলাম সাহেব, আমি এখন চলিলাম, তুমি বোধ হয় আমাকে ডিস্‌মিস্ করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু কাজটা তেমন সহজ হইবে না, এ কথাও তোমার স্মরণ থাকিতে পারে। এই কেলেঙ্কারীর জন্য দায়ী আমি না তুমি, তাহাও ভাবিয়া দেখিও।"

পেস্কারকে লইয়া তাঁহার বেগবান তেজস্বী অশ্ব চক্ষুর নিমেষে কুঠীর হাতা অতিক্রম করিল। সাহেব অধীর ভাবে বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারী ও পরিচারকেরা কোন্ দিক দিয়া কোথায় সরিয়া পড়িল, সাহেব তাহা লক্ষ্য করিলেন না; তাহারা তাঁহার হুকুম তামিল করিল না কেন, এ কথাও তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না। সেই দিন তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ধারণা হইল, বিপুল অর্থবল ও জনবল তাঁহার আয়ত্তে থাকিলেও, তিনি নিতান্ত একাকী এবং অসহায়!

পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল মহাশয় অতঃপর সপ্তাহকাল কুঠীতে আসিলেন না। তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে বাসায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু

তাঁহার গুপ্তচরের অভাব ছিল না,—কুঠীর প্রত্যেক সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। তাঁহার বাসায় পূর্ব্বে যেমন দুবেলা পঞ্চাশখান পাতা পড়িত, তাহার বৈলক্ষণ্য হইল না। পূর্ব্বের মতই তিনি পল্লিবাসিগণের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া, অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করিতে লাগিলেন। ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবও যে দুই-এক দিন গোপনে তাঁহার সন্ধান লন নাই, এ কথা বলিতে পারি না। পেস্কারবাবু কয়েক দিন কাছারীতে অনুপস্থিত থাকায়, সাহেবের কায-কর্ম্মের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল; এমন কি, নায়েব মহাশয় পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। একজন মাত্র কর্ম্মচারী এতবড় একটা 'কানসারণে'র কায-কর্ম্ম একাকী কিরূপে পণ্ড করিয়া দিতে পারে, তাহার প্রমাণ পাইয়া ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবকেও কিঞ্চিৎ বিচলিত হইতে হইল। দুই-এক দিন তাঁহার ইচ্ছা হইল, পেস্কারকে লোক দিয়া ডাকাইয়া পাঠাইবেন; কিন্তু তিনি একে ম্যানেজার, তাহার উপর বর্ণশ্রেষ্ঠ ইংরাজ; একটা সামান্য নেটিভ আমলা প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার অপমান করিয়া, তেজ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছে; পেস্কারকে ডাকিয়া আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে, সঙ্গে সঙ্গে পেস্কারের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষতঃ, পেস্কার কুঠী ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়াছেন, "তুমি বোধ হয় আমাকে ডিস্‌মিস্ করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু কাযটা তেমন সহজ হইবে না,—এ কথাও তোমার স্মরণ থাকিতে পারে!"—যে আমলার মুখ হইতে এরূপ স্পর্দ্ধার কথা বাহির হইতে পারে, কোন্ উপরওয়ালা তাহাকে ডিস্‌মিস্ না করিয়া স্থির থাকে? কিন্তু সাহেব জানিতেন, পেস্কারের এই উক্তি বর্ণে-বর্ণে সত্য; পেস্কার এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলেও, ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে

পারিলেন না। পদাঘাতে পেস্কারকে ফুটবলের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করা হাম্‌ফ্রি সাহেবের সাধ্য হইলে, কায-কর্ম্মের শত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তাহাতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

মিঃ হাম্‌ফ্রি কূটবুদ্ধি, কুঠীর কায-কর্ম্মে অভিজ্ঞ, অত্যন্ত তেজী ও জেদী ইংরাজ। কিন্তু তিনি যতই চতুর হউন, চালবাজিতে তিনি পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের সমকক্ষ ছিলেন না। সাহেবের সর্দ্দার-খান্‌সামা এব্রাহিম মিঞা এই কুঠীর কার্য্যে চুল পাকাইয়াছিল। সে সত্যই বলিয়াছিল, "তিনি সাহেবকে এক হাটে কিনে, আর এক হাটে বিচ্‌তে পারে।" পেস্কার বাবু তাঁহার পেস্কারী চাকরী কি উপায়ে মৌরুসী করিয়া লইয়াছিলেন, আমরা তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল মহাশয়ের পেস্কারী চাকরী নূতন নহে। এই চাকরী করিতে করিতে তিনিও চুল পাকাইয়াছিলেন; এবং মুচি-বাড়িয়া কানসারণের তিনজন ম্যানেজারকে পার করিয়াছেন। মিঃ উইলিয়াম হাম্‌ফ্রি এই কানসারণের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসিবার পূর্ব্বে মিঃ, ডেভিড স্মিথ এই কানসারণের ম্যানেজার ছিলেন। স্মিথ সাহেব বড়ই আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি কানসারণের কায-কর্ম্ম প্রায় কিছুই দেখিতেন না; জুয়ায় ও ঘোড়দৌড়ে বিস্তর টাকা উড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ঔদাসীন্যেই হউক, আর উচ্ছৃঙ্খলতাতেই হউক, কিছু দিনের মধ্যেই মুচিবাড়িয়া কানসারণে কোম্পানীর নব্বই হাজার টাকা ক্ষতি হয়। এ জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা মিঃ ডেভিড স্মিথকে পদচ্যুত করেন। স্মিথ সাহেব ইংরাজ,—তাঁহার সাত খুন মাফ। তিনি হাত পা ধুইয়া 'হোমে' যাত্রা করিলেন। কিন্তু কোম্পানীর ত ক্ষতি পূরণ হওয়া চাই। সুতরাং সকল চাপ পেস্কারের উপর পড়িল;—

পেস্কার যেরূপে পারেন, কোম্পানীর এই ক্ষতি পূরণ করুন,—কোম্পানীর অধ্যক্ষ সভা এই আদেশ প্রচার করিলেন।

অন্য কেহ হইলে এরূপ প্রকাণ্ড দায়িত্বভার স্কন্ধে লইতে সম্মত হইত কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান 'লঙ্কাপ্রাশনে'র যুগ হইলে, প্রজারা এত বড় কাঁঠাল তাহাদের মাথায় ভাঙ্গিতে দিতে নিশ্চয়ই রাজী হইত না। কিন্তু আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগের প্রজারা জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ করিতে ভয় পাইত। চতুর পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এক বড়ে টিপিয়াই কিস্তিমাৎ করিলেন। তিনি কোম্পানীর এই ক্ষতিপূরণের জন্য অধ্যক্ষ-সভার নিকট হইতে কৌশলে দুইটি আদেশ মঞ্জুর করাইয়া লইলেন। প্রথম আদেশ এই, টাকা সংগ্রহের জন্য প্রজারা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত কর বা সেলামী দিবে। দ্বিতীয় আদেশ, মুচিবাড়িয়া কানসারণের ম্যানেজার পদে যিনি যখনই নিযুক্ত থাকুন, তিনি অধ্যক্ষ-সভার সকল সদস্যের এক-যোগে সম্মতি না পাইলে, পেস্কার বাবু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালকে স্বেচ্ছায় পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। ম্যানেজার মিঃ হাম্ফ্রি জানিতেন, তিনি দোর্দ্দাণ্ড প্রতাপশালী ম্যানেজার হইলেও, অধ্যক্ষ-সভার সকল সদস্যকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী করিয়া, পেস্কারের বরখাস্তের আদেশ বাহির করা সহজ নহে। আর তাহা যদি নিতান্ত অসম্ভব না-ও হয়, তাহা হইলেও পেস্কার সহজে ছাড়িবে না, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে রীতিমত লড়িবেন। তখন যদি চীনামুরগীর ডিমচুরির রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাঁহাকেও যথেষ্ট অপদস্থ হইতে হইবে। এই সকল কারণে ম্যানেজার সাহেব পেস্কারকে বরখাস্ত করিতে সাহস করিলেন না ; এদিকে কয়েক দিন কায-কর্ম্মের অসুবিধা ভোগ করিয়া, তাঁহার মনও অনেকটা নরম হইয়া আসিল। রাগ পড়িলে

তিনি বুঝিতে পারিলেন, খাসকামরায় পেস্কারেরই প্রবেশাধিকার ছিল, কেবল এই হেতুবাদে বিনা প্রমাণে তাঁহাকেই ডিম-চোর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ, পেস্কারের ন্যায় নিষ্ঠাবান ও হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত আচার-অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী 'গোঁড়া' হিন্দু কখন মুরগীর ডিম চুরি করা দূরের কথা, স্পর্শও করিতে পারেন না! এ অবস্থায়, 'তুমি চুরি করিয়া ডিম খাইয়াছ'—পেস্কারকে এরূপ রূঢ় কথা বলা অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। এ দেশের ইংরাজদের যত দোষই থাক, তাঁহাদের অনেকেরই চরিত্রে এই একটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা অন্যায় করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিলে, ক্রটি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। কয়েক দিন পরে মিঃ হাম্‌ফ্রি কয়েক জন সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোককে পেস্কার মহাশয়ের বাসায় পাঠাইয়া, তাঁহার নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উদার-হৃদয় পেস্কার মহাশয় ক্ষোভ ত্যাগ করিয়া, ম্যানেজার সাহেবকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিলেন; এবং পরদিন প্রভাতে আফিসের কার্য্যে যোগদান করিলেন। কিন্তু এই কয় দিনেই তিনি, কুঠীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে কে কি প্রকৃতির লোক তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য কাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া ম্যানেজার সাহেবকে নাচাইয়াছিল, তাহারও তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কুঠীতে গিয়া কোন কার্য্যে কাহাকেও সাহায্য করিতেন না; গম্ভীর ভাবে নিজের নির্দ্দিষ্ট কাযটুকু শেষ করিয়া বাসায় চলিয়া আসিতেন। এই ভাবেই কিছু দিন কাটিয়া গেল।

এই সময়েও নীল-কুঠীর দেওয়ানেরা প্রজার প্রতি অত্যাচারে সম্পূর্ণ রূপে বিরত হইয়াছিলেন,—নানা কারণে ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হয় না। তবে 'নীলদর্পণে' অত্যাচারের ও উৎপীড়নের যে আদর্শ

প্রতিফলিত হইয়াছে, এ সময় নীলকর ও তাঁবেদারদের অত্যাচার সেরূপ প্রবল ও সংক্রামক ভাবে বর্ত্তমান ছিল না। অত্যাচারের স্রোত তখন অন্তঃসলিলা ফল্গু-স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইত; এবং অনেক প্রজা তাহার প্রভাব মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিত। যে সকল স্থানে নীলের চাষ হইত, সেই সকল স্থানের কুঠীতে এক একজন দেওয়ান থাকিতেন। দেওয়ানেরা সকলেই এ দেশের লোক, এবং সাধারণতঃ ভদ্র-সন্তান। তবে কানসারণের ইংরাজ ম্যানেজারের অধীন প্রধান-প্রধান আমলাদের আত্মীয় ও অনুগৃহীত লোকেরাই নীলকুঠীর দেওয়ানী পদ লাভ করিতেন। এই সকল দেওয়ানকেও কানসারণের ইংরাজ ম্যানেজারের নিকট নিকাশ দিতে হইত। ম্যানেজার সাহেবের মনোরঞ্জন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। দেওয়ানের কায-কর্ম্মের প্রতি ম্যানেজার সাহেবেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত।

পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল নির্লিপ্ত ভাবে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কি ম্যানেজার সাহেব, কি নায়েব মহাশয়, কাহারও সহিত তিনি মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতা করেন না। তাঁহারাও তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, তাঁহার সহিত পূর্ব্ববৎ ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এই ভাবে কায-কর্ম্ম চলিতেছে, এমন সময়ে এক দিন, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায়, হঠাৎ সংবাদ আসিল, নীলকুঠীর দেওয়ান পুরন্দর ভাদুড়ীর নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজারা দেওয়ানজিকে ধরিয়া 'কোরবানি' করিয়াছে; এবং মৃতদেহ নদী-স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া, অত্যাচারের বনিয়াদ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল করিয়াছে।

পুলিশের জমাদার-দারোগার প্রমোশন তাহাদের অনুষ্ঠিত অত্যাচারের উপর নির্ভর করে কি না জানি না; তবে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের

প্রমোশন কিছুদিন পূর্ব্বে আসামী নির্য্যাতনের (conviction) উপর নির্ভর করিত, ইহা কোন-কোন ডেপুটি বন্ধুর মুখেই শুনিয়াছি। নীলকুঠীর নায়েবদের সম্বন্ধেও এ কথা কতকটা খাটিত। তবে যাহারা তিন ডবল প্রমোশন পাইয়া নীলকুঠীর 'দেওয়ানজি' হইয়া বসিয়াছে, তাহারা আর নূতন করিয়া কি প্রমোশন পাইবে? প্রজার প্রতি অত্যাচার না করিলে নীলের কাজ ভাল হয় না; এবং নীলের কাজ ভাল হইলেই, দেওয়ানেরা ম্যানেজারের নেকনজরে থাকিত,—নিজেরাও গুছাইয়া লইত। দেওয়ান পুরন্দর ভাহুড়ীও এই কারণে ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের নিকট বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন; প্রজারা তাঁহাকে জবাই করিয়া লাস নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে শুনিয়া সাহেব রাগিয়া আগুন হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিকের সমগ্র পুলিশ-বাহিনী ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়া 'কিবা জল, কিবা স্থল, ছাইল আকাশ-তল'; কয়েকজন টিকটিকি পুলিশও কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই খুনের কোন কূল-কিনারা করিতে পারিলেন না!—ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবও 'গেল রাজ্য গেল মান' ভাবিয়া স্বয়ং ঘটনাস্থলের অদূরে উপস্থিত হইয়া তাম্বু ফেলিলেন, এবং পুলিশকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে সেই অঞ্চলের 'মাথালো' 'মাথালো' প্রজাদের উপরেও যে কিছু চাপ পড়ে নাই, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না। কিন্তু ইহার ফল তেমন সুবিধাজনক হইল না; 'দেওয়ান মেধ' যজ্ঞে 'ইন্দ্রায় স্বাহা' হইবার উপক্রম হইল; জনরব উঠিল, এবার ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবকে পর্য্যন্ত কোরবানি করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে!—এই সংবাদ পাইয়া সাহেবের আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার অবস্থা তখন 'সাপের ছুচো ধরার' মত সঙ্গীন হইয় উঠিল; এরূপ রোমাঞ্চকর

সংবাদ পাইয়া সেই অরক্ষিত স্থানে তাঁহার থাকিতে সাহস হইল না। অথচ তাড়াতাড়ি তাঁহার মুচিবাড়িয়ার সুরক্ষিত দুর্গে প্রত্যাগমন করিবেন, ততখানিও সাহস করিতে পারিলেন না। ম্যানেজার সাহেব অত্যন্ত ভীত হইয়া 'বাঙ্গাল নায়েব' বাগচী মহাশয়কে তাঁহার বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন, এবং তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য অবিলম্বে সশস্ত্র লাঠিয়াল, পাইক প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন।

মুচিবাড়িয়ার কুঠীতে বসিয়া নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের এই পত্র পাইয়া চতুর্দ্দিকে 'সর্ষপ পুষ্প' দর্শন করিতে লাগিলেন! হঠাৎ তখন উপযুক্ত পরিমাণে সশস্ত্র লাঠিয়াল পাইক কিরূপে সংগ্রহ করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, পেস্কার বাবু যদি এই ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই এই সঙ্কটে ম্যানেজার সাহেবের জীবন রক্ষা হইতে পারে; নতুবা তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল হইবে না। নায়েব মহাশয় নিরুপায় হইয়া অগত্যা পেস্কার বাবুর শরণাপন্ন হইলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রথমে বাঁকিয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, সাহেব নায়েব মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন—, বিশেষতঃ তিনিই সাহেবের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। সাহেব পেস্কার মহাশয়কে কোন কথা লেখেন নাই; সাহেবকে ক্ষিপ্তপ্রায় সহস্র-সহস্র প্রজার কবল হইতে নিরাপদে উদ্ধার করিয়া আনিবার শক্তিও তাঁহার নাই।

পেস্কার বাবুর কথা শুনিয়া নায়েব মহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন; এবং তাঁর দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "ভাই, এ অভিমান তুমি ত্যাগ কর; তুমি কি পার না পার, তাহা আমার জানা

আছে। এই বিষম দায়ে তুমি আমাকে রক্ষা না করিলে আমার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। আমার মাথা কাটা যাইবে।”

নায়েব মহাশয়ের স্তুতি-মিনতিতে পেস্কার বাবুকে অবশেষে নরম হইতে হইল। পেস্কারবাবুর চরিত্রের এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি যে ভার গ্রহণ করিতেন, তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অদ্ভুত তৎপরতার সহিত অল্প সময়ের মধ্যেই একশত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিলেন, এবং দুইখানি ছৈ-ওয়ালা গরুর গাড়ীতে ঢাল, সড়কী, লাঠি প্রভৃতি বোঝাই দিয়া ম্যানেজার সাহেবের সাহায্যের জন্য তাহা প্রেরণ করিলেন। একশত লাঠিয়াল একত্র দলবদ্ধ হইয়া গমন করিলে পাছে কেহ সন্দেহ করে, এবং পথিমধ্যে তাহারা বাধা পাইতেও পারে, এই আশঙ্কায় পেস্কারবাবু তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন পথে যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং ম্যানেজার সাহেবের আস্তাবল হইতে একটি সুবৃহৎ তেজস্বী দ্রুতগামী আরবী অশ্ব লইয়া সশস্ত্র হইয়া ম্যানেজার সাহেবকে উদ্ধার করিতে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুচিবাড়িয়া কান্সারণের সুযোগ্য পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল মহাশয় কেবল পেস্কারী কার্য্যেই সুযোগ্য ছিলেন না,—দীর্ঘকাল কুঠীতে চাকরী করায় ব্রাহ্মণ হইলেও, তিনি অনেকটা ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন; ক্ষত্রিয়-স্বভাব-সুলভ রজোগুণ তাঁহার প্রকৃতিতে পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছিল। রজোগুণের প্রভাবে নিদ্রা-ঘোরেও তিনি মধ্যে-মধ্যে 'ধর, মার, কাট্,' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। কুঠীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকেই অশ্বারোহণে সুনিপুণ ছিলেন। আমরা যে কালের কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত করিতেছি, তাহার পর ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে; বাঙ্গালী সমাজের সকল স্তরেই এই ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরে ধর্ম্ম-কর্ম্মের, আচার-ব্যবহারের, এমন কি রুচির পর্য্যন্ত যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, রিপ্ ভ্যান উইংক্লের মত কোন লোক বহুবর্ষব্যাপী নিদ্রার অবসানে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া যদি তাহা লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে তাহাকে নিশ্চয়ই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হইত। এখন স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হইলে কুঠীর নিম্নতম কর্ম্মচারীরাও দ্বিচক্রের সহায়তা গ্রহণ করে, তাহারা এখন ঘোড়া পুষিবার ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে অসম্মত। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কুঠীর ছোট বড় অধিকাংশ কর্ম্মচারীরই এক একটি ঘোড়া থাকিত। পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাবু অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি লাঠী, সড়কী, তলোয়ার খেলায় এরূপ কৌশলের পরিচয় দিতেন যে, আট-দশজন বলবান ও সুদক্ষ লাঠিয়াল লাঠি খেলা

উপলক্ষে যুগপৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিত না।

সুতরাং পেস্কার বাবু যখন বেগবান, তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া ম্যানেজার সাহেবের উদ্ধারের জন্য একাকী দূরবর্ত্তী কুঠীতে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার অধীন কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহাকে দুই-একজন অস্ত্রধারী বরকন্দাজ সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাদের প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। পথে কেহই তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না। তাঁহার প্রেরিত লাঠিয়ালেরা নীলকুঠীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, পেস্কার বাবু কুঠীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং ঘর্ম্মাক্ত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ কামরা-ঘরে গিয়া ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ম্যানেজার মিঃ হাম্‌ফ্রি প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, একাকী কামরার ভিতর পায়চারি করিতেছিলেন। নায়েব বাবুকে লাঠিয়াল পাঠাইবার জন্য আদেশ করিবার দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে; কিন্তু লাঠিয়ালদের সাক্ষাৎ নাই,—কোন সংবাদ পর্য্যন্ত নাই! নায়েবের প্রতি তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় পেস্কার বাবু একাকী তাঁহার সম্মুখে গিয়া অভিবাদন করিবামাত্র, সাহেব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তুমি কি আমাকে রূপ দেখাইতে আসিয়াছ? শত-শত প্রজা ক্ষেপিয়া 'মারমুখো' হইয়া আছে; তুমি একাকী কিরূপে তাহাদের বাধা দিবে? আমি তোমাকে এখানে আসিতে হুকুম দিই নাই,—তবে কাহার হুকুমে আসিয়াছ? সেই 'শুয়ার কা বাচ্চা' নায়েব কি বন্দোবস্ত করিয়াছে? আমার বিপদের সংবাদ পাইয়াও সে কিরূপে নিশ্চিন্ত আছে?"

হাম্‌ফ্রি সাহেবের অশিষ্টতায় পেস্কার বাবুও গরম হইয়া উঠিলেন;

কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া, সংযত স্বরে বলিলেন, "সেই ভদ্রসন্তানকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া আপনার কোন লাভ হইবে না সাহেব! নায়েবের সাধ্যও নাই যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া এখানে পাঠায়। নিরুপায় হইয়া নায়েব আমার সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিল; এই জন্যই আমি লাঠিয়াল ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এখান হইতে আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আমি না আসিলে আপনার উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হইত না; অথচ আপনি মনে করিতেছেন আমি আপনাকে রূপ দেখাইতে আসিয়াছি! উন্মত্তপ্রায় শত-শত প্রজা পাকা বাঁশের বড়-বড় লাঠী লইয়া যদি আপনাকে আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে আপনাকে তাহাদের লাঠী হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে গিয়া বুক পাতিতে পারে, লাঠী চালাইয়া তাহাদের লাঠী ফিরাইতে পারে, আপনার আমলাদের মধ্যে একা এই সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেল ভিন্ন দ্বিতীয় লোক নাই। এই জন্যই আমি ঘোড়ায় চড়িয়া আগে আসিয়াছি; আমার লাঠীয়ালেরা শীঘ্রই এখানে আসিয়া জমিবে। যদি আমার এখানে হাজির হওয়া আপনার বিবেচনায় অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া থাকে, আপনি বলুন, আমি চলিয়া যাই। আপনার জীবন-রক্ষার জন্য আমার জীবন বিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই।"

পেস্কারের কথা শেষ হইতে না হইতে, কুড়ি-পঁচিশজন লাঠিয়াল তৈলপক্ব, গাঁটবিশিষ্ট স্থূল ও সুদীর্ঘ লাঠী ঘাড়ে লইয়া কুঠীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; এবং মিলিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। লাঠিয়ালগুলিকে দেখিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেব কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; এবং কান্‌সারণের বাঙ্গলায় প্রত্যাগমনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। পেস্কার বাবু তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া,

উপলক্ষে যুগপৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিত না।

সুতরাং পেস্কার বাবু যখন বেগবান, তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া ম্যানেজার সাহেবের উদ্ধারের জন্য একাকী দূরবর্ত্তী কুঠীতে যাত্রা করিলেন, তখন তাঁহার অধীন কোন কোন কর্ম্মচারী তাঁহাকে দুই-একজন অস্ত্রধারী বরকন্দাজ সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাদের প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। পথে কেহই তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না। তাঁহার প্রেরিত লাঠিয়ালেরা নীলকুঠীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, পেস্কার বাবু কুঠীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং ঘর্ম্মাক্ত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ কামরা-ঘরে গিয়া ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ম্যানেজার মিঃ হাম্‌ফ্রি প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া, একাকী কামরার ভিতর পায়চারি করিতেছিলেন। নায়েব বাবুকে লাঠিয়াল পাঠাইবার জন্য আদেশ করিবার দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছে; কিন্তু লাঠিয়ালদের সাক্ষাৎ নাই,—কোন সংবাদ পর্য্যন্ত নাই! নায়েবের প্রতি তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় পেস্কার বাবু একাকী তাঁহার সম্মুখে গিয়া অভিবাদন করিবামাত্র, সাহেব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; কর্কশ স্বরে বলিলেন, "তুমি কি আমাকে রূপ দেখাইতে আসিয়াছ? শত-শত প্রজা ক্ষেপিয়া 'মারমুখো' হইয়া আছে; তুমি একাকী কিরূপে তাহাদের বাধা দিবে? আমি তোমাকে এখানে আসিতে হুকুম দিই নাই,—তবে কাহার হুকুমে আসিয়াছ? সেই 'শুয়ার কা বাচ্চা' নায়েব কি বন্দোবস্ত করিয়াছে? আমার বিপদের সংবাদ পাইয়াও সে কিরূপে নিশ্চিন্ত আছে?"

হাম্‌ফ্রি সাহেবের অশিষ্টতায় পেস্কার বাবুও গরম হইয়া উঠিলেন;

কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া, সংযত স্বরে বলিলেন, "সেই ভদ্রসন্তানকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া আপনার কোন লাভ হইবে না সাহেব! নায়েবের সাধ্যও নাই যে, এই অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া এখানে পাঠায়। নিরুপায় হইয়া নায়েব আমার সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিল; এই জন্যই আমি লাঠিয়াল ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া এখান হইতে আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আমি না আসিলে আপনার উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হইত না; অথচ আপনি মনে করিতেছেন আমি আপনাকে রূপ দেখাইতে আসিয়াছি! উন্মত্তপ্রায় শত-শত প্রজা পাকা বাঁশের বড়-বড় লাঠী লইয়া যদি আপনাকে আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে আপনাকে তাহাদের লাঠী হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে গিয়া বুক পাতিতে পারে, লাঠী চালাইয়া তাহাদের লাঠী ফিরাইতে পারে, আপনার আমলাদের মধ্যে একা এই সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেল ভিন্ন দ্বিতীয় লোক নাই। এই জন্যই আমি ঘোড়ায় চড়িয়া আগে আসিয়াছি; আমার লাঠীয়ালেরা শীঘ্রই এখানে আসিয়া জমিবে। যদি আমার এখানে হাজির হওয়া আপনার বিবেচনায় অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া থাকে, আপনি বলুন, আমি চলিয়া যাই। আপনার জীবন-রক্ষার জন্য আমার জীবন বিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই।"

পেস্কারের কথা শেষ হইতে না হইতে, কুড়ি-পঁচিশজন লাঠিয়াল তৈলপক্ব, গাঁটবিশিষ্ট স্থূল ও সুদীর্ঘ লাঠী ঘাড়ে লইয়া কুঠীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল; এবং মিলিত কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। লাঠিয়ালগুলিকে দেখিয়া হাম্ফ্রি সাহেব কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; এবং কান্সারণের বাঙ্গলায় প্রত্যাগমনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। পেস্কার বাবু তাঁহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া,

তিনি মিষ্ট কথায় তাঁহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে পেস্কার বাবুর উপদেশ শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

পেস্কার বাবু সাহেবকে তাঁহার উপদেশ-প্রার্থী হইতে দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "ঠেলায় প'ড়ে ঢেলায় সেলাম! এখন পথে এসো বাবা!"—তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "হুজুর, আপনার উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনাকে উপদেশ দিব, এমন গোস্তাকী আমার নাই। তবে আপনি যখন আমার সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তখন আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা ভাল মনে হইতেছে, তাহা বলিতেছি শুনুন। প্রজারা দল বাঁধিয়া আপনাকে আক্রমণ করিবে, এইরূপ জনরব প্রচারিত হইয়াছে। এই জনরবের মূলে কোন সত্য আছে কি না, বলা যায় না। কিন্তু সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এই জনরবে আপনি ভয় পাইয়াছেন,—আপনার কোন ব্যবহারে কেহই যেন ইহা বুঝিতে না পারে। আপনি এখান হইতে পাল্কীতে যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকিলে, সে ইচ্ছা ত্যাগ করুন। যে টম্‌টমে আপনি এখানে আসিয়াছিলেন, সেই টম্‌টমে সেইরূপ বেগেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া, আপনার টম্‌টমের অদূরে থাকিয়া, আপনার অনুসরণ করিব। যে মুহূর্ত্তে আপনার গতিরোধের চেষ্টা হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি তাহাদের সম্মুখীন হইয়া আক্রমণে বাধা দান করিব। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ঘাঁটীতে সাহসী ও বলবান লাঠিয়ালেরা আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছে। কেহ আপনার একটি কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না—এ জন্য আমি আমার মাথা জামিন রাখিলাম।

হামফ্রি সাহেব পেস্কার বাবুর পরামর্শই গ্রহণ করিলেন। তিনি যে টম্‌টমে নীলকুঠীতে পুরন্দর দেওয়ানের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে আসিয়াছিলেন,—

রহস্য-ভেদে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া, সেই টম্‌টমেই 'কান্‌সারণে' প্রত্যাগমন করিলেন। সশস্ত্র পেস্কার অশ্বারোহণে, টম্‌টমের কয়েক গজ মাত্র দূরে থাকিয়া, তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার সময় সাহেব লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক ঘাঁটিতে সুদীর্ঘ লগুড়ধারী লাঠিয়ালেরা আততায়ীর আক্রমণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। তাঁহার গন্তব্য পথ সুরক্ষিত করিবার জন্য পেস্কার-বাবুর সুবন্দোবস্ত ও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাইয়া, সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি নিরাপদে 'কান্‌সারণে'র বাঙ্গলায় প্রত্যাগমন করিলে, নায়েব মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নায়েব মহাশয় স্বয়ং তাঁহার আদেশ পালনের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, এবং তাঁহার সাংঘাতিক বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তাঁহার 'জান ও মান' রক্ষার ভার গ্রহণে উদাসীন ছিলেন—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি নায়েব মহাশয়কে যে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিলেন,—যাহার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান বা মনুষ্যত্ব আছে, সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু এই সকল 'কান্‌সারণের' অধিকাংশ নায়েব-দেওয়ানেরই জানা আছে—'পেটে খেলে, পিঠে সয়!'—নিজের নাম সহি করিতে যাহার কলম ভাঙ্গে, সে যদি কুঠীর চাকরীর দৌলতে ত্যাড়টা সদরালার 'ব্যাতোনের' সমান উপার্জ্জন করিয়া, রাজভোগে উদর পূর্ণ করিতে পায়, তাহা হইলে সে দুর্ব্বাক্য ত সামান্য কথা,—পিঠে চাবুক পর্য্যন্ত সহিতে প্রস্তুত! সুতরাং ইহাদের মূলমন্ত্র—

"বকো আর ঝকো, কাণে গুঁজেছি তুলো
মার আর ধর, পিঠে বেঁধেছি কুলো।"

ম্যানেজার সাহেবের তিরস্কারের বহর দেখিয়া নায়েব মহাশয়ের ধারণা হইল, পেস্কার যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা

যথাযোগ্য রূপে সম্পন্ন না হওয়াতেই সাহেবের এত রাগ! যে সকল লাঠিয়াল সাহেবকে ক্ষিপ্তপ্রায় প্রজাপুঞ্জের কবল হইতে রক্ষা করিতে গিয়াছিল, তাহারা সমবেত বিদ্রোহী প্রজাবর্গ অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প হওয়ায়, সাহেব হয় ত কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম লাভ করিয়া আসিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ পেস্কার ভায়ার পিঠেও দুই-এক ঘা পড়িয়াছে। নায়েব মহাশয় সাহেবের কটূক্তি নির্ব্বিকার চিত্তে পরিপাক করিতে-করিতে স্থির করিয়া ফেলিলেন—সাহেবের পিঠের সাদা চামড়ার উপর কয়টি "কালশিরা" চাষার করচালিত বংশলোচনের মহিমা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে—সাহেব পরদিন 'গোসলখানা' হইতে বাহির হইবার সময়, সর্দ্দার খানসামা এব্রাহিম মিঞাকে তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে বলিবেন। কিন্তু আপাততঃ তিনি ক্রোধ ও বিরক্তি দূর করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, "হুজুর আমাদের মা-বাপ। আমাদিগকে গরু, শুয়োর, গাধা, উল্লুক প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে পারেন; কারণ, পেস্কার বাবুর সরফরাজিতে নির্ভর করা আমার পক্ষে বড়ই নির্ব্বোধের কাজ হইয়াছে! সেই চীনা মুরগীর আণ্ডা চুরীর ব্যাপার লইয়া হুজুরের সঙ্গে পেস্কার বাবুর মনোমালিন্য চলিতেছিল, তাহা জানিতাম, কিন্তু এত দিন পর্য্যন্ত তিনি সেই কথা মনে রাখিয়া, এই সুযোগে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা ধারণা করিতে পারি নাই। সেই মতলবেই, তিনি আমাকে হুজুরের আদেশ পালনে উদ্যত দেখিয়া, হুজুরের রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি আমার হাতে-পায়ে ধরিয়া যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া আমি অগত্যা তাঁহার উপর সকল ভার দিলাম; এবং পাছে কোন ত্রুটি হয় এই আশঙ্কায়, তাঁহাকেও হুজুরের কাছে পাঠাইলাম। এখন দেখিতেছি, তাঁহার

ধাপ্পাবাজিতে ভুলিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি! আমার নিজের কাণ মলিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

মিঃ হাম্‌ফ্রি নায়েবকে পেস্কারের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইতে দেখিয়া, ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "নায়েবী কার্য্যের তুমি সম্পূর্ণ অযোগ্য! আমি তোমার উপর যে কার্য্যের ভার দিয়াছিলাম, তাহা নির্ব্বাহ করা তোমার অসাধ্য বুঝিয়া, তুমি পেস্কার বাবুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলে,—তাহার হাতে, পায়ে ধরিয়া তাহাকে রাজী করিয়াছিলে। অথচ তুমি নির্লজ্জের মত পেস্কারের বিরুদ্ধে আমার কাছে 'চুক্‌লামি' করিতেছ! পেস্কার আমাকে জব্দ করিবার দুরভিসন্ধিতে তোমার নিকট হইতে এই ভার গ্রহণ করিয়াছিল, এত বড় মিথ্যা কথা বলিতে তোমার লজ্জা হইল না? তুমি আশা করিয়াছিলে—তুমি নিজেকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করিয়া তোমার অযোগ্যতা চাপা দিয়া রাখিবে! আমি তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা ক্ষমা করিতে পারিতাম; কিন্তু তোমার শয়তানী ক্ষমার অযোগ্য। তুমি নিজে যে কাজের অনুপযুক্ত, দায়ে পড়িয়া সেই কাজের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া, শেষে তাহার অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে না,—তাহাকে কপট ও নিমকহারাম বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেও সঙ্কুচিত হইলে না! তোমার এই শয়তানী আমি কখন ক্ষমা করিব না। তুমি বুড়া হইয়াছ, তাহার উপর নায়েবের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছ; তোমার বয়সের ও পদের খাতিরে আমি তোমার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিলাম না। নতুবা, তোমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া তোমায় গাধার পিঠে উল্টা করিয়া চড়াইয়া, গ্রাম ঘুরাইয়া আনিতাম।—পেস্কার আমার রক্ষার ভার লইয়াছিল,—এই জন্য আমার মানসম্ভ্রম ও প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। নির্লজ্জ বৃদ্ধ, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

নায়েব মহাশয় সাহেবকে সেলাম করিয়া, তৎক্ষণাৎ দরজার বাহিরে গিয়া জুতা পায়ে দিতে লাগিলেন। তাহার পর সেরেস্তায় আসিয়া বলিলেন, "বুঝেছ রসরাজ! পেস্কারকে সাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম, এ জন্যে সাহেবের ভারি গোসা! বল্লে, তুমি নায়েব, আমার মান-সম্ভ্রমের জন্যে তুমিই দায়ী,—পেস্কার কে, যে, তাকে লেঠেল সঙ্গে দিয়ে আমাকে রক্ষা করতে পাঠাও? ইহাতে না কি সাহেবের অপমান হয়েছে! সাহেব মুখ থাক্‌তে নাকে ভাত খেতে রাজী নয়। পেস্কার যে যখন-তখন সকল কাজেই সর্দ্দারী করবেন, তা আর হচ্ছে না।"

ম্যানেজার সাহেবের নিকট তিরস্কৃত হইয়া নায়েব মহাশয় আমলাদের নিকট যতই বাহাদুরী করুন, আমলারা দুই-এক দিনেই বুঝিতে পারিল, সাহেব তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া, অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করিতেছেন! প্রজারা সাহেবকে প্রহার করিবে বলিয়া যে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহার অনুসন্ধানের ভার পেস্কারের উপর প্রদত্ত হইল। সাহেব নায়েবকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না। নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের পেস্কার-বাৎসল্যের পরিচয় পাইয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলেও, প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "নায়েবের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা সাজে না। সাহেবের সাহস কি—আমাকে গোয়েন্দাগিরি করিতে হুকুম করে! পেস্কারের ত আর মান-অপমান জ্ঞান নাই। গোয়েন্দাগিরি ত 'তুশ্চু' কথা,—সাহেব যদি বলে 'পেস্কার, আমার পায়ে সাবান মাখাও'—পেস্কার তখনই,—হাজার হোক ব্রাহ্মণের ছেলে, তার 'কুচ্ছো' না করাই ভাল, কি বল হরচন্দোর!

কিন্তু নায়েব মহাশয় যতই ম্যানেজার সাহেবের চক্ষুঃশূল হইতে লাগিলেন, তিনি ততই অধিক পরিমাণে পেস্কারের কুৎসা-প্রচারে

মনঃসংযোগ করিলেন। পেস্কার সকল কথাই শুনিতে পাইতেন ; কিন্তু তিনি কোন দিনই বৃদ্ধ নায়েবকে অসম্মানজনক কোন কথা বলিয়া, তাঁহার গৌরব বা পদমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিলেন না। 'কান্সারণে'র যে সকল আমলা স্বার্থানুরোধে এত দিন নায়েবের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে—নায়েবকে ক্ষমতাচ্যুত ও স্বপদে সাক্ষী-গোপাল রূপে অবস্থিত দেখিয়া, তাহারা পেস্কারেরই মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশ্বাসী মিত্র মনে করিয়া নায়েব তাহাদিগকে যে কথাটি বলিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ পেস্কারের কর্ণ-গোচর হইত ! পেস্কার হাসিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন।

পেস্কার গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া তাহাদের নিকটও নানা সূত্রে জানিতে পারিলেন, ম্যানেজার সাহেবকে প্রজারা খুন করিবে বলিয়া যে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অমূলক বাজে কথা মাত্র। কতকগুলি দুষ্ট লোক সাহেবকে ভয় দেখাইবার জন্যই এই মিথ্যা জনরবের সৃষ্টি করিয়াছিল ; কিন্তু সেরূপ কোন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইল না।

ম্যানেজার সাহেব এই সংবাদে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন ; কিন্তু পেস্কার তাঁহাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিলেন না। তিনি ম্যানেজার সাহেবের উপর কতকটা প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন বুঝিয়া ক্রমে সাহেবকে মুঠার ভিতর পূরিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; এবং এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, নানা উপায়ে তাঁহার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পেস্কার বাবু এক দিন কথা-প্রসঙ্গে ম্যানেজার সাহেবকে বলিলেন, যথাসাধ্য তদন্ত করিয়া যদিও আমার বিশ্বাস হইয়াছে—প্রজারা এ পর্য্যন্ত হুজুরের বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিতে সাহসী হয় নাই বটে,—কিন্তু আমি কিছু দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি—প্রজাদের ক্রমেই স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের জমীদার সরকারের পক্ষে ইহা বড় মঙ্গলের কথা বলিয়া ধারণা হইতেছে না।"

সাহেব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "ওয়েল পেস্কার! এ তুমি খুব খাঁটি কথা বলিয়াছ। আমাদের হাড়-ভাঙ্গা নীল-কুঠীর দেওয়ান পুরন্দর বাবুকে 'কোতল' করিয়া প্রজা লোকের সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলে নীলের কাজ-কর্ম্মও অত্যন্ত মন্দা চলিতেছে। ইহার প্রতিকার না করিলে, আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বের মত এ অঞ্চল হইতে এই লাভের ব্যবসায়টি একদম উঠিয়া যাইবে। তুমি কোন উপায় স্থির করিতে পার?

পেস্কার বলিলেন, "আপনার নায়েব বাগচী মোশাই থাকিতে আমাকে উপায় স্থির করিতে বলা, আর মুখ থাকিতে নাকে ভাত খাইতে বলা সমান কথা! এ বিষয়ে নায়েব বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করুন।"

সাহেব টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সরোষে বলিলেন, "ড্যাম্ নায়েব! সে শুয়ারকে দিয়া কোন কাজ আদায় হইবার আশা নাই। আমি তাহাকে বিশ্বাস করি না। তুমি অবিলম্বে একটা উপায় স্থির কর। এরূপ ব্যবস্থা কর, যেন আয়েন্দা সনে ষোল আনা জমীতে নীলের চাষ হয়। হাড়-ভাঙ্গা কুঠীর এলাকার যে প্রজা নীল বুনিতে আপত্তি করিবে, তাহাকে কুঠীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া, 'রেকাবদলে' সায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা কর।"

পেস্কার বলিলেন, "হুজুর, পারি সবই। তবে কি না, গবর্মেন্টের আইন-কানুন বড় খারাপ। বিশেষতঃ হাড়ভাঙ্গা অঞ্চলের প্রজারা একজোট হইয়া, যা ইচ্ছা তাই করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এত বড় দুর্দ্ধর্ষ দেওয়ান পুরন্দর ভাদুড়ী—প্রজারা তাহাকে রাতারাতি খুন করিয়া লাশ ভাসাইয়া দিল! তিন জেলার পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ একত্র জুটিয়া, আকাশ-পাতাল চষিয়া ফেলিয়াও, খুনের কোন কিনারা করিতে পারিল না। না সাহেব, কতকগুলা প্রজাকে আইনের জাঁতায়

ফেলিয়া পিষিতে না পারিলে, কেবল 'রেকাবদল' কি 'শামচাঁদে'র ভয় দেখাইয়া নীলের কাজে উন্নতি করিবার আশা নাই !"

সাহেব বলিলেন, "পেস্কার, আমি জানি, তোমার মাথা খুব পরিষ্কার ; নেটিভদের মধ্যে তোমার মত 'ক্লেবর' লোক আমি কম দেখিয়াছি ! তুমি হাড়-ভাঙ্গা পরগণার কতকগুলা মাথালো-মাথালো বজ্জাৎ প্রজাকে আইনের জাঁতায় ফেলিয়া গুঁড়া করিবার ব্যবস্থা কর ; আমি তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

অতঃপর দুই-তিন দিন সাহেবের খাস-কামরার দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া, ম্যানেজার সাহেবের সহিত পেস্কার বাবুর পরামর্শ চলিল। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে এক দিন শুনিতে পাওয়া গেল, যে সকল প্রজা ষড়যন্ত্র করিয়া দেওয়ান পুরন্দর বাবুকে খুন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ধরা পড়িয়াছে ! সুদক্ষ পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পূরিল, এবং মহকুমার হাকিমের এজলাসে তাহাদের অপরাধের প্রাথমিক বিচার আরম্ভ হইল। মহকুমার হাকিম তাহাদিগকে অপরাধী স্থির করিয়া দায়রা-সোপর্দ্দ করিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায়, দশচক্রে 'ভগবান'কে ভূত হইতে হইয়াছিল। মুচিবাড়িয়া কান্সারণের সুদক্ষ পেস্কার ও তাঁহার সুযোগ্য সহযোগিগণের চক্রে হাড়-ভাঙ্গা পরগণার অভিযুক্ত মাতব্বর প্রজারা পুরন্দর দেওয়ানের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলিয়াই আদালতে সপ্রমাণ হইয়া গেল ! হতভাগ্য ভগবানের দল ফাঁসীতে ঝুলিয়া ভূত হইতে পারিল না বটে, কিন্তু জেলে গিয়া ঘানি টানিতে লাগিল। পেস্কার বাবুর কার্য্য-নৈপুণ্যে হাড়-ভাঙ্গা পরগণার প্রজারা আর মাথা তুলিতে সাহস করিল না ; নীলের আবাদ পূর্ব্ববৎ সবেগে চলিতে লাগিল।

কিন্তু নায়েব বাগচী বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "ছি, ছি,—

ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া কি এতদূর অধর্ম্মের কাজ করিতে আছে? সাহেবকে খুসী করিবার জন্য কতকগুলা মিথ্যা সাক্ষী জুটাইয়া, কয়েকটা নিরপরাধ নিরীহ প্রজাকে জেলে পূরিল! ভগবান আছেন, এখনও দিনরাত্রি হইতেছে। এই মহাপাপের ফল ভোগ করিতেই হইবে।”

নায়েব মহাশয়ের এই মন্তব্য পেস্কার বাবুর কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। পেস্কার বাবু এত দিন পর্য্যন্ত ম্যানেজার সাহেবের নিকট নায়েবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই; তিনি জানিতেন, উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালী উপরওয়ালার মত ‘কাণ-পাতলা’ নহেন। তাঁহারা কাহারও বিরুদ্ধে লাগানি-ভাঙ্গানী শুনিলে বিরক্ত হন; এবং যাহারা “ঠকামী” করে, তাহাদিগকে ঘৃণাই করেন। এই জন্য পেস্কার ক্রমাগত কার্য্য-নৈপুণ্যে ম্যানেজার সাহেবকে খুসী রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি সাহেবের সহিত যড়যন্ত্র করিয়া বিদ্রোহী মহল শাসনের জন্য মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে কতকগুলি নিরপরাধ নিরীহ প্রজাকে জেলে পূরিলেন—তাঁহার ‘উপরওয়ালা’ নায়েবও যখন এইরূপ মন্তব্য প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল। তিনি ম্যানেজার সাহেবকে বলিলেন, “সাহেব, বাঙ্গাল বাগচী নায়েব থাকিতে, তোমার কাছে আমার চাকরী করা পোষাইবে না। আমি তোমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি,—আর তোমার ‘কান্সারণে’র সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী—তোমার নায়েব সকলকে বলিয়া বেড়াইতেছে, আমি মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিয়া, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিরপরাধ নিরীহ প্রজাকে জেলে পূরিলাম! নায়েব এ কথা বলিলে, কে ইহা অবিশ্বাস করিবে?”

পেস্কারের কথা শুনিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার আরদালীকে ডাকিয়া, ‘নিমক হারাম’ নায়েবের

'ক্লাণ পাকড়্‌কে' তাঁহার নিকট হাজির করিতে হুকুম দিলেন ; এবং এক গাছি চাবুক লইয়া নায়েবের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সাহেবের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া পেস্কার ভীত হইলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "না সাহেব, ঐ কাজটি করিও না। বুড়া মানুষ, ব্রাহ্মণ, তাহার উপর তোমার অধীন সকল কর্ম্মচারীর প্রধান আমলা। তুমি নায়েবকে বেত মারিয়াছ—এ সংবাদ প্রচারিত হইলে তোমার দুর্নামের সীমা থাকিবে না। তোমার অধীন সকল আমলাই ইহাতে অপমান বোধ করিবে। নায়েবকে গালাগালি দাও,—জরিমানা করিতে চাও, তাহার জরিমানা কর,—বুড়া ব্রাহ্মণকে বেত মারিও না।"

হাম্‌ফ্রি সাহেব বেত্র আস্ফালন করিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "দেখ পেস্কার, আমি জমীদারী শাসন করিতে আসিয়াছি। স্বার্থরক্ষার জন্য আমি কোন কাজ করিতেই কুণ্ঠিত নহি। তুমি ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ তোমার নিকট সম্মানের পাত্র হইতে পারে। কিন্তু নিমকহারামী করিলে ব্রাহ্মণ ও ডোম উভয়েই আমার নিকট সমান শাস্তি পাইবে। ব্রাহ্মণই হোক আর হাড়ী-মুচীই হোক, কালা আদ্‌মী আমাদের নিকট সব সমান! আমার নায়েব ও আমার সামান্য একজন খিদ্‌মৎগার—আমি এ উভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ দেখি না। যে ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া আমাদের স্বার্থরক্ষা করিবে, বিনা-প্রতিবাদে আমার প্রত্যেক আদেশ পালন করিবে—সে যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবে, তাহার পদোন্নতি হইবে। যে নিমকহারামী করিবে, আমাদের স্বার্থরক্ষায় অবহেলা করিবে,—কুকুরের মত সে বেত খাইবে। স্মরণ রাখিও, আমরা এদেশে টাকা কুড়াইতে আসিয়াছি,—খয়রাৎ করিতে আসি নাই।"

হাম্‌ফ্রি সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইয়াছে—এমন সময় আরদালী

নায়েবের সেরেস্তা হইতে তাঁহার খাস-কামরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নায়েব বাবু সেরেস্তায় নাই,—তিনি বাসায় চলিয়া গিয়াছেন হুজুর !"

আরদালী নায়েব মহাশয়ের অনুগত লোক। সাহেব নায়েবের কর্ণাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে খাসকামরায় হাজির করিবার আদেশ করিলেও, আরদালী আমলা-সেরেস্তায় উপস্থিত হইয়া, নায়েব মহাশয়ের কাণে কাণে সাহেবের সাধু সঙ্কল্পের কথা বলিয়া দিল। নায়েব অসুখের ভাণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আফিস ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত বাসা হইতে বাহির হইলেন না ; ম্যানেজার সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ দেহে জমীদারী কার্য্য পরিচালনে তিনি সম্পূর্ণ অসমর্থ, এই কারণ প্রদর্শন করিয়া, নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের নিকট পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিলেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব অবিলম্বে তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া, এই বিড়ম্বনা-পূর্ণ চাকরী হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দান করিলেন। সাহেব হাসিতে-হাসিতে পেস্কার বাবুকে বলিলেন, "বাগচী চাবুকের ভয়েই চাকরী ছাড়িয়া পলাইল। সে সহজে চাকরী না ছাড়িলে, আমি তাহাকে ডিস্‌মিস্ করিতাম।"

কার্য্য-দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল সেই দিনই মুচিবাড়িয়া 'কান্‌সারণে'র নায়েব পদে উন্নীত হইলেন। ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের এই সুবিচারে 'কান্‌সারণে'র সকল আমলা এক বাক্যে তাঁহার গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করিতে লাগিল। পেস্কার পদোন্নতিতে উৎফুল্ল হইয়া, যে রাত্রে 'কান্‌সারণে'র সমস্ত কর্ম্মচারী ও পরিচারক-বর্গকে পোলাও কালিয়া এবং নানা প্রকার মিষ্টান্নে পরিতৃপ্ত করিলেন, সেই রাত্রেই অবজ্ঞাত বৃদ্ধ নায়েব বাগচী মহাশয় তাঁহার সহযোগিবর্গের নীরব উপেক্ষা ও ভাগ্য দেবতার কঠোর পরিহাসরাশিকে তাঁহার সুদীর্ঘ

কৰ্ম্মজীবনের অযোগ্যতার নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বিদীর্ণ হৃদয়ে নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনুকূল বায়ু-প্রবাহে স্ফীত-পাল নৌকা যখন তাঁহার পিতৃপিতামহের স্নেহস্মৃতি-বিজড়িত, শস্য-শ্যামলা পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রান্তে অবস্থিত, 'পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা' ক্ষুদ্র গ্রামখানি লক্ষ্য করিয়া তরতর নাদে ছুটিয়া চলিল, তখন তিনি একবার অপমানলাঞ্ছিত মস্তক ঊর্দ্ধে তুলিয়া, তাঁহার দীর্ঘ কালের কর্ম্মক্ষেত্র মুচিবাড়িয়ার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিলেন ; কিন্তু নিবিড় নৈশ অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে বিশীর্ণ গণ্ডে ঝরিয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুদীর্ঘকাল প্রাণপণ যত্নে কর্ত্তব্য পালনের পুরস্কার স্বরূপ অযোগ্যতার অপমান মাথায় লইয়া, বাগ্‌চী নায়েব চোখের জল মুছিতে-মুছিতে তাঁহার বাস-পল্লীতে প্রস্থান করিলে, পেস্কার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের অসুন্দর ব্যবহারে হামফ্রি সাহেব পূর্ব্বে যতই অসন্তুষ্ট থাকুন, তাঁহার যোগ্যতা সাহেব কিরূপে অস্বীকার করিবেন ? এ দেশের সাহেব মনিবদের এই একটি চরিত্রগত বিশেষত্ব যে—তাঁহারা অধীন কর্ম্মচারীদের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইলে, ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও তাহাদের যোগ্যতার সমাদর করিতে কুণ্ঠিত হন না। এমন কি, কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে 'লাগানি ভাঙ্গানি' করিলেও সে কথা কাণে তুলেন না। এই জন্য এই স্বদেশী যুগেও যে সকল দেশীয় রাজকর্ম্মচারী স্বরাজের পক্ষপাতী, এবং পরোক্ষ ভাবে নিরুপদ্রব অসহযোগের সমর্থন করিয়া থাকেন—তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, এদেশী উপরওয়ালা অপেক্ষা সাহেব উপরওয়ালা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও প্রার্থনীয়। আমাদের একজন সরল-প্রকৃতি মুন্সেফ বন্ধু এক দিন প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতেছিলেন, "মুন্সেফী করিতেছি ; রায় লিখিতে-লিখিতে বহুমূত্র হইয়া পেন্সন্ লইবার পূর্ব্বে যদি না মরি—তাহা হইলে সবজজ হইব, এমন কি, জেলা-জজ হইবারও আশা দুরাশা নহে। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া এখন এইরূপই মনে হয়। কিন্তু জজিয়তী যতই প্রার্থনীয় হউক, এ কথা অবিসংবাদিত রূপে সত্য যে, আমরা মুন্সেফেরা 'মুন্সেফ-জজের' তাঁবেদারী করা অপেক্ষা

সিভিলিয়ান ইংরাজ জজের তাঁবেদারী করা শতগুণ অধিক শ্লাঘ্য ও প্রার্থনীয় মনে করি।" যে সকল মুন্সেফ 'অম্বল' ও বহুমূত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে-করিতে কর্ম্মজীবনের গৌরবপূর্ণ সায়াহ্নে 'জেলা-জজের' মস্নদে স্থাপিত হইয়া দাসত্বের সার্থকতা অনুভব করিতেছেন—তাঁহারও যখন মুন্সেফ ছিলেন, তখন বোধ হয় ইংরাজ জজের তাঁবেদারীরই পক্ষপাতী ছিলেন ; এবং আমাদের কোন ডেপুটী বন্ধুর মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বোধ হয় অসঙ্কোচে বলিবেন—যে সকল 'বাবু' ডেপুটী নিজের বা বিধাতা-পুরুষের কলমের জোরে নবনির্ম্মোক ধারণ পূর্ব্বক "মিষ্টার" রূপে জেলার বিধাতা-পুরুষ হন, তাঁহাদের তাঁবেদারী—'শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ!'—উচ্চপদস্থ স্বদেশীয়গণের প্রতি এই বিরাগের কারণ আমাদের অজ্ঞাত।

যাহা হউক, হাম্‌ফ্রি সাহেব নূতন নায়েবের কার্য্যদক্ষতাগুণে পূর্ব্বের বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করিয়া ক্রমেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। একে একে অনেকগুলি গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া সাহেব দেখিলেন—সেই সকল কার্য্যে নায়েব যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তখন নায়েবকে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মনে করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরও কান্‌সারণের কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহাকে নানা প্রকার সদুপদেশ দান করিয়া, কাজ-কর্ম্মের সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন, চরই রাজার চক্ষু-কর্ণ ; এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই গুপ্তচর নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। প্রজার মনের ভাব ও গতিবিধি লক্ষ্য না করিলে, এরূপ বৃহৎ জমীদারীর কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ কে শত্রু ও কে মিত্র, ইহা স্থির করিতে না পারিলে, পদে-পদে ঠেকিবার আশঙ্কা আছে। ম্যানেজার সাহেব নায়েবের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া, সরকারের ব্যয়ে কয়েকজন

গুপ্তচর নিয়োগের আদেশ প্রদান করিলেন। নায়েব মহাশয় তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত কয়েকটি লোককে এই পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহারা যে জমীদার-সরকারের বেতনভোগী গুপ্তচর, এ কথা ম্যানেজার সাহেব ও নায়েব মহাশয় ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারিল না। কিছু দিন পরে নায়েব মহাশয়ের মনে হইল, এই সকল গুপ্তচর যদি স্বার্থের অনুরোধে তাঁহার নিকট প্রকৃত সংবাদ গোপন করে, তাহা হইলে তাঁহার গুপ্তচর নিয়োগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং তিনি ম্যানেজার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া, গুপ্তচরগণের দ্বারা সংগৃহীত সংবাদ সত্য কি না পরীক্ষার জন্য চরের উপর চর নিযুক্ত করিলেন; তাহারা সকলেই তাঁহার একান্ত বিশ্বাসভাজন ও অনুগৃহীত ব্যক্তি।

নূতন নায়েব মহাশয় এই সকল গুপ্তচরের সাহায্যে কান্সারণের সকল মহলের প্রত্যেক জ্ঞাতব্য সংবাদ প্রত্যহ নিয়মিত রূপে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন,—জমীদারীসংক্রান্ত কাজ-কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল।

জমীদারী সেরেস্তায় এই নূতন বিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইবার কিছুদিন পরে, নায়েব মহাশয় গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পাইলেন, তাঁহার অধীনে কয়েকটি কর্ম্মচারী তাঁহার অপ্রতিহত উন্নতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহাকে ম্যানেজার সাহেবের নিকট অপদস্থ করিবার জন্য আর একটি নূতন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে! নায়েব মহাশয় প্রথমে স্থির করিলেন—তিনি বুদ্ধিকৌশলে তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া, সাহেবের নিকট নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবেন; এবং তাহারা কিরূপ পরশ্রীকাতর, মিথ্যাবাদী ও কুচক্রী, ম্যানেজার সাহেবের 'চোখে আঙ্গুল দিয়া' তাহা দেখাইয়া দিবেন। তাহা হইলে সাহেব তাহাদের স্বভাবচরিত্রের পরিচয় পাইবেন। সুতরাং তাহারা

ভুবিষ্যতে তাঁহার অনিষ্ট-চেষ্টা করিলেও, কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। কিন্তু অনেক চিন্তার পর তিনি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন; এবং 'দুষ্ট এঁড়ের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' এই নীতির অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে 'হাতে না মারিয়া ভাতে মারাই' কর্ত্তব্য মনে করিলেন। যাহারা কুঠীতে চাকরী করে, তাহাদের পদে-পদে পদস্খলন অনিবার্য্য। তাহাদের কার্য্যে কোন-না-কোন ত্রুটি থাকিবেই। নায়েব তাহাদের প্রতি সদয় থাকিলে, এই সকল ত্রুটি ও গলদের কথা সাহেবের কাণে উঠে না,—তাহাদের বিপন্ন হইবারও আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু নায়েব প্রতিকূল হইলে, তাহাদের সামান্য ত্রুটিও শাখা-পল্লব-সমন্বিত হইয়া, ম্যানেজার সাহেবের কর্ণগোচর হয়। তখন সে বেচারারা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যতই চেষ্টা করুক, তাহাদের আবেদন, নিবেদন, কৈফিয়ৎ—সকলই অরণ্যে রোদনের মত নিষ্ফল হয়। যে:কয়েকজন আমলা নায়েব মহাশয়কে অপদস্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল, নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবের নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন; এবং তাহাদের অপরাধগুলি নানা কৌশলে এরূপ গুরুতর করিয়া তুলিলেন যে, তাহাদের নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় রহিল না। নায়েবকে ফাঁদে ফেলিতে গিয়া, নিজের ফাঁদে তাহারা এমন ভাবে জড়াইয়া পড়িল যে, আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া, অবশেষে তাহারা নায়েব মহাশয়েরই শরণাপন্ন হইল!

নায়েব মহাশয় মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামাইয়া বলিলেন, "বাপু হে, অপকর্ম্ম কে না করে? সাহেব-সরকারের চাকরী করিতে আসিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সাজিলে চলে না। কিন্তু, কুকর্ম্ম করিয়া তাহা ঢাকিতে জানা চাই। সে শক্তি না থাকে, প্রথমে সরল ভাবে আমার কাছে সকল কথা প্রকাশ করিলেই পারিতে। আমি তোমাদের অহিত কামনা

করি না। সময় থাকিতে সকল কথা খোলসা করিয়া বলিলে, আমি তোমাদের সকল অপরাধ ঢাকিয়া লইতে পারিতাম। এখন হাত হইতে তীর বাহির হইয়া গিয়াছে,—এখন আমার কাছে কাঁদাকাটি করিতেছ,—এখন আমি কি করিতে পারি? যা'হোক, সাহেব এবার যাহাতে তোমাদের মাফ করেন—সে জন্য চেষ্টা করিব; কিন্তু কোন ফল হইবে কি না বলিতে পারি না।"—নায়েব মহাশয়ের চেষ্টা নিষ্ফল হইবার নহে; এক সপ্তাহ মধ্যেই তাহারা পদচ্যুত হইল।—নায়েব মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "মাদার গাছে দাদ চুল্‌কাইতে গেলে, এই রকম ফলই হইয়া থাকে! এখন ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বাস কর। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালকে ঘাঁটাইলে কাহারও নিস্কৃতি নাই।"

নায়েব মহাশয়ের বিরুদ্ধাচরণের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, আর কেহই মাথা তুলিতে সাহস করিল না; কানসারণের ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীই তাঁহার বশীভূত হইয়া, নতশিরে তাঁহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিতে লাগিল। তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে, ম্যানেজার সাহেবকে খুসী রাখা কঠিন হইবে না বুঝিয়া, কর্ম্মচারীরা সাহেব অপেক্ষা তাঁহারই অধিক খাতির করিতে লাগিল। তিনিও নানা কৌশলে ম্যানেজার সাহেবকে এরূপ বশীভূত করিলেন যে, সুবিস্তীর্ণ কান্‌সারণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। নায়েবের সহিত পরামর্শ না করিয়া, ম্যানেজার সাহেব কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না। দেখিয়া-শুনিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, "সান্যাল মশায় কি তোড়েই নায়েবী কচ্চে! মুচিবাড়িয়া ান্‌সারণের ম্যানেজারই ত সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেল। ম্যানেজার সাহেব ত নাম সহি করিয়াই খালাস!—নায়েব বছর দুয়েকের মধ্যে দশহাজার টাকা মুনফার সম্পত্তি করে কি না দেখতেই পাবে।"

বস্তুতঃ নায়েব মহাশয়ের যেরূপ সুযোগ ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার

করিলে, সাধারণের এই দৈববাণী যে নিষ্ফল হইত, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নগদ টাকা, কোম্পানীর কাগজ, যৌথ কারবারের 'সেয়ার' বা সম্পত্তির প্রতি নায়েব মহাশয়ের তেমন লক্ষ্য ছিল না; কিন্তু বাগানের প্রতি তাঁহার আসক্তির পরিচয়ে সকলকেই বিস্মিত হইতে হইত! তাঁহার সুবিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে যদি তিনি কাহারও উৎকৃষ্ট বাগান দেখিতে পাইতেন, বা সেইরূপ বাগানের সন্ধান পাইতেন, তাহা হইলে তিনি ছলে-বলে-কৌশলে তাহা আত্মসাৎ না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। বাগান ত দূরের কথা—যদি কেহ তাঁহাকে সংবাদ দিত "অমুক গ্রামে, অমুক লোকের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বিঘা জমী দেখিয়া আসিলাম, হাঁ,—বাগানের মত জমী বটে! সেখানে যদি একটি বাগান হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও লজ্জা পাইতে হয়। কিন্তু জমীটা হস্তগত করা কঠিন; তাহা অমুক চক্রবর্ত্তীর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি।" জমীটা দেখিয়া নায়েব মহাশয়ের মনে ধরিলে আর রক্ষা নাই;—ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরও তিনি যে উপায়ে হউক হস্তগত করিয়া, অগণ্য অর্থব্যয়ে সেখানে বাগান আরম্ভ করিবেন। অনেক নিরক্ষর অকর্ম্মণ্য বেকার লোক নায়েব মহাশয়ের এই অদ্ভুত বাতিকের সমর্থন করিয়া, সপরিবারে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই ভাবে তিনি যে কত বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই! বিভিন্ন বাগানের পর্য্যবেক্ষণ, বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উৎকৃষ্ট কলম সংগ্রহ, বাগানের নক্সা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার অনুগত ও প্রসাদপ্রার্থী বহু লোক সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিত। বাগান প্রস্তুত সম্বন্ধে তাঁহার খেয়ালের সমর্থন করিয়া, অনেকেই অতি সহজে স্বার্থসিদ্ধি করিত।

নায়েব মহাশয় ম্যানেজার সাহেবকে মুঠার ভিতর পূরিয়া, জমীদারী

শাসনে এরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিলেন যে, মুচিবাড়িয়া কান্সারণের ধনী-নির্ধন সকল প্রজাকেই সর্ব্বদা সভয়ে কাল-যাপন করিতে হইত। পূর্ব্বতন ম্যানেজার ও নায়েবগণের আমলে প্রজারা জমীদারের অস্তিত্ব এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল ;—যথা-সময়ে খাজনা যোগাইতে পারিলে, কাহাকেও প্রায়ই কোন ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল নায়েবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, সকল প্রজাকেই, কখন কি হয়—এই চিন্তায় ব্যাকুল থাকিতে হইত। সান্যাল নায়েব তাঁহার শাসন-মহিমা প্রচারের জন্য অবস্থাপন্ন, ভদ্রবংশীয়, এবং জন-সাধারণের সম্মানভাজন প্রজাবর্গকে যে কোন ছলে পাইক হালসানা পাঠাইয়া কান্সারণের কাছারীতে ধরিয়া লইয়া যাইতেন ; এমন কি, প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথ দিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইবার সময়, নায়েবের ইঙ্গিতে ও উৎসাহে অশ্রাব্য ও অশ্লীল ভাষায় গালি দেওয়া হইত। অনেকেই অকারণে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইত! ম্যানেজার সাহেবের নিকট প্রায় কেহই নায়েবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে সাহসী হইত না ; কারণ, অভিযোগ করিলে সাহেব তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। নায়েবের অত্যাচারের কথা দৈবাৎ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেন, ও বলিতেন, "উট্টম হইয়াছে,—সাণ্ডেল নায়েব নায়েবের ঠিক উপযুক্ট পাট্র ; যেমন কুকুর, সেইরূপ মুগুর হইয়াছে। এরূপ না হইলে কি বজ্জাট প্রজা লোক ডুরষ্ট হয়? জুটা না খাইলে যে সকল বজ্জাট শায়েষ্টা না হয়—টাহারা জুটা খাইবে না ট কি রসগোল্লা খাইবে?"—সাহেবের এই প্রকার মন্তব্য শুনিয়াও তাহারা সুবিচারের আশায় তাঁহার শরণাগত হইত, নায়েব মহাশয় তাহাদিগকে শ্যামচাঁদের রসাস্বাদনে কৃতার্থ করিতেন! সুতরাং দেখিয়া শুনিয়া আর কেহ নায়েবের পৈশাচিক ব্যবহারের

প্রতিবাদ করিত না। যে সকল প্রজার অবস্থা সচ্ছল, এবং নায়েবের এই প্রকার অত্যাচারে যাঁহাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইত, তাঁহারা 'স্থানত্যাগেন দুর্জ্জন'-সহবাস পরিহার করিতেন,—আজন্মের আশ্রয় পল্লী-ভবন ত্যাগ করিয়া কোন সহরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কলিকাতায় তখন যে দুই তিনখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র ছিল, তাহাতেও নায়েবের অত্যাচার সম্বন্ধে কেহ কোন আলোচনা করিতে সাহস করিত না; কারণ, সকলেই জানিত, নায়েবের অত্যাচারের কোন প্রমাণই পাওয়া যাইবে না; নায়েব 'ডিফামেসন্' করিলে কাগজওয়ালাদের নাকের জলে চোখের জলে এক হইবে! বিশেষতঃ, পুলিশের জমাদার, দারোগারা জানিত, নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেলের মত অতিথিবৎসল, মুক্তহস্ত, উদার প্রকৃতির মহাশয় ব্যক্তি মুচিবাড়িয়া কান্সারণের এলাকার মধ্যে দ্বিতীয় নাই। সুতরাং মুচিবাড়িয়ার এলাকার মধ্যে যে সকল ভদ্রলোক মাতব্বর ও প্রধান বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারা নায়েবের যথেচ্ছাচারের অনুমোদন করিত; কারণ ন্যায়ের সমর্থন অপেক্ষা নায়েবের কৃপাকটাক্ষ তাহারা অনেক অধিক মূল্যবান মনে করিত। অত্যাচার-জর্জ্জরিত, আত্মশক্তিতে প্রত্যয়হীন, অপমান ও লাঞ্ছনায় নিত্য-অভ্যস্ত প্রজাগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই পীড়নের বিরুদ্ধে সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিবে—সে শিক্ষা ও সাহস তখনও সমাজের কোন স্তরেই লক্ষিত হয় নাই। এই ত্রিশ বৎসর পরে সে কালের কথা স্মরণ হইলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়! মনে হয়, এ কি সেই দেশ? এই নবযুগের নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত, নবজাগ্রত, আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল, অবৈধ অত্যাচারে খড়্গহস্ত, একতাবদ্ধ ঐ কৃষক যুবকেরা কি তাহাদেরই বংশধর? সমাজের নিম্নতম স্তরে নবজীবনের যে স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসান-কালে কে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিল?

কিন্তু নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল উচ্চ শিক্ষিত ও রাজনীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হইলেও, শাসন-নীতি সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রজাগণের মধ্যে এক দলের প্রতি তিনি কথঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া, অর্থাৎ মাথালো-মাথালো জন-কতক লোককে দুই-এক মুঠা উচ্ছিষ্ট দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিয়া, অবশিষ্ট প্রজাবর্গকে পদদলিত করিবার অনিন্দ্য-সুন্দর নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রজাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া, উভয় দলকে শাসন করা রাজনীতিসম্মত,—দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই জন্যই মুচিবাড়িয়া এলাকার মাতব্বর ও প্রধানেরা তাঁহার যথেচ্ছাচারের অনুমোদন করিত; অনেকে নানা ভাবে তাঁহাকে সাহায্যও করিত। ইহাদিগকে হাতে রাখিবার জন্যই, তিনি ইহাদের ভিতর হইতে বাছিয়া-বাছিয়া অনেককে কান্সারণের তহশিলদার, মুহুরী প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নায়েবের সহায়তা ও উৎসাহে তাহারা জাল, প্রতারণা প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কুণ্ঠা বোধ করিত না। তাহারা প্রজা-সাধারণের সর্ব্বনাশ সাধনে সর্ব্বদাই তাঁহাকে সাহায্য করিত। ইহারা শত মুখে নায়েবের প্রশংসা করিত; এবং প্রজারাই সকল অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টিকর্ত্তা,—এ কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিত।

আর একটি বিষয়েও নায়েবের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। নায়েব মহাশয় জানিতেন, প্রজারা সুশিক্ষিত হইলে তাহাদের চোখ-কাণ ফুটিবে; তাহারা তাহাদের ষোল আনা অধিকারের দাবী করিবে; এবং প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে, জমীদারের যথেচ্ছাচারের শক্তি খর্ব্ব হইবে। এ জন্য তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন,—তাঁহার এলাকার মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার

কোনরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত হইবে না। হাম্‌ফ্রি সাহেব ইংরাজ,—তিনি উচ্চশিক্ষিত না হইলেও, শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত ও অনুরাগ থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু স্বার্থানুরোধে তাঁহার জন্মগত সংস্কার ত্যাগেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি তাঁহার এলাকা মধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধী হইলেন। কোন প্রজার সন্তান-সন্ততি বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া মনুষ্য-পদবাচ্য হয়, নায়েবেরও এরূপ ইচ্ছা না থাকায়, মুচিখাড়িয়া কান্‌সারণের এলাকা হইতে মা সরস্বতীকে বেত্রাঘাতে বিতাড়িত করা হইল! যে সকল লোকের অবস্থা সচ্ছল, তাহারা বিভিন্ন স্থানে পুত্রাদি পাঠাইয়া, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; অতি অল্প লোকই এই গুরু ভার বহনে সমর্থ হইল। অধিকাংশ প্রজাই দরিদ্র কৃষিজীবী। একেই তাহারা সুশিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিত না, তাহার উপর দূরবর্ত্তী সহরে ছেলে পাঠাইয়া, তাহাদের শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করা সাধ্যাতীত বলিয়া, তাহারা সন্তান-সন্ততিগণকে মূর্খ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইল। এমন কি পল্লীগ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষাও তাহাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়া উঠিল! এক দিন এই এলাকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নায়েব মহাশয়কে বলিলেন, "আপনারা প্রজাদের মা-বাপ,—তাহাদের ছেলেরা লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে আপনাদের এত আপত্তি কেন?"—নায়েব মহাশয় বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "চাষার ছেলেরা লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হয়, না, অমানুষই হয়? কেতাবের দু'পাতা উল্টাইলেই তাহাদের মাথা বিগড়াইয়া যায়। জুতা জামা না হইলে তখন তাহাদের মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে না। চাষার ছেলে লাঙ্গল ঠেলিতে, কুমোরের ছেলে মাটী ছাঁটিতে, কামারের ছেলে লোহা ঠেঙ্গাইতে লজ্জা বোধ করে,—বাপদাদাকে ক্ষেতের কৃষাণ বলিয়া

পরিচিত করে ! ঘোষের পো না পারে গরু চরাইতে, না পারে মুহুরীগিরি করিতে। লাভের মধ্যে গরীবের ছেলেকে 'ঘোড়ারোগে' ধরে,—আর তাহারা দিন-দিন অসন্তুষ্ট হইয়া, বাপ-মাকে দূরের কথা,—দেব, দ্বিজ ও রাজাকে পর্য্যন্ত অসম্মান করিতে শেখে ! আমাদের এলাকার মধ্যে আমরা এ রোগের বীজ ছড়াইব না।"

বস্তুতঃ, ম্যানেজার ও নায়েবের সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ায় অধিকাংশ প্রজাই মূর্খ হইয়া রহিল। যে দুইচারিজন ভদ্রলোকের ছেলে কোন রকমে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিল, তাহারা কান্সারণের সামান্য-সামান্য চাকরী লাভ করায়, মূর্খ জন সাধারণের নিকট 'এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে'বৎ বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। এই বিদ্বানেরা মূর্খ পল্লীবাসীদের ঘৃণা করিতে লাগিল। এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য নায়েবের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া, নানা ভাবে তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয়ের দানশীলতা, বিশেষতঃ তাঁহার অন্নদানের ঘটার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সান্যাল মহাশয় নানা কৌশলে ও কার্য্য-দক্ষতা-গুণে পেস্কারী হইতে নায়েবী পদে বাহাল হইলে, কাম্যফল লাভ করিয়া পরের দুঃখ মোচনের জন্য আর তাঁহার আগ্রহ রহিল না ! যত দিন তিনি পেস্কার ছিলেন, তত দিন দয়া, দাক্ষিণ্য ও প্রভাব, প্রতিপত্তি দ্বারা বাগচী নায়েবকে ঢাকিয়া ও চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সেরূপ চেষ্টার আবশ্যকতা নাই ; সুতরাং এখন তিনি বিনা স্বার্থে কাহারও কোন উপকার করিতেন না।

স্বার্থানুরোধে নায়েব মহাশয় এখনও কয়েকটি আমলাকে তাঁহার বাসায় দু'বেলা খাইতে দিতেন। তাহারা বিনাব্যয়ে দু'বেলা খাইতে পাইয়া, ক্রীতদাসের ন্যায় তাঁহার সকল আদেশ পালন করিত, এবং

প্রাণপণে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিত। তাঁহার স্বার্থের অনুরোধে তাহারা কোন অন্যায় কর্ম্মে কুণ্ঠিত হইত না। যে সকল আমলা নায়েব মহাশয়ের অন্নে উদর পূর্ণ করিত, তাহাদের মধ্যে শ্রীনাথ আমিনের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীনাথ কার্য্যতৎপরতা-গুণে নায়েব মহাশয়ের যেরূপ অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল, তাঁহার আশ্রিত জীবগুলির মধ্যে আর কেহই সেরূপ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীনাথও অকৃতজ্ঞ ছিল না। আমিনী উপলক্ষে কান্সারণের এলাকাস্থিত অনেক জমি তাহাকে পরিদর্শন করিতে হইত;—তাহাকে অন্যের অধিকারভুক্ত জমী-জমার সংস্পর্শে আসিতে হইত; এবং জমী বন্দোবস্তের ভারও প্রত্যক্ষতঃ তাহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তাহার যেটুকু ক্ষমতা ছিল, নায়েব মহাশয়ের স্বার্থপরতার জন্য সে সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় করিত। সে আমিনী কার্য্যের ব্যপদেশে কাহারও ভাল বাগান, বা বাগানের উপযোগী উৎকৃষ্ট জমীর সংস্রবে আসিলে, সেই বাগান বা জমী জালিয়াতী, প্রবঞ্চনা বা কৌশলের সাহায্যে নায়েব মহাশয়কে লওয়াইয়া দিত! দু'বেলা দু'মুঠা অন্ন দান করিয়া, নায়েব মহাশয় শ্রীনাথ আমিনের ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীনাথের মত আশ্রিত জীবদের ক্ষুন্নিবারণ করিয়া নায়েব মহাশয়ের পুণ্য হোক না হোক,—নৈপুণ্যের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যাইত! যদি কেহ নায়েব মহাশয়ের লাঙ্গুল তৈল-চর্চ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার আশ্রিত-বাৎসল্যের প্রশংসা করিয়া বলিত, "পূর্ব্বজন্মে আপনি শ্রীনাথের বাপ ছিলেন,—বেচারা আপনার দয়াতেই তরিয়া গেল; আপনি তাহার জন্য যাহা করিয়াছেন,—এখনও করিতেছেন,—ছেলের জন্য বাপও ততদূর করে না! আপনার উদারতা ও দয়া দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গিয়া বলাবলি করি—আপনার মত পরোপকারী সাধু পুরুষ

ভূ-ভারতে যদি লাখের মধ্যে একজনও থাকিত, তাহা হইলে কলিযুগের বদলে এত দিন সত্যযুগ দেখা দিত!—”—নায়েব মহাশয় এই প্রশংসা-বাক্য শ্রবণে লজ্জিত হইয়া, উভয় কর্ণবিবরে উভয় হস্তের তর্জ্জনী স্থাপন পূর্ব্বক বলিতেন, “আত্ম-প্রশংসা শ্রবণ মহাপাপ! গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে,—আমার আশ্রিত! আমাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করে; উহার মুখের দিকে না চাহিলে, আমি কি ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারিতাম?”

শ্রীনাথ নায়েবের স্ব-শ্রেণীভুক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। তেমন লেখাপড়া জানিত না। কিন্তু সে তাহার বিদ্যার অভাব বুদ্ধির সাহায্যে পোষাইয়া লইয়াছিল। চাকরীর চেষ্টায় নানা স্থানে ঘুরিয়া, অবশেষে নায়েব মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীর সহোদর বটুক ভাদুড়ীকে মুরুব্বি ধরে; এবং তাহার নিকট হইতে সুপারিশ-পত্র লইয়া নায়েব মহাশয়ের আশ্রয়-প্রার্থী হয়। সহধর্ম্মিণীর সহোদরের অনুরোধ-পত্র এই কলিযুগে কদাচিৎ ব্যর্থ হইয়া থাকে,—নায়েব মহাশয়ও গুরুর গুরুতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না,—শ্রীনাথকে বাসায় রাখিয়া মেঠো আমিনের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিলেন; এবং সুযোগ বুঝিয়া ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবকে ধরিয়া আমিনী কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

নায়েব মহাশয়ের অসাধারণ অভ্যুদয় দর্শনে যে সকল আমলা ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সদর আমিন রসরাজ বিশ্বাস তাহাদের অন্যতম—এ কথা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। নায়েব মহাশয় যখন পেস্কার ছিলেন, তখন হইতে রসরাজপ্রমুখ আমলাগণের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। তিনি নায়েব হইবার পরও তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে নিবৃত্ত হয় নাই। নায়েব মহাশয় গুপ্তচরের মুখে এই ষড়যন্ত্রের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া

কৌশলে যে কয়েকজন আমলাকে পদচ্যুত করেন, তাহাদের দলে রসরাজ বিশ্বাসও ছিল। যাঁহার সুপারিশে রসরাজ সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহারই সুপারিশে তাহার চাকরী গেল! নায়েব মহাশয়ের তখন অপ্রতিহত প্রতাপ,—ম্যানেজার সাহেব তাঁহাকে দক্ষিণ হস্ত মনে করিতেন। রসরাজ পদচ্যুত হইলে, তাঁহার সুপারিশে শ্রীনাথ বিশ্বাস সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইল। নায়েব মহাশয় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন যে কয়েকটি আমলাকে পদচ্যুত করেন, তাঁহার একান্ত অনুগত ও আশ্রিত পোষ্যেরাই তাহাদের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। যে কয়েকটি চাকরী খালি হইয়াছিল, তন্মধ্যে সদর আমিনের পদ দায়িত্বে ও গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই জন্য নায়েব মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুগত শ্রীনাথ গোঁসাইকেই এই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ রসরাজের অধীনে আমিনী করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল; সুতরাং তাহাকে সদর আমিনের পদে নিযুক্ত করিতে ম্যানেজার সাহেবের আপত্তি হইল না।—কিন্তু পূর্ব্ব কথা সাহেবের মনে ছিল। তিনি নায়েবের সুপারিশে শ্রীনাথকে সদর আমিনের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় হাসিতে-হাসিতে নায়েব মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "ওয়েল নায়েব, টোমার নিমকের খাটির না করিয়া এক কুকুর টোমাকে ডংসন করিটে উড্যট হোইয়াছিল,—টাহাকে ডুর করিয়া, আর একটা কুকুরকে আডর ডিয়া টোমার মষ্টকে টুলিয়া লইটেছ! এ নয়া কুট্টা, টোমার নিমকের খাটির রাখিবে কি? টোমার ডেশের টামান্ আড্মি নিমকহারাম। ছোটা বড়া বিল্‌কুল্ আড্মি এক এক মীর্জাফার!"—নায়েবও সাহেবের রসিকতায় গৌরব অনুভব করিয়া বলিলেন, "তা না হইলে আজ, সাহেব! তোমরা কোথায় থাকিতে? স্বজাতির সঙ্গেই আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করি,

তোমাদের সঙ্গে নয়।"—হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবের কথায় অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া বলিলেন, "ঠিক বাৎ নায়েব। ইহা কুকুর জাটিরই স্বধর্ম্ম—characteristic!" —নায়েব জানিতেন, 'পেটে খেলে পিঠে সয়'—সুতরাং স্বজাতির এত বড় উদার প্রশংসা তিনি নিঃশব্দে পরিপাক করিলেন! নায়েব উত্তম পোষ মানিয়াছে দেখিয়া সাহেবও বড় সন্তুষ্ট হইলেন; কারণ এই নায়েবই পেস্কারী করিবার সময় মুরগীর ডিম চুরির বদ্‌নাম শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাঁহাকে কাম্‌ড়াইতেই গিয়াছিল! এই সামান্য অভিযোগ যাহার অসহ্য হইয়াছিল, সে সমগ্র জাতির অপমানজনক এত বড় কটূক্তি কি করিয়া এত সহজে পরিপাক করিল, ভাবিয়া সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। তাহরে পর মনে মনে বলিলেন, "যে হতভাগ্যেরা স্বজাতির অপমানে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না, তাহাদের অন্তরে দেশাত্মবোধের বিকাশ হইতে এখনও বহু বিলম্ব! তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। যাহারা কেরাণী-গিরি করিতে গিয়া মাথা নাড়ে, তাহারাই ডেপুটীগিরি পাইলে প্রসন্ন মনে গাল পাতিয়া দিবে। ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ভরসার কথা বটে।"

শ্রীনাথ আমিন নায়েবের আশ্রিত ও অনুগৃহীত বলিয়া কান্‌সারণের পদস্থ আমলাগণ তাহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতেন; সুতরাং সে সদর আমিনের পদে উন্নীত হওয়ায়, সকল আমলাই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল; এমন কি, যে সকল আমলার উৎসাহে ও পরামর্শে রসরাজ আমিন নায়েবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া পদচ্যুত হইয়াছিল—তাহারাও নায়েবকে খুসী করিবার জন্য শ্রীনাথের পদোন্নতিতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল!

পূর্ব্বে আমিনী চাকরী পল্লী-অঞ্চলের ভদ্রসমাজ তেমন শ্রদ্ধা বা

সম্মানের চক্ষে দেখিতেন না; কারণ, সারাবছর রৌদ্রে বৃষ্টিতে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ও জমীর দখল লইয়া কতকগুলা 'ছোটলোকে'র সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়া দেহপাত করিতে না পারিলে, কেহ এই চাকরী বজায় রাখিতে পারিত না। ভদ্র-সমাজে আদালতের পেয়াদা ও জমীদার-সরকারের আমিন সমান অবজ্ঞার পাত্র ছিল। শ্রীনাথ সদর আমিনের পদে উন্নীত হইলে ও বিশিষ্ট আমলাদের বৈঠকে স্থান পাইলে আমিনী কার্য্যের প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা বিদূরিত হইল; অনেকেরই ধারণা হইল,—আমিনী তেমন হীন নহে,—ইহাতে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

এই সময় ভুবন বাবু ও গোলোক বাবু মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের অন্তর্ভূত নীলকুঠীতে দেওয়ানী করিতেন। ইঁহারা সহোদর ভ্রাতা। গোলোক বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জ্যোৎস্না। সবজজ বা ডিপুটীরা রাজকার্য্যে অবসর গ্রহণের সময় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী উমেদার পুত্র বা জামাতাকে ডেপুটী বা মুন্সেফ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন; পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের পুত্র দারোগাগিরি লাভেরই চেষ্টা করে। সেরেস্তাদারের মূর্খ ছেলে আদালতে শিক্ষানবিসী আরম্ভ করে। জ্যোৎস্নার বাবা ও জ্যাঠা যখন দেখিলেন, জ্যোৎস্নার আর মানুষ হইবার আশা নাই, তখন তাঁহারা তাহাকে কান্‌সারণে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নায়েব মহাশয়কে মুরুব্বি ধরিয়াও চাকুরীর কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহারা জ্যোৎস্নাকে শ্রীনাথ আমিনের অধীনে 'তায়েদ্‌নবীশ' (এপ্রেন্টিস্) করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু ইহাতে একটা অসুবিধা হইল। শ্রীনাথ দরিদ্রের সন্তান,—নায়েবের অনুগ্রহে তাঁহার বাসায় দু'বেলা খাইতে পাইত। আমিনী লাভ করিলেও তাহার অবস্থা তখনও এতদূর সচ্ছল হয় নাই যে, স্বতন্ত্র

বাসা করিয়া ভদ্র-ভাবে থাকে, বা শ্রমলাঘবের জন্য একটা ঘোড়া রাখে। একাল হইলে শ্রীনাথ কিস্তীবন্দীতে একখানা বাইক্ কিনিত; কিন্তু ঘোড়া পুষিতে হইলে তাহার দানা চাই, একজন সহিস চাই, তাহার উপর একখানি ঘরও চাই। যাহার শয়নং যত্রতত্র, তাহার ঘোড়ার আস্তাবল নির্ম্মাণ বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং 'কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ' তাহার কাছেও ঘেঁসিতে পারে নাই! সে নামে শ্রীনাথ হইলেও লক্ষ্মীছাড়ার মত সমস্ত দিন পদব্রজে মাঠে-মাঠে ঘুরিয়া চাকরী বজায় রাখিত। কিন্তু তাহার অধীন শিক্ষানবীস জ্যোৎস্না নীলকুঠীর দেওয়ানের পুত্র। সে কোন্ দুঃখে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া পদব্রজে আমিনের পশ্চাতে মাঠে-মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইবে? সে ঘোড়ায় চড়িয়া শ্রীনাথের সঙ্গে আমিনী শিখিয়া বেড়াইত। শ্রীনাথের ঘোড়া নাই দেখিয়া, জ্যোৎস্না তাহাকে নিজের পিছনে তুলিয়া লইত; এবং দুইজনে একঘোড়ার পিঠে আমিনী করিতে যাইত। দুইজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে এক ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া, অনেকেরই পরিহাসের লোভ অসংবরণীয় হইয়া উঠিত; কিন্তু কান্সারণের আমলাদের কোন অসঙ্গত কাজ দেখিয়া, প্রকাশ্যে তাহার আলোচনা করিবে—কাহারও সেরূপ সাহস ছিল না,—উপহাস-বিদ্রূপ ত দূরের কথা!

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল নায়েবী পদে উন্নীত হইয়া সকল বিষয়েই যে ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সকলের ধারণা হইল, তিনিই এই কান্সারণের 'ছোট ম্যানেজার'।—তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে; ম্যানেজার সাহেবের নিকট কোন বিষয়ের জন্য দরখাস্ত করা বাহুল্য মাত্র! নায়েবকে লঙ্ঘন করিয়া কেহ কোন দরবারে ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, নায়েব তাহার কাজ পণ্ড

করিয়া দিতেন; সুতরাং কেহই কোন বিষয়ে ম্যানেজার সাহেবের সাহায্য-প্রার্থী হইত না।

হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবের প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন;—তাঁহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি নায়েবের শক্তির পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; সুতরাং প্রকাশ্য ভাবে নায়েবের অপমান করিতে তাঁহার সাহস হইল না; এমন কি তিনি নায়েবের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিলেন না। কিন্তু তিনিই কর্ত্তা,—নায়েব তাঁহার হুকুমের চাকর মাত্র,—ইহা প্রতিপন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বয়ং সকল বিষয়েই কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। যে সকল বিষয়ে নায়েবের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক, সেই সকল গুরুতর বিষয়েও তিনি নায়েবকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, হুকুম জারি করিতে লাগিলেন।

মুচিবাড়িয়া কান্সারণের সুবিস্তীর্ণ এলাকামধ্যে ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল, এ পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। তিনিই একাধারে পুলিশ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ! গুরুতর ফৌজদারী মামলা, যাহা বিচারের জন্য দায়রা আদালত ও হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাইতে পারিত, এবং যে সকল অপরাধের বিচারে হস্তক্ষেপ করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার অপদস্থ হইবার আশঙ্কা ছিল, সেই সকল মামলা ব্যতীত এলাকার সমস্ত মামলার বিচারই তিনি স্বয়ং করিতেন; পুলিশ তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক মনে করিত। তাঁহার পিনালকোডে দুই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল,—বেত ও জরিমানা। সাহেবের সময়ের অভাব হইলে, ছোটখাট বিচারের ভার নায়েবের হস্তে অর্পিত হইত। 'ফাইল' ভারি হইলে, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট যেমন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদের 'ফাইলে' মামলা পাঠাইয়া কার্য্যভার লঘু করেন, হাম্‌ফ্রি সাহেবও

নায়েবের সাহায্যে তাহাই করিতেন। কিন্তু তিনি নায়েবের প্রভুত্বে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার এই ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন; সকল মামলার বিচার স্বয়ং করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য অপরাধীদের পৃষ্ঠে তাঁহার বিচারের মহিমা পরিস্ফুট হইতে লাগিল! নায়েবকে অপদস্থ করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অপরাধিগণকে এরূপ প্রচণ্ড বেগে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন যে, অনেকের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের চিহ্ন চিরস্থায়ী হইয়া রহিল; জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে দাগ মিলাইল না! এইভাবে বেত্রাহত হইয়া অনেকেই নায়েবের শরণাপন্ন হইল; কিন্তু বেতের আপিল নাই, বিশেষতঃ তিনি সাহেবের তাঁবেদার মাত্র; তিনি তাহাদিগকে কোন প্রকার আশা-ভরসা দিতে পারিলেন না; কিন্তু ম্যানেজার সাহেবের অবজ্ঞাভাজন হইয়া ক্রোধে ও বিরাগে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। নায়েব প্রকাশ্যে সাহেবের ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ করিবেন না বটে, কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "যদি তোমার স্পর্দ্ধা ও পিটুনির প্রতিফল দিতে না পারি—তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মণই নহি! দেখি তুমি কেমন ম্যানেজার, আর আমি কেমন নায়েব! ঘুঘু দেখিয়াছ, ফাঁদ দেখিতে পাইবে।"

নায়েব বিন্দুমাত্র বাহ্যিক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া সাহেবকে সমুচিত শিক্ষা দানের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় সুচতুর ফন্দীবাজ লোককে আশানুরূপ সুযোগের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইল না। শীঘ্রই এমন সুযোগ আসিল যে, হাম্‌ফ্রি সাহেবের নাকের জলে চোখের জলে এক হইয়া গেল! তাহার চোটে তিনি নায়েবের সহিত আপোষ করিবার পথ পাইলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের প্রবল-প্রতাপ ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের নিকট কালা আদমীর জাতি-বিচার ছিল না। তিনি সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে নিম্নতম স্তরের মুচি-মেথর-মুর্দ্দাফরাস পর্য্যন্ত সকলকে একই সাধারণ জাতি বা পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিতেন, তাঁহার ন্যায় 'জিঙ্গো' ভাবাপন্ন যে সকল ইংরাজ মনে করেন, তাঁহাদের ভোগ-লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই দয়াল প্রভু এই সুখস্থানের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের 'কাঠ কাটিবার ও জল বহিবার' অভিলাষেই এ দেশের নখদন্তহীন অপদার্থগুলা বংশ-বিস্তার করিতেছে, তাঁহাদের সকলেরই এদেশবাসিগণের প্রতি সমদৃষ্টি,—উচ্চ-নীচ-ভেদজ্ঞান নাই। এদেশের সকল বর্ণের লোক তাঁহাদের ধারণায় এক বিশাল সাধারণ জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই জাতির নাম 'নিগার!'

এই জাতীয় একটি লোক—যদিও তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—বৈশাখ মাসের এক দিন মধ্যাহ্ন-কালে মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের কাছারীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন-গ্রামবাসী;—কন্যাদায়ে বিব্রত হইয়া, এই দায় হইতে উদ্ধার লাভের আশায়, তিনি ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি নানা গ্রামে ঘুরিয়া, এবং অনেক 'মহতের' দ্বারস্থ হইয়াও আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে উপস্থিত হইয়া, কাহার নিকট শুনিতে পান যে, মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের নায়েব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল অতি মহাশয় ব্যক্তি,—বিপন্নের প্রতি মুক্তহস্ত ; কন্যাদায়গ্রস্ত কোন-কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার দ্বারস্থ হইয়া আশাতীত সাহায্য লাভ

করিয়াছেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, 'মোটা রকম' সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে।—এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হৃদয়ে কাছারীর পাশ দিয়া নায়েব মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন। বৈশাখের মধ্যাহ্নে স্বর্য্যদেব মধ্যাকাশ হইতে অগ্নিধারা বর্ষণ করিয়া যেন চরাচর দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পথের ধূলা এতই উত্তপ্ত হইয়াছিল যে, তাহার উপর ধান ফেলিয়া দিলে খৈ হইয়া যায়! দীর্ঘ পথ ভ্রমণে ব্রাহ্মণ ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর,—পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক। প্রখর মধ্যাহ্ন-রৌদ্র হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য তিনি তাঁহার জীর্ণ ছাতাটি মাথায় দিয়া, মন্থর গতিতে নায়েব মহাশয়ের বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।

হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহার কামরায় চেয়ারে বসিয়া, টানাপাখার হাওয়া খাইতে-খাইতে, বাতায়ন-পথে কাছারীর 'হাতা'র দিকে হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, কে একজন ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেছে! অনেক চা-কর, নীলকর সাহেবদিগের মত হাম্‌ফ্রি সাহেবেরও ছত্রাতঙ্ক রোগ ছিল। বিদেশী ব্রাহ্মণ জানিতেন না যে, সাহেবের কাছারীর হাতা দিয়া তাঁহাকে ছাতা খুলিয়া যাইতে দেখিলে সাহেব ক্ষিপ্ত হইয়া কামড়াইতে আসিবে। এ কথা জানা থাকিলে, তিনি ছাতা মাথায় দিয়া দূরের কথা, খালি মাথা লইয়াও এই দ্বিপদ-শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থানে পদার্পণ করিতে সাহসী হইতেন না। হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহার হাতায় 'নিগারে'র মাথায় ছাতা দেখিয়াই ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তিনি সক্রোধ হুঙ্কার দিলেন, "কৈ হায় রে!"

'হুজুর' বলিয়া আর্দ্দালী এব্রাহিম তাঁহার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল। সাহেব হুকুম দিলেন, "ঐ ছাতাওয়ালা উল্লুককো পাকড় লাও।"

এব্রাহিম মনে মনে বলিল, "এই গরমে বেটা ক্ষেপেছে,—এখনই অনর্থ বাধাবে!" কিন্তু সে হুজুরের আদেশের অন্যথাচরণে সাহসী হইল

না, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়া সাহেবের বারান্দায় উপস্থিত করিল। সাহেবের ভয়ে ব্রাহ্মণ অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে লাগিলেন; এবং অজ্ঞাত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সাহেব সে প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া অপরাধের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মাবতার অপরাধীর কাতরতায় দয়ার্দ্র হইয়া অপরাধ ক্ষমা করিবেন,—নিরপেক্ষ বিচার বিতরণে কুণ্ঠিত হইবেন, ইহা কদাচ সম্ভব নহে। তিনিই ফরিয়াদী, তিনিই বিচারক। বিচারে ব্রাহ্মণের প্রতি কুড়ি ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ হইল। ডোম আসিলেই ধর্ম্মাবতারের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবে। ব্রাহ্মণকে আটক রাখা হইল। তিনি আতঙ্কে অভিভূত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। পিপাসায় তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইল; কিন্তু তাঁহাকে পিপাসা নিবারণেরও সুযোগ দেওয়া হইল না! সাহেব বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "আগে পিঠ ভরিয়া বেত খা, তার পর পেট ভরিয়া জল খাইলে অধিক মিষ্ট লাগিবে।" সাহেবের মিষ্ট কথায় ঠাকুরের প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল!

নায়েব মহাশয় ইদানীং ম্যানেজার সাহেবের কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন না,—নিজের কর্ত্তব্য কাজটু শেষ করিয়া 'দিনগত পাপক্ষয়' করিতেন। সাহেবও কোন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না, নিজের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্যই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, নায়েব কোন কার্য্যের সমর্থন করিলে, সাহেব উল্টা আদেশ দিতেন। সাহেবের মেজাজ বুঝিয়া নায়েবও উল্টা পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহার উপকার করিবার ইচ্ছা হইত, তাহার অনিষ্ট করিয়া বসিতেন। সাহেব নায়েবের কার্য্য-পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়া, নায়েবের ইচ্ছাই পূর্ণ করিতেন।

সুতরাং ছাতি মাথায় দেওয়ার অপরাধে ব্রাহ্মণের প্রতি বেত্রাঘাতের

আদেশ হইয়াছে শুনিয়া, নায়েবের একবার ইচ্ছা হইল সাহেবকে বলেন, "ও কি করিয়াছ সাহেব! মোটে কুড়ি ঘা বেত এত বড় গুরুতর অপরাধের দণ্ড! তুমি পঞ্চাশ ঘা বেতের হুকুম দাও;—বেত খাইয়া বেচারা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, পুষ্পক-রথে স্বর্গে চলিয়া যাক। বিশ ঘা বেতের কথা শুনিলে লোকে তোমাকে নির্ব্বোধ মনে করিবে। গুরু পাপে এত লঘু দণ্ড দিলে সুবিচারের ব্যাঘাত হয়।"—কিন্তু সাহেবের সহিত এরূপ রসিকতা করিতে নায়েবের প্রবৃত্তি হইল না;—তিনি তাড়াতাড়ি কাছারীতে আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট সকল কথা শুনিলেন; তাহার পর সাহেবের খাস কামরায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, "সাহেব, আমার একজন স্বজাতি আমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিল; শুনিলাম, তাহার প্রতি কুড়ি ঘা বেতের আদেশ দিয়াছ!"

সাহেব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "হাঁ, দিয়াছি। অপরাধ করিলে তোমার স্বজাতির আর আমার সহিস ঝড়ু সর্দ্দারের স্বজাতির ভিন্ন রকম বিচার হইবে,—এরূপ প্রত্যাশা করিও না। আমার নিকট ঐ ব্রাহ্মণ ও ঐ বুনো, উভয়েই সমান। গলার সূতার কোন বিশেষ সম্মান আমি স্বীকার করি না, ইহা কি জান না?"

নায়েব বলিলেন, "উহার অপরাধ ত ছাতা মাথায় দিয়া কাছারীর হাতার মধ্যে আসা?"

সাহেব বলিলেন, "হাঁ, এই অপরাধেই উহার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। এরূপ বেয়াদপি গুরুতর অপরাধ।"

নায়েব বলিলেন, "ভিন্ন গ্রামের লোক,—না জানিয়া রৌদ্রে ছাতা মাথায় দিয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, উহাকে ক্ষমা কর, সাহেব!"

সাহেব বলিলেন, "না জানিয়া অপরাধ করিলেও দণ্ড ভোগ করিতে

হয়। আমার হুকুম কখন ফেরে না। তুমি আমাকে বিরক্ত করিও না। তুমি যথেষ্ট ওকালতি করিয়াছ,—এখন তোমার সেরেস্তার কাজে যাও!"

ব্রাহ্মণকে কুড়ি বেত মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বেত্রাঘাতে ছট্‌ফট্ করিতে-করিতে ব্রাহ্মণ কোন কোন হিন্দু আমলার নিকট পানীয় জল চাহিলেন; কিন্তু ম্যানেজার সাহেবের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে কেহ তাঁহাকে জলবিন্দু দিতেও সাহস করিল না!—ইহা অত্যুক্তি নহে।

ব্রাহ্মণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এ রাজ্যে কি রাজা নাই?—মানুষ পর্য্যন্ত নাই! ভগবান, এই অত্যাচারের বিচার কর।"

অতি কষ্টে গ্রামান্তরে গিয়া ব্রাহ্মণ এক ঘটি জল পান করিলেন। বেত্রাঘাতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার উত্থান-শক্তি রহিল না। নায়েব নিষ্ফল আক্রোশে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের প্রজা যদু মণ্ডল তাহার জমীজমা সংক্রান্ত একটা দরকারে নায়েব মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।

সাহেব স্বার্থানুরোধে যদু মণ্ডলের কিছু অনিষ্টই করিয়াছিলেন,—সে তাহারই প্রতিকার প্রার্থনায় সাহেবের নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু সাহেব তাহার আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া, দেওয়ানী করিতে বলিলেন। যদু মণ্ডল বলবান ও উদ্ধত প্রকৃতির চাষী গৃহস্থ। সাহেবের ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "সাহেব, তুমি জমীদার, আমি গরীব প্রজা। গরীবের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইলে,—আমার নালিশে কাণ দিলে না!—এখন বলিতেছ, আদালত কর। যদি 'আদালত করিতেই'

পারিতাম, তাহা হইলে কি তোমার কাছে দরবার করিতে আসিতাম ?' গরীব বলিয়া গলায় ছুরি দিও না, সাহেব !"

সাহেব অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "যাও—যাও, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোস্তাকি করিও না। বিরক্ত করিলে বেত খাইবে।"

যদু মণ্ডল বুক ফুলাইয়া, সাহেবের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "ন্যায্য কথা বলিলেই বেত খাইব? এ কি লুঠের মাহাল সাহেব! তুমি অন্যায় করিবে,—আমরা গরীব প্রজা ; চোখে আঙ্গুল দিয়া অন্যায় দেখাইয়া দিলে, বলিবে, 'আদালত কর, বিরক্ত করিলে বেত খাইবে !—' 'তোমার গায়ে জোর আছে, তুমি বেত মারিতে পার ; তোমার বেতের ভয়ে আমি কি ন্যায্য পাওনা ছাড়িয়া দিব, সাহেব ?"

যদু মণ্ডলের কথায় সাহেব অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিসকে ডাকিয়া, তাহার নিতম্বদেশে দশ ঘা বেত মারিতে আদেশ করিলেন !

সাহেবের এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। যদু বেত খাইয়া কৃতার্থ হইল।

যদু মণ্ডল বেত্রাঘাত-স্ফীত নিতম্বের বেদনার উপর হাত বুলাইতে-বুলাইতে প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু এই অন্যায় অত্যাচারে সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সেই দিন গভীর রাত্রে যদু মণ্ডল নায়েবের বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার আক্ষেপ শুনিয়া নায়েব বলিলেন, "তুমি বাপু, সুবিচার প্রার্থনায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলে,—সাহেব তোমাকে চাবকাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে ! তোমরা যদি মুখ বুজিয়া চাবুক হজম কর, তাহা হইলে আমার আর কি বলিবার আছে ?"

যদু মণ্ডল বলিল, "আপনি কর্ত্তা, আমাদের মা-বাপ ; আমাদের মান-ইজ্জত সবই আপনার হাতে। সাহেব আর কখন আমাদের গায়ে

হাত তুলিতে সাহস না করে, তার কোন উপায় কি আপনি বলিয়া দিতে পারেন না ?"

নায়েব বলিলেন, "তোমাদের ভাল-মন্দ তোমরা বুঝিবে। সাহেব আমার মনিব,—তাঁহার বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোন রকম সাহায্য করিতে পারিব না। তবে তোমরা সাহেবকে যদি একটু 'শিক্ষে' দিতে পার—তাহা হইলে এই বেত-মারা রোগটা হয় ত আরাম হইতেও পারে। ঠিক দাওয়াই না পড়িলে, কোন রোগই আরাম হয় না যদু ! সে জন্য আমার কাছে আসা বৃথা।"

"প্রেণাম কর্ত্তা ! এবার আমরা তবে দাওয়াইয়েরই যোগাড় করি।"—বলিয়া যদু মণ্ডল নায়েবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। বেত্রাহত যদু যে শীঘ্রই যথাযোগ্য 'দাওয়াই' প্রয়োগ করিবে, এ বিষয়ে নায়েব মহাশয় নিঃসন্দেহ হইলেন।

যদুও সেই দিন হইতে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। উক্ত ঘটনার তিন চারি দিন পরে মিঃ হাম্‌ফ্রি সুমধুর প্রাতঃ-সমীরণ সেবনের উদ্দেশ্যে, মিসেস্ হাম্‌ফ্রিকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার বহুমূল্য সুদৃশ্য টম্‌টমে নদীতীরে যাত্রা করিলেন। গ্রীষ্মকাল ; নদীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সেই সঙ্কীর্ণ-কায়া নদীতে তখন স্রোত ছিল না। স্থানে-স্থানে জল এত অল্প যে, সেই সকল স্থান দিয়া বালকেও হাঁটিয়া নদীপার হইতে পারিত। শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদে কোন-কোন স্থান সমাচ্ছন্ন,—জল দেখিতে পাওয়া যায় না। নদীর উভয় তীর জঙ্গলাবৃত,—নানা জাতীয় তরু ও গুল্মের প্রাচুর্য্যে নদীকূল বহুদূর পর্য্যন্ত দুর্গম। উভয় তীরের প্রান্তবাহিনী নদীর গতি অত্যন্ত বক্র,—বাঁকের এক সীমা হইতে অন্য সীমা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নদী ব্যতীত বহুদূরব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে অন্য জলাশয়ের একান্ত অভাববশতঃ জলকষ্ট দূর

করিবার জন্য নদীর ধারে-ধারে অনেক লোক বসবাস আরম্ভ করিয়াছে। কতকগুলি চাষী গৃহস্থ লইয়া এক-একখানি ক্ষুদ্র পল্লী স্থাপিত হইয়াছে। পল্লীগুলি বিক্ষিপ্ত,—পরস্পরের সহিত সংস্রবহীন। দুইখানি পল্লীর ব্যবধানে সুপ্রশস্ত প্রান্তর—ধানের ক্ষেত!

হাম্‌ফ্রি সাহেবের টম্‌টম নদীতীরবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে-চলিতে, ঐরূপ একটি কৃষক-পল্লী অতিক্রম করিয়া নির্জ্জন প্রান্তরে প্রবেশ করিল। এমন সময় যদু মণ্ডল প্রান্তর-সন্নিহিত একটি গুল্মের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া এক লম্ফে হামফ্রি সাহেবের টম্‌টমের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার হাতে পাকা বাঁশের তৈলপক্ক সুদীর্ঘ লাঠি। যদু, সাহেব ও মেমসাহেবের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া, তাহার লাঠি দুই হাতে বাগাইয়া ধরিয়া টমটমের ঘোড়ার মুখে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল! এই কাণ্ড এতই অল্প সময়ে ঘটিল যে, সাহেব সতর্কতাবলম্বনের সুযোগ পাইলেন না। বিশেষতঃ তিনি তখন নিরস্ত্র। বেগবান, তেজস্বী অশ্ব এই প্রচণ্ড আঘাতে প্রপীড়িত হইয়া, ভয়ে সম্মুখের দুই পা ঊর্দ্ধে তুলিয়া, পশ্চাতের পদদ্বয়ে দণ্ডায়মান হইল। তাহার পর গাড়ীর 'হল্‌কা' হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টায় পথ ছাড়িয়া পথিপার্শ্বস্থ ঢালু জমীতে লাফাইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই সাহেব ও মেমসাহেব টম্‌টম হইতে উল্টাইয়া পড়িয়া ধরাশায়ী হইলেন। ঘোড়া সেই অবস্থায় খালি টম্‌টম টানিয়া লইয়া নক্ষত্র-বেগে সাহেবের বাঙ্গলোর দিকে ধাবিত হইল! সাহেব ও মেমসাহেব কঠিন মৃত্তিকায় সবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় আহত হইলেন। আতঙ্কে ও আঘাতে মেমসাহেবের চেতনা বিলুপ্ত হইল। হাম্‌ফ্রি সাহেবের মাথার চামড়া কাটিয়া রক্তের স্রোত বহিল; এবং তাহা তাঁহার উভয় গণ্ডপ্লাবিত করিয়া পরিচ্ছদ সিক্ত করিল!

আমাদের দেশের অশিক্ষিত কৃষিজীবী প্রজার দল স্বভাবতঃ নিতান্ত নিরীহ,—প্রবলের শত অত্যাচার তাহারা নীরবে সহ্য করে। সহজে তাহারা উত্তেজিত হয় না,—'নসিবের লেখা' বলিয়া,—নিরাশ্রয়, নিরুপায় স্ত্রী-পুত্রাদির মুখের দিকে চাহিয়া, চড়, কিল, ঘুসি, চাবুক, পদাঘাত অবনত মস্তকে পরিপাক করে। কিন্তু যদি দৈবাৎ একবার তাহাদের ধৈর্য্যের বন্ধন শিথিল হয়, একবার তাহারা ক্ষেপিয়া যায়—তাহা হইলে তখন তাহারা 'মরিয়া' হইয়া উঠে। স্ত্রী-পুত্রের মুখ ভুলিয়া যায়, ভবিষ্যৎ দণ্ডের বিভীষিকা তাহাদিগকে সংযত করিতে পারে না। প্রতিহিংসার বিষে তাহারা এরূপ জর্জ্জরিত হইয়া উঠে যে, তখন কোন অপকর্ম্মেই তাহারা কুণ্ঠিত হয় না! তাহারা পিশাচের ন্যায় ক্রূর, ভীষণ নিষ্ঠুর প্রকৃতি লাভ করে; তাহাদের মাথায় খুন চাপে।—সাহেব ও মেম-সাহেবের এই রূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও যদু মণ্ডলের অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল না। সে বিপন্ন, আহত হাম্‌ফ্রি সাহেবকে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করিল। তাহার আহ্বানে তাহার দুইজন সহযোগী অদূরবর্ত্তী আর একটি ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া, সাহেবকে দুই-চারিটা কিল-চড় মারিল। তাহার পর তাঁহাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিবার জন্য, তাঁহার দুই পা ধরিয়া, সেই চষা জমির উপর দিয়া হড়-হড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। সাহেব প্রাণভয়ে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মেমসাহেবও সংজ্ঞালাভ করিয়া, হাউ-মাউ শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিলেন। কি শোচনীয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!

তাঁহাদের আর্ত্তনাদ শুনিয়াই হউক, আর দৈবক্রমেই হউক, জনাব সেখ নামক সাহেব-সরকারের প্রজা সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র যদু মণ্ডল ও তাহার সহযোগিদ্বয়,

সাহেবকে নদীকূলে ফেলিয়া রাখিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।—জনাব সাহেবকে তুলিয়া বসাইল। তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, সে তাঁহাকে ও মেমসাহেবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাঙ্গলোয় রাখিয়া আসিল।—ঘোড়া টম্‌টমখানি জখম করিয়া, আরোহিহীন টম্‌টম-সহ পূর্ব্বেই কাছারী-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সাহেব ও মেমসাহেবকে টম্‌টমে না দেখিয়া, কাছারীর আমলা ও পরিচারকবর্গ গভীর গবেষণায় কাছারী সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। ইত্যবসরে রক্তাক্ত কলেবর সাহেব ও ধূলিধূসরিত মেমসাহেবকে স্খলিত-পদে কাছারী-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নিদারুণ আতঙ্কে সকলের হাত-পা পেটের ভিতর প্রবেশ করিল; তাহারা স্ব-স্ব চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, বিস্ফারিত নেত্রে ভয় ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাহেব ও মেম-সাহেব নিঃশব্দে কামরায় প্রবেশ করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন, আহত স্থান প্রক্ষালন, প্রভৃতি তৎকালোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। খানসামা, খিদ্‌মৎগার, বাবুর্চ্চি, বেহারা, আর্দ্দালী, পরিচারকের দল ব্যস্তভাবে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। আমলা বাবুরা ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, জনাব সেখকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; এবং দুর্ঘটনার কারণ জানিবার জন্য প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সাহেবের ইঙ্গিতেই হউক, বা সকল কথা সে প্রকাশ করিয়াছে শুনিয়া সাহেব পাছে রাগ করেন ভাবিয়াই হউক, জনাব আলি মিঞা হঠাৎ ভয়ঙ্কর গম্ভীর হইয়া উঠিল; কোন কথাই ভাঙ্গিল না; মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও-সব বাত মুই কৈতে পারমু না। আপনাগোর যোদি জবর হাক্কে (আকাঙ্ক্ষা) হ'য়ে থাকে তো হুজুরকে পুছ্ ক'রে লেবেন না।" সুতরাং কাহারও কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইল না।

কিন্তু এরূপ গুরুতর কাণ্ডের কথা গোপন থাকে না। জনাব কুঠীর আমলাদের নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিলেও, তাহার দলের লোকের নিকট নিজের 'কার্দ্দানী' প্রকাশের এত বড় একটা সুযোগ কি করিয়া ত্যাগ করে? বিশেষতঃ, সাহেবের আর্দ্দালী এব্রাহিম মিঞা তাহার ফুপুতো বহিনের খসম; ছুটির পর এব্রাহিম যখন তাহাকে পরম সমাদরে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, এক সিলিম মিঠে-কড়া তামাক সাজিয়া মহা আগ্রহে সর্ব্বাগ্রেই 'হুঁকো'টা তাহার হাতে দিল ও অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমারই মেহের-

বানীতে সাহেব এবার জান্ নিয়ে উঠে আস্তি পেরেছে ভাইজান ! মাথাটা ফাটালে কে, জনাব আলি ? আরে আমি আর ও-কথা কোনও শা—কে বল্তে যাচ্ছিনে।' তখন জনাব আলি 'বোনাই'এর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না,—সে একে একে সকল কথাই এব্রাহিমের নিকট প্রকাশ করিল। তাহার পর আধ ঘণ্টার মধ্যেই কান্সারণের সকল আমলা সাহেবের 'শিক্ষে' লাভের কথা জানিতে পারিল ! কিন্তু সাহেবের 'ধনঞ্জয়' লাভের সংবাদে কেহ যে আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা গেল না ! কেবল নায়েব মহাশয় আততায়ীর উদ্দেশে প্রবল বেগে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমলারা গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল, "অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ ! নায়েব মহাশয়ের কাছে উৎসাহ না পেলে, যদু মণ্ডলের 'ক্যামোতা' কি—সাহেবের গায়ে হাত তোলে ? ইদানীং সাহেবের সঙ্গে নায়েবের যে রকম মন-কশাকশি চল্‌চে, তাতে একটা কিছু কাণ্ড-কারখানা ঘট্‌বে, এ তো জানাই ছিল।" জমানবীশ বলিল, "আরে ভাই, এখনও চন্দোর-স্থয্যি উঠ্‌চে ;—সে দিন নিরীহ ব্রাহ্মণকে ধরে যে রকম বেতিয়ে দিলে, তার অভিসম্পাত লাগ্‌বে না ? ব্রাহ্মণের শাপ হাতে-হাতে ফলে গেল ! বাপধন এখন থেকে ভেবে-চিন্তে চাবুক চালাবেন।" খাজাঞ্চী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অঙ্গারং শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি—ত্যাগ করে না ভাই, তার কালো রঙ্গ, তা অঙ্গার যতই ধও ; কথায় বলে না 'ইল্লৎ যায় ধুলে, স্বভাব যায় ম'লে !' বেত মারা স্বভাব কি এক আধ ঘা খেলেই যাবে ? সাহেব এবার নায়েবকে তুলো-ধোনা না করে ছাড়বে না ! আমরা ভাই তফাতে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌বো। চেপে যাও দাদা, এ-সব জাহাজের খবরে আমাদের দরকার নেই !"

আমলারা চাপিয়া গেল। কেবল আমলারাই নয়,—সাহেবও এত বড় কাণ্ড সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না! কিল খাইয়া কিল চুরির এবম্বিধ দৃষ্টান্ত স্থান-বিশেষে দুর্লভ না হইলেও, ম্যানেজার সাহেবের তূষ্ণীম্ভাব দর্শনে নায়েব মহাশয় যেন কিছু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আশা ছিল, সাহেব একটু সুস্থ হইয়াই 'হা-মা-কা' আরও করিবেন, প্রজাপুঞ্জের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে 'ধর্ষণ নীতি' চলিবে; সেই সুযোগে তিনি তাঁহার লুপ্ত প্রভাব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সাহেব কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে কোন কথাই বলিলেন না,—তিনিও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সাহেবকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠা হ্রাস হইল না। তাঁহার আশঙ্কা হইল, যদু মণ্ডল তাঁহার ইঙ্গিতেই সাহেবকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়াছে,—সাহেবও হয় ত এরূপ সন্দেহ করিয়াছেন! সাহেবের মনের ভাব জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল,—তিনি ধীর ভাবে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

টম্‌টম হইতে উল্টাইয়া মাটিতে পড়ায়, হাম্‌ফ্রি সাহেবের মাথার চামড়া কয়েক স্থানে কাটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই; কয়েক দিনের মধ্যেই ক্ষত শুষ্ক হইল। সাহেব পূর্ব্ববৎ সেরেস্তার কাযকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। কার্য্যোপলক্ষে নায়েবকে প্রত্যহই সাহেবের খাসকামরায় যাইতে হইত; কিন্তু সাহেব আফিস-সংক্রান্ত কাযকর্ম্মের কথা শেষ করিয়াই তাঁহাকে বিদায় দিতেন। এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

এক দিন অপরাহ্ন-কালে নায়েব দৈনিক কাযকর্ম্ম শেষ করিয়া সাহেবের খাস-কামরা ত্যাগ করিবেন,—তিনি টেবিল হইতে কাগজপত্র-গুলি গুছাইয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়াছেন,—এমন সময় সাহেব

বলিলেন,—"ওয়েল সাণ্ডেল, শোন, তোমার সঙ্গে আরও দুই-একটা কথা আছে।"—হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবকে অধিকাংশ সময় 'নায়েব' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন; কিন্তু যখন মন প্রফুল্ল থাকিত, কিংবা কোন কঠিন অথবা নীতি-বিগর্হিত কার্য্যে নায়েবের সহায়তা গ্রহণের আবশ্যক হইত, তখনই তিনি 'নায়েব' না বলিয়া, তাঁহাকে ঘনিষ্ঠতাসূচক 'সাণ্ডেল' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন, নায়েব ইহা জানিতেন। সাহেবের মেজাজ ভাল আছে বুঝিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন; এবং কাগজপত্রগুলি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া, কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করিয়া বলিলেন, "হুজুরের কি হুকুম বলুন; হুকুম যতই কঠিন হউক, তা তামিল করিতে এ বান্দা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, কিছুদিন হইতে হুজুর আমাকে যেন আর পূর্ব্বের মত বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। বোধ হয়, আমার কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে; কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে হুজুরের হিত চেষ্টাই করিয়া থাকি। হুজুরের জন্য আমি কখন-কখন নিজের জীবনও বিপন্ন করিয়াছি; কিন্তু তাহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হুজুরের কোন উপকার করিয়া সে কথার উল্লেখ নিতান্তই বেয়াদপি। তবে হুজুর আর পূর্ব্বের মত আমার উপর নির্ভর করিতে পারিতেছেন না—ইহা আমার দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি?"

সাহেব বলিলেন "না সাণ্ডেল, তোমার দুর্ভাগ্য নহে; ইদানীং কিছুদিন অনেক গুরুতর কার্য্যে তোমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া আমিই ঠকিয়াছি। এখন আমি বুঝিতেছি, এরূপ করা আমার পক্ষে বড়ই অন্যায় হইয়াছে। এই দেখ, তোমার পরামর্শ গ্রহণ না করায়, সে দিন আমাকে একটা কত বড় বিপদে পড়িতে হইল! পূর্ব্বের মত তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিলে, তুমি নিশ্চয়ই এরূপ বিপদ ঘটিতে দিতে না।"

নায়েব উৎকণ্ঠিতভাবে সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। তবে কি সাহেব তাঁহাকে যদু মণ্ডলের উৎসাহদাতা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন? তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু সাহেবের মুখ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, সাহেব হয় ত সরল ভাবেই এ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলে সাহেব যদু মণ্ডলকে বেত্রাঘাত করিয়া বিদায় দিতেন না; সুতরাং যদু মণ্ডলও তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিত না,—ইহাই বোধ হয় সাহেবের কথার মর্ম্ম।

এইরূপ চিন্তা করিয়া নায়েব বলিলেন, "আপনি মনিব, আমি চাকর,—সর্ব্বদাই আপনার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি যদি আমার উপর কোন ভার দিতে অনিচ্ছুক হন, কিংবা, আমি কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব করিলে তাহা আমার অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়াই আপনার ধারণা হয়, তাহা হইলে আমার তফাৎ থাকা ভিন্ন আর উপায় কি?"

সাহেব বলিলেন, "দেখ সাণ্ডেল, তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, সে দিন যদু মণ্ডল আমাকে প্রহার করিয়াছে। আমি তাহাকে বেত মারিয়াছিলাম, সে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে। আমি এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। একটা নেটিভের হাতে আমি প্রহার লাভ করিয়াছি, ইহা প্রকাশ করা বড়ই লজ্জার কথা! অন্য সাহেবেরা এ কথা শুনিলে কি মনে করিবে? কিন্তু কথাটা আমি গোপন করিলেও, 'শূয়ারকি বাচ্চা' জনাব সেখ তাহা অনেকের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। আমি সেই 'রাস্কেলকে' ধরিয়া আনিয়া চাবকাইয়া দিতাম; কিন্তু কেবল কলঙ্ক প্রচারের ভয়ে এই কার্য্য করি নাই,—বিশেষতঃ বিপদে সে আমায় সাহায্য করিয়াছিল। যাহা হউক, যদু মণ্ডলকে আমি জব্দ করিতে চাই! সেই বদমায়েস্‌কে রীতিমত জব্দ না করিলে

প্রজাদের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইবে ; জমিদারী শাসন করা কঠিন হইবে।”

নায়েব কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, “যদু মণ্ডল আপনার গায়ে হাত তুলিয়াছিল ? উঃ, কি সর্ব্বনাশের কথা ! হুজুর আমাকে এত দিন এ কথা বলিলে, তাহার ভিটায় সর্ষে বুনিয়া সেখানে ঘুঘু চরাইতাম। তাহার এত বড় গোস্তাকি যে, সে হুজুরের জমীদারীতে বাস করিয়া হুজুরের গায়ে হাত তোলে ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর, আমি তাহার ভিটায় ঘুঘু চরাইবার ব্যবস্থা করিতেছি।”

সাহেব বলিলেন, “হাঁ, এত দিন এ বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ না করা অন্যায়ই হইয়াছে ! যাহা হউক, এই ভার তোমার হাতেই দিলাম। কিন্তু তুমি কিরূপে সায়েস্তা করিবে ? প্রজারা এককাট্টা হইয়াছে ; সকল প্রজা যাহাতে একসঙ্গে ক্ষেপিয়া না উঠে, অথচ সেই বজ্জাত জব্দ হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি ত ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। তুমি কি করিবে মনে করিতেছ ?”

নায়েব বলিলেন, “আমি একটা উপায় স্থির করিয়া লইব। আপনি আমার উপর যখন ভার দিয়াছেন, তখন আর আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই।”—নায়েব সাহেবকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার খাস-কামরা হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি দরজার বাহিরে জুতা পায়ে দিতে-দিতে মনে-মনে বলিলেন, “এখন পথে এসো, সুমুন্দি ! তুমি ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি ! আমাকে তুমি ‘বাঙ্গাল’ নায়েব পেয়েছ কি না ? এক মুখে তোমাকে কাম্‌ড়িয়েছি, আর এক মুখে ঝাড়্‌বো। যে কলঙ্ক প্রচারের ভয়ে তুমি গুঁতো খাওয়ার কথা গোপন করেছিলে— সেই কলঙ্ক হাটে মাঠে সর্ব্বত্র প্রচার না ক’রে আমি কি সহজে ছাড়্‌বো ? ব্রাহ্মণকে বেত মেরেছ, সে কি বৃথা হবে ?”

নায়েব মহাশয় চিন্তাকুল চিত্তে বাসায় ফিরিলেন। সারারাত্রি

তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না; তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সাহেবের লাঞ্ছনা জনসমাজে প্রচারিত হয়, অথচ যদু মণ্ডলও শাস্তি পায়—ইহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিস্তর চিন্তার পর উপায় স্থির হইল; তিনি ভাবিলেন, "সাহেবকে এখন আমার প্রস্তাবে রাজী করিতে পারিলে হয়!"

পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই নায়েব মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাদেবের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। একে মহাদেব নায়েব মহাশয়ের 'লায়েক ছেলে', হুগলী কলেজ হইতে তিনবার এল্-এ ফেল করিয়া এখন সে পিতার কর্ম্মস্থানে আসিয়া বিষয়-কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতেছে; তাহার উপর সে স্থানীয় দারোগা নলিনী মুস্তফির পরম বন্ধু। সুতরাং উপস্থিত ব্যাপারে মহাদেবের সহযোগিতা অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। দীর্ঘকাল পরামর্শের পর মহাদেব সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "বাবা, আপনি কিছু ভাব্‌বেন না,—'পুলিশ কেশ' করাই সবচেয়ে ভাল পথ। আমি নলিনীকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে এমন ঠিক করে নেব যে, আপনাকে কিচ্ছু বেগ পেতে হবে না। পুলিশ যখন হাতে আছে—তখন একটা বজ্জাত চাষাকে জব্দ করব,—তার আবার একটা কথা?"—পিতার আদেশে মহাদেব দারোগার সহিত দেখা করিতে তৎক্ষণাৎ থানায় চলিল। মামলা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইলে যদু মণ্ডলের ভাগ্যে যাহা হয় হইবে,—ম্যানেজার সাহেবকে যে প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার করিতে হইবে, যদু মণ্ডল তাঁহাকে পথে ধরিয়া 'কোঁৎকাইয়া' দিয়াছে, এই সম্ভাবনায় নায়েব মহাশয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি স্নানান্তে ভক্তিভরে পূজা শেষ করিয়া, কাণে তুলসীপত্র গুঁজিয়া, সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে কাছারীতে চলিলেন।

ম্যানেজার সাহেব নায়েবেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নায়েব তাঁহার খাস-কামরার দরজার বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া কামরার ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র, সাহেব সাগ্রহে বলিলেন, "ওয়েল সাণ্ডেল? তুমি কি স্থির করিলে তাহা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি।"

নায়েব সাহেবকে অভিবাদন করিয়া, মুখখানি হাঁড়ির মত গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "সাহেব, কাল রাত্রে আমি চোখ বুজিতে পারি নাই,—সারা রাত্রি সদুপায় চিন্তা করিয়াছি। এ অঞ্চলের প্রজা-সাধারণের মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বে-আইনী জোর জবরদস্তি করা সঙ্গত মনে হয় না। সেই জন্য স্থির করিয়াছি, যদু মণ্ডলকে পুলিশে চালান দিব। জেলে দিয়া কিছু দিন ঘানি টানিলেই রীতিমত জব্দ হইয়া যাইবে,—আর কোন প্রজা মাথা তুলিতে সাহস করিবে না।"

সাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এ তোমার ভাল যুক্তি হয় নাই সাণ্ডেল! যদু মণ্ডলের নামে ফৌজদারী করিলে 'পাব্‌লিকে' জানিতে পারিবে—একটা ড্যাম নিগার মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের ম্যানেজারকে পথের মধ্যে ধরিয়া কোঁৎকাইয়া দিয়াছে! ইহাতে আমার ইজ্জৎ বাড়িবে না। না, আমি তোমার এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারি না।"

নায়েব মনে-মনে বলিলেন, "এই বেটা সব মাটী করলে!"—কিন্তু তিনি হাল ছাড়িলেন না। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "সাহেব, আপনি বলিতেছেন কি? দুষ্ট লোককে স্বহস্তে শাস্তি না দিয়া, আইন অনুসারে তাহার শাস্তি বিধান করিলে, মানী লোকের সম্মান কখনই নষ্ট হয় না। বরং ইহাতে আপনার প্রতি লোকের শ্রদ্ধাই বাড়িবে। সকলেই বুঝিবে—আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যাহার মত বিশ-পঁচিশটা লোকের মাথা লইতে পারেন,—স্বয়ং তাহার অত্যাচারের প্রতিফল না দিয়া,

বিচারালয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে অপমান নাই হুজুর! প্রজারা দিন-দিন কিরূপ দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছে—তাহারও একটা প্রমাণ গবর্মেণ্টের নথিভুক্ত হইয়া থাকিবে! এ বিষয়ে আপনি অমত করিবেন না, হুজুর!"

সাহেব বলিলেন, "তুমি উত্তম তর্ক করিতে পার, নায়েব! তুমি মোক্তার হইলে পশার করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি জান—মামলার ফলাফল প্রমাণের উপর নির্ভর করে? যদু মণ্ডল আমাকে প্রহার করিয়াছিল—তাহার কোন সাক্ষী নাই। প্রহারের পর আর দুই বেটা বদ্‌মাসের সাহায্যে আমাকে নদীর দিকে টানিয়া লইয়া যায়, তখন জনাব দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে আসামীদের ঠিক সনাক্ত করিতে পারিয়াছিল কি না, সে কিরূপ জবানবন্দী দিবে—তাহা বলা যায় না। আমি তাহাকে বা অন্য কোন প্রজাকে বিশ্বাস করি না। যদি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে আসামীরা খালাস পায়, তাহা হইলে আমার প্যাঁজ-পয়জার দুই-ই হইবে।"

নায়েব বলিলেন, "প্রমাণের অভাবে আসামী খালাস পাইবে, এও কি একটা কথা? ফরিয়াদী ইংরাজ, আসামী একটা কালা আদ্‌মি; কালা আসামীটা সাহেব লোকের গায়ে হাত তুলিয়া ফৌজদারী সোপরদ্দ হইলে, প্রমাণের অভাবে খালাস পাইয়াছে—এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার এদেশে কস্মিন কালেও ঘটিয়াছে কি? এ কি ইংরাজের রাজ্য নয়? জজ মাজিষ্টররা কি ইংরাজ গবর্মেণ্টের চাকর নয়? যদি কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলেও হুজুরের কথা বিশ্বাস করিয়া, আসামীকে শাস্তি দেওয়া আদালতের কর্ত্তব্য। সে যাহাই হউক, সাক্ষীর অভাবে কোন অসুবিধা হইবে না। নলিনী দারোগা আমাদের হাতের লোক,—এ বিষয়ে পুলিশের সাহায্য ষোল আনাই পাওয়া যাইবে। আমিও

স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া মামলার তদ্বির করিয়া আসিতেছি। যত্ন মণ্ডলকে দিয়া ঘানি না টানাইয়া ছাড়িতেছি না।"

সাহেব অবশেষে নায়েবের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। নায়েব মহা উৎসাহে তদ্বির আরম্ভ করিলেন।

যত্ন মণ্ডল যে পল্লীর নিকট ম্যানেজার সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিল, পরদিন প্রভাতে নলিনী দারোগা সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কয়েকজন প্রজা সাহেবের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছে। তাহারা বলিল, যত্ন মণ্ডল সাহেবকে প্রহার করিয়াছে, ইহা তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। দারোগা তাহাদের জবানবন্দী লইয়া এবং ঘটনার স্থান পরীক্ষা করিয়া আসিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেবের জবানবন্দী লইল। অসমঞ্জস বিষয়গুলি গুছাইয়া লইয়া, দারোগা নায়েবকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া আসামী গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু ঘটনার দিন হইতেই যত্ন মণ্ডল ফেরার! তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে দারোগাকে তেমন বেগ পাইতে হইল না; মহকুমার ফৌজদারী আদালতে যত্ন মণ্ডলের অপরাধের বিচার হইল; তাহার প্রতি ছয় মাসের সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। তাহার সহযোগিদ্বয়কে সাক্ষীরা সনাক্ত করিতে না পারায়, অন্য আসামী দু'জন বিনাদণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিল। ইহাতে নায়েব বাঙ্গালী ডেপুটীর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ম্যানেজার সাহেবের নিকট তাহার বিস্তর নিন্দা করিলেন; এবং 'হাজার লেখাপড়া শিখিলেও' বাঙ্গালী কেরাণীগিরি ছাড়া বিচারকের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য নহে,—এ কথা সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিলেন। প্রবল-প্রতাপ ম্যানেজার কালা আদমীর হাতে ধনঞ্জয় লাভ করিয়াছেন,—নেটিভ ডেপুটীর আদালতে হাজির হইয়া এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জায়, অপমানে সাহেবের 'গর্ব্বোন্নত

শির' যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল! বিচারকের অজস্র নিন্দা শুনিয়াও তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল না।

ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মহাষ্টমীর দিন যদু মণ্ডল কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিল। সে তাহার বাসগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া কাহারও সহিত মিশিল না, বা মন খুলিয়া কথা বলিল না। সে যেন 'ধন্দ' হইয়া গিয়াছিল, এত বড় প্রকাণ্ড জোয়ান এই কয় মাসের কারা-যন্ত্রণায় জরাজীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে আপন মনে বিড়বিড় করিয়া কি বলিত, কেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। এক একবার হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া আক্ষেপ করিয়া বলিত, "যার কথায় চুরি করি, সেই বলে চোর ?—গাছে তুলে দিয়ে মৈ নিয়ে সরে পড়ল !"—সকলে ইহা অসংলগ্ন প্রলাপ বলিয়াই মনে করিত। নায়েব একদিন এ কথা শুনিয়া বলিলেন, "সাহেবকে মারিয়া অনুতাপ হওয়ায় যদুর মাথা খারাপ হইয়াছে ; উহাকে পচা পুকুরে স্নান করাও, আর ব্যাঙের ঝোল খাওয়াও।" কিন্তু কিছুই করিতে হইল না,—কয়েক দিন পরে যদু মণ্ডলকে কেহই গ্রামে দেখিতে পাইল না। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাহার সন্ধান করিতে পারিল না ; সে আজও গেল, কালও গেল ! কেহ বলিল, পাগল দেশত্যাগী হইয়াছে ; কেহ বলিল, মনের দুঃখে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।—নায়েব মহাশয় বলিলেন, "পাপের ফল হাতে-হাতে ফলিয়াছে। সাহেব রাজা,—সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁর গায়ে হাত তোলা ! কুষ্ঠ ব্যাধি হইয়া হাত খসিয়া পড়ে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য !"

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এইবার আমরা মুচিবাড়িয়া থানার দারোগা নলিনীকান্ত মুস্তফীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব, কারণ, মুচিবাড়িয়া থানায় তাহার শুভাগমনের পর হইতে থানাটি কাণসারণেরই শাসন বিভাগের অঙ্গীভূত হইয়াছিল, এবং দারোগা বাবু গবর্মেণ্টের চাকর হইলেও, হাম্‌ফ্রি সাহেবের 'মোষ্ট ওবিডিয়েন্ট ও হম্বল সারভেণ্টে' পরিণত হইয়াছিল। সাহেবের প্রতি তাহার আনুগত্যের বহর দেখিয়া কেহ বিদ্রূপচ্ছলে ইঙ্গিত করিলে নলিনী দারোগা সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া বলিত, "বুঝেছ হে, আমরা গবর্মেণ্টের চাকর হ'লেও 'পাব্‌লিকের সারভেন্ট' এ কথা ত অস্বীকার করবার উপায় নেই। সরকার ত আর বিলেত থেকে টাকা এনে আমাদের প্রতিপালন করে না, পাব্‌লিকের অর্থেই আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি। মুচিবাড়িয়ায় পাব্‌লিকের মাথা হচ্ছেন হাম্‌ফ্রি সাহেব; সুতরাং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে, ও বিপদ-আপদে তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে আমি ন্যায়তঃ-ধর্ম্মতঃ বাধ্য।" কথাটা হাম্‌ফ্রি সাহেবের কাণে উঠিলে, দারোগার কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; এবং দারোগা যাহাতে সুখেস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে, তাহার বেতন ও ভাতার টাকা কয়েকটি হইতে একটি পয়সাও ভাঙ্গিয়া খাইতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে নায়েবকে আদেশ করিলেন। নলিনী দারোগা তাহার ইয়ার নায়েব-পুত্র মহাদেবের নিকট হইতে অবিলম্বেই এই সংবাদ শুনিতে পাইল; এবং সাহেবের কামরায় গিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার প্রতি সাহেবের

নেক্-নজরের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। সাহেব এই বুদ্ধিমান, শিষ্ট, ও উৎসাহী যুবক দারোগার আনুগত্যে প্রীত হইয়া, তাহাকে যথেষ্ট আশা ভরসা দিয়া বিদায় করিলেন। দারোগা বুঝিল, অর্থসঞ্চয়ের এমন সুযোগ জীবনে আর কখন আসিবে কি না সন্দেহ!

নলিনী দারোগা মুচিবাড়িয়া থানায় বদলী হইয়া আসিয়া কয়েক মাস একাকী ছিল,—নানা প্রকার অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া 'পরিবার' বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছিল। সে কয়েক মাসের মধ্যেই মিষ্ট কথায় ও অমায়িক ব্যবহারে কান্সারণের সকল আমলাকেই বশীভূত করিয়া ফেলিল। কান্সারণের ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীই তাহাকে পরম স্নেহভাজন সুহৃদ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। পুলিশকে সকলেই একটু সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে, এবং সাধারণতঃ তাহাদের সহিত ঘনিষ্টতা করিতে রাজী হয় না; কিন্তু নলিনী দারোগার স্বভাব এমন মিষ্ট, সে এমন সদালাপী, বন্ধু-বৎসল, ও মিশুক যে, কেহই তাহাকে পর মনে করিতে পারিত না,—সকলের গৃহই তাহার পক্ষে অবারিত-দ্বার। নায়েব মহাশয় প্রজা-সাধারণের ছেলেদের পণ্ডিত করিবার ইচ্ছায় বহু চেষ্টায় একটি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ের হেড্‌পণ্ডিত রাসবিহারী বাবু বড়ই রসিক ও মজলিসী লোক। নলিনী দারোগাকে তিনি সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় নলিনী মাসের মধ্যে আট-দশ দিন নিমন্ত্রণ খাইত। পণ্ডিত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীঠাকুরাণী রন্ধনে দ্রৌপদীতুল্যা ছিলেন। তিনিও দারোগাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দারোগা তাঁহার দেবরের অভাব পূর্ণ করিয়াছিল!

লক্ষ্মীঠাকুরাণী একদিন নলিনীকে খাইতে বসাইয়া, পরিবেশন করিতে-করিতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর পো, আর কত দিন একা

থাকবে এখানে? বৌকে নিয়ে এস না। আমরা না হয় দু'দিন্ তোমার বাসায় গিয়ে মুখ বদলিয়ে এলামই বা! ভয় নেই, তাতে তোমার ভাণ্ডার খালি হ'য়ে যাবে না। সে এলে তার কাছে পোলাও রান্নাটা শিখে নেব মনে করচি! আমি ত ওসব রাঁধতে জানি নে।"

নলিনী হাসিয়া বলিল, "পোলাও রান্না শিখ্‌বে, বৌ' দিদি! তার কাছে? তবেই হয়েছে! লাউ কি রকম করে রান্‌তে হয়, তাই সে জানে না,—তা 'পো-লাউ'। তার হাতের রান্না একদিন খেলেই তোমাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে! বরং তুমি যদি তারে রান্নাটা শিখিয়ে মনিষ্যির গোত্তরে আনতে পার, তাহলে এখানে তাকে আন্‌বার চেষ্টা করি। কি বল বৌ-দিদি?"

লক্ষ্মীঠাকুরাণী বলিলেন, "তা শিখিয়ে দেব; এই মাসেই তাকে নিয়ো এসো। এখানে ত তোমার কোন অসুবিধা নেই। কেমন, আন্‌বে ত?"

নলিনী বলিল, "তা আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌তে পারচি নে, তবে চেষ্টা করে দেখা যাবে।"

নলিনী প্রসঙ্গ-ক্রমে সেই দিনই তাহার 'দোস্ত' মহাদেবকে লক্ষ্মী-দেবীর অনুরোধের কথা বলিল। মহাদেব সোৎসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিল; এবং শীঘ্রই 'পরিবার' আনিবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। নলিনীরও অনিচ্ছা ছিল না; সে পুলিশ সাহেবের কাছে কয়েক দিনের ছুটি লইয়া, পরিবার আনিতে বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু মহাদেব ভিন্ন একথা আর কাহাকেও জানাইল না; এমন কি, তাহার 'বৌ দিদি' লক্ষ্মীঠাকুরাণীও তাহা জানিতে পারিল না! সকলেই শুনিল, দায়রা আদালতে একটা মামলায় সাক্ষ্য দিতে সে জেলায় যাইতেছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নলিনীর পত্র পাইয়া মহাদেব দারোগা-দম্পতির জন্য রেল-ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইয়া দিল। মুচিবাড়িয়ায় ইংরাজী স্কুল নাই; সুতরাং সেখানে আনিলে পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে বুঝিয়া, নলিনী তাহার ছেলেটিকে বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিল। কেবল তাহার স্ত্রী রমণীমণি তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। নলিনী মহাদেবের প্রেরিত গাড়ীতে সন্ধ্যার পর সস্ত্রীক বাসায় উপস্থিত হইল। নলিনী সপরিবারে আসিতেছে এ সংবাদ মহাদেব কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। সে দিন ১লা এপ্রিল।

নলিনী দারোগা রসিক যুবক, কিন্তু স্থানবিশেষে তাহার রসিকতা মাত্রা অতিক্রম করিত। তাহার কি খেয়াল হইল, সে সস্ত্রীক বাসায় পদার্পণ করিয়াই, স্ত্রীকে নিজের 'ইউনিফর্ম্মে' সজ্জিত করিল; মাথার খোঁপাটি ঢাকা পড়ে এভাবে বি, পি, মার্কা-শোভিত টুপিটি স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। (তখন পুলিশের দারোগারা একালের দারোগার মত 'হাফ্ প্যাণ্ট' ও 'হ্যাট' পরিয়া পণ্টুনে সিপাই সাজিতেন না) তাহার পর পাদুকায় চরণকমল আবৃত করিয়া, পুলিশ বেশধারিণী পত্নীসহ রাসবিহারী বাবুর বাসায় প্রবেশ করিল। কোন সংবাদ না দিয়া তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোকের শয়ন-কক্ষে উপস্থিত! লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী তখন নিভৃতে স্বামীর কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। নলিনীর সহিত একজন অপরিচিত দারোগাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তিনি লজ্জায় ঘোমটা টানিয়া অত্যন্ত বিব্রতভাবে ঘরের এক কোণে পলায়ন করিলেন। রাসবিহারী বাবু নলিনীকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, নলিনীরও তাঁহাদের উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ছিল না,—পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু নলিনী একজন অপরিচিত দারোগাকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, এভাবে

তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ-করায়, তিনি বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল, নলিনী নেশা করিয়া আসিয়া এইরূপ ধৃষ্টতার পরিচয় দিল! তিনি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে ইনি কে?"—অপরিচিত আগন্তুক পাছে ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে তিনি কোন অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

নলিনী দারোগা অসঙ্কোচে বলিল, "ইনি হচ্ছেন আমার প্রাণের বন্ধু রমণীবাবু,—মাণিকচর থানার দারোগা,—এই সবে 'ট্রেণিং' থেকে বেরিয়েছেন। মুরুব্বির জোরে এত অল্প বয়সে 'থানা অফিসার' হতে পেরেছেন। আমার সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্ব; তাই একবার দেখা-শুনা করতে এসেছেন।"—ভদ্রলোকের মেয়ের তখনকার অবস্থাটা আপনারা কল্পনা করিয়া দেখুন;—যতই হউক, বাঙ্গালীর মেয়ে ত! দারোগা-পত্নী লজ্জার ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন। পণ্ডিত মহাশয় মনে-মনে বলিলেন, "এরকম মুখচোরা লোকও থানার দারোগা হয়!"

দুই-চারি কথার পর নলিনী দারোগা ছদ্মবেশিনী পত্নীসহ রাসবিহারী বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। রাসবিহারী বাবুর স্ত্রী তক্ষকের মত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; এবং ভবিষ্যতে নলিনীর মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সাধ্বী পত্নীকে সান্ত্বনা দানের জন্য রাসবিহারী বাবু বলিলেন, "আমার বাড়ীতে নলিনী দারোগার আত্মীয়তা করতে আসার এই শেষ। হতভাগাটা মহাদেবের বন্ধু, মহাদেবকে নলিনীর ব্যবহারটা ব'লে তাকে সতর্ক ক'রে দিতে হবে।"

সেই রাত্রে নায়েব-নন্দন মহাদেব সান্যালের সহিত রাসবিহারী বাবুর সাক্ষাৎ হইল না; তিনি পরদিন প্রভাতেই মহাদেবের নিকট নলিনী দারোগার 'বেলাল্লা গিরি'র পরিচয় দিলেন।

মহাদেব বলিল, "নলিনী আমার বন্ধু হ'লেও, আমি তার বাঁদরামির সমর্থন করিনে; কিন্তু সে কি এতই কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত যে, আপনার বাসার ভিতর শোবার ঘরে, যেখানে আপনার স্ত্রী আছেন—সেখানে আপনাদের অপরিচিত একজন বিদেশী দারোগাকে নিয়ে গিয়ে তুল্‌বে? আর আমি জানি, তার কোন দারোগা বন্ধু-টন্ধু আজকাল থানায় আসে নি। সে কি বলে তার বন্ধুর পরিচয় দিলে?"

রাসবিহারী বাবু বলিলেন, "সে বল্লে, ছোকরা মাণিকচর থানার দারোগা,—সবে 'ট্রেণিং' থেকে বেরিয়েই মুরুব্বির জোরে না কি থানার চার্জ্জ পেয়েছে! সুন্দর চেহারা, মুখে দাড়ি-গোঁফের রেখাও ওঠেনি। আর কেমন যেন অপ্রতিভ ভাব,—মুখ তুলে আমার দিকে একবার চাইলেও না। যে পনের মিনিট ছিল, মাথায় তার পুলিশের টুপি এঁটে, ঘাড় গুঁজে ব'সে থাক্‌লো। নাম বল্লে রমণীমোহন—না রমণীকান্ত—ঐ রকম কি একটা। আমার স্ত্রী ত রেগেই আগুন! তিনি আর নলিনীকে আমার বাসায় উঠ্‌তে দেবেন না।"

মহাদেব রাসবিহারী বাবুর কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "আর বল্‌তে হবে না। তার নাম রমণীমোহন টোহন নয়, তার নাম রমণীমণি; কাল সন্ধ্যার পর নলিনীর স্ত্রী এখানে এসেছে, লক্ষ্মীছাড়াটা তাকেই নিজের পোষাকে দারোগা সাজিয়ে এনেছিল! হ'য়েছে, কাল ইংরাজী মাসের কোন তারিখ, মনে আছে?"

রাসবিহারী বাবু বলিলেন, "১লা এপ্রিল।"

মহাদেব বলিল, "সে কাল রাত্রে তার স্ত্রীকে দারোগা সাজিয়ে এনে, আপনাদের স্বামী-স্ত্রীকে 'ফুল' বানিয়ে গিয়েছে।"

উদার-হৃদয় রাসবিহারী বাবু বলিলেন, "তাই না কি? যাওয়ার সময়ও ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে দেওয়া তার উচিত ছিল। মেয়েটীর

আদর-অভ্যর্থনা কিছুই করা হয় নি; বড়ই অন্যায় হয়ে গিয়েছে।”— রাসবিহারী বাবুর অসন্তোষ ও ক্রোধ অন্তর্হিত হইল; নলিনীর স্ত্রীকে আদর-যত্ন করা হয় নাই বলিয়া তিনিই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার স্ত্রীকে সকল কথা বলিতে চলিলেন।

আমরা এই উপন্যাসে এই অকিঞ্চিৎকর অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিতাম না; কিন্তু এরূপ উদার-হৃদয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু শিক্ষকের প্রতি পরে কিরূপ ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার পরিচয় দিতে হইবে বলিয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের প্রসঙ্গে দুই-এক কথার উল্লেখ অনাবশ্যক মনে করিলাম না।

নলিনী দারোগা তাহার স্ত্রীকে কর্ম্মস্থলে লইয়া আসিবার পর, নায়েব মহাশয় নলিনীকে হস্তগত করিবার অধিকতর সুযোগ লাভ করিলেন। তিনি ল্যাজে খেলিতে লাগিলেন! সাহেব ত পূর্ব্বেই নলিনীর মুরুব্বি হইয়া বসিয়াছিলেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব নলিনীকে সুপারিশের জোরে পুলিশের বড় সাহেব বানাইবে, কি, লাটের গদীতে বসাইয়া দিবে, নলিনী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, সাহেবের কেনা গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর সান্যাল নায়েবের নায়েবী চাল! তিনি মহাদেবের হাত দিয়া মুক্তহস্তে নলিনীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কুঠীর খরচে নলিনী দারোগার বাসায় সকালে-বিকেলে জলযোগের সময় রাজভোগের আয়োজন হইতে লাগিল,—তাহাতে বন্ধু-বান্ধব সকলেই যোগদান করিতে লাগিল, ‘বৌমার সোণার অঙ্গে ভাল অলঙ্কার নাই’ শুনিয়া, নায়েব মহাশয়ের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল! কিছু দিনের মধ্যেই দারোগা-পত্নীর-সোণার অঙ্গে’ সোণার চুড়ী, সোণার সূর্য্যহার, সোণার বিছে উঠিয়া, তাহার নারীজন্ম সফল করিল। নলিনী দারোগার দিনগুলি

সুখস্বপ্নের ন্যায় অতিবাহিত হইতে লাগিল। সে সময় যদি গবর্ণমেণ্ট 'চার ডবল' প্রমোশন দিয়া নলিনীকে ডেপুটী পুলিশ সাহেব করিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় নলিনী দারোগা তাহা প্রত্যাখ্যান করিত। কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব কিম্বা তস্য নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল নিঃস্বার্থ প্রেমের খাতিরে নলিনী দারোগাকে মাথায় তুলিয়া নাচাইতেছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিবেন—আশা করি আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে তত নির্ব্বোধ কেহই নাই। নলিনী অকৃতজ্ঞ ছিল না। সে 'থানা অফিসার' পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে, কেহ কাণ্‌সারণের বিরুদ্ধে বা কাণ্‌সারণের কোন আমলার বিরুদ্ধে 'রোজ নাম্‌চা' (ডায়েরী) করিতে আসিলে, অভিষ্টসিদ্ধি ত হইতই না, বরং সময়ে-সময়ে উণ্টা ফল হইত, 'রাম উণ্টা বুঝিত।' কিছুদিনের মধ্যেই কাণ্‌সারণের অধীন সকল প্রজা বুঝিয়া লইল, এখানকার পুলিস কাণ্‌সারণের চাকর,—গবর্মেণ্টের চাকর নহে; নলিনী দারোগা দ্বারা কোন অত্যাচারের তদন্ত বা প্রতিকারের আশা নাই। নায়েব কল টিপিলে সে উঠে, বসে, ও পেটটেপা পুতুলের মত 'প্যাঁক্-প্যাঁক্' করে! সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া, প্রজারা সকল অভাব-অভিযোগের কথা হাম্‌ফ্রি সাহেবেরই গোচর করিতে লাগিল। পুলিশ-আদালত হইতে 'প্রিভিকাউন্সিল' পর্য্যন্ত সকলই একাধারে বর্ত্তমান হওয়ায়, সাহেব ফাঁসি-শূলীর ভিন্ন আর সকল বিচারই স্বয়ং করিতে লাগিলেন। ইহাতে কাণসারণের কাযকর্ম্মের যে সুবিধা হইয়াছিল, তাহার তুলনায় নলিনী দারোগার স্ত্রীর আপাদমস্তক সোণায় মুড়িয়া দিলেও সাহেবকে ষোল আনা লাভের সিকি পাই মাত্র ত্যাগ করিতে হইত না। কিন্তু নলিনী দারোগা মাত্রা ঠিক রাখিতে না পারায় ব্যাপার ক্রমে কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিল, এইবার তাহার আভাস দিই।—

* * * * * *

আমরা যে সময়ের কাহিনী লিখিতেছি, তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে মুচিবাড়িয়ায় মুন্সেফীর একটি 'চৌকি' ছিল। আমাদের দেশের অনেক জেলাতেই এরূপ আছে; মহকুমার দেওয়ানী-ফৌজদারী আদালত নিকটে নহে, অথচ অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাস,—এরূপ স্থানে সব্-রেজেষ্ট্রী আফিসের ন্যায় এক-একটি মুন্সেফী থাকায়, স্থানীয় লোকের মামলা-মকদ্দমা করিবার সুবিধা হয়। মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী আদালতে যে কয়েক জন উকীল ওকালতি করিতেন, ভবতোষ বাবু তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। প্রাচীন না হইলেও তিনি তখন নবীন নহেন, এবং তাঁহার পসার-প্রতিপত্তিও ভাল ছিল। তাঁহার আর একটি মহৎ গুণ ছিল,—প্রবলের বিরুদ্ধে তিনি দুর্ব্বলের সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কোন দরিদ্র ব্যক্তি উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার সহায়তা-প্রার্থী হইলে, তিনি সাধ্যানুসারে তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেন; ইহাতে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্তও হইতেন।

একদিন প্রভাতে উকীল ভবতোষ বাবু তাঁহার কাছারী-ঘরে বসিয়া তাঁহার কয়েকটি মামলার কাগজ-পত্র দেখিতেছেন; পাশেই সতরঞ্চি-মণ্ডিত একখানি চৌকীর উপর তাঁহার মুহুরী আর্জ্জি-ওকালতনামা লিখিয়া উকীল বাবুর দস্তখতের জন্য গুছাইয়া রাখিতেছে। উকীল বাবুর কাছারী-ঘরের ঘড়িতে ঠংঠং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। প্রথম কাছারীতে আর্জ্জি দাখিল করিতে হইবে বলিয়া, মুহুরী কাগজপত্রগুলি গুছাইয়া লইয়া বাসায় যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতেছে; এমন সময় মনিরুদ্দিন জোলা ভবতোষ বাবুর সম্মুখে আসিয়া "উকীল বাবু, সেলাম!" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

মনিরুদ্দিন কাপড়, গামছা প্রভৃতি বুনিয়া বিক্রয় করিত। ভবতোষ বাবু তাহার নিকট হইতে মধ্যে-মধ্যে বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেন। হয় ত তাহার কিছু পাওনা আছে, তাই 'তাগাদায়' আসিয়াছে মনে করিয়া, ভবতোষ বাবু বলিলেন, "কি হে মনিরুদ্দী, খবর কি? কাপড়-চোপড়ের কিছু দাম পাওনা আছে না কি?"

মনিরুদ্দিন বলিল, "জে! না; হুজুরের কাছে আমার পাওনা-টাওনা কিছু নেই; আপনাকে আমার একটা 'আরজ' শুন্‌তে হবে। আমি—"

ভবতোষ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন,—"তাই ত, কাছারীর বেলা হয়ে গিয়েছে,—হাকিম আবার এগারটা বাজ্‌তে না বাজ্‌তে এজলাসে বসেন। তোমার কি নালিশ, যদি অল্প কথায় বল্‌তে পার ত এখন শুনি। নৈলে কাছারীর পর আস্‌তে পারলে ভাল হয় মনিরুদ্দি।"

মনিরুদ্দিন ব্যগ্র ভাবে বলিল, "আমি সংক্ষ্যাপেই সকল কথা বুল্‌ছি কর্ত্তা! আমি এই 'কাণ্‌সার্ণি'র দশ কাঠা জমি, কর্ত্তা, জমা রাখি; আজ বিশ বছর এক নাগাড়ে তা ভোগ করে আস্‌ছি। সেই জমিতে আমার কোন ঘর দুয়ার নেই, কর্ত্তা! কাল খামোকা দীনুনাথ আমার সেই জমীতে একখানা ঘর তুলেছে। সে বুল্‌লে লায়েবের কাছে সে ও-জমি বন্দোবস্ত করে নিয়েছে! আমি ত আর হুজুর, কাঁচা কাজ করে রাখি নি,—এই দেখুন, আমার দলিল; এই দলিলে, ম্যানেজার সায়েব আর নায়েব দু'জনারই সই আছেন।"—দলিলখানি সে ভবতোষ বাবুর হাতে দিয়া বলিতে লাগিল, "আমি কাণ্ড-কারখানা কিছু সম্‌জাতে না পেরে লায়েবের কাছে গেলাম। লায়েব বুল্লে—ও-জমি আমি পাব না। আমরা ৬০ ঘর জোলা এক জোটে আছি; লায়েব বহুৎ চেষ্টা করে আমাদের লেড়েচেড়ে দেখেছে, কিছুতে আমাদের জেরবার করতে

পারে নি ; এইবার স্থমুন্দি আমার পাছে লেগেছে ! তাই একটা সলা-পরামর্শ করতে হুজুরের কাছে আসা ।"

ভবতোষ বাবু মনিরুদ্দিনের দলিলখানি পাঠ করিয়া তাহাকে বলিলেন, "তোমার এ জমিতে আর কেউ ঘর করতে পারে না ; মামলা করলে তুমিই জিত্‌বে ; দলিলের স্বত্ব পরিষ্কার ।"

মনিরুদ্দিন বলিল, "হুজুর, সব্বাই সায়েব সরকারের দিকে হয়েছে। আমরা গরিব প্রেজা, আমাদের মুখের দিকে তাকাতে কেউ নেই হুজুর ! আর আমাদের তেমন পয়সারও জোর নেই। খরচ-পত্তোর ক'রে মামলা চালানো কি আমাদের সাধ্যি ? তবে আপনি গরিবের মা-বাপ ; আপনার দয়ার 'শরীল', মেহেরবাণী করে যদি চরণে একটু যায়গা দেন, তা হ'লেই আমরা দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে টি'কে থাকৃতে পারি। নৈলে আমাদের ফেরার হতে হবে।"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তা আমি তোমাদের পক্ষে দাঁড়াতে পারি ; কিন্তু তুমি ত জান, ইংরাজের আদালতে বে-খরচায় বিচার পাওয়া যায় না। মামলা করতে গেলে খরচপত্র কিছু হবেই। তবে যত কমে হয়, আমি তার ব্যবস্থা করবো। যদি মামলাই কর্ত্তে চাও, তবে খরচ-পত্র বাবদ পাঁচ টাকা দিয়ে যাও।"

মনিরুদ্দিন তৎক্ষণাৎ কোঁচার মুড়ো হইতে পাঁচ টাকা বাহির করিয়া দিল। তখন ভবতোষ বাবু তাঁহার মুহুরীকে বলিলেন, "আর্জ্জির জন্য দু'খানা ডেমিতে, আর ওকালত-নামার ডেমিতে মনিরুদ্দির নাম দস্তখত করিয়ে রাখ ; আর্জ্জিখানা আজ প্রথম কাছারীতেই দাখিল কর্ত্তে হবে। এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে, কাজটা শেষ করে রেখে যাও।"

মনিরুদ্দিন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল না ; কষ্টেসৃষ্টে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পারিত। সে তিনখানি সাদা ডেমিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিজের

নামধাম লিখিয়া দিয়া, ভবতোষ বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। ভবতোষ বাবু তাঁহার কাছারী-ঘরে আরও কিছুকাল বসিয়া মনিরুদ্দিনের আর্জ্জিখানির মুসাবিদা দেখিয়া দিলেন। দশটা বাজিলে তিনি ও মুহুরী স্নানাহারের জন্য উঠিলেন।

মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী আদালত খড়ের ঘর। মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। পাঁচ-সাতজন উকীলের সকলেরই কোন রকমে চলিয়া যাইত। বড় উকীল বলিয়া ভবতোষ বাবুর খ্যাতি ছিল, —পয়সাও তিনি যথেষ্ট পাইতেন; তাঁহার প্রতি মক্কেলদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। মক্কেলদের স্বার্থের প্রতি তাঁহারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

ভবতোষ বাবুর মুহুরী যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইয়া যথাস্থানে মনিরুদ্দিনের আরজি দাখিল করিল। আরজিতে প্রতিবাদীগণের নাম দেখিয়াই আদালতের আমলাদের চক্ষু স্থির! মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী আদালতে এ পর্য্যন্ত আর কেহ সম্মিলিত জমীদারের বিরুদ্ধে মামলা করিতে সাহস করে নাই, এবং কোন উকীলও 'জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ' করা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী আদালতের অন্য কোন উকীল পঞ্চাশ টাকা পাইলেও, এই আরজি দাখিল করিতেন না। সুতরাং ভবতোষ বাবুকে একটা সামান্য প্রজার পক্ষালম্বন পূর্ব্বক আর্জ্জি দাখিল করিতে দেখিয়া, আদালতের আমলাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! কথাটা তৎক্ষণাৎ সকলেরই কর্ণগোচর হইল; এবং একঘণ্টা অতীত না হইতেই এই বিস্ময়াবহ ঘটনার কথা লইয়া হাকিমের এজলাসে, আমলাদের সেরেস্তায়, বার-লাইব্রেরীর আটচালায়, গাছতলার পানের দোকানে আন্দোলন, আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ হইল! ভবতোষ বাবুর সহযোগী উকীলেরা, এমন কি, আদালতের মামলা ও পেয়াদাগুলি

পর্য্যন্ত, তাঁহার বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতায় সন্দেহ করিতে লাগিল। ভবতোষ বাবুর বন্ধু—আদালতের অন্যতম প্রধান উকীল রামচরণ দত্ত হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া, কাজটা ভাল করলে না ; কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ উঠে পড়বে ! শেষটা পস্তানীর সীমা থাকবে না ! এ রকম অবিবেচনার কাজ কেন করলে ?"

ভবতোষ বাবু একখানি 'ল রিপোর্ট' খুলিয়া একটা নজীর দেখিতেছিলেন। তিনি কেতাবের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি সংলগ্ন রাখিয়াই বলিলেন, "যে কাজের সঙ্গে আমার স্বার্থের, আমার ভবিষ্যতের সুবিধা-অসুবিধার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে কাজ হাতে লওয়ার আগে আমি সে ফলাফলের কথা ভেবে দেখি নি, তা মনে করো না। কিন্তু আমার বিবেচনায় ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারি নি। তোমরা যে দিক থেকে দেখ্‌চো সে দিক থেকে দেখ্‌লে মামলাটা হাতে নেওয়া উচিত ছিল না, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু বিষয়টা অন্য দিক থেকেও দেখা যায়। আর যে জন্য আমাদের এই ওকালতি পেশার এত গৌরব, তাতে, আমি যে দিক থেকে দেখিচি, সেই দিক থেকেই তা দেখা সঙ্গত। একটা গরীব প্রজা অন্যায় রূপে উৎপীড়িত হচ্চে ; প্রতিকার প্রার্থনায় সে আদালতের আশ্রয় নেবে ; কিন্তু প্রবল প্রতিপক্ষ পাছে আমাদের অনিষ্ট করে,—এই ভয়ে আমরা যদি তার পক্ষ সমর্থন না করি, আমাদের মনের দুর্ব্বলতায় যদি সে ন্যায় বিচার লাভের সুযোগ না পায়, তা'হলে তাতে কেবল যে আমাদের ব্যবসায়েরই গৌরব আমরা ক্ষুণ্ণ করবো, এরূপ নয়,—আমাদের মনুষ্যত্বের সম্মানও তাতে নষ্ট হবে। তুমি কি আমার এ কথা অস্বীকার করতে পার ?"

রামচরণ বাবু বলিলেন, "না, তা পারি নে ; কিন্তু পরের জন্যে উড়ো ক্যাসাদে পড়তে আমাদের সাহসও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না। ব্যবসায়ের

গৌরব, মনুষ্যত্বের সম্মান, ওসব কেতাবের কথা—কেতাবে বদ্ধ করে রাখাই ভাল। সংসারে ঢুকে, উঁচু আদর্শ সাম্‌নে রেখে চল্‌তে গেলেই, পদে-পদে ঠোকর খেতে হয়। শেষে শ্যাম ও কুল—একটাও রক্ষা করা যায় না! তোমাকে এ কাজের জের সাম্‌লাতে কতখানি বেগ পেতে হয়, তা শীঘ্রই টের পাবে ভায়া!"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তা জেনে-শুনেই এ মামলা হাতে নিয়েছি। নিরাশ্রয় বিপন্নকে সাহায্য করতে গিয়ে যদি বিপদ ঘটেই, সেজন্য আক্ষেপের কোন কারণ দেখ্‌ছি নে।

রামচরণ বাবু মনে-মনে বলিলেন, "তোমার তেজ কিছু বেশী হয়েছে। হাম্‌ফ্রি সাহেব ও সর্কাজ সাহেবদের কি চিজ্‌, তা এখনও বুঝ্‌তে পার নি; শেষে 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' ব'লে স'রে দাঁড়াবার পথ পাবে না। 'ব্যবসায়ের গৌরব, আর মনুষ্যত্বের সম্মান, তখন শিকেয় উঠ্‌বে।" কিন্তু প্রকাশ্যে আর কোন কথা বলিলেন না।

এতবড় গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন যে আদালতেই নিবৃত্তি লাভ করিবে—একথা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না। মফিজদ্দিন জোলা ও তাহার উকীল ভবতোষ বাবুর অদ্ভুত সাহস ও অপূর্ব্ব স্পর্দ্ধার সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে এই বিশাল কাপ্‌সারণের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া, নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করিল! যে সকল উৎপীড়ন-জর্জ্জরিত, নিত্য-নিগৃহীত প্রজা রাম-রাজত্বের সুখ মর্ম্মে-মর্ম্মে উপভোগ করিয়া, দুই হাত তুলিয়া, শুষ্ক-হৃদয়ে ভগবানের করুণা প্রার্থনা করিতেছিল, তাহারাও এই সংবাদ শুনিয়া বিস্মিত হইল; এবং জোলার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, "আক্কেল জোলা তাক বুঝে, মরবে এবার ঘানি টেনে!"—সঙ্গে-সঙ্গে ভবতোষ বাবু দরিদ্র বিপন্নের পক্ষ সমর্থনের জন্য সংসারজ্ঞানহীন নির্ব্বোধ, হাম্‌বড়া ও নামের কাঙ্গাল—প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হইলেন।

যে হতভাগ্য রিরূপায় নিঃস্ব প্রজাপুঞ্জের পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত মস্তকে ধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে ও কৃপাপাত্র মনে করিতে লাগিল! জমিদার কোম্পানীর প্রসন্নতা লাভের জন্য কেহ-কেহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে ও অনিষ্ট সাধনেও প্রবৃত্ত হইল! এই হতভাগ্য অভিশপ্ত দেশে ঘুঁটেকে পুড়িতে দেখিয়া গোবর চিরদিনই হাসিয়া আসিতেছে,—এ দেশের ইহাই সর্ব্বপ্রধান বৈচিত্র্য! ইহার ব্যতিক্রম কোথায়!

দীন্নুনাথ নামক নায়েবের অনুগৃহীত যে প্রজাটি মনিরুদ্দিনের জমি অধিকার করিয়া সেখানে ঘর তুলিয়াছিল, সে সেইদিন সায়ংকালে নায়েবের নিকটে উপস্থিত হইয়া, মনিরুদ্দিনের স্পর্দ্ধার সংবাদ তাঁহার গোচর করিল। ভবতোষ বাবু মনিরুদ্দিনের পক্ষাবলম্বন করিয়া আদালতে তাহার আর্জ্জি দাখিল করিয়াছেন শুনিয়া, নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্ন্যালের মুখমণ্ডল নিদাঘাপরাহ্নের মেঘের ন্যায় ভীষণ কান্তি ধারণ করিল। তিনি দীন্নুনাথকে আশ্বাস দানে বিদায় করিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন, "তুই এখনই দারোগা বাবুকে আমার নাম করিয়া বল, আমি তাকে তাড়াতাড়ি কামরায় গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে বলিলাম। সে যেন যাইতে দেরী না করে।" নায়েব মহাশয়ের তখনও সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ হয় নাই। তিনি তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা শেষ করিয়া সাহেবের খাসকামরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নলিনী দারোগা খবর পাইয়াই সাহেবের নিকটে হাজির হইয়াছে। সাহেবের ইঙ্গিতে নায়েব একখানি চেয়ারে বসিলে, কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শ চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ন কাল! সূর্য্যাস্তের আর অধিক বিলম্ব নাই। পশ্চিমাকাশ লোহিত বর্ণে সুরঞ্জিত। বায়ু-হিল্লোল ক্রমে শীতল হইয়া আসিতেছে সমীরণ-প্রবাহে নদীর নিস্তরঙ্গ জলরাশি মৃদু-মৃদু কম্পিত হইতেছে। নদীর তীর দিয়া সুদীর্ঘ পথ প্রসারিত। অনেক ভদ্রলোক সেই পথে সায়ংকালে বায়ু সেবন করিতে আসেন। পথের ধারেই স্থানীয় ডাকঘর। ডাকঘরটি পল্লীগ্রামের 'ব্র্যাঞ্চ পোষ্ট আফিস' নহে, সব আফিস; সুতরাং ঘরখানি গোরুর গোয়ালের ন্যায় মনুষ্য-বাসের অযোগ্য নহে। উকীল ভবতোষ বাবু যে দিন মনিরুদ্দিন জোলার আর্জ্জি আদালতে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার পর কয়েক দিন অতীত হইয়াছে। এই কয়দিনে সেই আন্দোলন-কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে। ভবতোষ বাবু এখন এই মামলা সম্বন্ধে আর কাহারও মুখে উচ্চবাচ্য শুনিতে পান না। মুন্সেফী আদালতের মামলা,—লম্বা দিন পড়িয়া গিয়াছে। আজ একটু সকালে কাজ শেষ হওয়ায়, ভবতোষ বাবু অপরাহ্নে নদীতীরে বায়ু সেবন করিতে আসিয়াছেন। তিনি ধীর-পাদবিক্ষেপে ডাকঘরের দিকে আসিতেছেন। ডাকঘরের দশ-বার গজ দূরে থাকিতে, একটি মুসলমান কৃষক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

কৃষকটির মুখের দিকে চাহিয়া ভবতোষ বাবু বুঝিলেন, তাহার কিছু বলিবার আছে। তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে কি তোমার কোন দরকার আছে?"

কৃষক বলিল 'জি! আপনাকে একটা কথা পুছ্‌ কত্তে আল্যেম্‌, কর্তা! আমার চাচা আজ পেরায় বছর দশেক গতো হয়েছে; চাচী একটা ছোট ছেলে নিয়ে নিকেয় বসেছে; কিন্তুক আমার, সেই চাচাতো ভায়ের জোত-জমি আমাদের হাতেই আছে। আমার সেই চাচী তার নিকাতী সোয়ামীর কুপরামশ পেয়ে নাবালকের সম্পত্তিটুকুন বিচ্‌তে চাচ্ছে। চাচী কি আমাদের আইন মতোন সে সম্পত্তি বিচ্‌তে পারে? তাঁর সে ক্ষ্যামোতা আছে কি?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তোমার চাচী যখন নিকায় বসেছে, তখন, তোমাদের মুসলমানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আইন অনুসারে, তোমার চাচার সম্পত্তিতে তার নিজের যে অংশ ছিল, তাও নষ্ট হয়েছে। নাবালকের সম্পত্তিতে তার ত কোন অধিকারই নেই। তবে সে সেই নাবালকের ভরণপোষণের জন্য তা বিক্রয় করিতে পারে বটে।"

কৃষক বলিল, "চাচী যে ঘরে নিকেয় বসেছে, তারা পয়সার মানুষ, হাঘরে নয়। চাচার নাবালক ছেলে ত তুশ্চু কথা—ত্যামোন ধারা দশটা ছেলে তারা প্রিতিপালোন কত্তে পারে; তাদের ত ভাতের দুষ্‌খু নেই। ওটা চাচীর সেই নিকাতী সোয়ামীর চালাকী, সম্পত্তিটুকু বিক্রী ক'রে টাকা কটা সে নিজেই গেরাস্‌ করবে। আসল শয়তান!"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তোমার চাচী তোমার চাচার সেই নাবালক ছেলের অভিভাবক ত বটে। তার নিকাতী স্বামীর ঘরে ভাত আছে ব'লে তোমার চাচী নাবালকের জন্যে খোরাকী নিতে পারবে না—এ কি একটা কথা?"

কৃষক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি সেই নাবালকের খোরপোষের ভার নিই, তা হ'লে কি সম্পত্তিটুকু বিক্রী রদ হ'তে পারে না?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তা পারে বোধ হয়। তুমি কাল সকালে আমার কাছে যেও, আমি দেখে শুনে যা কর্ত্তব্য হয় তোমাকে বলে দেব।"

কৃষক বলিল, "হুজুর, আমার বাড়ী ভিন্ গাঁয়ে—সে এখান থেকে অনেক দূর! কাল আর আস্‌তে পারবো না, দুই-এক দিন পরে আসবো। সেলাম, কর্ত্তা।"

'সেলাম, তাই এসো' বলিয়া কথা শেষ করিয়া ভবতোষ বাবু তাঁহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার জন্য মুখ ফিরাইবেন, এমন সময় "বাপ্! কে-ও? গিয়েছি!" শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া ধরাশায়ী হইলেন!

পোষ্ট মাষ্টার তখন ডাকঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। ভবতোষ বাবুর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি আফিসের বাহিরে আসিলেন। তিনি দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিলেন, কি সর্ব্বনাশ! উকীল ভবতোষ বাবু পথের ধূলায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন,—তাঁহার মাথা ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে! দিবাভাগে প্রকাশ্য রাজপথে এমন ভয়ানক কাজ কে করিল, দেখিবার জন্য তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, দুইজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে দুইদিকে দৌড়াইয়া পলাইতেছে। পোষ্ট মাষ্টার ভবতোষ বাবুর নিকটে উপস্থিত হইলে, ভবতোষ বাবু উত্তর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, "ঐ লোকটা আমার মাথায় লাঠী মারিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।"—পোষ্ট মাষ্টার ভবতোষ বাবুর কথা শুনিয়া আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। 'ধর শালাকো! পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো! খুনী ভাগে, পাক্‌ড়ো!' শব্দে চীৎকার করিতে-করিতে দ্রুতবেগে অততায়ীর অনুসরণ করিলেন। পোষ্ট মাষ্টারের চীৎকার শুনিয়া আরও কয়েকজন লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল; কিন্তু আততায়ী প্রাণভয়ে দৌড়াইতে-

ছিল,—অনুসরণকারীরা কিছুদূর যাইতেই সে মাঠ পার হইয়া জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হইল। পোষ্টমাষ্টার কিছুদূর পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, আর দৌড়াইয়াও কোন ফল নাই বুঝিয়া, তিনি ভবতোষ বাবুর নিকটে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার বাসায় রাখিয়া আসিলেন। আঘাত সাংঘাতিক না হইলেও, চিকিৎসা আবশ্যক বুঝিয়া, তিনি অবিলম্বে ডাক্তারের নিকট লোক পাঠাইলেন। ভবতোষ বাবু তাঁহার কাছারী-ঘরের শয্যায় শয়ন করিয়া পোষ্টমাষ্টারকে বলিলেন, "আমি হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া-ছিলাম,—আপনার আফিসের দিকেই যাইতেছিলাম। আপনি যেখানে আমাকে আহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন, বেড়াইতে-বেড়াইতে আমি যখন সেই স্থানে আসিয়াছি, সেই সময় একটা মুসলমান কৃষক আমার সম্মুখে আসিয়া বৈষয়িক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছিল। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তখনই একটা লোক একখানি চিঠি হাতে লইয়া তাহা ডাকে দিতে যাইতেছে এইরূপ ভঙ্গি করিয়া, তাড়াতাড়ি ডাকঘরের দিকে চলিয়া গেল। লোকটা লম্বা, দোহারা শরীর; গায়ে ছিটের ফতুয়া; চিঠিখান বাঁ হাতে, ডান হাতে একখানা ছোট লাঠী। গালপাট্টা বাঁধা থাকায়, তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই; তাহাকে চিনিবার জন্য তেমন চেষ্টাও করি নাই; বয়স কত, তাহাও অনুমান করিতে পারি নাই। সে চিঠি হাতে লইয়া ডাকঘরের বারান্দায় উঠিল, তাহাও দেখিয়াছি। আমি ডাকঘরের দিকে পিছন ফিরাইয়া সেই কৃষকটার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম; ইতিমধ্যে কখন যে সে ডাকঘরের বারান্দা হইতে নামিয়া আমার পিছনে আসিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করি নাই। কৃষকটাকে বিদায় দিয়া যেমন ফিরিয়া দাঁড়াইব, সেই মুহূর্ত্তে সে পশ্চাৎ হইতে আমার মাথায় সেই লাঠি

মারিয়া দৌড় দিল! যে কৃষক আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিল—সে অন্যদিকে দৌড়াইয়া পলাইল।”

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, “আপনার আততায়ী স্থানীয় লোক হইলে,—লোকটা কে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব মনে হয় না।’

ভবতোষ বাবু বলিলেন, “না, অসম্ভব নয়; আমি যে তাহা অনুমান করিতে পারি নাই—এরূপও মনে করিবেন না।”

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, “আপনার অনুমানটা কি, শুনিতে পাই না?”

ভবতোষ বাবু বলিলেন, “চেহারা দেখিয়া তাহাকে আবেদ হালসানা বলিয়াই মনে হইল।

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, “কাণসারণের আবেদ হালসানা?”

ভবতোষ বাবু বলিলেন, “হাঁ, সেই।”

পোষ্টমাষ্টার সবিস্ময়ে বলিলেন, “বলেন কি? আবেদ হালসানা আপনাকে লাঠী মারিতে সাহস করিল? অকারণে সে আপনার মত লোকের গায়ে হাত তুলিতে পারে না। আপনি তাহার এমন কি ক্ষতি করিয়াছেন যে, সে আপনাকে লাঠি মারিয়া জখম করিয়া গেল?’

ভবতোষ বাবু বলিলেন, “না, আমি তাহার কোন ক্ষতি করি নাই। আর তাহার ক্ষতি করিলেও সে আমাকে লাঠি মারিতে সাহস করিত না। এই ব্যাপারে তাহার হাত নাই,—সে উপলক্ষ মাত্র। একটা প্রচণ্ড শক্তি তাহার পশ্চাতে থাকিয়া, তাহাকে দিয়া এই কায করাইয়াছে। আবশ্যক হইলে সে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অন্যায় কাজ করিবে।”

পোষ্টমাষ্টার কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, “কি জন্য এরূপ কাণ্ড হইল, তাহা জানিতে পারিয়াছেন কি?”

ভবতোষ বাবু বলিলেন, “কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি মনিরুদ্দিন

জোলা নামক একটি প্রজার পক্ষ হইতে আর্জ্জি দাখিল করিয়াছি। সেই মামলার প্রতিবাদী প্রকৃতপক্ষে মুচিবাড়িয়া কাণ সারণের ম্যানেজার ও নায়েব।"

এই সময় ডাক্তার আসিয়া ভবতোষ বাবুর মস্তকের ক্ষত পরীক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আঘাত গুরুতর নয়, কেবল উপরের চামড়াটা ফাটিয়াছে (simple, skin broken) কিন্তু আঘাতটা অতি অল্পেই গুরুতর হইবার আশঙ্কা ছিল। আশা করি, শীঘ্রই সুস্থ হইতে পারিবেন। আপনি প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলা এ ভাবে আক্রান্ত হইয়াছেন, কথাটা প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। ব্যাপারখানা কি বলুন ত।"

পোষ্টমাষ্টার সংক্ষেপে সকল কথা ডাক্তারকে বলিলেন। ডাক্তার হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "মগের মুলুকেও লোকে এখানকার চেয়ে অধিক নিরাপদ। আজ কাল এ এলাকায় কিছুই অসম্ভব নয়। সাবধান থাকিবেন। নমুনাটা বড় সুবিধাজনক নহে।"

ডাক্তার ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলে, পোষ্টমাষ্টার ভবতোষ বাবুকে বলিলেন, "যে চাষাটা আপনার সঙ্গে আলাপ করিতেছিল, সে কি আপনার পরিচিত?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "না, পূর্ব্বে তাহাকে এখানে দেখি নাই। সে বলিল, তাহার বাড়ী অনেক দূরে। হইতেও পারে। কিন্তু সে যে এখানে এই প্রথম আসিয়াছে, ইহাও মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, আবেদ হালসানা ও সে এক সঙ্গেই আসিয়াছিল; আমার গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেই সে পথিমধ্যে আমার সঙ্গে বৈষয়িক কথা আরম্ভ করিয়াছিল।"

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "আপনার এরূপ সন্দেহের কি কোন কারণ আছে।"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "কারণ আছে বৈ কি। আমি আহত হইয়া মাটীতে পড়িবামাত্র, দুইজনেই দৌড়াইয়া পলাইল। কৃষকটা নিরপেক্ষ লোক হইলে, সে অবস্থায় আমাকে ফেলিয়া পলাইত না,—আততায়ীকে ধরিবারই চেষ্টা করিত ; অন্ততঃ, আমাকে বিপন্ন দেখিয়া সাহায্য করিত। একদিকে পলাইলে পাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় দুইজন দুই দিকে দৌড়াইয়া ছিল ; সম্ভবতঃ ইহা পূর্ব্ব পরামর্শের ফল।"

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "যাহারা আপনার আততায়ীকে ধরিতে গিয়াছে—বোধ হয় তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তবে কাল এ সম্বন্ধে হয় ত কোন-কোন কথা জানিতে পারিব ; এ কলিকাতা সহর নয়। মফস্বলে এ সকল কাণ্ড সঙ্গে-সঙ্গে চাপা পড়ে না।"

পোষ্টমাষ্টার বাবু ভবতোষ বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে, ভবতোষ বাবুর স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া চলিলেন। তিনি স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শুষ্ক স্বরে বলিলেন, "আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। কেন তুমি এ কাজ করতে গেলে ?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "কোন্ কাজ ? আমি ত কোন অন্যায় কাজ করি নি সরো !"

ভবতোষ বাবুর স্ত্রীর নাম সরোজিনী ; তিনি বলিলেন, "তুমি কোন অন্যায় কাজ করেছ তা বল্‌ছি নে। কিন্তু যে কাজের ফলে জীবন বিপন্ন হতে পারে, অন্যায় কাজ না হলেও তা না করাই ভাল। তুমি কুঠীর বিরুদ্ধে মনিরুদ্দির মামলা হাতে নেওয়াতেই ত এই বিপদ ! প্রাণে বেঁচে থাকলে অনেক পয়সা উপার্জ্জন করতে পারবে। এ লোভ না কল্লেই পার্‌তে।"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "তুমি কি মনে করেছ পয়সার লোভে

আমি মনিরদ্দির মামলা নিয়েছি? এ তোমার বুঝ্‌বার ভুল, সরো! মনিরদ্দি গরীব ব'লে জমীদার কোম্পানী তার উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছে। গরীবের মুখের দিকে চাইতে কেউই নেই। প্রবলের ভয়ে দুর্ব্বলকে আশ্রয় দিতে কারও সাহস হয় না। কিন্তু এই দীন দুঃখী অনাথ দরিদ্রেরাই দেশের মেরুদণ্ড। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা উপার্জ্জন করে, তাই দেশের সম্পদ। কিন্তু তা তাদের ভোগে লাগে না,—ধনীরা ছলে, বলে, কৌশলে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে, নিজেদের সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি করে। এই যে আমাদের দেশের এক-একজন টাকাওয়ালা লোক জমীদারী, তেজারতি, মহাজনী, চালানী কারবার করে লাখপতি হচ্ছে,—এ সকলেরই মূলে ঐ গরীব প্রজাগুলার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। তারা অনাহারে থাকে, তাদের পরিশ্রমের ফল অন্যে গ্রাস করেই লাখপতি হয়! তারা প্রবলের সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করছে; কিন্তু, তাতেও তাদের নিস্তার নেই; প্রবল জমীদার পক্ষ গায়ের জোরে তাদের একমাত্র অবলম্বন চাষের জমা-জমিটুকুও কেড়ে নিয়ে অর্থ লোভে অন্যের কাছে বিক্রয় করচে! মনিরদ্দির উপরও এই রকম অত্যাচার হওয়ায়, আমি তার পক্ষ সমর্থন করতে দাঁড়িয়েছি। গরীব প্রজারা বুঝবে, আর জমীদারও বুঝ্‌তে পারবে, ভগবান গরীবকে একেবারে ত্যাগ করেন নি,—ইংরাজের রাজ্যেও ইংরাজ জমীদারের অত্যাচারের প্রতিকার হয়।”

সরোজিনী বলিলেন, “আমি স্ত্রীলোক,—ও সকল বড়-বড় কথা বুঝ্‌তে পারি নে। কিন্তু তুমি গরীবের পক্ষে দাঁড়িয়েছ বলে, তোমার উপর এ রকম অত্যাচার হলো। এর পরেও কি তুমি জমীদারের বিরুদ্ধে মামলা চালাবে?”

ভবতোষ বাবু বলিলেন, “নিশ্চয়ই! এ মামলা ত চালাবোই,—

এর পরও যদি অন্য কোন প্রজা এই ভাবে উৎপীড়িত হ'য়ে আমার সাহায্য চায়—তাকেও আমি যথাসাধ্য সাহায্য করবো। লেখাপড়া শিখেছি, ওকালতি করছি, এ কি কেবল নিজের সুখের জন্য? টাকা রোজগার ক'রে স্ত্রীর অলঙ্কার আর কোম্পানীর কাগজ কেনাই কি দুর্লভ মানব জন্মের চরম উদ্দেশ্য? আমরা যদি এতদূর স্বার্থপর না হ'যে, দেশের একটু মঙ্গলের চেষ্টা করতাম, গরীব-দুঃখীর মুখের দিকে চাইতাম, তা হ'লে আমাদের দেশের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হতো না;—প্রবল দুর্ব্বলকে দুই পায়ে থেঁৎলাতে সাহস করতো না। দেখ সরো, যার খাওয়ায় অপমান নেই, কাম্‌ড়ানোই কুকুরের স্বভাব,—সুযোগ পেলেই সে কাম্‌ড়াবে। কিন্তু সেই ভয়ে সৎ পথ ত্যাগ ক'রে স'রে দাঁড়ানোর চেয়ে অপমান আর কিছুই নেই। তা মানুষের কাজ নয়।"

সরোজিনী বলিলেন, "কিন্তু তোমার উপর এই যে অত্যাচার হলো, এর কি কোন প্রতিকার নেই?"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "প্রতিকারের উপায় ত ফৌজদারীতে নালিশ করা? তাতে কোন ফল হবে না। নালিশ করতে গেলে সাক্ষীর দরকার; আমি কোন সাক্ষী পাব না। নায়েব তার পোষা গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে এই কাজ করেছে,—তা' সপ্রমাণ করা আরও শক্ত ব্যাপার! আর, একটা হালসানা বা পাইকের হাতে লাঠী খেয়ে তার নামে নালিশ করতে যাওয়াও লজ্জার কথা। মনে কর একটা কুকুর যদি দৌড়ে এসে আমাকে কামড় দিয়ে যেত, তা হ'লে কি আমি তার নামে নালিশ কর্ত্তে যেতাম? কিন্তু পৃথিবীতে কোন অত্যাচারীই চিরদিন অত্যাচার করে নির্ব্বিঘ্নে সুখ ভোগ কর্ত্তে পারে না; তাদের স্বার্থ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। আমরা আর কতদিন বাঁচবো? বড়

জোর দশ, পনের, কুড়ি বৎসর। কিন্তু এমন এক দিন আস্‌বে, যে দিন এই পুঞ্জীভূত অত্যাচারের ফল বিধাতার বজ্র হ'য়ে অত্যাচারের বনিয়াদ পর্য্যন্ত চূর্ণ ক'রে দেবে। এই লক্ষ-লক্ষ উৎপীড়িত দরিদ্র প্রজা যে দিন এক মন, এক প্রাণ হ'য়ে নিজের ষোলআনা স্বার্থ বুঝে নেবার জন্যে রুখে দাঁড়াবে, যেদিন বলবে—'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'—সেদিন হাম্‌ফ্রীর মত ম্যানেজার, সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেলের মত নায়েব হাজার গণ্ডা এক সঙ্গে হ'য়েও সে আগুন নিবোতে পারবে না।"

সরোজিনী বলিলেন, "সে ত পরের কথা। কিন্তু সেই আশায় তুমি এমন জল-জিয়ন্ত লাঠীটা হজম করবে? অন্যায়ের প্রতিকার করতে, অপরাধীকে ধরতে গবর্মেণ্ট ত দলে দলে পুলিশ পুষ্‌ছেন। তারা কি কেবল নিজের স্বার্থই দেখ্‌বে,—অত্যাচার দমন করবে না? এখানকার নলিনী দারোগার বৌ রমণীর সঙ্গে আমার ভাবশাব আছে।—তুমি যদি বল, তাকে দিয়ে তার স্বামীকে অনুরোধ করিয়ে দেখি।"

ভবতোষ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তবেই হয়েছে! 'মাছ মরেছে, বিড়াল কাঁদে, শান্ত করলে বকে!' নলিনী মুচিবাড়িয়া কুঠীর তলপেটে; তাকে হাত করেই এরা যা খুসী তাই করচে। এখানে আসার পর নলিনীর স্ত্রীর একরাশি গহনা হয়েছে, আরও হবে। তোমার অনুরোধে সে পথ সে বন্ধ করবে? ওসকল কথায় আর দরকার নেই, সরো! পাখা করে-করে তোমার হাত ব্যথা হয়েছে। যাও, তুমি রান্নাঘরের কাজ শেষ করগে,—আমার আর কোন কষ্ট নেই। তুমি ভেবো না, আমি একটু ঘুমোই।"—সরোজিনী নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। বসন্তকালের সন্ধ্যা। সমস্ত দিন প্রখর রৌদ্রের পর সায়ংকালের সুমন্দ সুখস্পর্শ বসন্তানিল বড়ই মধুর ও উপভোগ্য। কিন্তু মন চঞ্চল থাকিলে তাহাও ভাল লাগে না। আজ নায়েব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না! এত বড় কাণ্সারণের নায়েব হইয়াও আজ তাঁহার মন উৎকণ্ঠাকুল। অন্য দিনের অপেক্ষা আজ তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন। কেন বলা যায় না—চাকর বৈঠকখানায় আলো জ্বালিয়া, তাঁহাকে তামাক দিয়া চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী হুক্কাসুন্দরীর শরণ গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি বর্ত্তুল উদরটি সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া খালি গায়ে ফরাসে বসিয়া একাকী অন্ধকারে "ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ" করিয়া তামাক টানিতেছেন; আর এক-একবার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সমুখস্থ পথের দিকে চাহিতেছেন। অদূরবর্ত্তী সহকার-শাখা হইতে প্রচুরোদ্গত আম্র-মুকুলের সুমিষ্ট গন্ধ দক্ষিণা বাতাসে ভাসিয়া বায়ুস্তর সুরভিত করিতেছে; কিন্তু আজ নায়েব মহাশয়ের সে মাধুর্য্য উপভোগ করিবার শক্তি নাই; তিনি তামাক টানিতে-টানিতে এক-একবার অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, "বেটা নেড়ের এখনও দেখা নেই কেন? এত দেরী হবার ত কথা নয়! কাউকে দিয়ে ডাকতে পাঠালেও ত সুবিবেচনার কায হবে না। এতো চুণো পুঁটী নয়,—রুই-কাতলা ঘা'ল।"

আবার 'ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ' হুঁকার শব্দ হইতে লাগিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে কে একজন লোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চোরের মত সতর্ক ভাবে নায়েবের বৈঠক-খানার বারান্দায় উঠিল; এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের ভিতর চাহিয়া 'খুক্ খুক্' করিয়া কাশিল। সেই কাশির অর্থ সাড়া দেওয়া। নায়েব মহাশয় তৎক্ষণাৎ হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "কে রে, আবেদ না কি?"

আবেদ হালসানা অন্ধকারেই সেলাম ঠুকিয়া সেইরূপ নিম্নস্বরে বলিল, "জে!"

নায়েব বলিলেন, "আয়, ভিতরে আয়। আমি একাই আছি, এত দেরি করলি কেন?"

আবেদ হালসানা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পাছে নায়েব মহাশয়ের হুঁকা মারা যায় এই ভয়ে ফরাস স্পর্শ না করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইল। তাহার পর কণ্ঠস্বর আরও নামাইয়া বলিল, "সাবধানের বিনেশ নেই কর্ত্তা! সাঁজ না বাঁউড়ালে কি ক'রে আসি? কেউ যদি দেখে ফ্যালে ত সন্দো করতে পারে। সাঁজের ঘুলি হ'লো, আমিও বেরিয়ে পলাম।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "কাজ ত হাসিল করেছিস্? ওসব কাজে তুই খুব পোক্ত তা জানি,—কিন্তু জখম করে যখন তুই স'রে পড়িস্, তখন কেউ তোকে দেখেছিল কি?"

আবেদ বলিল, "জে না, ডাণ্ডা কষে, আমি য্যাখোন দোড় মেরে পালাই, ত্যাখোন স্বকুরপুরের দুটো মেয়্যামানুষ আমাকে দেখ্তে পেয়েলো। আমাকে চিন্তেও পেরেলো। আমি মনে-মনে ঠেউরে দেখ্লাম, মেয়্যামানুষ দুটো যদি কারু কাছে কথাটা পেরকাশ করে, তা হলি আমার ওপর সন্দো আস্তিও পারে। এত আর হেঁজিপেঁজি

লোক নয়, আদালতের প্রেধান উকীল! তাই ভাব্লাম, মাগী ছুটোর মুখ বন্দো করতি হবে। তা সে বেবস্তা করেচি কর্ত্তা,– আমার সঙ্গে পীরিত-পেরণয় আছে এমন লোক দিয়ে তাদের খুব ভয় দেখিয়ে দিয়েছি, পরাণ থাক্‌তে আর তারা রা কাড়্‌বে না। সাক্ষী-টাক্ষি আর যোগাড় করতে হ'বে না; সাক্ষীর মুখে ত মাম্‌লা। হুজুরের হুকুমে ডাণ্ডা মেরে কত মাথা কাটালাম, কোন্‌টা পেরকাশ হয়েচে যে এটাও হবে?"

নায়েব আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন, "বেশ বাবা! তোর হাতযশের তারিফ করতে হয়। আর কাকে সঙ্গে নিয়েছিলে?"

আবেদ হালসানা বলিল, "নিশ্চিন্তিপুরের নব্‌নে হালসানা হুজুর! সে খুব পাকা লোক। আখেরে পস্তাতে হয়, ত্যামোন কম্ম কি এ বান্দা কখনো করেছে হুজুর! নবীন হালসানা তেনাকে ডাক ঘরের পানে যাতি দেখে, তেনার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে কি সব মামলা-মোকদ্দমার শলা-পরামশ কর্‌তে লাগ্‌লো। উকীলের কাছে গিয়ে কোন মক্কেল যদি মামলার কথা তুল্‌তে পারে, তা হলি হুজুর, সে উকীলের সাম্‌নে গোখ্‌রো সাপ ফণা তুলে গজ্‌রাতে থাক্‌লিও তেনার সেদিকে খেয়াল থাকে না। আমি সেই ফাঁকে ডাকঘর থেকে নেমে তেনার পেছোনে এসেই তেনার মাথায় ঝাড়লাম এক ডাণ্ডা। বাবু তো সেই দাণ্ডা খেয়ে বাপ্‌ বাপ্‌ ক'রে ডাক ছেড়ে সড়কের ওপর এক্কিবারে চোদ্দপোয়া। আর আমিও এক লহমার মদ্দি পগার পার।"

নায়েব আবেদ হালসানার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া পরদিন তাহাকে খুসী করিবেন—এই আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন। তাহার পর তিনি জামা-চাদরে সজ্জিত হইয়া ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য কুঠির দিকে চলিলেন। পথে বঙ্কিমবাবু ডাক্তারের সহিত তাঁহার

দেখা হইল। ডাক্তারের নিকট ভবতোষ বাবুর অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ লইবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল ; কিন্তু নিজে কথাটা পাড়িতে তিনি সাহস করিলেন না। কথায়-কথায় বঙ্কিম বাবুই প্রথমে এ কথা তুলিলেন ; বলিলেন, "এতদিন আমার ধারণা ছিল, কলকাতার পথে-ঘাটেই দিন-দুপুরে গুণ্ডার দল টাকার লোভে নিরীহ পথিকদের মাথা ফাটায়। কিন্তু এখন দেখ্‌চি, মুচিবেড়ের মত পল্লীগ্রামেও গুণ্ডা এসে দিনের বেলা ভদ্রলোককে আক্রমণ করে। পকেট থেকে কিছু টাকা-কড়ি পাবার আশা না থাক্‌লেও তাঁর মাথায় লাঠি মেরে চম্পট দেয়। এ যায়গা যে দিন-দিন মগের মুলুক হয়ে উঠ্‌লো! নবাবী আমলেও যে প্রজার ধনপ্রাণ এর চেয়ে ঢের বেশী নিরাপদ ছিল!"

নায়েব মহাশয় বুঝিলেন, এক্ষেত্রে অজ্ঞতার ভান করিলে সুচতুর ডাক্তারের নিকট তাঁহাকে ধরা পড়িতে হইবে ; কারণ, এই অল্প সময়ের মধ্যে যে দুর্ঘটনার কথা বিদ্যুদ্বেগে পল্লীর সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে, সে কথা মুচিবাড়িয়ার ডেপুটী গবর্ণরের কর্ণগোচর হয় নাই, এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কে বিশ্বাস করিবে? এইজন্য নায়েব মহাশয় বিপুল সহানুভূতিতে কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া বলিলেন, "আমিও ঠিক ঐ কথাই বল্‌তে যাচ্ছিলাম ডাক্তার বাবু! বৈকালবেলা সদর রাস্তায় ভবতোষ বাবুর মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মাথা ফাটানো! এ যে ভয়ঙ্কর কথা! চাষা প্রজাগুলো ভয়ঙ্কর বেতরিবৎ আর 'দুদ্ধারিষ' হয়ে উঠেছে। ঐ যে সব মানুষ সমান—এই সর্ব্বনেশে জ্ঞান আজকাল 'ভারত উদ্ধারের' দল তাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে—এতে আর ভদ্র-লোকের মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে না দেখ্‌চি! আগে যে বেটারা ভদ্রলোক দেখ্‌লে দশহাত তফাৎ দিয়ে যেতো, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে মুখ তুলে জবাব দিতে সাহস করতো না, এখন তারা সাম্‌নে এসে

লম্বা লম্বা 'ইস্পিচ' ঝাড়ে। আমাদের ত গ্রাহ্যই করে না—আমাদের মনিব ম্যানেজার সাহেবকেই দশ কথা শুনিয়ে যায়। দুই এক ঘা 'ওষুদ' পিঠে পড়লে, তাঁকেও রাস্তায় ধ'রে 'কুঁৎকিয়ে' দিতে কসুর করে না,—তা উকীল-মোক্তারদের তারা যে 'ডোণ্ট্‌কেয়ার' করবে, এত জানাই আছে। কোন আকাট্ গোঁয়ারের বিরুদ্ধে বোধ করি, ভবতোষ ভায়া মামলা নিয়েছিলেন, প্রতিবাদী সেই মামলায় হেরে গিয়ে বাদীকে ছেড়ে বাদীর উকীলকেই ধরে বসান দিয়েছে! হাকিমকে যে দু'ঘা দেয় নি—এই আশ্চর্য্যি! তা ভবতোষ ভায়া এখন আছেন কেমন? মারটা ত সাংঘাতিক হয় নি? খবরটা শুনে অব্‌দি মনটা এমন বিগ্‌ড়ে গেছে যে, কিছু ভাল লাগ্‌চে না; তাই পথে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েচি।"

ডাক্তার বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আঘাত সাংঘাতিক হয় নি। আশা করি, শীঘ্রই সেরে উঠতে পারবেন। কিন্তু আপনি যে বল্লেন, তিনি কোন প্রজাকে মামলা হারিয়ে দেওয়াতে সে রাগের বশে বাদীকে ছেড়ে বাদীর উকীলের মাথা ফাটিয়েছে—এ কোন কাযের কথা নয়। বিশেষতঃ ভবতোষ বাবুর ধারণা অন্য রকম। আক্রমণকারীকে দেখে আবেদ হালসানা বলেই তাঁর সন্দেহ হয়েছে।"

নায়েব ডাক্তারের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "আবেদ হালসানা। কোন্ আবেদের কথা বল্‌ছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "মুচিবেড়েতে কয়জন আবেদ হালসানা আছে? আপনাদের কুঠীর আবেদ হালসানা।"

নায়েব মহাশয় যেন অকূল-সমুদ্রে কূল পাইলেন, এইরূপ ভঙ্গিতে হাঁপ ছাড়িয়া বলিলেন, "রাধামাধব! এও কি একটা কথা? আবেদ

হালসানা আজ সকালে সূর্য্যোদয় না হ'তে সাহেবের একখানা জরুরি চিঠি নিয়ে সহরে আমাদের মোক্তারের কাছে রওনা হয়েছে। ভবতোষ বাবুর মাথাটা তখন ত আর স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, মাথায় লাঠি পড়লে দৃষ্টিশক্তিটা তীক্ষ্ণ থাক্‌বে—এ কি কখন প্রত্যাশা করা যায়? বিশেষতঃ আবেদ অতি নিরীহ বেক্তি, বিড়ালকে সে 'হেই' বল্‌তে জানে না। যদিস্যাৎ সে এখানে থাক্‌তোই—তা হলেও তাকে দিয়ে এ প্রকার কাজ কখন সম্ভব হতো না! আর এত লোক থাক্‌তে সে ভবতোষ বাবুর মত মান্যমান বেক্তির গায়ে হাত তুল্‌বে, এও কি একটা কথা? তাঁর মত লোকের এ রকম ভুল ধারণার কথা শুনে বড়ই দুঃখিত হ'লাম ডাক্তরবাবু!"

ডাক্তার বাবু নায়েবের সহিত এ সম্বন্ধে আর কোন তর্ক না করিয়া বাসার দিকে চলিলেন। নায়েব মহাশয় সেই স্থানে কয়েক মিনিট পায়চারি করিয়া, ডাক্তার অদৃশ্য হইলে, সাহেবের কুঠী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ-মণ্ডল ভ্রূকুটী-কুটিল হইয়া উঠিল।

ভবতোষ বাবুর প্রহারের সংবাদ হাম্‌ফ্রি সাহেবেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি সুপরামর্শের জন্য উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে নায়েবেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নায়েবের আগমন সংবাদ পাইয়াই তিনি তাঁহার খাসকামরায় আসিয়া নায়েবের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন।

সাহেব দুই-চারি কথার পর হাসিয়া বলিলেন, "বজ্জাত উকীলটা এবার দস্তর মত সায়েস্তা হইয়া যাইবে। জলে বাস করিয়া আর কুম্ভীরের সঙ্গে লড়াই করিতে তাহার সাহস হইবে না, সাণ্ডেল! আমাদের বিরুদ্ধে ওকালতী করিবার ফল হাতে-হাতে পাইলো। প্রহার বহুৎ আচ্ছা চিজ আছে, উহার চোটে ভুট পলায়ন করে।"

নায়েব চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "তা বটে সাহেব, কিন্তু আইন ঘাঁটাই

উহার পেশা। একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া না দেখিয়া যে সে কিল খাইয়া কিল চুরি করিবে—এমন ত আমার মনে নয় না। বিশেষতঃ মাথা কাটিয়া রস গড়াইয়াছে। আবার আর একটা মুস্কিলের কথা—সে না কি আবেদ হালসানাকে চিনিতে পারিয়াছে!"

সাহেব আস্ফালন করিয়া বলিলেন, "চিনিটে পারিয়া সে কি করিবে। কে তাহার পক্ষে সাক্ষী হইবে? আমি গোড়া বান্ধিয়া কাজ করিবার বেবস্থা করিতেছি। নলিনী ডারোগা আমার নিমক খাইটেছে। সে আল্‌বট্ আমার হুকুম টালিম করিবে। আমি এখনই তাহাকে অর্ডার পাঠাইতেছি, 'পুলিশ কেশ না' হয় তাহা সে নিশ্চয় করিবে।"

সাহেব তৎক্ষণাৎ দোয়াত কলম লইয়া 'মাই ডিয়ার নলিনী'কে একখানি 'কন্‌ফিডেন্সিয়াল' পত্র লিখিয়া 'কোন্ হায়' বলিয়া হুঙ্কার দিলেন।—'হুজুর' বলিয়া গরিবুল্লা পেয়াদা তৎক্ষণাৎ খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া, তাহার লম্বা সাদা দাড়ী মাটীর দিকে হাত দুই নামাইয়া সেলাম করিল। সাহেব পত্রখানি তাহার দাড়ির উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দারোগা বাবু জল্‌দি।"

গরিবুল্লা আর এক দফা সেলাম করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের বাহিরে গিয়া দ্বার ঠেলিয়া দিল।

নায়েব বলিলেন, "হাঁ দারোগাটা হাতে আছে, এ একটা সুবিধার কথা বটে। সে হুজুরের আদেশ তামিল করিবে এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু পুলিশের নিকট সাহায্য না পাইলেও, সে কি নিরীহ চাষী প্রজার মত লাঠি হজম করিবে? আমার ত তা বোধ হয় না। সে ফৌজদারীর আইনখানা একবার ওলট্-পালট করিয়া, একটা না একটা ধারা খাটাইবার চেষ্টা করিবে।"

সাহেব বলিলেন, "বোধ হয় করিবে। যদি সে একটা ফৌজদারী মামলা আরম্ভ করে—তখন কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে—তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সে যাহাতে সাক্ষী যোগাড় করিতে না পারে—তুমি তাহার বেবস্থা নিশ্চয় করিবে। কিন্তু রোগের আক্রমণ নিবারণ অপেক্ষা রোগের মূল উৎপাটন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।"

নায়েব বলিলেন, "হাঁ সাহেব, রোগের মূলই উৎপাটন করিব। উকীল যদি নাছোড়বান্দা হইয়া ফৌজদারী মামলা দায়ের করে—তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গ সাণ্যাল মুচিবাড়িয়া কাণ্সারণের নায়েব থাকিতে সে নির্ব্বিবাদে মামলা চালাইতে পারিবে মনে করিতেছে? সে এখানে থাকিতে না পারে, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিব। তাহাকে ভিটা-ছাড়া করিব। লাঠিতে যে কার্য্য না হইয়াছে, একটা দেশালাইয়ের কাঠিতে সেই কার্য্য হইবে; কোন চিন্তা নাই হুজুর!"

নায়েবের পৈশাচিকতার বহর দেখিয়া দুর্জ্জন হাম্ফ্রি সাহেককে পর্য্যন্ত বিস্মিত হইতে হইল; তিনি অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ফায়ার? মাই গড্!—কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নায়েবের পিঠ চাপ্ড়াইয়া বলিলেন, "উট্টম মট্লব করিয়াছ সাণ্ডেল; বহুৎ 'ক্লেবর' আদমী আছ। তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমি অট্যণ্ট খুসী হইয়াচি। রাট্রি অধিক হইল, এখন যাইতে পার।"

সাহেবের প্রশংসায় নায়েব সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়া মনের আনন্দে বাসায় প্রস্থান করিলেন। সাহেব মনে মনে বলিলেন, "উঃ, বাঙ্গালী কি শয়তান! চাকরীর খাতিরে ইহারা স্বজাতির গৃহে আগুন পর্য্যন্ত দিতে পারে! এই সকল কুকুর এক মুঠা ভাতের জন্য যখন সকলই করিতে রাজি, তখন আমাদের এক-একজন যদি ইহাদের সাহায্যে লক্ষ-লক্ষ কালা নিগার প্রজাদের বুটের নীচে থেঁৎলাইয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব

শোষণ করিতে না পারে ত সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য! জগতে এমন সুযোগ আর কোথায় মিলিবে?"

* * * * *

পরদিন প্রভাতে নায়েব মহাশয় তাঁহার চিরদিনের অভ্যাসানুযায়ী গ্রামের সকলেরই খোঁজ-খবর লইলেন; এবং পূর্ব্বদিনের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ উঠিলে সকলেরই নিকট ভবতোষ বাবুর মাথা ফাটার জন্য যেরূপ দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, নিজের মাথা ফাটিলেও ততখানি কাতরতা প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। তাঁহাকে গায়ে পড়িয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে দেখিয়া—'ঠাকুর ঘরে কে?' 'আমি কলা খাই নি'—এই প্রাচীন প্রবাদটি কাহারও-কাহারও মনে পড়িল। তবে নায়েব মহাশয় যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন—এই ব্যাপার লইয়া গ্রামে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে, তাঁহার সে আশঙ্কা অমূলক বলিয়াই এখন তাঁহার মনে হইল। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সকলেই চুপচাপ্! ইহাতে তিনি একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুঠির এলাকার বাহিরে ভদ্রসমাজে কি একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বিশেষ, স্থানীয় মুন্সেফবাবু এই অত্যাচারের কথা শুনিয়া, কুঠির সহিত এই ব্যাপারের যোগ আছে সন্দেহ করিয়া, জমীদারী কুঠির উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, এবং ভবতোষ বাবুর বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন—এই সংবাদ নায়েব মহাশয়ের কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি একটু দমিয়া গেলেন। কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহারে কাহাকেও তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে দিলেন না।

ক্রমে এক মাস চলিয়া গেল, ভবতোষ বাবু কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন না, এবং ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু লগুড়াহত হইয়াও

আশ্রিত প্রজার পক্ষ ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া, নায়েব মহাশয়ের সাহসও অনেকটা বাড়িয়া গেল। ম্যানেজার সাহেবের আশ্রয়ে তিনি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াই হজম করিতে পারেন—এ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল।

এক মাস পরে মনিরুদ্দিনের মামলা উঠিলে, প্রতিবাদী পক্ষ মামুলী প্রথায় সময়ের প্রার্থনায় দরখাস্ত দাখিল করিলেন। মুন্সেফ সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন বটে, কিন্তু তিনি 'অর্ডার-সীটে' হুকুম লিখিলেন, 'এক মাস সময় দেওয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মামলার বিচার হইবে। অতঃপর কোন কারণে মামলা মুলতুবি থাকিবে না।' নায়েব এই আদেশে সুখী হইলেন, এবং এক মাস সময়ই তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট মনে করিলেন।

অতঃপর ম্যানেজার সাহেবের সহিত নায়েব মহাশয়ের ঘন-ঘন পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরামর্শটা গোপনে চলিলেও, তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে ভবতোষ বাবু বা তাঁহার বন্ধুগণের বিলম্ব হইল না। কুঠির অনুগ্রহ-প্রত্যাশী অথচ ভবতোষ বাবুর হিতৈষী কোন-কোন বন্ধু ভবতোষ বাবুকে অনুরোধ করিলেন, মনিরুদ্দিন সেখের ভাগ্যে যা থাকে হইবে, মামলার দিন তিনি যেন তাহার পক্ষ সমর্থন না করেন। মুচিবাড়িয়াতে যখন ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তখন সর্ব্বশক্তিমান প্রবল পক্ষের ক্রোধানলে ইন্ধন প্রয়োগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কিন্তু ভবতোষ বাবুর সঙ্কল্প অটুট। তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে বুদ্ধিমানের দলে ফেলিয়া আমার অপমান করিও না। তোমাদের ঐ পাটোয়ারি বুদ্ধি অপেক্ষা আমার নির্ব্বুদ্ধিতা শতগুণে ভাল।" কিন্তু তিনি তাঁহার এই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল হাতে-হাতেই পাইলেন। কয়েক দিন পরে তাঁহার

বাসার ঝি তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়াই অদৃশ্য হইল ; এমন কি, সে তাহার প্রাপ্য বেতনের দাবী করিতেও তাঁহার বাসায় আসিল না। আরও দুই-চারি দিন পরে ধোপা তাঁহার কাপড়গুলি কাচিয়া আনিয়া বলিয়া গেল, সে আর তাঁহার কাপড় কাচিতে পারিবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রথমে সে কিছুই বলিতে সম্মত হইল না ; শেষে বিস্তর পীড়াপীড়িতে বলিল, তাঁহার কাপড় কাচিলে জলের অভাবে তাহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে। কোন জলাশয়ে সে কাপড় কাচিবার অনুমতি পাইবে না।

ভবতোষ বাবু তথাপি দমিলেন না। তিনি নূতন ঝি সংগ্রহের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন ; নির্দ্দিষ্ট বেতনের দ্বিগুণ বেতন দিতে চাহিলেন ; কিন্তু পরিচারিকা-শ্রেণীর কোন স্ত্রীলোক তাঁহার বাসায় কাজ করিতে সম্মত হইল না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, তাহাদের চাকরী করিবার দরকার নাই। অথচ তাহাদের কেহ-কেহ, তিনি যে বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প বেতনে অন্য বাসায় চাকরী লইল ! অতঃপর কোন ধোপাকেই তাঁহার কাপড় কাচিতে সম্মত করিতে পারিলেন না। সাবান দিয়া বাসায় কাপড় কাচিয়া কোন রূপে ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব হইলেও, পরিচারিকার অভাবে তাঁহার স্ত্রীর কষ্ট ও অসুবিধার সীমা রহিল না। অবশেষে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিবার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও পাচক ব্রাহ্মণ মিলাইতে পারিলেন না। তাঁহার মুহুরী ব্রাহ্মণের ছেলে,—অগত্যা তাহাকেই পাকশালার ভার লইতে হইল ! এইরূপ অশেষ কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়াও তিনি আশ্রিত মনিরুদ্দিনকে ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার হিতৈষীরা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল—"ভায়া হে, জলে বাস করে কুমীরের লেজে

খোঁচা দেওয়ার মজা টের পাচ্ছ কি ?"—ভবতোষ বাবু বলিলেন, "হাঁ, বিলক্ষণ টের পাচ্ছি। কিন্তু আরও মজা এই যে, এমন মনুষ্যত্বহীন, ইতর, অপদার্থ বর্ব্বরের সমাজের মধ্যে বাস করচি, যাদের মগজে গোবর ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই আজ ঘুঁটেকে পুড়তে দেখে গোবরগুলা মনের আনন্দে দাঁত বের করে হাস্‌চে ! আমাদের এই দেশ ভিন্ন এমন বীভৎস দৃশ্য পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখা যায় কি না সন্দেহ।"—কোন-কোন নির্লজ্জ জীব অসঙ্কোচে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "বল কি হে ভায়া,—নিজে বাঁচলে বাপের নাম!" ভবতোষ বাবু ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ ভাবে মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া বেঁচে থাকার চেয়ে বাপের নাম লোপ হওয়া অনেক ভাল।"

এক মাস পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে মনিরুদ্দিনের মামলার 'ডাক' হইল। মামলা একতরফা নিষ্পত্তি হওয়ায় মনিরুদ্দিন জয় লাভ করিল। তাহার এই জয়লাভের সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে কাণ্‌সারণের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সুবিস্তীর্ণ মুচিবাড়িয়া কাণ্‌সারণের এলাকার মধ্যে সেদিন একটি স্মরণীয় দিন! সহস্র-সহস্র প্রজা দুই হাত তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া মুক্তকণ্ঠে ভবতোষ বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। ভবতোষ বাবুর ধারণা হইল, এত লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের পর এই সাফল্য যেন তাঁহার গর্ব্বোন্নত শিরে কণ্টকের মুকুট! এ সাফল্য অমূল্য। মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের প্রজাদের—লক্ষ-লক্ষ নিরুপায়, দরিদ্র, মূর্খ, মূক কৃষকসাধারণের ধারণা ছিল 'জাহাজী গৌরাঙ্গী কিবা ভেকধারী' সবাই সম্রাট্! ইংরাজ এক মূর্ত্তিতে এদেশে রাজদণ্ড পরিচালিত করেন, আর এক মূর্ত্তিতে তুলাদণ্ড বহন করেন, আর এক মূর্ত্তিতে নীলের চাষ ও জমীদারীর প্রজাদের দোহন করেন! এ দেশের লাটসাহেব ও ম্যানেজার হামফ্রি সাহেবের মধ্যে কোন তফাৎ নাই! কালা আদমীর শাসনের জন্যই তাঁহাদের এ

দেশে আগমন। সকল ইংরাজই আইন-আদালতের উর্দ্ধে। তাঁহারা আইন করিয়াছেন—আদালত গড়িয়াছেন এ দেশের লোকের বিচারের জন্য। সেই আদালতে কেবল এ দেশের প্রজাদেরই বিচার হয়, শাস্তি হয়। সে বিচার তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য। তাঁহারা বেপরোয়া বেআইনি কাজ করিতে পারেন; তাঁহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা বৃথা,—তাহাতে কোন ফল হয় না। তাঁহাদের হুকুমই আইন, সে হুকুমের আপীল নাই।—কিন্তু মনিরুদ্দিনের মামলার বিচার-ফলে প্রজাদের এই ভ্রম ঘুচিয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিল, হামফ্রি সাহেবের বেআইনী হুকুমও রদ হয়। রাজার আইনের কাছে হাম্‌ফ্রি সাহেবে ও সামান্য প্রজা মনিরুদ্দিন শেখে কোন তফাৎ নাই। বাঙ্গালী মুন্সেফ এজলাসে বসিয়া যে রায় দিলেন, সর্ব্বশক্তিমান মহাপরাক্রান্ত 'মুলুকে মালিক' হাম্‌ফ্রি সাহেব সেই রায় অনুসারে মনিরুদ্দিনের জমি তাহাকে ফেরৎ দিতে—মুখের গ্রাস ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। এই একটি মাত্র মামলার বিচারে তাহাদের অন্ধ নয়ন উন্মুক্ত হইল; নিরপেক্ষ আইনের মহিমা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। এই একটিমাত্র মামলার বিচারে ইংরাজের 'প্রেষ্টিজ' লক্ষ লক্ষ প্রজার হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার করিল, শত হাম্‌ফ্রির লক্ষ অত্যাচারও তাহা করিতে পারিত না। দুঃখের বিষয়, হাম্‌ফ্রির মত স্বার্থপর, ক্ষমতা-দর্পিত, স্বেচ্ছাচারী, উৎপীড়ক ইংরেজ তাহা বুঝিতে পারেন না।

সুতরাং এই পরাজয়ের সংবাদে হাম্‌ফ্রি সাহেবের ক্রোধের মাত্রা কিরূপ বর্দ্ধিত হইল, পাঠককে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার সাধ্য হইলে তিনি সেই নিগার মুন্সেফটাকে রাস্তায় ধরিয়া চাবুকাইয়া দিয়া সকলকে দেখাইতেন, ইংরেজ ভারতে নিজের প্রেষ্টিজ কি করিয়া বজায় রাখে! সুবিচারে ন্যায়ের সম্মানে, নিরপেক্ষ শাসননীতির

প্রতিষ্ঠাতেই পরাধীন দেশে শক্তিশালী জাতির প্রেষ্টিজ নির্ভর করে—হাম্‌ফ্রির মত ধর্ষণপ্রিয়, বাহুবলের প্রতি নির্ভরশীল, হাঁদা ইংরেজের ইহা বিশ্বাস করিবার শক্তি নাই। কারণ, অপদার্থ জড়ের উপর পশুবলের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাই জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল বলিয়া তাঁহারা ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ মুন্সেফের গায়ে হাত দিতে না পারিয়া, এই পশু-বলে ভবতোষ বাবুকে চূর্ণ করিবার জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহার বাহন সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেলের সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিলেন।

সাহেব বলিলেন, "ওয়েল সাণ্ডেল, রাস্কেল মুন্সেফটা প্রজার পক্ষ লইয়া আমাদের হারাইয়া দিল। দলিল অস্বীকার করিবার উপায় নাই বলিয়া আমরা তদ্বির করিলাম না। কিন্তু মুন্সেফের ডিক্রির বলে যদি সেই হারামখোর বেটা মুন্সেফের পেয়াদার সাহায্যে বেদখলি জমীতে দখল লয়, তাহা হইলে আমার প্যাঁজপয়জার দুই-ই হইবে! কি উপায় অবলম্বন করিলে এই বিপড হইটে পরিট্রাণ লাভ করা যায়?"

নায়েব বলিলেন, "এত ব্যস্ত হইবেন না হুজুর! আমি থাকিতে মনিরুদ্দিন ও-জমি দখল করিতে পারিবে না,—মুন্সেফের নাজির বা পেয়াদা উহা দখল দিতে যাইতে পারিবে না।"

সাহেব অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি মাথায় ফ্যাটা বাঁধিয়া, পাইক-বরকন্দাজ লইয়া আদালতের নাজীর ও পেয়াদাদের হাঁকাইয়া দিবে স্থির করিয়াছ?—From frying pan to fire—দেওয়ানী হইতে এক নম্বর ফৌজদারীতে গিয়া পড়িতে চাও? তোমার ছেলের দোস্ত নলিনী দারোগা কিন্তু সে ধাক্কা সামলাইতে পারিবে না।"

নায়েব মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "হুজুর, এ নায়েবী বুদ্ধির মধ্যে

আপনি প্রবেশ করিতে পারিলে কি আর নায়েবী-ভার আমার হাতে দিতেন? আমি ও-সব কিছুই করিব না। ক্রোকী পরোয়ানা বাহির হইলে তবে ত নাজির বা পেয়াদা গিয়া বিবাদী জমীতে দখল দিবে। সেই পরোয়ানা যাহাতে বাহির হইতে না পারে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।"

সাহেব বলিলেন, "সে আবার কি কথা! তুমি কি আমলাদের ঘুস দিয়া পরোয়ানা গাফ্ করিবে?"

নায়েব বলিলেন, "হুজুর, ঘুসে অনেক কাজে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ঘুস দিয়া সকল কাজ উদ্ধার করিতে পারা যায় না। আর পরোয়ানা গাফ্ করিলে, নূতন পরোয়ানা বাহির হইতে কতক্ষণ? ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে সুবিধা নাই। আমি ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জ্জন দিতে চাই।"

হাম্‌ফ্রি সাহেব খুব ভাল বাঙ্গলা বুঝিলেও, এই ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জ্জনটা কি বস্তু, তাহা তিনি জানিতেন না; তাই তিনি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে নায়েবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নায়েব বলিলেন, "আমি স্থির করিয়াছি, মুন্সেফী আদালত আর ভবতোষ উকীলের বাসা—এ দুই-ই আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিব। ইহাতে মামলার কাগজপত্র রায় ফয়সালা হইতে মনিরদ্দির দাখিল সেই পাট্টা সমেত সমস্ত নথি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। মামলার যদি কোন প্রমাণই না থাকিল, তবে নাজির আর তার পেয়াদারা কিসের বলে জমি দখল দিতে যাইবে?"

সাহেব আনন্দে করতালি দিয়া বলিলেন, "ব্রেভো! সাণ্ডেল! সাণ্ডেল—তুমি অদ্বিতীয়! সত্যই কূট বুদ্ধিতে ইণ্ডিয়ায় তোমার জোড়া নাই! তুমি ঠিক উপায় বাৎলাইয়াছ। এজন্য তোমাকে আমি সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি।"

এই প্রশংসায় নায়েব গলিয়া জল হইয়া, আনন্দাশ্রু-প্লাবিত নেত্রে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি হুজুরের গোলাম মাত্র,—ধন্যবাদের পাত্র নহি। হুজুরের নিমক আহার করিতেছি,—ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, যেরূপে পারি, হুজুরের মান-সম্ভ্রম ও স্বার্থ রক্ষা করিব। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইবে।"

সাহেব বলিলেন, "না, বিলম্ব করা হইবে না। কিন্তু খুব সাবধান, আগুন লইয়া খেলা! বিশেষতঃ গবর্মেণ্টের সংশ্রব আছে। এ কার্য্য কবে করিবে মনে করিতেছ?"

নায়েব বলিলেন, "যত শীঘ্র সুযোগ ঘটে। দুই তিন দিনের মধ্যেই সব ফরসা করিয়া দিব।"

যে রাত্রে এই পরামর্শ শেষ হইল—তাহার দুই দিন পরে তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন কালে ভবতোষ বাবু মুন্সেফের এজলাসে দাঁড়াইয়া একটি মামলায় একজন সাক্ষীর জেরা করিতেছেন, এমন সময় একজন পেয়াদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে এজলাসে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল—ভবতোষ বাবুর কাছারী-ঘরের মট্‌কায় আগুন। হঠাৎ ঘরের মট্‌কায় কিরূপে বৈশ্বানরের আবির্ভাব হইল, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু নায়েব মহাশয়ের অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী-শক্তিতে ইহা অতি সহজেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার কোন বিশ্বস্ত দূত একখানি টিকেতে আগুন ধরাইয়া, তাহার অন্যদিকে একটি ছিদ্র করিয়া, সেই ছিদ্রে একহাত লম্বা একটি সূতা প্রবেশ করাইয়াছিল! সূতার সেই মুড়ায় একটি গ্রন্থি দিয়া অন্য মুড়ায় একখানি বাতাসা বাঁধিয়া সে সেই বাতাসা-সংযুক্ত জ্বলন্ত টিকাখানি ভবতোষ বাবুর কাছারী-ঘরের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যাহ্নকাল, সেখানে তখন লোকজনের গতিবিধি ছিল না। কিন্তু মুচিবাড়িয়ায় কাকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা কাক

বাতাসাখানি মুখে করিয়া ভবতোষ বাবুর কাছারী-ঘরের মট্‌কায় বসিল। সঙ্গে-সঙ্গে জলন্ত টিকাখানিও মট্‌কা দাখিল হইল। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে চালের খড় বারুদের মত হইয়াছিল; কয়েক মিনিটের মধ্যেই জ্বলিয়া উঠিল। 'আগুন আগুন' শব্দে চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল উত্থিত হইল; কাছারী ভাঙ্গিয়া সকল লোক সেইদিকে দৌড়াইল। ভবতোষ বাবুর বাসা ও মুন্সেফী আদালতের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। ভবতোষ বাবু দুই চারিজন ভিন্ন গ্রামবাসীর সাহায্যে আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কুঠির পাইক-বরকন্দাজ অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল; কিন্তু তাহারা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া হুতাশনের গগনব্যাপী লোল-জিহ্বার লহরী-লীলা দেখিতে লাগিল। কেহ-কেহ তাহাদিগকে অগ্নি-নির্ব্বাপনের চেষ্টা করিতে বলিলে, তাহারা বলিল, "বাপ্‌রে, এই দুপুর বেলায় আগুন, জ্যোষ্টিমাস, রোদে চারিদিক খা-খা করচে, কার ধড়ে তিনটে জান আছে যে ঐ আগুনের কাছে যাবে?" পরোপকারী রাসবিহারী পণ্ডিত একটি কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ একজন বরকন্দাজ তাঁহার নিকট হইতে কলসী কাড়িয়া লইয়া বলিল, "পণ্ডিত মশায়, নিজের চরকায় তেল দেওগে! পরের ছেলে কেন পুড়ে মরবা! ভাল চাও তো সরে পড়, ও-কাজে তোমাকে যেতে হবে না।"

নিরুপায় হইয়া পণ্ডিত মহাশয় বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে ঘরখানি পুড়িয়া গেল। সেই সময় মহাশব্দে কয়েকটা 'রুয়ো' ছুটিয়া ভবতোষ বাবুর রান্নাঘরে এবং মুন্সেফের কাছারীর আটচালায় পড়িল। ভবতোষ বাবুর অবশিষ্ট দুইখানি ঘর এবং মুন্সেফের কাছারী একই সময়ে অগ্নিময় হইয়া উঠিল। ধূমে চতুর্দ্দিক অন্ধকারপূর্ণ হইল।

মুন্সেফের কাছারীর প্রকাণ্ড আটচালা বিস্থবিয়স শৃঙ্গের মত ধূম ও অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিতে লাগিল। কেহই সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না। দেখিতে-দেখিতে ভবতোষ বাবুর বাসা ও মুন্সেফী আদালত ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। দলিলপত্রাদি কিছুই রক্ষা পাইল না।

দশম পরিচ্ছেদ

জ্বলন্ত টিকে-বাঁধা বাতাসা মুখে লইয়া লুব্ধ বায়স ভবতোষ বাবু উকীলের উলুখড়-মণ্ডিত আটচালার মট্‌কায় আশ্রয় গ্রহণ করায় যে 'লঙ্কাকাণ্ড' সংঘটিত হইল, তাহার জের সহজে মিটিল না। ভবতোষ বাবুর যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইল; তাঁহার মূল্যবান আইনের কেতাবগুলি, খাট-বিছানা, তৈজসপত্রাদি কোন সামগ্রীই রক্ষা পাইল না। এমন কি, ঘরখানির‌ও চিহ্নমাত্র রহিল না। মুন্সেফী আদালতের প্রকাণ্ড আট্‌চালারও সেই অবস্থা হইল। নাজীর পেয়াদাদের সাহায্যে 'মহাফেজ্‌খানা' (Record room) ও মালগুদাম হইতে মূল্যবান দলীল-পত্রাদি ও ক্রোকী অস্থাবর সম্পত্তিগুলি উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। খড়ের চালে দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে,—যে কোন মুহূর্ত্তে জ্বলন্ত চাল ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে,—নিবিড় ধূমে গৃহকক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন; তাহার উপর অসহ্য উত্তাপ,—প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া কে সেই ঘরের ভিতর হইতে জিনিসপত্র উদ্ধার করিতে যাইবে? আর সেই অবস্থায় সেই ঘরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিবে—সরকারের এরূপ খয়ের-খাঁই বা কে আছে? সুতরাং সকলেই দূরে দাঁড়াইয়া হতাশ ভাবে হুতাশনের প্রচণ্ড বিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছিল। ঘণ্টা-দুই পরে চারিদিকের প্রাচীর ভিন্ন সকলই ব্রহ্মার উদরসাৎ হইল। ভস্মের স্তূপ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না।

অতঃপর মুন্সেফ বাবুর যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহাই করিয়া চাকরী বজায় রাখিলেন। এই অগ্নিকাণ্ডের এক সুবিস্তীর্ণ 'রিপোর্ট' লিখিয়া

তিনি তাঁহার উপরওয়ালা জজ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ স্থির করিতে পারেন নাই, এবং লুব্ধ বায়সের বাতাসা-প্রীতির সহিত ইহার সম্বন্ধ আবিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইলেও, তিনি এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, ভবতোষ বাবুর কোন শত্রু দ্বারা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। তিনি রিপোর্টে এইটুকুমাত্রই উল্লেখ করিলেন; কে এই কার্য্যের উৎসাহদাতা, তাহা তাঁহার বা স্থানীয় কোন ভদ্রলোকেরই অনুমান করা কঠিন হইল না। কিন্তু অনুমান প্রমাণ নহে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রিপোর্টে তিনি তাঁহার সন্দেহের কথা লিখিলেন না; এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের সাধ্যায়ত্ত নয়, ইহা জানিয়াও তিনি যথানিয়মে তাঁহার রিপোর্টের একটি নকল থানার ভার-প্রাপ্ত দারোগার নিকট তদন্তের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। নলিনী দারোগাকে সাক্ষী করিয়া কেহ জ্বলন্ত টিকে ও গুড়ে-বাতাসা একসূত্রে বাঁধিয়া ভবতোষ বাবুর গৃহপ্রান্তে নিক্ষেপ করে নাই, এবং লুব্ধ কাকও পুলিশের তদন্তের সুবিধার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তাহা মুখে লইয়া ভবতোষের আটচালার মটকায় উড়িয়া বসে নাই; সুতরাং নলিনী দারোগার তদন্তে অপরাধীর কোন সন্ধান হইল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, নলিনী দারোগা প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেও, তাহার উপরওয়ালার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিবে, তাহাকে এতদূর নির্ব্বোধ মনে করিবার কারণ নাই।

নলিনী দারোগা তদন্ত আরম্ভ করিলে, তাহার পূজনীয়া 'বৌদিদি' লক্ষ্মী ঠাকুরাণী একদিন সায়ংকালে তাহাকে কথায় কথায় বলিলেন, "তুমি যাই বল, আর যাই কও ঠাকুর-পো, এ কিন্তু দেওয়া আগুন! ভবতোষ বাবুকে খুন করবার চেষ্টা বিফল হওয়ায়, তাঁকে উদ্বাস্ত করবার

জন্মেই এই লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছে, এ সোজা কথাটা আমি মেয়ে মানুষ হয়ে বুঝ্‌তে পারচি, আর তুমি অতবড় বুদ্ধিমান দারোগা হয়ে তা বুঝ্‌তে পারচ না,—এইটাই আমার বড় আশ্চর্য্যি বোধ হচ্ছে!"

নলিনী হাসিয়া বলিল, "বৌদি, আপনারা হচ্ছেন সেই জাত—দশ হাত কাপড়েও যাদের কাছা নেই। আপনারা অনুমানের জোরে সব রকম অসম্ভব কথাই বল্‌তে পারেন; কিন্তু অনুমানটা যে প্রমাণ নয়, তা জানেন? ভবতোষ উকীলের উপর যে লাঠীবাজি করেছিল, তাকে যদি ভবতোষ সনাক্ত করতে পারতো, তা'হলে কি ফৌজদারী করতে ছাড়্‌তো? তা সে যেই হোক, ভবতোষকে উদ্বাস্ত করে তার লাভ কি যে, সে তার ঘরের মট্‌কায় উঠে দেশালাই ধরিয়ে দেবে?"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহার বিদ্রূপে আহত হইয়া বলিলেন, "তার লাভ আছে কি না, কি ক'রে বলি? তুমিই ত বল্লে অনুমান প্রমাণ নয়। তবে কারও যে এতে স্বার্থ আছে, তার প্রমাণ অন্ততঃ তোমার দাদা এক-আধ্‌টু পেয়েছেন। আমার কথা সত্যি কি না, তা ঐ উনি সাম্‌নেই বসে আছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর। ওঁর ত দশ হাতে কাছা আছে।"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর স্বামী মুচিবাড়িয়ার বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাসবিহারী বাবু তখন তাঁহার শয়ন-কক্ষের এক প্রান্তে একটি মোড়ায় বসিয়া ধূমপানের আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি দীপশিখায় টিকেখানি ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, "ভবতোষ বাবুর কাছারী-ঘর তখন ধূ-ধূ করে জল্‌ছিল,—সকলেই কাঠের পুতুলের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌চে দেখে আমার বড় রাগ হ'লো। ভাব্‌লাম, ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হয়,—দু'ঘড়া জল এনে আগুন নিবোবার জন্যে আমার যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু আমাকে আর সে চেষ্টা করতে হলো না; আমাদের

কুঠীর বরকন্দাজ রামভজন সিং তার পাকা বাঁশের লাঠী উঁচিয়ে আমাকে বল্লে, আমি আগুন নিবুতে গেলে এক লাঠীতে আমার মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেবে। তার পরেই সে ঘড়াটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে। এতে ভবতোষের উদ্বাস্ত হওয়ায় কারও স্বার্থ আছে কি না বুঝে নাও।"

নলিনী বলিল, "দাদা, আপনাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করি,—তাই বল্‌চি, আপনি আমার কাছে যা বল্লেন, বল্লেন,—এ কথা আর কাহারও কাছে প্রকাশ করবেন না। আপনি সাহেব সরকারের চাকর, হাম্‌ফ্রি সাহেবের অনুগ্রহেই আপনার চাকরীটুকু বজায় আছে। আপনি নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক,—কিসে কি হয়, বুঝতে পারেন না। এ কথা প্রকাশ হলে, আপনার বিপদের সীমা থাক্‌বে না; চাকরী ত যাবেই,—শেষে প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ পাবেন না! সাহেবের কাণে উঠা চুলোয় যাক্, যদি নায়েব মহাশয়ও কারও মুখে শুন্‌তে পান—রামভজন সিং আপনাকে আগুন নিবোতে দেয় নি,—এই কথা প্রকাশ করেছেন, তাহলে আপনার এখানে পণ্ডিতি করা শিকেয় উঠ্‌বে।"

রাসবিহারী বাবু সহজ স্বরে বলিলেন, "দরকার কি ভাই আমার খুঁচিয়ে ঘা করার? আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিতে যাওয়া আমার অনধিকার-চর্চ্চা, সে জ্ঞান আমার আছে। আমি নিজে থেকে ও কথা কাউকে বল্‌তে যাচ্ছি নে। কিন্তু যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে,—আগুন নিবোতে গেলে কেউ আমাকে বাধা দিয়েছিল কি না, তা'হলে আমি ভাই মিথ্যে কথা বল্‌তে পারবো না,—তা আমার ভাগ্যে যাই থাক। চাকরী ত কচুর পাতার জল, এই আছে এই নেই; জীবনও চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু সত্য সকলের উপর। মাথার উপর নারায়ণ আছেন,—প্রাণ গেলেও আমি মিথ্যে বল্‌বো না।

সত্য কথা আমাকে বল্‌তেই হবে,—তাতে আমার অন্নদাতা ম্যানেজার সাহেবের অনিষ্ট হয়, উপায় কি? একমুঠো ভাতের জন্যে আমি মিথ্যাবাদী, অধার্ম্মিক হতে পারবো না।"

নলিনী হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "যে সত্য কথা বল্‌লে বিপদ ঘটে, সে সত্য গোপন করাই ভাল। আমার এত টন্‌টনে ধর্ম্মজ্ঞান নেই; কিন্তু পুলিশে চাকরী করে আমার ভালমন্দ বিচারের শক্তি হয়েছে। আপনি আগুন নিয়ে খেলা করবেন না; আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ ব্যাপারের শেষ কোথায়, বলা কঠিন। দেওয়ানী আদালত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; অনেক দলীল, নথিপত্র নষ্ট হয়েছে। এদিকে গবর্ণমেণ্টের নজর পড়বেই। হয় ত জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, এমন কি কমিশনর সাহেব পর্য্যন্ত এখানে তদন্তে আস্‌তে পারেন। সরেজমিনে তাঁরা স্থানীয় ভদ্রলোকদের জবানবন্দীও নিতে পারেন। আপনারই যদি জবানবন্দী হয়, তখন কি আপনি বল্‌বেন, রামভজন সিং আপনাকে আগুন নিবোতে দেয় নি, আপনার হাত থেকে ঘড়া কেড়ে নিয়েছিল, লাঠি উঠিয়ে আপনাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল?"

রাসবিহারী বাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই বল্‌বো। আমি ত বলেছি, ভাগ্যে যা থাকে হবে,—আমি মিথ্যা কথা বল্‌তে পারবো না। না হয় আমার চাকরী যাবে, এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। সত্য, ধর্ম্ম, এ কি শুধু সৌভাগ্যের সময় নিজের সুবিধে বুঝে রক্ষা করতে হবে, আর বিপদ দেখলেই তা ত্যাগ করে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে? তোমার ভালমন্দ বিচার তোমাতেই থাক। আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ করতে পারবো না।"

"তা'হলে এখানে আপনার পণ্ডিতি করা বোধ হয় আর বেশী দিন ঘটে উঠ্‌বে না; আপনার এই রকম সাংসারিক বুদ্ধির অভাবের জন্যে

ঘোর বিপদে পড়ে নাস্তানাবুদ হবেন, তা কিন্তু বলে দিয়ে যাচ্ছি।"—নলিনী দারোগা এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উঠিয়া গেল।

নলিনী প্রস্থান করিলে লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "ঠাকুর-পো বোধ হয় তোমার কথা শুনে রাগ করে গেল! তুমি বল্লেই পার্‌তে—ও কথা আর কারুর কাছে বলবে না। একটা কথা গোপন করলে যদি বিপদের হাত থেকে এড়ানো যায়, তবে সে কথা গোপন কল্লেই বা?"

রাসবিহারী বাবু গম্ভীর ভাবে ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি হুঁকা হইতে মুখ নামাইয়া বলিলেন, "আমি কি লোককে বলে বেড়াব,—ওগো তোমরা শোন—রামভজন সিং বরকন্দাজ আমাকে বাধা দিয়ে আগুন নিবোতে দেয় নি। সে কথা বলবার কোন দরকার নেই। কিন্তু যদি সরকারের কোন কর্ম্মচারী এসে এ সম্বন্ধে আমাকে জেরা করতে আরম্ভ করে, তা'হলে আমি মিথ্যা কথা বলে আমার রুজি বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা করবো না। চিরকাল কেউ একজায়গায় থাক্‌তে পায় না। পাঁচ বৎসর এখানে আছি, সকলের সঙ্গে ভাব-প্রণয় হয়েছে। আমি সত্য কথা বল্লে সাহেব যদি চাকরী থেকে বরখাস্ত করে, তাড়িয়ে দেয়, ত উপায় কি? ভগবান এত দিন সুখে রেখেছিলেন,—এর পর যদি দুঃখ-কষ্ট, অপমান সহ্য করতে হয়,—তা তাঁরই দান বলে মাথা পেতে নেব। আর সত্য কথা বল্‌তে কি, সাহেব আর নায়েবের অত্যাচার দেখে আমার মনে ঘৃণা জন্মে গেছে। এই সকল দুর্জ্জনের সহবাস যদি ত্যাগ করতেই হয়, তাতে দুঃখ নেই গিন্নি!"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী স্বামীকে চিনিতেন,—তিনি তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিলেন না।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এই কয়দিনের মধ্যে কুঠীর ছোট-বড় সকল আমলার সহিতই রাসবিহারী বাবুর একাধিবার সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু ভবতোষ বাবুর গৃহদ্বারে আগুন নিবাইতে গিয়া তিনি বাধা পাইয়াছিলেন কি না, এ কথা কেহই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। ইহাতে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন,—তাঁহার আশা হইল, নলিনী দারোগা এ কথা লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করে নাই। কিন্তু সপ্তাহ পরে যে দিন সায়ংকালে হাম্‌ফ্রি সাহেব রাসবিহারী বাবুকে তাঁহার খাসকামরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন, সেই দিন তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ-যাত্রা তাঁহার আর পরিত্রাণ নাই। তিনি কুঠীর কর্ম্মচারী নহেন, সাহেবের সহিত প্রত্যক্ষতঃ তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না; এবং সাহেব কখন তাঁহার মত সামান্য প্রাণীর খোঁজ-খবরও লইতেন না। এত লোক থাকিতে সাহেব তাঁহাকে কুঠীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন কেন? ব্রাহ্মণ ভয়ে দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলেন। অপমানকে তিনি বড় ভয় করিতেন।

হাম্‌ফ্রি সাহেব যখন রাসবিহারী বাবুকে তাঁহার কুঠীতে ডাকিয়া আনিতে বরকন্দাজ পাঠাইলেন, তাহার ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে তাঁহার আদেশে নলিনী দারোগা তাঁহার কামরায় উপস্থিত হইয়াছিল। নলিনী কামরায় প্রবেশ করিয়া সাহেবের ইঙ্গিতে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলে, সাহেব বলিলেন, "ওয়েল দারোগা, তুমি ত এ এলাখার সকল খবরই দস্তরমত রাখিয়া থাক। জজ সাহেব এখানকার মুন্সেফী আদালতের অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে আসিতেছেন, এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছ কি?"

নলিনী দারোগা সবিস্ময়ে বলিল, "জজ সাহেব তদন্তে আসিতেছেন! না হুজুর, সে খবর আমি পাই নাই, আপনার মুখেই এই প্রথম

শুনিতেছি! তিনি কবে আসিবেন? এ সংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন?”

সাহেব বলিলেন, “তিনি কাল সকালে এখানে আসিবেন। মুন্সেফী আদালত আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাওয়ায়, মুন্সেফ সেই ঘটনার কথা তাঁহার নিকট রিপোর্ট করিয়াছিল। সেই রিপোর্ট অনুসারে তিনি সরেজমিনে তদন্তে আসিতেছেন। তিনি একা গোপনে আসিবেন; এমন কি, তাঁহার নাজীর ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন আমলাই এ কথা জানে না। তিনি নাজীরকে গোপনে পাল্কী বেহারার বন্দোবস্ত করিতে বলায়, নাজীর ইহা জানিতে পারিয়াছে; নাজীর আমাদের অনুগত লোক। সে আমাদের সদরের মোক্তারকে সংবাদ দেওয়ায়, মোক্তার তাড়াতাড়ি আমার কাছে লোক পাঠাইয়াছে। মোক্তারের পত্রেই এ কথা জানিতে পারিয়াছি। তিনি প্রয়োজন মত যে দুই একদিন এখানে থাকিবেন—তোমার থানায় বাস করিবেন স্থির করিয়াছেন।”

নলিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, “জজ সাহেবের এ আবার কি রকম নূতন খেয়াল হুজুর! স্থানান্তর হইতে সাহেব-সুবো যিনি যখন এখানে আসেন, হুজুরেরই আতিথ্য গ্রহণ করেন, কুঠীতেই বাস করেন। জজ সাহেব এখানে আসিয়া থানায় আড্ডা ফেলিবেন—এ যে নূতন কথা!”

সাহেব বলিলেন, “কিন্তু বিস্ময়ের কথা নহে। আমার বিশ্বাস, এই অগ্নিকাণ্ডের সহিত আমাদের সংস্রব আছে বলিয়াই জজ সাহেবের সন্দেহ হইয়াছে। আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রমাণ পান, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই তিনি চেষ্টা করিবেন। এ অবস্থায় তিনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। এই জন্যই বোধ হয় তিনি আমার কুঠীতে না উঠিয়া থানায় বাসা লইবার সঙ্কল্প

করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার থানায় বাসা লইবার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। তিনি স্থানীয় দুই চারিজন ভদ্রলোককে ডাকাইয়া তাহাদের জবানবন্দী লইবেন, হয় ত জেরাও করিবেন। আমাদের উপর দোষ আসিতে পারে, এরূপ কোন কথা কেহই বলিতে সাহস করিবে না, তাহা জানি ; কিন্তু তথাপি আমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। এ জন্য আমি কি করিতে চাই জান ?”

দারোগা বলিল, “না হুজুর, আপনি না বলিলে আপনার মনের কথা কিরূপে জানিব ? হুজুরের আশ্রয়ে থাকিয়া সামান্য দারোগা-গিরি করিয়া অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেছি। হুজুরের মনের কথা অনুমান করিবার শক্তি থাকিলে, এতদিন পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতাম,—ষাট টাকা বেতনের চাকরী লইয়া কন্‌ষ্টেবলের রাখালী করিতাম না !”

সাহেব প্রীত হইয়া বলিলেন, “দেখ নলিনী, আমার আশ্রয়ে তুমি কি সুখে নাই ? তুমি নিমকের খাতির রাখিতে জান, আমিও তোমার প্রতি ‘ফেবর’ দেখাইতে কসুর করি নাই। কোন্ শা—‘ডেপুটী সুপ্‌রেন্‌ডেণ্ট অফ্‌ পোলিস্’ তোমার চেয়ে বেশী পয়সা উপার্জ্জন করে ? আমরা যে অকৃতজ্ঞ নই—তা বারেণ হেষ্টিংসের সময় হইতে এ দেশের লোক দেখিয়া আসিতেছে। আমরা বিদেশী, বিধর্ম্মী,—তোমাদের রাজার জাত। তথাপি কোন্ লোভে পদানত তোমরা আমাদের অনুগত, অনুরক্ত থাক ? রূপচাঁদের পয়জারই কি তার একমাত্র কারণ নয় ? যাহা হউক, এবার তুমি আমার পরামর্শ অনুসারে কাজ কর—কার্য্যোদ্ধার হইলে তোমাকে পেট ভরিয়া ‘সোণার পয়জার’ আহার করাইব।”—সাহেব বড়ই রসিকতা করিলেন ভাবিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ‘সোণার পয়জার’ লাভের ইঙ্গিত

শুনিয়া, লোভে নলিনীর দু'পাটী দাঁতই উদ্ঘাটিত হইয়া, সাহেবের রসিকতার সমর্থন করিল! তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চতুর নলিনী মুহূর্ত্তে মানসিক উল্লাস সংযত করিয়া বলিল, "হুজুর আমার মুরুব্বি, পয়জারের লোভ দেখান নিষ্প্রয়োজন। কি আদেশ বলুন, আমার অসাধ্য না হইলে হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব হইবে না।"

সাহেব খুশী হইয়া বলিলেন, "তা আমি জানি। একদিন শুনিয়াছিলাম, তুমি থানার ঘর মেরামত করাইবে, তাহার আর বিলম্ব কত?"

নলিনী দারোগা সাহেবের এই প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। সে মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হাঁ, শীঘ্রই মেরামতের কাজ আরম্ভ করিবার কথা আছে। আপনার কাছে শুনিতেছি, জজ সাহেব কালই এখানে আসিয়া থানায় আড্ডা লইবেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর লোক লাগাইব।"

সাহেব বলিলেন, "না, তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই কাজ আরম্ভ কর। আমি লোক দিতেছি,—আজ রাত্রেই।"

নলিনী বলিল, "এখন ত রাত্রি প্রায় আটটা; এমন কি দরকার যে আজ রাত্রেই—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, লোক লইয়া গিয়া এই রাত্রেই থানার ঘরের মেঝে এমন ভাবে খুঁড়াইয়া রাখিবে, যেন তিনি সেখানে এক রাত্রিও বাস করিতে না পারেন। এরূপ গভীর করিয়া মেঝে খুঁড়াইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে বলিবে, মেঝেতে একটা গর্ত্ত ছিল, তাহার ভিতর একটা গোখ্‌রো সাপ প্রবেশ করায় মেঝে খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে, কিন্তু সাপ পাওয়া যায় নাই! একে ঐ রকম

মেঝে, তাহার উপর গোখ্‌রো সাপের কথা,—জজ সাহেব বাপ্‌ বাপ্‌ করিয়া পলাইবে।"

দারোগা হাসিয়া বলিল, "হুজুর কান্‌সারণের ম্যানেজার না হইয়া আমাদের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল হইলে খুব মানাইত। এ রকম চমৎকার ফন্দী তাঁহার মাথাতেও গজায় কি না সন্দেহ! আপনার হুকুম আজ রাত্রেই তামিল করিব। কিন্তু আমি আর একটা কথা ভাবিতেছি। জজ সাহেব না হয় থানায় বাস না-ই করিলেন; কিন্তু তিনি যদি অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত উপলক্ষেই এখানে আসেন, তাহা হইবে কি মাথালো-মাথালো দুই-চারি-জন লোককে ডাকাইয়া এই দুর্ঘটনার বিবরণ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না? বিশেষতঃ যদি আপনার সন্দেহ সত্য হয়—অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ডের সহিত আপনাদের সংস্রব আছে, এ সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পাইয়া থাকে,—তাহা হইলে তিনি কি তাহার দুই-একটা প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়াই ফিরিবেন?"

হাম্‌ফ্রি সাহেব বলিলেন, "তা করুন না। কাহার ঘাড়ে তিনটে মাথা যে, সে মুচিবাড়িয়ায় বাস করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে জজ সাহেবের কাছে ঠকামী করিবে? ভবতোষ উকীল আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারে,—কিন্তু সে কোন্ প্রমাণে আমাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবে? আমি জানি সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও মিথ্যা কথা বলিবে না। তাহার যত দোষই থাক—সে মিথ্যাবাদী নহে। তাহার মনুষ্যত্ব আছে।"

নলিনী বলিল, "মিথ্যাবাদী অপেক্ষা সত্যবাদীকেই বেশী হয়। আমি অন্ততঃ একজনকেও জানি, যে প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা বলিবে না জজ সাহেব যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সে বলিবে,

সে জলের কলসী লইয়া ভবতোষ বাবুর ঘরের আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিল ; কিন্তু আপনার বরকন্দাজ রামভজন সিং তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল, তাহাকে এই কার্য্যে বাধা দেওয়ার জন্য লাঠী দিয়া মারিতেও উদ্যত হইয়াছিল। হুজুরের একজন ভদ্রনামধারী চাকরের মুখে এ কথা শুনিলে জজ সাহেবের মনে ধারণা হইবে, এই অগ্নিকাণ্ডে আপনাদের স্বার্থ আছে। সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বাস করিবেন—অগ্নিকাণ্ডটা আপনাদেরই ষড়যন্ত্রের ফল।"

দারোগার কথা শুনিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেবের লাল মুখ আরও বেশী লাল হইয়া উঠিল ; তিনি সক্রোধে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমার চাকর ! কে সেই নিমকহারাম শয়তান শুয়ার-কা-বাচ্চা, যে জজ সাহেবের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে এ রকম চুক্‌লামি করিতে সাহস করিবে ? শীঘ্র তাহার নাম বল।"

নলিনী মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "লোকটা নিরীহ ও আমার অনুগত। হুজুর হয় ত তাহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন, এই আশঙ্কায়, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা হুজুরকে বলি,—আমার এরূপ ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু সে আমার যতই অনুগত হোক, হুজুরের চাকর হইয়া সে যে আপনার অনিষ্ট করিবে,—ইহা অসহ্য। হুজুরকে সতর্ক করিবার জন্যই তাহার অনিষ্টের আশঙ্কা সত্ত্বেও কথাটা প্রকাশ করিতে হইতেছে।"

সাহেব অধীর ভাবে বলিলেন, "কে সে ? কেন তাহার নাম বলিতে বিলম্ব করিতেছ ?"

নলিনী বলিল, "সে হুজুরের একজন নগণ্য চাকর। হুজুরের ইস্কুলের হেড্ পণ্ডিত রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী। কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে কথায়-কথায় আমাকে বলিয়াছিল—

এই অগ্নিকাণ্ডে আপনাদের স্বার্থ আছে—ইহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। ভবতোষ উকীলের বাড়ীর আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে কিরূপে বাধা পাইয়াছিল—তাহা আমার নিকট প্রকাশ করায়, আমি তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলাম, এ কথা যেন আর কাহাকেও না বলে। আমার অনুরোধ শুনিয়া সে বলিল, নিজের ইচ্ছায় সে এ কথা কাহাকেও বলিবে না বটে, যদি গবর্মেণ্টের তরফ হইতে কেহ তদন্তে আসে, আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—তাহা হইলে যেরূপে তাহাকে বাধা দেওয়া হইয়াছিল—তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমি পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও, সে আমার অনুরোধে কর্ণপাত করিতে সম্মত হয় নাই; বলিয়াছিল—অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক—সে সত্য কথা গোপন করিতে পারিবে না। তাহার বিশ্বাস, সত্য কথা গোপন করিলে অধর্ম্ম হয়! পণ্ডিতের ধর্ম্মজ্ঞান ইহার অধিক আর কি হইবে? আমি ত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এখন হুজুর যদি লোভ দেখাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিতে পারেন—তাহা হইলেই মঙ্গল। নতুবা মজুর লইয়া গিয়া এই রাত্রিকালে থানার মেঝে খুঁড়িয়া সাপ খুঁজিবার অভিনয়ে কোন ফল হইবে না।"

সাহেব বলিলেন, "তাহার ধর্ম্মজ্ঞান দুই চাবুকেই লোপ পাইবে। আমি বরকন্দাজ দিয়া এখনই তাহাকে ধরিয়া আনাইতেছি। তোমার সাক্ষাতেই তাহাকে সায়েস্তা করিতেছি দেখ।"

নলিনী ব্যস্ত ভাবে বলিল, "না সাহেব, যাহা করিতে হয়, আমার অসাক্ষাতে করিবেন; আর ও কথা আপনি আমার কাছে শুনিয়াছেন, তা প্রকাশ করিবেন না।—আমরা পুলিশের লোক, পরম বন্ধুও যদি আমাদের স্বার্থনাশে উদ্যত হয়—তাহাকেও ছাড়ি না। কিন্তু অল্পদিন 'সার্ব্বিসে' ঢুকিয়াছি—এখনও চক্ষুলজ্জা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারি

নাই। আমি এখন চলিলাম, আমার অসাক্ষাতে যাহা করিতে হয় করিবেন।"

সাহেবকে অভিবাদন করিয়া নলিনী থানায় ফিরিয়া গেল। হাম্‌ফ্রি সাহেব থানার ঘরের মেঝে খুঁড়িবার জন্য চারিজন লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, রাসবিহারী বাবুকে কুঠীতে ধরিয়া আনিবার জন্য তাঁহার বাসায় একজন বরকন্দাজ পাঠাইলেন। সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

পণ্ডিত মহাশয় সাহেবের কুঠীর বারান্দায় উঠিয়া, তাঁহার চটিজোড়াটি এক পাশে খুলিয়া রাখিয়া, হাম্‌ফ্রি সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন; ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করিবার সময় ছাগশিশুর যেমন অবস্থা হয়—তাঁহার অবস্থাও তখন প্রায় সেইরূপ! নলিনী দারোগাকে বিদায় করিয়া সাহেব তখন কি একটা কাগজ দেখিতেছিলেন। পণ্ডিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে, সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাহার পর তাঁহাদের যে কথা হইল, ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

সাহেব। তুমিই আমার বাঙ্গালা ইস্কুলের পণ্ডিত রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী?

পণ্ডিত। হাঁ হুজুর!

সাহেব। এখানে কত দিন চাকরী করিতেছ?

পণ্ডিত। গত পাঁচ বৎসর হইতে।

সাহেব। কয় টাকা দরমাহা পাও?

পণ্ডিত। কুড়ি টাকা।

সাহেব। শুনিয়াছি তুমি খুব ভাল পণ্ডিত। তুমি অনেক গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিয়াছ। এত দিন তোমার বেতন বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। কুড়ি টাকা বেতনে তোমার সংসার চলে?

পণ্ডিত। চলে, হুজুর! আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ। সংসারে আমি, আর আমার স্ত্রী। আমার কোন ব্যয়-বাহুল্য নাই। কুড়ি টাকা বেতনই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা অধ্যাপনা কার্য্যে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বহু শিষ্য প্রতিপালন করিতেন, তাহাদিগকে বিদ্যাদান করিতেন। আমি কুলাঙ্গার বংশধর,—পেটের দায়ে চাকরী করিতে বাধ্য হইয়াছি, ছেলে পড়াইয়া পয়সা লইতেছি! আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হীনতা; আমি আর বেতন বৃদ্ধির কামনা করি না।

সাহেব দেখিলেন, এরূপ নির্ব্বোধ বর্ব্বরকে লোভ দেখাইয়া কোন ফল নাই। তখন তিনি সুর বদল করিয়া কাজের কথা পাড়িলেন; বলিলেন, "ভবতোষ বাবু উকীলের ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন তুমি সেখানে ছিলে?"

পণ্ডিত। আগুন লাগিতে দেখি নাই। যখন তাঁহার কাছারী ঘর হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল—সেই সময় আমি সেখানে গিয়াছিলাম।

সাহেব। আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিয়াছিলে?

পণ্ডিত। হাঁ, হুজুর, চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু বাধা পাওয়ায় সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

সাহেব। কে তোমাকে বাধা দিয়াছিল?

পণ্ডিত। জমিদার সরকারের বরকন্দাজ রামকমল সিং। সে আমার নিকট হইতে জলের ঘড়া কাড়িয়া লইয়া, লাঠী বাগাইয়া ধরিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। আমি ক্ষান্ত না হইলে, দুই এক ঘা বোধ হয় আমার পিঠে পড়িত।

সাহেব। বরকন্দাজ তোমাকে বাধা দিল কেন?

পণ্ডিত। তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

সাহেব। তোমার কিরূপ অনুমান?

পণ্ডিত। আমার অনুমান হুজুরের না শোনাই ভাল। তাহা শুনিলে হুজুর খুসী হইবেন না।

সাহেব। তোমার ধারণাটা কি, আমি শুনিতে চাই, বল।

পণ্ডিত। আমার অনুমান, উকীল ভবতোষ বাবুর বাসা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক, কেহ তাহা রক্ষা করিতে না যায়—এই উদ্দেশ্যেই বরকন্দাজ আমাকে বাধা দিয়াছিল। ভবতোষ বাবু জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং রামভজন সিংএর ব্যবহার দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কান্সারণের কারপরদাজেরা আরও দুই-চারি জনকে এই ভাবে বাধা দেওয়ায় তাহারা আগুন নিবাইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছিল।

সাহেব। সেই দুই-চারিজনের নাম বলিতে পার?

পণ্ডিত। না, হুজুর! আমি তাহাদের চিনিয়া রাখি নাই; এখানকার বাসেন্দা নহে, বোধ হয় তাহারা ভিন্ন গ্রামের লোক—আদালতে মামলা করিতে আসিয়াছিল।

সাহেব। রামভজন সিং তোমাকে বাধা দিয়াছিল, তোমার এ কথা আমি অবিশ্বাস করি না; কিন্তু তুমি তাহার যে কারণ অনুমান করিয়াছ, তাহা সত্য নহে। সেই জলন্ত আট্চালায় আগুন নিবাইতে গিয়া অনর্থক কেন পুড়িয়া মরিবে, দুই চারি ঘড়া জলে সে আগুন নিবিবার সম্ভাবনা ছিল না; এই জন্য—তোমারই মঙ্গলের জন্য বরকন্দাজ তোমাকে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহার সদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছ। তুমি অতি বদ্ লোক।

পণ্ডিত বলিলেন, "সেই জন্যই হুজুর আমার বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ বুড়ো বয়সে আমি যে ভাল লোক সাজিয়া হুজুরকে খুসী করিতে পারিব, সে আশা নাই।"

সাহেব। গবর্মেণ্টের কোন পদস্থ কর্ম্মচারী—পুলিশ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বা জজ সাহেব যদি এখানে এই অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে আসিয়া তোমাকে জেরা করেন, তাহা হইলে আমাকে যে সকল কথা বলিলে, তাঁহার সাক্ষাতেও কি তাহাই বলিবে? রামভজন সিং তোমাকে বাধা দিয়াছিল সে কথাও বলিবে না কি?

পণ্ডিত। জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয় বলিব। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া মিথ্যা কথা ত বলিতে পারিব না।

সাহেব। তুমি 'ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির' হইয়াছ! নিমক হারাম, বেইমান!

পণ্ডিত। গালি দিবেন না সাহেব! আপনার মত মহতের মুখে ইতর গালাগালি শোভা পায় না। আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইলে আপনার স্কুলে কুড়ি টাকার পণ্ডিতি করিতে আসিতাম না। ধর্ম্মপুত্র না হইলেও পরম ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ অধ্যাপকের বংশে আমার জন্ম। আমার পিতৃ-পুরুষেরা মিথ্যাবাদী ছিলেন না, আমিও কোন কারণে মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না।

সাহেব। কে তোমাকে মিথ্যা কথা কহিতে বলিতেছে? কোন লোক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, বাধা দেওয়ার কথাটা গোপন করিবে। অপরকে বাধা দিতে দেখিয়াছ কি না তাহাও বলিবার আবশ্যক নাই।

পণ্ডিত। মিথ্যা কথা বলা, আর জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করা—একই কথা। জিজ্ঞাসা না করিলে আমি আপনা হইতে কিছু বলিব না; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত ঘটনার কথা গোপন করিব না।

সাহেব উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, আলবৎ করিবে! তুমি ত তুমি,—তোমার বাপ আমার হুকুম তামিল করিবে।

পণ্ডিত। বাপ তুলিবেন না সাহেব! আমি আপনার স্কুলে পণ্ডিতি করি, সুতরাং আপনার চাকর। আপনি মনিব, এই অধিকারে অন্যায় আদেশ করিলে, তাহা পালন করিতে পারিব না।

সাহেব। তোমার বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে। তোমার মত ধার্ম্মিক লোকের এখানে চাকরী করা পোষাইবে না। আমি তোমাকে 'ডিস্‌মিস্‌' করিলাম।

পণ্ডিত। উত্তম, তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। পাঁচ বৎসর আপনার চাকরী করিতেছি। তাহার পূর্ব্বে ভগবান আমাকে অনাহারে রাখেন নাই। যিনি সামান্য কীট-পতঙ্গকে পর্য্যন্ত আহার দান করিতে ভুলেন না, তিনি ভবিষ্যতেও আমাকে অনাহারে রাখিবেন না। কালই আমি আপনার রামরাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।

সাহেব মনে করিয়াছিলেন, দাম্ভিক পণ্ডিতটা তাঁহার কথায় ভয় পাইয়া নরম হইবে; তাঁহার আদেশ পালনে সম্মত হইবে। চাকরীজীবী বাঙ্গালীর চাকরী যাওয়ার ভয় মৃত্যুভয় অপেক্ষা প্রবল। চাকরী বজায় রাখিবার জন্য সে সকল প্রকার হীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু বরখাস্ত হইবার কথা শুনিয়াও সে দমিল না; অবলীলাক্রমে বলিল, চাকরী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত! সাহেবের বিস্ময় মুহূর্ত্তে দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে পরিণত হইল; তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন, "কাল নয়,—আজ এই রাত্রেই যদি তুমি মুচিবাড়িয়া ছাড়িয়া চলিয়া না যাও,—যদি কাল সকালে তোমাকে তোমার বাসায় দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইলে আমার মেথর তোমার স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, তাহাকে পথে রাখিয়া আসিবে। জল্‌দি ভাগো হিয়াসে।"

রাসবিহারী বাবু সাহেবকে সেলাম করিয়া বলিলেন, "সেলাম সাহেব, চলিলাম; কিন্তু আজ আপনি মনুষ্যত্ব ও শিষ্টাচারের যে নমুনা

দেখাইলেন, তাহা আপনার স্বজাতির—ইংরাজ জাতির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক।”

হাম্‌ফ্রি সাহেব আরক্ত বদনে, ক্রোধ কম্পিত স্বরে হুঙ্কার দেওয়ার পূর্ব্বেই, রাসবিহারী বাবু সাহেবের কামরা হইতে অদৃশ্য হইলেন। তিনি সেই রাত্রেই অনেক চেষ্টায় একখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া, সেই নৌকায় সপরিবারে মুচিবাড়িয়া পরিত্যাগ করিলেন। পরদিন সকালে নলিনী দারোগা তাহার 'দাদা' ও 'বৌদি'র সংবাদ লইতে রাসবিহারী বাবুর বাসায় আসিয়া দেখিল—বাসাখানি পড়িয়া আছে! সে সকলই বুঝিতে পারিল। সে পূর্ব্বরাত্রে হাম্‌ফ্রি সাহেবের হুকুম তামিল করিয়াছে,—থানা-ঘরের মেঝে কোদাল দিয়া খুঁড়িয়া মনুষ্য-বাসের অযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে,—সাহেবকে এই সংবাদ দিতে কুঠীর দিকে যাইতেছে, এমন সময় সে দেখিল, বার জন বেহারা জজ সাহেবের পাল্কী লইয়া থানার দিকে অগ্রসর হইতেছে! জজ সাহেবের দুই জন আর্দ্দালী চাপকানের উপর চাপ্‌রাস আঁটিয়া, লম্বা লাঠি ঘাড়ে লইয়া, পাল্কীর আগে-আগে দৌড়াইয়া আসিতেছে। সুতরাং নলিনী দারোগার আর তাহার মুরুব্বি সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইবার ফুরসৎ হইল না।

নলিনী দারোগা যথাসাধ্য দ্রুত চলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে থানার হাতায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, জজসাহেব পাল্কী হইতে নামিয়া থানার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হেড্ কনষ্টেবল মেহের আলি মল্লিক তখন থানাতেই ছিল। মেহের আলি নলিনী দারোগার প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও উৎকোচের বহর দেখিয়া মনের আগুনে জ্বলিয়া মরিত; কিন্তু প্রকাশ্যে উপরওয়ালার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইত না। জজ সাহেব থানায় আশ্রয় লইবেন স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ঘরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় ও বিরক্তির সীমা রহিল না! দারোগার

অনুপস্থিতিতে তিনি হেড্ কন্‌ষ্টেবলকে থানা-ঘরটি অব্যবহার্য্য করিয়া রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন, "হুজুর সফরে আসিয়া থানায় থাকিবেন, এ সংবাদ পূর্ব্বেই রাষ্ট্র হইয়াছিল। দারোগা বাবু তাহা শুনিয়া কাল গভীর রাত্রে কুঠীর মজুরের সাহায্যে হুজুরের অভ্যর্থনার এই সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন! কুঠীর মজুর আনিয়া রাত্রিকালে তাড়াতাড়ি এ কার্য্য করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা এ বান্দার অজ্ঞাত। দারোগা বাবু সকালে উঠিয়াই বোধ হয় কুঠীতে ম্যানেজার সাহেবকে সেলাম দিতে গিয়াছিলেন, ঐ আসিতেছেন! উনিই 'থানা-আফিসার', উঁহার নিকট হুজুর সকল কথা জানিতে পারিবেন।"

হেড কন্‌ষ্টেবলের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরেই জজ সাহেব প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি নলিনী দারোগাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করিলেন না। দারোগা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া 'মিলিটারী' কেতায় কুর্ণিস্ করিয়া, গোখ্‌রো সাপের কাহিনী বলিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু জজ সাহেবের সাদা মুখের ভীষণ ভ্রূকুটীভঙ্গী দেখিয়া তাহার মুখে আর কথা সরিল না। জজ সাহেব তাহার কুর্ণিস্ নামঞ্জুর করিয়া পাল্কীতে উঠিয়া 'মুন্সেফের বাঙ্গলো'য় চলিলেন।

পাল্কী থানার হাতা পার হইলে, নলিনী বলিল, "জমাদার, সাহেব এলো আর চলে গেলো যে! পথ থেকে দেখ্‌লাম, সাহেব ঘরে ঢুক্‌চে,—আমি থানায় আস্‌তে-আস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়েই পাল্কীতে উঠ্‌লো। আমার সেলাম পর্য্যন্ত নিলে না! ঘর দেখে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে না কি?"

হেড্ কন্‌ষ্টেবল বলিল, "হাঁ, ঘর খোঁড়া দেখে আমাকে বল্লে, 'এ কি ব্যাপার!' আমি বল্লাম, 'হুজুর, কাল সাঁজের ওক্তে একটা পেল্লাই গোখ্‌রো সাপ ফণা তুলে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে-করতে ঘরের মেঝেতে

একটা ইঁদুরের গর্ত্তে ঢুকেছিল। তাই তাড়াতাড়ি দু' জন বেদে ডাকিয়ে ঘর খুঁড়ে সাপটাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা হয়েছিল ; কিন্তু সাপটাকে পাওয়া যায় নি,—সে ঘরের মধ্যেই আছে। আমাদের ত ঘরে ঢুক্‌তেই সাহস হচ্ছে না, সাহেব!' আমার কথা শুনে সাহেব এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে পড়লো, তার পরই পাল্কীতে উঠে প্রস্থান! দেখ্‌লেন না, ভয়ে সাহেবের মুখ শুকিয়ে আম্‌চুর হয়ে গিয়েচে!"

কিন্তু দারোগা জমাদারের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ভয় ও সন্দেহে তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। জজ সাহেব স্থানাভাবে মুন্সেফ বাবুর বাঙ্গলার বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; মুন্সেফ বাবু অতিথি-সৎকারের ত্রুটি করিলেন না। অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে জজ সাহেবের সহিত তাঁহার কি কথা হইল, তাহা অন্য কেহ জানিতে পারিল না।

জজ সাহেব আহার ও বিশ্রামের পর সেইদিন অপরাহ্ণে ভবতোষ বাবুকে ডাকাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর রাসবিহারী বাবুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন পেয়াদা পাঠাইলেন। পেয়াদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কাল রাত্রি হইতে তিনি সপরিবারে নিরুদ্দেশ।' তখন আরও কয়েকজন স্থানীয় লোককে ডাকাইয়া তাহাদের জবানবন্দী লওয়া হইল ; কিন্তু জজ সাহেব তাহাদের নিকট কিছুই জানিতে পারিলেন না। অগ্নিকাণ্ডের রহস্যভেদ হইল না। জজ সাহেব কোন প্রকারে সেখানে রাত্রিবাস করিয়া, পরদিন প্রভাতে সদরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার আসা-যাওয়া নিষ্ফল হইল ; তদন্তে কোন ফল হইল না।

জজ সাহেব সদরে ফিরিয়া গিয়া 'রিপোর্ট' করিলেন, ঘটনাস্থলে স্থানীয় জমীদার-সম্প্রদায়ের শাসনপ্রণালী এরূপ কঠোর, ও তাহাদের

প্রভাব-প্রতিপত্তি এরূপ অধিক যে, রাজশাসন-শৃঙ্খলা সেখানে অক্ষুণ্ণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ স্থলে মুন্সেফী আদালত রাখিলে, আদালত স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং পুনর্ব্বার সেখানে নূতন করিয়া আদালত-গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক 'চৌকী' রাখিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

জজ সাহেবের এই রিপোর্টের অনুমোদনে সেই যে মুচিবাড়িয়া হইতে মুন্সেফী 'চৌকী' উঠিয়া গেল,—আজও গেল, কালও গেল! একাল পর্য্যন্ত আর সেখানে মুন্সেফী-'চৌকী'—প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুচিবাড়িয়া অঞ্চলের অনেক ভদ্রলোকের মুখে শুনা গিয়াছে—এই ঘটনার বহুদিন পর পর্য্যন্ত হাম্‌ফ্রি সাহেব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, এমন কি, স্বব্যয়ে পাকা ইমারত নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন, এরূপ অঙ্গীকার করিয়াও পুনর্ব্বার সেখানে মুন্সেফী আদালত স্থাপন করাইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি ও সান্যাল নায়েব দুর্নাম ঢাকিবার জন্য অনেক চেষ্টায় মুচিবাড়িয়ায় একটি এণ্ট্রেন্স স্কুল ও একটি সবরেজেষ্ট্রী আফিস স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও তাহা বর্ত্তমান।

মুন্সেফী আদালত উঠিয়া যাওয়ায় ভবতোষ বাবু উকীল জেলার সদরে গিয়া ওকালতি আরম্ভ করিলেন। থানার ঘর 'অস্বাভাবিক ভাবে' খুঁড়িয়া রাখার জন্য নলিনী দারোগার কৈফিয়ৎ তলপ করা হইলে, সে তাহার কৈফিয়তে গোখ্‌রো সাপের দোহাই দিয়াছিল; কিন্তু পুলিশ সাহেব তাহার সেই কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। সে ক্রমাগত হাম্‌ফ্রি সাহেবের 'পেটেলী' করিয়া সুবিচারে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে—এ সংবাদ যে কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয় নাই—ইহা বিশ্বাস হয় না। কারণ এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তাহার বদলীর হুকুম আসিল।

এই সংবাদে নলিনী দারোগার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! এমন 'লুটের মহাল' সে আর কোথায় পাইবে? সে তাহার মুরুব্বি হাম্‌ফ্রি সাহেবকে ধরিয়া, বদলীর হুকুম রদ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু যাঁহার অনুগ্রহে সে সার্ব্বিস-সৌধের শিখর-দেশে আরোহণের স্বপ্ন দেখিয়াছিল,—তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার বদলী রদ করিতে পারিলেন না; অগত্যা সে ক্ষুণ্ণ মনে, ভগ্ন-হৃদয়ে মুচিবাড়িয়া হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। মুচিবাড়িয়া এলাকার প্রজাদের বুকের উপর হইতে যেন পাষাণ-ভার নামিয়া গেল!

একাদশ পরিচ্ছেদ

জ্যোৎস্না রায়ের কথা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে—যে 'তায়েননবিশ' ঘোড়ায় চড়িয়া, সেই ঘোড়ার ল্যাজের দিকে শ্রীনাথ আমিনকে তুলিয়া লইয়া আমিনী কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই 'শিক্ষানবীশ আমিনের' পিতা গোলোক রায় ও পিতৃব্য ভুবন রায় উভয়েই দুইটি ক্ষুদ্র নীলকুঠির দেওয়ান ছিল। নীলকুঠির দেওয়ানেরা কি প্রকৃতির লোক, তাহার অনতিরঞ্জিত অথচ উজ্জ্বল চিত্র চিরস্মরণীয় চিত্রকর দীনবন্ধুর অতুলনীয় তুলিকায় অঙ্কিত হইয়া 'নীলদর্পণে'র অঙ্কে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইহারা সকলেই এক ছাঁচে ঢালা! দীনবন্ধু শ্লীলতার অনুরোধে নররূপী পিশাচের চরিত্রের যে অংশ পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহার বর্ণনা দ্বারা বীভৎস রসের অবতারণায় লেখনী কলঙ্কিত করিবার আগ্রহ আমাদের নাই; তবে এই দেওয়ান-ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রের একটা মোটামুটি পরিচয় না দিলেও আমাদের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কদর্য্য রোগে আক্রান্ত রোগীর গোপন অঙ্গের বিষাক্ত ক্ষতে ছুরিকা চালনা করিবার সময় চিকিৎসককে শ্লীলতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিয়া যায় না কি?

ইঙ্গিতে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গোলোক রায় ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের স্বার্থসিদ্ধি ও মনোরঞ্জনের জন্য কোন অপকার্য্যেই কুণ্ঠিত হইত না, বরং অসঙ্কোচে সর্ব্ব প্রকার কুকর্ম্ম করাই সে কার্য্যদক্ষতার নিদর্শন মনে করিয়া স্বকৃত কার্য্যে গৌরব অনুভব করিত!

একবার সে অম্লান বদনে গোহত্যা করিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছিল, গোরু ও ভেড়ায় কোন প্রভেদ নাই ; ছাগল ভেড়া বধ করিলে যখন পাপ হয় না, তখন গোহত্যা পাপের কার্য্য, এরূপ মনে করা নিতান্তই কুসংস্কার! যাহার মনিবের এই কুসংস্কার নাই, তাঁবেদার হইয়া তাহার এরূপ কুসংস্কার থাকা বড়ই দোষের কথা। গোলোক রায় গো-ব্রাহ্মণকে সমশ্রেণীর জীব মনে করিত ; এইজন্য প্রভুর কার্য্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে একবার একটি ব্রাহ্মণকেও ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল! তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে—এই আশঙ্কায় আমরা সেই লোমহর্ষণ কাহিনীর অবতারণায় বিরত হইলাম। এতদ্ভিন্ন মিসেস্ হাম্ফ্রি ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য যে সময় মুচিবাড়িয়া ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেন, সে সময় ধর্ম্মাবতারের মনস্তুষ্টির জন্য গোলোক রায় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত হাড়ী, বাগ্দী ও 'বুনো'দের পল্লীতে ঘুরিয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত 'নীলদর্পণের' পদী ময়রাণীর প্রতিনিধিত্ব করিত, তাহার পরিচয় পাইয়া নীলকর-কুলতিলক হাম্ফ্রি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্র ও অনুগ্রহভাজন মনে করিবেন—এ বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। দাদা কিরূপে সাহেবকে বশ করিয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া অনুজ ভুবন রায়ও অগ্রজের অনুষ্ঠিত অনিন্দ্যসুন্দর পন্থার অনুসরণ করিল। তখন সাহেবের কৃপা-কটাক্ষের অধিক বখরা পাইবার জন্য উভয় ভ্রাতা যেন প্রতিযোগিতা করিয়াই, ইতরতা, হীনতা ও নীচতার দুর্গন্ধময় পঙ্ক অধিকতর উৎসাহে মুখে লেপিয়া স্ব স্ব জীবন ধন্য করিতে লাগিল! স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ যে কতদূর পশু হইতে পারে, এই গোলোক ও ভুবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুতরাং ক্ষুদ্র নীলকুঠির দেওয়ান হইলেও ইহারা দুই ভাই

মোসাহেবীর জোরে সুদক্ষ নায়েব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের প্রভাব অনেকটা খর্ব্ব করিয়া ফেলিল। নায়েবের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়া তাঁহাকে একটু খর্ব্ব করিবার জন্য সাহেবেরও আগ্রহ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কোন জটিল বিষয়ের আলোচনা, বা কোন গুপ্ত পরামর্শ করিতে হইলেই গোলোক রায় ও ভুবন রায়কে কুঠিতে ডাকাইয়া আনিতেন।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল তাঁহার প্রিয়পাত্র শ্রীনাথ গোঁসাইকে সদর আমিনের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে জ্যোৎস্না রায় শিক্ষানবিশী ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে বেকার বসিয়া থাকিল। নায়েব তাহার চাকরীর জন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না দেখিয়া গোলোক রায় পুত্রের একটি চাকরীর জন্য সাহেবকে ধরিয়া বসিল। হামক্রি সাহেব তখন গোলোক রায়ের বাঞ্ছা-কল্পতরু! সে তাহার বাসগ্রামের সন্নিহিত জমিদারী-কাছারীতে গোমস্তাগিরির কাজে জ্যোৎস্নাকে নিযুক্ত করিবার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিলে, সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই পদে বাহাল করিলেন। এ বিষয়ে তিনি নায়েবের মত জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক মনে করিলেন না! নায়েব এই নিয়োগের কথা শুনিয়া হাসিয়া একবার মাথা নাড়িলেন মাত্র, কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না।

উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র মহা উৎসাহে গ্রাম্য কাছারীতে গোমস্তাগিরি করিতে করিতে একটি প্রতিবেশী ব্রাহ্মণযুবকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। সে সর্ব্বদাই তাহার বন্ধুর গৃহে যাইত, এবং বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাহাকে ও তাহার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে নানা উপহার প্রদান করিত। কিছুদিন পরে তাহার এই বন্ধুটী রেলে চাকরী লইয়া বিদেশে চলিয়া গেল; বন্ধুর বিরহে কাতর হইয়া জ্যোৎস্না বন্ধুর বিরহিনী পত্নীকে সান্ত্বনা দানের জন্য আরও ঘন ঘন তাহার গৃহে

যাতায়াত করিতে লাগিল! কিছুদিন পরে জ্যোৎস্নার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে চাকরীস্থানে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে কয়েকদিনের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিল। সেই সময় জ্যোৎস্না একদিন রাত্রে তাহাকে পানাহারের নিমন্ত্রণ করিল; কিন্তু আহারের পর আর তাহার গৃহে ফিরিবার সামর্থ্য রহিল না। তীব্র বিষ-মিশ্রিত সুধাপানে বিভোর হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে বন্ধুর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। জ্যোৎস্না পরম বন্ধুর শোকে আকুল হইয়া তাহার মৃতদেহ গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কূপে বিসর্জ্জন করিল, এবং বন্ধু সেইরাত্রেই কার্য্যানুরোধে চাকরী-স্থানে চলিয়া গিয়াছে—এই সংবাদ রটাইয়া বন্ধুপত্নীর ভরণ-পোষণের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিল। এই সুব্যবস্থায় তাহার গুণে মুগ্ধা বন্ধুপত্নীরও আপত্তি না থাকায় ব্যাপারটা অতি সহজে আপোষেই মিটিতে পারিত; কিন্তু কোন কোন পরছিদ্রান্বেষী মিথ্যাবাদী দুর্জ্জন থানায় সংবাদ দিল—জ্যোৎস্নাই গোপনে তাহার প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ যুবককে হত্যা করিয়াছে! যদি এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের যথারীতি অনুসন্ধান ও বিচার হইত, তাহা হইলে জ্যোৎস্নাকে তাহার প্রিয়বন্ধুরই অনুসরণ করিতে হইত; কিন্তু গোলোকরায়ের স্তবস্তুতিতে ধর্ম্মাত্মা হাম্‌ফ্রি সাহেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! তাঁহার জমিদারীতে ব্রহ্মহত্যা হয়, ইহা তিনি কি করিয়া সহ্য করেন? তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ও তদ্বিরের কৌশলে জ্যোৎস্না সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। এবং সকল সংবাদ জানিতে পারিয়াও ভক্তবৎসল হাম্‌ফ্রি সাহেব জ্যোৎস্নার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন না; বরং সে যে কার্য্য করিয়াছে তাহা নায়েবেরই উপযুক্ত, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গুণগ্রাহী উদার হাম্‌ফ্রি কিছুদিন পরে তাঁহার এলাকাস্থিত আর একটী কুঠিতে জ্যোৎস্নাকে নায়েব নিযুক্ত করিলেন! এ দেশের নীলকর ও কুঠিয়াল সাহেবেরা কিরূপ প্রশংসাপত্র ও কার্য্যদক্ষতার উপর নির্ভর করিয়া

উমেদারগণকে নায়েবী পদে নিযুক্ত করিতেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমরা এই পিশাচের লোমহর্ষণ পাশবিক অনুষ্ঠানের যৎসামান্য পরিচয় প্রদান করিলাম।

চিরজীবন নানা গুরুতর পাপ ও অশেষ দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও দুর্জ্জনেরা নির্ব্বিঘ্নে সুখ শান্তি উপভোগ করিতে পারে, ইহলোকে তাহাদিগকে পাপের ফলভোগ করিতে হয় না,—এইরূপ যাঁহাদের ধারণা, তাঁহাদিগকে আমরা মহাপাপিষ্ঠ, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নরপিশাচ সর্ব্বাঙ্গ সান্যালের জীবনাপরাহ্ণের দৃশ্য দর্শন করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার এই চরিত্র-চিত্রের একটি রেখাও অতিরঞ্জিত নহে। তিনি যে উপরওয়ালার স্বার্থসিদ্ধি ও সন্তোষবিধানের জন্য অম্লানবদনে, অকুণ্ঠিত-চিত্তে ধর্ম্মে ও মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, সকল প্রকার গর্হিত আচরণে বহু প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া, এইরূপ অখণ্ড প্রতাপে নায়েবী করিলেন, তাঁহার সেই উপরওয়ালা হাম্‌ফ্রি সাহেব কোনও দিন কি তাঁহাকে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিয়াছেন? মিঃ হাম্‌ফ্রি চিরদিনই তাঁহাকে কার্য্যোদ্ধারের যন্ত্র বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন; অবশেষে তাঁহার প্রভুত্ব ও ক্ষমতাপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হইয়া হাম্‌ফ্রি যখন গোলোক রায় ও তস্য ভ্রাতা ভুবন রায়কে বিশ্বাসের পাত্র মনে করিয়া সকল গুরুতর বিষয়েই তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, মুক্তহস্তে তাহাদিগকে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে নায়েবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইলেন না, তখন সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ ও মন উভয়ই কি এক দারুণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শত শত কুকর্ম্মের স্মৃতি তাঁহার নিদ্রাহীন রাত্রে যে বিভীষিকার চিত্র চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে লাগিল, মনশ্চক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি

নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি প্রভুর মনোরঞ্জন-চেষ্টায় বিরত হইলেন না; কিন্তু তাঁহার দেহ ও মন আর অধিক দিন অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না। তিনি একদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতে গিয়া উঠিতে পারিলেন না; সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হওয়ায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের উত্থানশক্তি রহিত হইল! অবিলম্বে চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি নায়েবের রোগ পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন। তিনি নায়েবের সম্মুখে কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও কান্সারণের সর্ব্বত্র বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইল—নায়েবের পক্ষাঘাত হইয়াছে! সকলেই স্তম্ভিত হইয়া বলিল, ভগবানের কি সূক্ষ্ম বিচার; তাঁহার দণ্ড অমোঘ!

চিকিৎসা চলিতে লাগিল। রোগমুক্তির জন্য নায়েব জলের মত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন, শান্তি স্বস্ত্যয়নেরও ত্রুটি হইল না; কিন্তু সকলই অনর্থক হইল। নায়েব রোগ শয্যায় জীবন্মৃতবৎ পড়িয়া থাকিয়া অনুশোচনানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব প্রতাপ, প্রতিপত্তি, দর্প, সমস্তই বিলুপ্ত হইল। একদিন যাহারা তাঁহার বিন্দুমাত্র কৃপার জন্য তৈলপাত্র হস্তে লইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ধরণা দিয়া পড়িয়া থাকিত,—তাহারাই তাঁহাকে দেখিয়া অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরাইতে লাগিল। যাহারা তাঁহাকে এক সিলিম তামাক সাজিয়া দিতে পাইলে কৃতার্থ হইত, তাহারা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তামাক টানিতে টানিতে অসঙ্কোচে তাঁহার মুখের উপর ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল! তিনি ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া মুখ ফিরাইয়া মনে মনে বলিতেন, "ভগবান! যথেষ্ট হইয়াছে; আর কেন? এ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।"

যে শ্রীনাথ গোঁসাই তাঁহার কৃপাকটাক্ষে কঠোর দারিদ্র্যদুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাঁহার অনুগ্রহে চাকরী পাইয়াছিল, তাহার কৃতঘ্নতার পরিচয়ে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি

যখন তাহাকে সদর আমিনের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হাম্‌ফ্রি সাহেবকে অনুরোধ করেন, তখন সাহেব রহস্যচ্ছলে শ্রীনাথ সম্বন্ধে কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, রোগশয্যাশায়ী জীর্ণদেহ অকর্ম্মণ্য নায়েবের তাহা মনে পড়িল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিবঞ্চিত নায়েব মনে মনে বলিলেন, "হাতী পাঁকে পড়্‌লে তাকে ব্যাঙে লাথি মারে; শ্রীনাথ ত এখন আমাকে অবজ্ঞা কর্‌বেই।—দেখি তার দৌড় কতদূর!"

শ্রীনাথও বুঝিল, নায়েব যদি আরোগ্যলাভ করিয়া ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার ক্ষমতা প্রতিপত্তি বজায় করিতে পারেন—তাহা হইলে তাহার অবস্থাও ভূতপূর্ব্ব আমিন রসরাজ বিশ্বাসের মতই শোচনীয় হইবে; নায়েব পদাঘাতে তাহাকে কান্‌সারণের এলাকা হইতে দূর করিয়া দিবেন। অথচ নায়েব জীবিত থাকিতে হাম্‌ফ্রি সাহেবের সাধ্য নাই তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। সুতরাং শ্রীনাথ গোঁসাই দিবারাত্রি নায়েবের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। সাহেব ও মেমসাহেব উভয়েই নানা কারণে গোলোক রায়ের বশীভূত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীনাথ গোলোক রায়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল; তাহাদের ষড়যন্ত্রে নায়েবের সুচিকিৎসায় দারুণ বাধা উপস্থিত হইল। মুচিবাড়িয়ার যে ডাক্তার নায়েবের চিকিৎসা করিতেছিলেন, সাহেব ও তাঁহার প্রিয়পাত্রগণের ইঙ্গিতে তিনি নায়েবের চিকিৎসায় বিরত হইলেন! সাহেবের ডিস্‌পেন্সারিতে সুপ্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা বাথ্‌গেটের দোকানের নানা উৎকৃষ্ট ঔষধ সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকিত, কুঠির কর্ম্মচারীরা রোগাক্রান্ত হইলে সেই ঔষধ পাইত; নায়েব তাহাতেও বঞ্চিত হইলেন। সুতরাং সকলেই বুঝিল, নায়েব অচিরে শিঙায় ফুৎকার প্রদান করেন, ইহাই সাহেবের আন্তরিক কামনা। নায়েবেরও তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

শ্রীনাথ গোঁসাই নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্ন্যালের বাড়ীর অদূরে একখানি খড়ের ঘরে বাস করিত। একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ তাহার সেই খোড়ো ঘরে বৈশ্বানরের আবির্ভাব হইল! কুঠির ও গ্রামের অনেক লোক জুটিয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় আগুন নিবাইয়া দেওয়ায় শ্রীনাথের 'আস্তানা' ব্রহ্মার কবল হইতে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় রক্ষা পাইল, তাহার তেমন গুরুতর ক্ষতি হইল না; কিন্তু শ্রীনাথ সন্দেহ করিল ইহা রোগশয্যাশায়ী নায়েবেরই কাজ; নায়েব মুচিবাড়িয়া হইতে তাহার বাস উঠাইবার জন্য কোন বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে তাহার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। যাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর চক্রান্তে ভবতোষ উকীলের বাসা ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, ভবতোষকে চিরদিনের জন্য মুচিবাড়িয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে; যাঁহার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তিতে মুচিবাড়িয়া হইতে দেওয়ানী আদালতের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল, মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী চৌকী উঠিয়া গিয়াছে; শ্রীনাথকে গৃহহীন করিবার জন্য ইহা যে তাঁহারই ষড়যন্ত্রের ফল,—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীনাথ নায়েবকে প্রতিফল দানের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার আশা পূর্ণ হইল। মুচিবাড়িয়ায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সান্ন্যালের একটী প্রকাণ্ড কাঠের গোলা ও একটি খড়ের 'পালা' ছিল; এই খড়ের পালায় ও কাঠের গোলায় বিস্তর টাকার খড় ও উৎকৃষ্ট কাঠ সঞ্চিত ছিল। একদিন রাত্রে তাহাতে আগুন লাগিল। সেই আগুন কেহই নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমাগত সাত দিন ধরিয়া সেই গোলা ও পালা জ্বলিয়া অবশেষে তাহা ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। এই সর্ব্বনাশের সংবাদ শুনিয়া নায়েব কাঁদিয়া বলিলেন, "ভগবান! তুমি সত্যই আছ; তোমাকে ফাঁকি দিয়া কেহই তোমার নিরপেক্ষ বিচার এড়াইয়া যাইতে পারে না; তাই তোমার বজ্রে আমি চূর্ণ হইলাম!

পরদুঃখকাতর, ধার্ম্মিক, তেজস্বী ভবতোষ জমিদারের অন্যায়াচরণের বিরুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল; মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য ব্রাহ্মণ হইয়া আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধমের কাজ করিয়াছি, ব্রাহ্মণের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছি,—তাহাকে ভিটাছাড়া, উদ্বাস্ত করিয়াছি, তাহারই দীর্ঘনিঃশ্বাসে আমার সব জ্বলিয়া গেল, আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম! কিন্তু আমি এই বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন গোঁসাইএর এই শয়তানীর, এই নিমকহারামীর কথা ভুলিব না। যদি কোন দিন আরোগ্য লাভ করিতে পারি—তাহা হইলে সুস্থ হইয়া সর্ব্বাগ্রেই তাহাকে চূর্ণ করিব; দেখিব গোলোক রায় আর তার মুরুব্বি হাম্‌ফ্রি সাহেব কিরূপে তাহাকে রক্ষা করে।"

কিন্তু নায়েবের এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না; ক্ষোভে, দুঃখে, অশান্তিতে ও অনুতাপে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; রোগের যন্ত্রণাও ক্রমে বর্দ্ধিত হইল। অল্পদিন পরেই তিনি ভগ্নহৃদয়ে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের লক্ষ লক্ষ প্রজা আনন্দে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "এত-দিনে আমাদের ঘাড় থেকে ভূত নাম্‌লো!" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ বলিল, "জমিদারের সেরেস্তায় ভূতের অভাব নেই রে ভাই! একটা নাম্‌লো বলেই কি আমরা রেহাই পাব? আর একটা আমাদের ঘাড়ে চেপে রক্ত শুষবে।"

কথাটা মিথ্যা নয়। নায়েবের মৃত্যুতে প্রজাদের হাড়ে বাতাস লাগিবার কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না; তবে তাড়াতাড়ি কাহাকেও নায়েব নিযুক্ত করা হইল না। অনেক দিন পর্য্যন্ত নায়েবের পদ খালি থাকিল। অতঃপর কে নায়েব হইবে, এই প্রসঙ্গ লইয়া কান্‌সারণের ছোট বড় সকল আমলার মধ্যে বিস্তর আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা

চলিতে লাগিল। গোলোক রায় ও ভুবন রায় তখন হাম্‌ফ্রি সাহেবের এতই প্রিয়পাত্র যে, ভুবন রায় কিছুদিন অসুস্থ হইয়া বাড়ীতে শয্যাগত থাকায়, হাম্‌ফ্রি সাহেব স্বীয় পদ ও বর্ণ-গৌরবের অভিমান ত্যাগ করিয়া, মেম সাহেবের সহিত তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিয়া আসিতে লাগিলেন! বিশেষতঃ, হাম্‌ফ্রি সাহেবের অনুগ্রহে, তাহাদের বংশের যে যেখানে ছিল, প্রত্যেকেই এই সুবিস্তীর্ণ কান্‌সারণের অধীনে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং অনেকেরই ধারণা হইল—এই কান্‌সারণের চাকরীগুলিতে গোলোক রায়ের গোষ্ঠীরই যখন একচেটে অধিকার, তখন এই বংশের প্রধান পুরুষ গোলোক রায়ই সর্ব্বাঙ্গ সান্যালের পরিত্যক্ত গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বস্তুতঃ গোলোক রায়েরই নায়েবী-প্রাপ্তির ষোল আনা সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ হইল! কয়েক মাসের মধ্যেই গোলোক রায় অতি ভীষণ গলিতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইল। রোগের আক্রমণ এতই প্রবল হইল যে, দুর্গন্ধে তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণ পর্য্যন্ত তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত না! কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, স্ত্রী কন্যাও যাহাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেছিল, নীচ জাতীয়া একটি পতিতা রমণী অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহারই পরিচর্য্যা ভার গ্রহণ করিল! গোলোক রায় যে নীলকুঠিতে দেওয়ানী করিত, সেই কুঠির অদূরে যামিনী জেলেনী বাস করিত। জেলেনী ট্যাংরা, পুঁটি, ধরিতে ধরিতে তাহার রূপের জালে গোলোক দেওয়ানের মত কাতলাকে আবদ্ধ করিয়াছিল! নেশা ছুটিলে গোলোক দেওয়ান ছেঁড়া জুতার মত অবজ্ঞা-ভরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই নীচ-বংশীয়া, গতযৌবনা, ঘৃণিতা কুলটা যে মুহূর্ত্তে সংবাদ পাইল, যে দেওয়ানজি তাহাকে অস্পৃশ্যা জানিয়াও তাহার সাহচর্য্য বাঞ্ছনীয় মনে

করিয়াছিল—সে আজ জীবনসন্ধ্যায় দুর্গন্ধদুষ্ট গলিত ক্ষতে জীবন্মৃত, স্ত্রী কন্যা পর্য্যন্ত তাহাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেছে, ক্লেদ ও পুরীষ-লিপ্ত দেহে সে রোগশয্যায় পড়িয়া নিজ গৃহে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে,—সেই মুহূর্ত্তেই যামিনী জেলেনী গোলোক রায়ের গৃহে আসিয়া তাহার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিল ; দুর্গন্ধের জ্বালায় নাকে কাপড় বাঁধিয়া, প্রেমময়ী সাধ্বী পত্নীর ন্যায় দিবা-রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহার সেবা করিতে লাগিল !—বিধাতার কি অপূর্ব্ব বিধান ! মানব-চরিত্রের কি বিচিত্র রহস্য ! পাপিষ্ঠা ব্যভিচারিণীর পাপ মলিন ঘৃণিত জীবনের পুঞ্জীভূত কলঙ্ক-রাশির অন্তরালে এই যে নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা ভগবানের করুণাকণার ন্যায় বিরাজ করিতেছিল, তাহা কি পুণ্যবতী সতী সীমন্তিনীগণেরও গৌরবের বস্তু নহে ?—কিন্তু সে অস্পৃশ্যা, পাপিষ্ঠা কুলটা মাত্র ; তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করাও পাপ !

সকলেই বুঝিল গোলোক রায় এইরূপ কদর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত না হইলে হাম্‌ফ্রি সাহেব তাহাকেই নায়েবের পদ প্রদান করিতেন। ইত্যবসরে শ্রীনাথ গোঁসাই যে চাল চালিতে লাগিল, কুঠির কূটবুদ্ধি বিচক্ষণ আমলারাও তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিল না ; এমন কি, হাম্‌ফ্রি সাহেব পর্য্যন্ত তাহার চাতুর্য্য ভেদ করিতে পারিলেন না ! এই সুবিস্তীর্ণ কান্‌সারণের মধ্যে কেবল একজন মাত্র তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল ; সে গোলোক রায় ! কিন্তু গোলোক রায় তখন রোগ-শয্যায় জীবন্মৃত ; কর্ম্ম-জগতের অশ্রান্ত কল্লোল ও জীবন-যুদ্ধের অবিরাম ঝঞ্ঝনা দূর হইতে তাহার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিত বটে, কিন্তু সে তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া রিক্তহস্তে ভব-পারাবারের পারপণ্য সংগ্রহের উপায় চিন্তা করিতেছিল।

জ্যোৎস্না রায় ঘুচিবাড়িয়া কান্‌সারণে আমিনের কার্য্যে শিক্ষানবিশী

করিবার সময় আমিন শ্রীনাথ গোঁসাইকে তাহার ঘোড়ার পিঠে ল্যাজের দিকে চড়াইয়া লইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া কাজ শিখিত, সে কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। দরিদ্র মেঠো আমিন শ্রীনাথ সেই সময় হইতেই জ্যোৎস্না রায়ের পিতা ও পিতৃব্যের অত্যন্ত অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল; সেই আনুগত্য ক্রমেই প্রগাঢ় হইয়া আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। শ্রীনাথ গোলোক রায় ও ভুবন রায়কে 'খুড়ো' বলিয়া সম্বোধন করিত, এবং তাহাদিগকে পিতার সহোদরের ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিত! এমন কি, তাহাদের প্রতি শ্রীনাথের ব্যবহার দেখিয়া বাহিরের লোকে মনে করিত, সে গোলোক্ ও ভুবন রায়ের কোন সহোদরেরই পুত্র! গোলোক ও ভুবন রাঢ়ী-শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ হইলেও বারেন্দ্র-সমাজ-ভুক্ত শ্রীনাথ তাহাদের সহিত যে ভাবে মিশিত ও তাহাদের সাংসারিক সকল কার্য্যে যোগদান করিত, তাহা দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে, তাহারা ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কিন্তু কপট প্রকৃতি সঙ্কীর্ণচেতা লোক সর্ব্বত্রই আছে; রায় পরিবারের সহিত শ্রীনাথের মাখামাখি দেখিয়া তাহারা গোপনে বলাবলি করিত, "শ্রীনাথের এই অতিভক্তি সাধুর লক্ষণ নয়; এটা তার 'বারিন্দে' চাল! গোলোক রায় ও ভুবন রায় যদি ম্যানেজার সাহেবের এত প্রিয়পাত্র না হ'তো, তাহ'লে শ্রীনাথ জ্যোৎস্না রায়ের বাপ-খুড়োর পায়ের ধুলো চাট্‌তো কি না দেখা যে'ত।"

যাহা হউক, গ্রহবৈগুণ্যে গোলোক রায়ের নায়েবী পদ লাভের সম্ভাবনা এই ভাবে বিলুপ্ত হইলে, মুচিবাড়িয়া কান্সারণের আমলাবর্গের এবং স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা হইল নায়েবী পদটা ভুবন রায়ের 'অদৃষ্টেই নাচিতেছে!' এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধ-মূল হইবার কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিন্তু অনেক দিন নায়েবের পদে কোন লোক নিযুক্ত না হওয়ায়, ম্যানেজার সাহেবের কাজকর্ম্মের অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল। ভূতপূর্ব্ব নায়েব পরলোক-গত, গোলোক রায় কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত, ভুবন রায় তখন অসুস্থ; কুঠিতে এমন কোন দক্ষ কর্ম্মচারী নাই যে, সাহেব কোন বৈষয়িক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। শ্রীনাথ মূর্খ হইলেও অত্যন্ত চতুর, জমিদারী-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, সাহেবের কোন প্রশ্নের সে বোকার মত উত্তর দিত না, বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক্ ভাবে মাথা চুল্‌কাইত না। তাহার আমিনী কার্য্যের অভিজ্ঞতায় যাহা সদুত্তর বলিয়া মনে হইত, তাহাই বলিয়া সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। সাহেব কোন জটিল বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, শ্রীনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবে বলিয়া দুই একদিনের সময় লইত, এবং ভুবন রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সাহেবকে যথাযোগ্য উত্তর দিত। এইরূপে 'ভেড়ার মধ্যে বাছুর পরামাণিক' হইয়া, ম্যানেজার সাহেবের কাছে শ্রীনাথের বেশ 'পসার প্রতিপত্তি' হইল। সাহেব বুঝিলেন, তাঁহার কর্ম্মচারিগণের মধ্যে যদি কাহারও উপর নির্ভর করিতে পারা যায়—সে শ্রীনাথ গোঁসাই।

শ্রীনাথ দেখিল তাহার উচ্চাভিলাষের পথে এক প্রচণ্ড বাধা বর্ত্তমান। এই বাধা ভুবন রায়। ভুবন রায় বর্ত্তমান থাকিতে, তাহার নায়েবী লাভের আশা 'নিশার স্বপন সম' নিষ্ফল। অথচ তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভুবন রায়ের সহায়তা ভিন্ন তাহার ন্যায় দরিদ্র, সহায়-সম্পত্তিহীন নিঃসম্বল নগণ্য ব্যক্তির নায়েবী লাভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শ্রীনাথ তাহার দুরাশা গোপন করিয়া, সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য ভুবন রায়ের সহিত অভিন্নহৃদয় সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার

করিতে লাগিল। সে প্রত্যহ একবার ভুবন রায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাহার চরণ-রেণু গ্রহণ করিত, এবং ভক্তি-ভরে তাহা ওষ্ঠে ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া তাহার পদতলে আসন গ্রহণ করিত। ভুবন রায় স্নেহে গদ্‌গদ্ হইয়া তাহার উপযুক্ত 'ভাইপো'কে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত। কিছুদিন ধরিয়া এই অভিনয় চলিল। ভুবন রায়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া শ্রীনাথ গোঁসাই কোন কাজই করিত না। ক্রমে তাহাদের ঘনিষ্টতা এরূপ প্রগাঢ় হইল যে, তাহা দেখিয়া সকলেই অসঙ্কোচে দৈব-বাণী করিতে পারিত, ভুবন রায়ের আদেশ পাইলে শ্রীনাথ আমিন সকালে বিকালে দুই বেলা নিজের গলায় ছুরী দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহার উপর 'ফাউ' আছে।

এই দারুণ সমস্যার সময় শ্রীনাথ আমিন তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া, মন্দরমন্থিত সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী সুধাভাণ্ডের ন্যায় সুধার আধারস্বরূপিনী এক রূপসী চণ্ডালিনীকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া কুঠির অদূরে একটি পর্ণকুটীরে সংস্থাপিত করিল ! শ্রীনাথ ভুবন রায়ের চরিত্র নখদর্পণে পাঠ করিয়াছিল, সুতরাং সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল রাঘব-বোয়াল ভুবন রায় প্রাচীন হইলেও, রূপ-যৌবন-সম্পন্না, পদ্ম-পলাশনেত্রা ক্ষুদী চাঁড়ালনী রূপ মাংসপিণ্ডের টোপ গিলিবেই ; তখন আর সে মুখের বঁড়শী খুলিতে পারিবে না। শ্রীনাথের দীর্ঘ কালের আশা সফল হইবার ইহাই একমাত্র উপায়।

ভুবন রায় তখন বার্দ্ধক্য-সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল ; তাহার প্রৌঢ়া পত্নী একটি মাত্র সন্তান রাখিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিল। পুনর্ব্বার বিবাহের বয়স না থাকায়, এবং কতকটা চক্ষু-লজ্জাতেও বটে, ভুবন রায় দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের চেষ্টা না করিলেও

তাহার ভোগসুখেচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। শ্রীনাথ তাহাকে 'খুড়ো' বলিয়া সম্বোধন করিলেও ভুবন রায় সময়ে-সময়ে কথাপ্রসঙ্গে তাহার হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস তাহার উপযুক্ত 'ভাইপো'র নিকট প্রকাশ করিয়া হা হুতাশ করিত। শ্রীনাথও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া 'খুড়ো'র উৎকট বিরহানলে শান্তিবারি সেচন করিয়া, তাহার মনের আগুন নির্ব্বাপিত করিবার ব্যবস্থা করিল। খুড়ো সেই মাংসপিণ্ডের টোপ অম্লান-বদনে গলাধঃকরণ করিল! শ্রীনাথ হাসিয়া মনে মনে বলিল, "আর যাবে কোথা বাপধন! এবার তোমাকে বঁড়সীতে গেঁথেছি; এখন খেলিয়ে তুল্‌তে পারলে হয়! বাবা, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি; এ ফাঁদ আমি তোমার জন্তেই পেতে রেখেছি।"

বৃদ্ধ ভুবন রায়ের মনবিহঙ্গ তখন লাবণ্যবতী চণ্ডালিনীর প্রেম-ফাঁদে বন্দী! কাণ্‌সারণের নায়েবী ত তুচ্ছ, রাজার সিংহাসন পাইলেও চণ্ডালিনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া মোহান্ধ ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিতে চাহিত না! সে ভাবিল, "ম্যানেজার সাহেবের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হইতেছে, কাণ্‌সারণের নায়েবীটা আমিই গ্রহণ করি— ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কোন দিন হয় ত' আমার নিকট তিনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন; কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমার এই জীর্ণ জীবনতরীর কাণ্ডারী মনোমোহিনী ক্ষুদিসুন্দরীকে ছাড়িয়া কাণ্‌সারণের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, ইচ্ছামত প্রেম-লীলার অবসর পাইব না। বিশেষতঃ, নায়েবী লইলে কাণ্‌সারণের কুঠীতেই থাকিতে হইবে; ক্ষুদী যেরূপ অলোক-সামান্য রূপসী, তাহাকে কুঠির আঙ্গিনার ভিতর আশ্রয় দিতে সাহস হয় না; তাহাকে দেখিয়া শেষে হয় ত' হাম্‌ফ্রি সাহেবই—না থাক্, এ রত্ন যখন শ্রীনাথ বাবাজীবনের আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও আগ্রহে লাভ

করিয়াছি, তখন তুচ্ছ নায়েবীর লোভে এই সাগর-ছেঁচা মাণিক ত্যাগ করিতে পারিব না। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সম্মান, আকর্ষণের বিষয় বটে, কিন্তু সে আর কয়দিনের জন্য ? আমি যে দেওয়ানী করিতেছি, তাহাই বজায় থাক ; আমার অর্থের অভাব নাই, আর নায়েবীর লোভ করিব না। তবে এই দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে আমাকে নূতন নায়েবের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে ; কিন্তু নায়েবকে যদি মুঠোর মধ্যে রাখিতে পারি, তাহা হইলে নির্ব্বিঘ্নে প্রেয়সীর প্রেম-সরোবরে সাঁতার দিতে পারিব। শ্রীমান্ শ্রীনাথ বাবাজী আমার নিতান্ত অনুগত, বিশেষতঃ আমার প্রজ্বলিত বিরহানল তাহার চেষ্টাতেই নির্ব্বাপিত হইয়াছে ; আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। নায়েবীটা তাহাকে দিতে পারিলে তাহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে ; তাহাকেও আমার মুঠোর মধ্যে রাখিতে পারিব। ভবিষ্যতে সে কোন বিষয়ে আমার প্রতিকূলতা করিতে না পারে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। অন্য কেহ নায়েবী পাইলে আমার কর্তৃত্ব থাকিবে না। যেরূপে হউক, নায়েবীটি তাহাকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; একঢিলে দুই পাখী মারিবার এমন সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না।”—ভুবন রায় মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিলেও তাহার মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। এমন কি ‘ভাই-পো’ শ্রীনাথও জানিতে পারিল না !

অবশেষে সত্যই একদিন সুযোগ উপস্থিত হইল। নায়েবের অভাবে কাজকর্ম্মের নানা অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া হাম্ফ্রি সাহেব ভুবন রায়কে কুঠিতে ডাকাইয়া, তাহার অভিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করিয়া কাণ্সারণের নায়েবী গ্রহণের জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন।

দেওয়ান ভুবন রায় ম্যানেজার সাহেবের এই অযাচিত অনুগ্রহে

অভিভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "হুজুর, আপনার এই অনুগ্রহে আমি যে কতদূর সম্মানিত হইলাম, তাহা মুখে বলিয়া প্রকাশ করি, সে শক্তি আমার নাই। আমি হুজুরের নিমকের চাকর, হুজুরের কার্য্যে দেহপাত করা ভিন্ন অন্য উচ্চাভিলাষ আমার নাই। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে হুজুরের এই আদেশ আমি নতশিরে পালন করিতাম। কিন্তু আমি প্রাচীন হইয়াছি; নায়েবী কার্য্য পরিচালনে যে উৎসাহ, উদ্যম ও পরিশ্রমের শক্তি অপরিহার্য্য, তাহা আমার নাই। সুতরাং নায়েবীর গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে সুকঠিন। হুজুর যতদিন কাণ্সারণে আছেন, আর যে কয়দিন আমার কিঞ্চিৎ সামর্থ্য আছে, সে কয়দিন আমার দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াই হুজুরের সেবা করিব। নায়েবীর যোগ্য লোক হুজুরের সেরেস্তাতেই আছে; তাহাকে নায়েবের পদে নিযুক্ত করিলে হুজুর-সরকারের কার্য্য বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই চলিবে; তাহার পর যদিস্যাৎ কোন জটিল বিষয়ে সলা-পরামর্শের আবশ্যক হয়, আমার সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধিতে যেটুকু সাহায্য হইতে পারে—আমি তাহার ক্রটি করিব না।"

সাহেব নিস্তব্ধভাবে 'হুজুরের নিমকের চাকর' ভুবন রায়ের এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন; তাহার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ওয়েল ডেওয়ান, টুমি বুড্ঢ হইয়াছ বটে, কিন্তু টোমার সকল শক্টি হ্রাস হইয়াছে, ইহা বিশোয়াস না করিবার যটেষ্ঠ কারন আছে। যডি টুমি কাণ্সার্ণের নায়েবী লইটে সম্মট্ না হও, টবে সেজন্য আমি টোমাকে পীড়ন (press) করিটে ইচ্ছা করি না। কিন্তু টুমি কাণ্সার্ণের আর কোন্ আম্লাকে নায়েবীর যোগ্য বলিয়া ঠাহর করিয়াছ?"

দেওয়ান পুনর্ব্বার কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "হুজুরের নিকট নায়েবী

পদের নিমিত্ত কাহারও জন্য সুপারিস করিব, এরূপ ধৃষ্টতা আমার নাই ; তবে হুজুর যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমার সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে যাহাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করি—তাহার নাম হুজুরের গোচর না করা আমার পক্ষে গোস্তাকি। হুজুরের আমিন শ্রীনাথ গোঁসাই এই পদের উপযুক্ত ব্যক্তি। সে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, ও কার্য্যদক্ষ আমলা ; হুজুরের কার্য্যকে সে নিজের কার্য্য মনে করিয়া প্রাণপণ যত্নে তাহা সম্পাদন করে। বিশেষতঃ শ্রীনাথ নিরহঙ্কার, নির্লোভ আমলা ; ভূতপূর্ব্ব নায়েবের ধারণা ছিল—সেরেস্তার কাজ হুজুরের অপেক্ষাও সে বেশী বোঝে ! এই জন্য কখন কখন তাহাকে 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার' চেষ্টা করিতে দেখা যাইত ; স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য হুজুরের অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে অনেক কাজ করিতে গিয়া সে হুজুরের অসাধারণ বুদ্ধির কাছে ধরা পড়িয়া যাইত ও হুজুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। হুজুরের দয়া ও ধৈর্য্যগুণের সীমা নাই, তাই সে শেষ পর্য্যন্ত নায়েবী করিতে পারিয়াছে। কিন্তু শ্রীনাথ কখন হুজুরের নিকট সেরূপ গোস্তাকি প্রকাশ করিবে না ; হুজুরের স্বার্থ সে তাহার দেহের রক্তের মত মনে করে। আমাকে ত' সে গুরুর মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে ; আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজই করে না। সে আমার নিতান্ত আপনার জন ; এই জন্য মনে হয়, আমাকে নায়েবী দেওয়া আর শ্রীনাথকে নায়েবী দেওয়া—সমানই কথা।"

সাহেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "টোমার প্রষ্টাব অসঙ্গট্ নহে ডেওয়ান ! আমার অফিসে যে সকল আম্লা আছে—টাহাডের মড্যে গোঁসাই বুড্ডিমান ও-ও 'এক্সপিরিয়েন্‌ষ্ট' ইহা লক্ষ্য করিয়াছি ; কিন্টু 'ম্যাট্ বেগার' ডরিড্রের সণ্টান' টাহার বিষয়-সম্পট্টি ডুরের কটা—চাল-চুলা আছে কি না সণ্ডেহ ! সে কি প্রকারে জামিন ডিয়া এই

কার্য্য লইবে? বিনা-জামিনে টাহাকে আমার নায়েব নিযুক্ত করিবার শক্তি নাই। এ বিষয় টোমার কি বলিবার আছে ডেওয়ান?"

দেওয়ান আর এক দফা সেলাম বাজাইয়া বলিল, "হুজুর সকল দিক বিবেচনা করিয়াই কথা বলিয়াছেন। বিনা-জামিনে কেহ দায়িত্বপূর্ণ নায়েবী পদ পাইতে পারে না, ইহা আমারও অজ্ঞাত নহে হুজুর! কিন্তু হুজুর যদি শ্রীনাথের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে নায়েবী পদে বাহাল করেন, তাহা হইলে আমি তাহার পক্ষে দুই হাজার টাকার জামিন হইতে প্রস্তুত আছি। ইহাতেই হুজুরের ধারণা হইবে—শ্রীনাথ আমার কিরূপ বিশ্বাসের পাত্র।"

শ্রীনাথের প্রতি দেওয়ানের নিঃস্বার্থ ভালবাসার পরিচয় পাইয়া হাম্‌ফ্রি সাহেব মুগ্ধ হইলেন, এবং দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, টুমি এখন যাইটে পার, আমি বিবেচনা করিয়া ডেখি।"

ম্যানেজার সাহেব দুই দিন ধরিয়া 'বিবেচনা' করিয়া শ্রীনাথকেই নায়েবী দেওয়া স্থির করিলেন। অনন্তর ভুবন রায় তাহার দাদা গোলোক রায়ের সহিত পরামর্শ না করিয়াই, এমন কি, তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে জামিননামা স্বাক্ষরিত করিয়া, স্থানীয় সব্‌রেজেষ্টারী আফিসে তাহা যথারীতি রেজেষ্টারী করিয়া দিল। পরদিন সাহেব সকল আমলাকে ডাকিয়া তাহাদের সমক্ষে শ্রীনাথকে নায়েব নিযুক্ত করিবার হুকুমনামা পাঠ করিলেন। সেই দিন হইতে শ্রীনাথ গোঁসাই কাণ্‌সারণের নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদিনে তাহার দীর্ঘকালের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও ষড়যন্ত্র সফল হইল। শ্রীনাথ নায়েবী সনন্দ লাভ করিয়া, কুঠির দরবারে কৃতজ্ঞতাভরে অবনত-মস্তকে সাহেবকে অভিবাদন করিল, অন্যান্য আমলাগণকেও যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিল।

রোগ-শয্যাশায়ী গোলোক রায় এই সংবাদে বিচলিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য দুঃসহ রোগ যন্ত্রণাও বিস্মৃত হইল! সে ভুবনকে নিভৃতে ডাকিয়া বিষণ্ণ ভাবে বলিল, "ভাই, এত বড় ভুল ক'রে বস্‌লে! অথচ মর্‌তে পড়েছি দেখে আমাকে একবার কথাটা জিজ্ঞাসাও করলে না? যা করেছ, তা ভালই করেছ; কিন্তু সাবধান! মনে রেখ, তুমি খাল কেটে কুমীর আন্‌লে! বুড়ো হ'য়ে গেলে, এখনও 'বারেন্দ' কি চিজ্‌—চিন্‌তে পার্‌লে না?"

ভুবন হাসিয়া বলিল, "দাদা, আপনি অনর্থক ভয় কর্‌চেন! শ্রীনাথকে নায়েবী দেওয়া, আর আমার নায়েবী নেওয়া—সমান কথা। শ্রীনাথকে দিয়ে যদি কখন আমাদের কোন অনিষ্ট হয়—তবে দিন-রাত সকলই মিথ্যা! পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠ্‌বে, কিন্তু শ্রীনাথ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বে না, এ ঠিক জেনো।"

গোলোক রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "দেখে নিও ভাই!"

নায়েব মহাশয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে
বাঙ্গলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"

কবিবর নবীনচন্দ্রের এই উক্তি মুচিবাড়িয়া কাণ্‌সার্ণের অগণ্য প্রজাপুঞ্জের অন্তরে পুনঃ-পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল, যখন—বিদ্যাহীন দরিদ্র শ্রীনাথ গোঁসাই মুরুব্বি ও 'খুড়ো মশায়' ভুবন রায়ের সুপারিসে এবং তাহার জামিনের জোরে এই সুবিস্তীর্ণ কাণ্‌সার্ণের নায়েবী-পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অতি-ভক্তিটা যে সাধুর লক্ষণ নহে, যেন এই প্রচলিত প্রবচন ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীনাথ গোঁসাই নায়েবী-পদে বাহাল হইয়াও, কিছুদিন পর্য্যন্ত ভুবন রায়কে তাহার ইষ্টদেবতা অপেক্ষা অধিক ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী সদরের নায়েব, আমলাকুল-চূড়ামণি,—আর ভুবন রায় তাহার অধীন একটা নীল কুঠির দেওয়ান মাত্র। সদরের একজন সাধারণ তহশীলদার অপেক্ষা ভুবন রায়ের পদগৌরব এক কড়াও অধিক মনে করিবার কারণ ছিল না; অথচ গোঁসাই তাহার সহিত ব্যবহারে এমন ভাব দেখাইত যে, ভুবন রায়ই কাণ্‌সার্ণের ডেপুটী ম্যানেজার, আর সে তাহার পদানত ও আশ্রিত সামান্য কারপরদাজ মাত্র! ভুবনকে কার্য্যানুরোধে মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহণে কাণ্‌সার্ণের কাছারীতে আসিতে হইত। ভুবনের ঘোড়া বহু দূরে থাকিতেই শ্রীনাথ নায়েব শতকার্য্য ফেলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে কাছারীর বারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইত। ভুবন বারান্দার নীচে

আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিবার পূর্ব্বেই শ্রীনাথ ভুবনের ঘোড়ার পাশে গিয়া, তাড়াতাড়ি তাহার (ঘোড়ার নহে, ভুবনের) এক পায়ের পদরেণু অর্থাৎ জুতার ধূলা হাতে লইয়া, ব্রজের রজের মত তাহা ওষ্ঠে ও মস্তকে স্পর্শ করাইত। তাহার পর অশ্বটির অর্দ্ধেক প্রদক্ষিণ করিয়া, সেই ভাবে অন্য পদের পবিত্র রেণু সঞ্চয় ও তাহার সদ্ব্যবহার করিত! ইহা লক্ষ্য করিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেবের আরদালী এব্রাহিম্ তাহার চাচাতো ভাই বরকতুল্লা হাল্‌সানাকে বলিয়াছিল, স্মুন্দির ভিট্‌কিলোমি দেখলে গা জলে' যায়,—ইচ্ছে হয়, মারি গালে এক থাপ্পোড়! দেওয়ান্‌জির ঘোড়াটা যদি আর আধ হাত উঁচু হতো, তা'হলে নায়েব বেটা তার পেটের তলা দিয়ে গিয়েই উনার আর এক পায়ের ধুলো নিয়ে চাট্‌তো! আরে তুই হলি কাণ্‌সার্ণির নায়েব, আর রায়জি হ'লো তোরই এলাকার এট্টা ক্ষুদে নীলকুঠির দেয়ান; তুই যাস্ তার পায়ের ধুলো চাট্‌তে? কি ঘেন্নার কথা! হাঁ, নায়েব ছেলো বটে সব্বঙ্গ স্যান্‌ডেল, কদ্দিন সে সায়েবকে পর্য্যন্ত রুলপেটা করতে গিয়েলো। কি দাপটেই সে নায়েবী ক'রে গিয়েচে! তার যায়গায় হ'লো কি না এই মেটো আমিন নায়েব? 'ছুঁচোর গোলাম চাম্‌চিকে, তার মাইনে চোদ্দ শিকে!' আপ্‌শোষের কতা আর কি বুল্‌বো, ভাইজান?"

সামান্য আরদালীর মনের ভাব যখন এইরূপ, তখন শ্রীনাথের ব্যবহার দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে কাণ্‌সার্ণের আমলারা কি ভাবিত, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

নায়েবী লাভ করিয়া শ্রীনাথের ধারণা হইল, নায়েবী-কার্য্যদক্ষতার সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন ম্যানেজার সাহেবের মনস্তুষ্টি-সাধন! সুতরাং ইহাই তাহার কর্ম্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। কাণ্‌সার্ণের সকল কর্ম্মচারীই

ধর্ম্মজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া, নানা অবৈধ কার্য্যে মিঃ হামফ্রির মনোরঞ্জন করিয়া চাকরী বজায় রাখিত! কেহ বিবেক বা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করিলে, সাহেব যে ভাষায় তাহাকে গালি দিতেন,—অতি ইতর চোয়াড়ও সে ভাষা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়! দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা-ফলে সাহেবের ধারণা হইয়াছিল, চাকরীর খাতিরে বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রকার হীনতা ও অপমান পরিপাক করিতে পারে। নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সাঙ্গালকে পদচ্যুত করা সাহেবের সাধ্যাতীত ছিল বলিয়া, তিনি সাহেবকে তত ভয় করিতেন না,—সময়ে-সময়ে তেজস্বিতারও পরিচয় দিতেন; সাহেবও তাঁহাকে কতকটা খাতির করিয়া চলিতেন। কিন্তু সাহেব অনুগ্রহ করিয়া শ্রীনাথকে নায়েবী দিয়াছিলেন! ভূতপূর্ব্ব নায়েবের পন্থার অনুসরণ করিলে শীঘ্রই তাহাকে অপদস্থ ও বিতাড়িত হইতে হইবে বুঝিয়া, বিশেষতঃ সাঙ্গাল নায়েবের মত তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও বহুদর্শিতা না থাকায়, সে মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, জাল-জুয়াচুরী প্রভৃতি অসদুপায় অবলম্বনে প্রভুর প্রশংসাভাজন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীনাথ গোঁসাই সাহেবের নিকট এতই হীনতা ও দৈন্য প্রকাশ করিত যে, হামফ্রি সাহেব সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালী-চরিত্র, বিশেষতঃ কুঠির আমলাদের ফন্দী-ফিকির নখ-দর্পণে পাঠ করিতে সমর্থ হইলেও, শ্রীনাথের ন্যাকামীর আবরণ ভেদ করিয়া তাহার কপটতা ও কুটিলতার সন্ধান পাইতেন না। সরলতাই যে তাহার 'বক্রতার নির্ভরের দণ্ড' ইহা সে কোন দিন সাহেবকে বুঝিতে দেয় নাই! সর্ব্বাঙ্গ সাঙ্গালের মত মহা অত্যাচারী, ও অপকর্ম্মে অকুণ্ঠিত নায়েব যে সকল হীন কার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করিতেন,—সম্ভ্রমের লাঘব হইবে মনে করিয়া যে সকল অপমানজনক কার্য্য সাহেবের আগ্রহ সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান করিতেন,—শ্রীনাথ গোঁসাই সেই সকল কার্য্য নায়েবের অবশ্য-কর্ত্তব্য

বলিয়া মনে করিত, এবং তাহা সুসম্পন্ন করিয়া গৌরব অনুভব করিত যে কোন হেয়, হীন, জঘন্য কাজ করিয়া সে হাম্‌ফ্রি সাহেবের নিকট প্রতিপন্ন করিত—সে সাহেবের ক্রীতদাস ভিন্ন আর কিছুই নহে; সে সাহেবের হাতের চাবুক, শ্রীচরণের বুট, এবং ঘোড়ার জিনের রেকাবদল।

সুতরাং শ্রীনাথ গোঁসাই কিছু দিনের মধ্যেই হাম্‌ফ্রি সাহেবকে মন্ত্র-মুগ্ধবৎ বশীভূত করিয়াছে দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না। বিদ্যাবুদ্ধি-হীন, নিঃস্ব শ্রীনাথ সহসা যেন আলাদীনের প্রদীপ হস্তগত করিয়া অল্প দিনেই বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হইয়া উঠিল। এমন কি, সে-দিগরের ভদ্রসমাজও শ্রীনাথের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া, পরম গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ! ভাতের হাঁড়ি নামাইতে লোহার বেড়ি ধরিয়া যাহার হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার কড়া হুকুমে এত বড় কাপ্‌সারণের সকল কাজ কলের মত চলিয়া যাইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কি কারণ আছে?"

গোলোক রায় ও ভুবন রায় ভ্রাতৃযুগলের অভ্যুদয় কালে—তাহাদের বংশের সকলেই হাম্‌ফ্রি সাহেবের অনুগ্রহে কাপ্‌সারণে চাকরী পাইয়া অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া লইয়াছিল; ম্যানেজার সাহেবকে বশীভূত করিয়া শ্রীনাথও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালী গোঁসাইকে আনিয়া সে কাপ্‌সারণের একটি কাছারীতে গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া দিল; এবং অন্য সহোদর হৃষীকেশ গোঁসাইকে আমিনী পদ প্রদান করিল। ইহা যে শ্রীনাথের ভ্রাতৃবৎসলতার প্রমাণ, এরূপ যেন কেহ মনে করিবেন না। তাহার ন্যায় স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর ও কুটিল লোক যে আত্মীয়-স্বজনগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিবে, ইহা আশা করা যায় না। ভ্রাতৃদ্বয়কে বশীভূত রাখিয়া পরিজনবর্গের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপনের জন্য ইহা তাহার একটি অনিন্দ্য-সুন্দর চাল মাত্র!

সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল যখন নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় তিনি প্রভুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে, অন্যান্য ভূস্বামিগণের স্থায়ী সম্পত্তি, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার বা ছে-পত্তনীদাররূপে—যে কোন উপায়েই হউক, কাণ্‌সারণের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তিনি নানা কৌশলে কান্‌সারণের সন্নিকটবর্ত্তী জমীদারদের সম্পত্তি দখলে রাখিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জমীদারেরা মামলা-মকদ্দমা রূপ শোণিত-শোষণের সংগ্রামে তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইতে সাহস করিবে না। সেই সকল জমীদারের কর্ম্মচারীরা গণ্ডগোলের সূত্রপাত করিলে সান্যাল নায়েব কুকুরের সম্মুখে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া চীৎকারের পথ বন্ধ করিতেন। কুকুরগুলা মহানন্দে সেই মাংস চর্ব্বণ করিতে থাকিত; তিনিও সেই সুযোগে প্রাজ্ঞের ন্যায় স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেন। কূটনীতি-বিশারদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সান্যাল নায়েব যত দিন স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এই ভাবেই কাজ চালাইয়া গিয়াছেন। শ্রীনাথ গোঁসাই—গোঁসাই-গোবিন্দ মানুষ হইলেও, কুকুরকে বঞ্চিত করিয়া সেই মাংসপিণ্ডগুলি নিজের কণ্ঠসংলগ্ন ঝুলির ভিতর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে গৃহস্থের কুকুরগুলা অসন্তুষ্ট হইয়া তীব্র চীৎকারে নিদ্রিত গৃহবাসীদের সতর্ক করিতে লাগিল। গৃহস্থদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাঁহারা নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, 'ঘোল খায় হরিদাস, মাধাই দেয় কড়ি!'—এ অতি চমৎকার ব্যবস্থা।

প্রতিবেশী ভূস্বামিগণ দুর্ব্বল হইলেও, ঘরের কড়ি দিয়া নির্ব্বিবাদে হরিদাসকে ঘোল খাওয়াইতে রাজী হইলেন না,—ঘোল খাওয়াইবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন; রাজ-কুটুম্বের বিরুদ্ধে তাঁহারা আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

এই 'মাধাই' সম্প্রদায়ের মধ্যে মতিলাল বেহানীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মতিলালের পূর্ব্বপুরুষেরা বিহারাঞ্চল হইতে বাণিজ্য করিতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সেকালে যে সকল বণিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে কমলার প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন, তাঁহারাই ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া জমীদার হইয়া বসিতেন। স্বয়ং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই যখন তুলাদণ্ডের কল্যাণে রাজদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন, তখন দেশী বণিকেরাও সুযোগ পাইলে সেই উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মতিলালের পূর্ব্বপুরুষ বাণিজ্যে বিস্তর অর্থসঞ্চয় করিয়া, জাফরগঞ্জ জেলায় জমীদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। মতিলালের সম্পত্তি ও মুচিবাড়িয়া কাণ্সার্ণের সম্পত্তি পদ্মাতীরবর্ত্তী ও পরস্পর সংলগ্ন।

মুচিবাড়িয়া কাণ্সারণের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলে, ফৌজদারী হাকিম ঘটা করিয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। পদ্মাতীরবর্ত্তী মাণিকচর গ্রামে হাকিমের 'ক্যাম্প' পড়িল ; মতিলালকে সংবাদ দেওয়া হইল—ধর্ম্মাবতার এই ক্যাম্পের এজলাসে বসিয়া ন্যায়দণ্ড পরিচালন করিবেন। কিন্তু ইহাতে মতিলালের যথেষ্ট অসুবিধা হইল। তিনি বলিলেন, বিচারের স্থান-নির্ব্বাচনে ধর্ম্মাবতার মহাশয় নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই ; কারণ, মাণিকচরের সান্নিধ্যে তাঁহার কোন প্রজার বসতি নাই,—সেই স্থানের যাবতীয় অধিবাসীই কাণ্সারণের প্রজা। সুতরাং আসামীর পরিবর্ত্তে ফরিয়াদীকেই ঘোল খাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল! ইহাতে তিনি নিরুৎসাহ না হইয়া সদর হইতে একজন বি-এল মার্কা উকীলকে তাঁহার পক্ষে মামলার তদ্বির করিতে ফৌজদারী ক্যাম্পে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, কাণ্সারণের উকীল মোক্তার ও আমলার দলও মহাসমারোহে এই মামলার তদ্বিরে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধর্ম্মাবতার সদর হইতে মামলা করিতে আসিয়া কাণ্‌সারণের এলাকায় শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছেন,—অতিথি-সৎকারের কোন ত্রুটি না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হাম্‌ফ্রি সাহেব এবং নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিলেন। সুতরাং ধর্ম্মাবতার ক্যাম্পের এজলাসে বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, কাণ্‌সারণের পক্ষ হইতে পানাহারের যেরূপ আয়োজন হইল, তাহা দেখিলে কোন অনভিজ্ঞ আগন্তক নিশ্চয়ই অনুমান করিত—কোন সম্ভ্রান্ত জমীদার তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সমাগত বরযাত্রীদের পোলাও কালিয়া দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেছেন! ধর্ম্মাবতারের মনোরঞ্জনের জন্য পান-ভোজনের কোন উপচারই বাদ পড়িল না। কিন্তু বিচারক মহাশয় সুচতুর 'প্রাজ্ঞ' হাকিম,—তিনি পেটে খাইয়াই পিঠে সহিবার লোক ছিলেন না; তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবের নিমকের সম্মান রাখিলেন না; আহারাদির পর ক্যাম্পের এজলাসে বসিয়া যে সুর বাহির করিলেন, কাণ্‌সারণের আমলা ও উকীল মোক্তারগণের তাহা নিতান্ত বেসুরো বোধ হইল! মতিলালের উকীল যথাযোগ্য উৎসাহের সহিত মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কাণ্‌সারণের কার্য্যকারকেরা শঙ্কিত-ভাবে 'মুখ চাওয়াচাওয়ি' করিতে লাগিল। কিন্তু নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই কেবল একটি শর লইয়াই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই,—

"অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ!"

ধর্ম্মাবতার পরদিন মামলা করিবেন বলিয়া সেদিনের জন্য বিচার মুলতুবি রাখিলেন। পরদিন যথাসময়ে মামলা আরম্ভ হইল; কিন্তু কাণ্‌সারণের পক্ষ হইতে সেদিন এমন চমৎকার তদ্বির হইয়াছিল, এরূপ অভ্রান্ত ও অকাট্য নজীর দাখিল করা হইয়াছিল যে, এই মামলায় কাণ্‌সারণের

জয়লাভ সুনিশ্চিত—এ বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না; এমন কি, নজিরের প্রভাবে মতিলালের উকীল পর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া আপন-পর ভুলিয়া গেলেন,—তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল।

এজলাসে অনেকেই মামলা দেখিতে আসিয়াছিল। অকাট্য নজীরের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাহারা মুগ্ধ হইলেও একজন নির্ব্বোধ ভদ্রলোক বিবেচনার অভাববশতঃ ধর্ম্মাবতারের অনিন্দ্যসুন্দর বিচার-পদ্ধতির অনুমোদন করিতে পারিলেন না; ইহা বিচারের অভিনয়মাত্র অনুমান করিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলেন!

এই ভদ্রলোকটির নাম ডাক্তার যোগেন্দ্র বিশ্বাস। তিনি কাণ-সারণের প্রজা ছিলেন, এবং বাসগ্রাম মাণিকচরেই স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। যোগেন্দ্র বিশ্বাস মামলার গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি মতিলালকে একখানি পত্র লিখিলেন; সেই পত্রে তিনি মতিলালের উকীলকে সেনাপতি মীরজাফরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই কয়েক ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলেন,—

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার!
যায় বঙ্গসিংহাসন, যায় স্বাধীনতা ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব,—কি দেখিছ আর?
ভেবেছ কি রণে শুধু করি পরাজয়
'কুঠীয়াল' শত্রুগণ ফিরে যাবে ত্যজি রণ,
আবার 'বেহানী' বঙ্গে হইবে উদয়?"

বলা বাহুল্য, যোগেন্দ্র ডাক্তার কিঞ্চিৎ সাহিত্য-রসাসক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার পত্রে কবিত্বরস খয়রাৎ করিয়া বসিলেন। লোকটি সরল, এইজন্য তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, এই পত্র লিখিয়া বৃথা

খাল কেটে কুমীর আনিলেন! বিশেষতঃ তিনি কাণ্সারণের প্রজা! মতিলাল দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে বাসহেতু বাঙ্গলাভাষা ভালই বুঝিতেন; কিন্তু তিনি সাহিত্য-রসে বঞ্চিত ছিলেন; সুতরাং পত্রখানির মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার বরকন্দাজ মারফৎ তাহা মাণিকচরে তাঁহার উকীল বাবুর নিকট পাঠাইলেন, এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন—তিনিই যেন যোগেন ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহার অজ্ঞতা দূর করেন।

মতিলালের উকীল তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে আসিয়া তাঁহার বিপক্ষদলের সহিত মিশিয়া পড়িয়াছিলেন। বরকন্দাজ যখন মতিলালের পত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি কাণ্সারণের কর্ম্মচারীদের নিমন্ত্রণে ভোজের মজ্‌লিসে সমুপস্থিত! মক্কেলের পত্র ও সেই পত্রের মধ্যে ডাক্তারের পত্রখানি পাঠ করিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু অবিলম্বেই তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন; এবং বরকন্দাজকে বিদায় দিয়া সেই পত্র দুইখানি ধর্ম্মাবতার ডেপুটী হাকিমকে, ও হান্‌ক্রি সাহেবের প্রতিনিধি শ্রীনাথ নায়েবকে দেখাইলেন। কথাটা যখন ফরিয়াদীর কাণে উঠিয়াছে—তখন সতর্ক থাকাই কর্ত্তব্য মনে করিয়া, উকীল বাবু সে যাত্রা পান-ভোজনের লোভ ত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন। ডেপুটী বাবুও মামলার শেষ মীমাংসা না করিয়া, মাণিকচর হইতে ক্যাম্প উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। মতিলালের শ্রাদ্ধ অধিক দূর গড়াইল না বটে, কিন্তু নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই ক্রোধে তক্ষকের ন্যায় গর্জ্জন করিতে-করিতে প্রতিজ্ঞা করিল—যোগেন ডাক্তারকে সে জেলে না পুরিয়া ছাড়িবে না। ক্রুদ্ধ নায়েব অতঃপর যোগেন ডাক্তারের নির্য্যাতনের যে ব্যবস্থা করিল, মুচিবাড়িয়ার এলাকাতেই তাহা শোভা পাইত। নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাইয়ের নায়েবী

চালের পরিচয় প্রদানের জন্যই এই অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিতে হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীনাথ নায়েব 'সরকারী কার্য্যে' মাণিকচরে উপস্থিত হইয়া, থানার দারোগাকে নৈশ ভোজনের জন্য কাছারী-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিল।— আহারাদির পর দারোগাকে অনুরোধ করা হইল, শান্তিরক্ষার জন্য পরস্বাপহারী যোগেন ডাক্তারের হাতে হাতকড়ি দিয়া চালান দিতে হইবে; সে যাহাতে দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দারোগা প্রথমে কথাটা কাণেই তুলিল না। নায়েব দেখিল, উপযুক্ত মুষ্টিযোগ ভিন্ন দারোগার বধিরতা নিবারণের আশা নাই, সুতরাং অবিলম্বে অব্যর্থ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হইল। স্বর্ণঘটিত মুষ্টিযোগের ক্রিয়া অতি চমৎকার! 'গোপনে বিরলে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে' মাণিকচরের দুই বিধাতাপুরুষ, নায়েব ও দারোগা দীর্ঘকাল ধরিয়া পরামর্শের পর স্থির করিল, নায়েবের আশ্রিতা একটি বিধবা পরদিন থানায় গিয়া যোগেন ডাক্তারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উপস্থিত করিবে। এই অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার জন্য কিরূপ তদ্বির করিতে হইবে, এবং কোথায় কি ভাবে ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হইবে,—পরামর্শ-সভায় তাহাও স্থির হইয়া গেল।

যোগেন ডাক্তার জাতিতে মাহিষ্য। সেকালে অধিকাংশ নীল কুঠীই মাহিষ্য কর্ম্মচারিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইত। কুঠির কাজকর্ম্ম, এবং তাহার কার্য্য-পরিচালকগণের স্বভাব-চরিত্র, রীতি-নীতি সম্বন্ধে যোগেন্দ্র ডাক্তারের অভিজ্ঞতা ছিল। বিশেষতঃ শ্রীনাথ নায়েব যে কি 'চিজ', তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। যোগেন্দ্র ডাক্তার যে মুহূর্ত্তে শুনিলেন, নায়েব 'সরকারী কার্য্যে' মাণিকচরে আসিয়াছে, এবং

জমীদারের কাছারীতে দারোগার নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি সরকারী কার্য্যটার স্বরূপ অনুমান করিতে সমর্থ হইলেন; এবং দারোগা নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্ত জমীদারী কাছারীতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই, ডাক্তার কাছারীঘরের পশ্চাৎবর্ত্তী জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। কাছারী-ঘরের পশ্চাতে সেই বনের দিকে একটা বাতায়ন অর্দ্ধোন্মুক্ত ছিল। তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া ডাক্তার নায়েব-দারোগার সকল পরামর্শ ই শুনিতে পাইলেন; কারণ স্বাভাবিক স্বরেই তাঁহাদের পরামর্শ চলিতেছিল। যাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সে যে সেই রাত্রিকালে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের সদালাপ শ্রবণ করিতে পারে,—এরূপ সম্ভাবনা কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

যোগেন্দ্র ডাক্তারের বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী ও একটি শিশু পুত্র ভিন্ন অন্ত কোন আত্মীয়-পরিজন ছিল না। নায়েবের আগমন-সংবাদ পাইয়া তিনি পূর্ব্বেই তাহাদিগকে কোন আত্মীয়ের গৃহে পাঠাইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিপদ অনিবার্য্য বুঝিয়া, সঙ্গতিপন্ন ও সদ্বংশ লোক হইলেও গ্রামে থাকিতে তাঁহার সাহস হইল না,—সেই রাত্রেই তিনি গ্রাম ত্যাগ করিলেন!

কিন্তু গ্রাম হইতে নিরাপদে পলায়ন করাও তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিল। নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই তাঁহাকে হাজতে পুরিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া পূর্ব্বেই পাকা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। যোগেন্দ্র ডাক্তার গ্রামের যে পথ ধরিয়া গ্রামান্তরে যাইবার চেষ্টা করেন, সেই পথেই দেখিতে পান কুঠির লোক পাহারায় আছে! ক্রমে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু কোন দিক দিয়াই তিনি নায়েবের দৃষ্টি অতিক্রম-পূর্ব্বক গ্রামের বাহিরে যাইতে পারিলেন না! তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইলেন, এবং

উলঙ্গ হইয়া পরিধেয় বস্ত্র মাথায় বাঁধিয়া, অতি কষ্টে নদী পার হইলেন। সেই অবস্থায় সাহেবের কোন কোন প্রহরী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও, তাহাদের ধারণা হইল, রাত্রিশেষে কোন জেলে মাছ ধরিবার জন্ম জলে নামিয়াছে ; সুতরাং তাহারা তাঁহার অনুসরণের চেষ্টা করিল না।

যোগেন্দ্র ডাক্তার বন জঙ্গল, খাল বিল ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পর দিন প্রভাতে ভিন্ন জেলার একখানি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। একে সারা রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, তাহার উপর অনাহারে কঠোর পরিশ্রম! তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও তাঁহার আতঙ্ক দূর হইল না ; কারণ, ভিন্ন জেলা হইলেও সেই গ্রামখানি তাঁহার জমিদারেরই সম্পত্তি। এই গ্রামে যোগেন্দ্র ডাক্তারের পরিচিত কয়েকঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করিত। তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বিপদের কথা বলিলেন, এবং কাতর ভাবে তাহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, তাঁহার কাহিনী শুনিয়া কেহই তাঁহাকে এক বেলার জন্তও আশ্রয় দান করিতে সম্মত হইল না! সকলেরই আশঙ্কা হইল, তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছে—এ কথা নায়েবের কর্ণ-গোচর হইলে, নায়েব তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না!

যোগেন্দ্র ডাক্তারের মনের অবস্থা তখন কিরূপ হইয়াছিল, সহৃদয় পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ! সেরূপ অবস্থায় না পড়িলে কেহই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পল্লীর কোন গৃহেই আশ্রয় না পাইয়া তিনি ক্ষোভে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন ;* কিন্তু স্থির হইয়া কাঁদিবারও অবসর ছিল না। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন ; এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্ত উপায় না দেখিয়া গ্রামস্থ এক মুদীর দোকানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাছে কিছু পয়সা ছিল।

সেই দোকান হইতে তিনি কয়েক পয়সার মুড়ি মুড়কী কিনিয়া লইয়া গ্রামপ্রান্তস্থ একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে বসিয়া মুড়ি-মুড়কীগুলি চর্ব্বণ করিয়া অদূরবর্ত্তী জলাশয়ে অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিলেন। এই ভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, তিনি সেই বৃক্ষতলেই কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন।

অতঃপর তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, জাফরগঞ্জে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হিতৈষী জমীদার মতিলাল বেহানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং এই দারুণ বিপদে তাঁহারই শরণাগত হইবেন।

কিন্তু জাফরগঞ্জে যাওয়াও তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেখান হইতে যে বাঁধা সড়ক দিয়া জাফরগঞ্জে যাওয়া যায়, সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলে, অবিলম্বেই তাঁহাকে জমীদারের পাইকের হাতে ধরা পড়িতে হইবে। নায়েব তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য চারিদিকে পাইক-বরকন্দাজ পাঠাইয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। সুতরাং তিনি সেই বৃক্ষমূল হইতে উঠিয়া সোজাপথে জাফরগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। অনেক বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া দুর্গম ঘোরা পথে চলিয়া একদিনের পরিবর্ত্তে তিনদিনে জাফরগঞ্জে উপস্থিত হইলেন। তিনি মতিলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার বিপদের কথা আদ্যোপান্ত বলিলেন।

জাফরগঞ্জের সদর ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে মতিলালের বাস। মতিলাল যোগেন্দ্র ডাক্তারের বিরুদ্ধে নায়েবের ষড়যন্ত্র-কাহিনী শুনিয়া দুঃখিত হইলেন; এবং ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সদরে গিয়া জানিতে পারিলেন, ডাক্তারকে চুরি মামলার আসামী করিয়া 'পুলিশ কেস' হইয়াছে।

মতিলাল অগত্যা ডাক্তারকে এজলাসে হাজির করাইয়া স্বয়ং তাঁহার জামিন হইলেন।

ডাক্তার জামিনে মুক্তি-লাভ করিয়া মাণিকচরে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহার বন্ধনের উপর বন্ধন পড়িবে, ইহা তিনি তখনও কল্পনাও করিতে পারিলেন না!—মুচিবাড়িয়া কাণ্‌সার্ণের সদর-কুঠির পাশ দিয়াই মাণিকচরে যাইবার পথ। যোগেন্দ্র ডাক্তার প্রভাতে কুঠির সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া সম্মুখেই দেখিলেন এক হাতী।

এই হস্তীর আরোহী খগেন মুখুয্যে সম্পন্ন ব্যক্তি,—মাণিকচর-সন্নিহিত সহদেবপুরে তাঁহার বাস। হাম্‌ফ্রি সাহেবের সহিত প্রত্যক্ষতঃ তাঁহার কোন স্বার্থ-সম্বন্ধ না থাকিলেও, তিনি সাহেবকে তাঁহার মুরুব্বি মনে করিতেন, এবং সাহেবের 'মাই ডিয়ার' হইয়া থাকিবার উচ্চাভিলাষে তাঁহার ও তাঁহার কুঠির আমলাদের প্রত্যেক অপকর্ম্মের সমর্থন করিতেন। এই মুখোপাধ্যায়-নন্দন যোগেন্দ্র ডাক্তারের দুর্গতির ইতিহাস পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন; এবং চুরির অভিযোগে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছে, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তিনি সহসা যোগেন্দ্র ডাক্তারকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মুখে দেখিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, এবং হাম্‌ফ্রি সাহেবের গোয়েন্দাগিরির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না! অথচ এই মুখুজ্যে আমাদের পল্লী-সমাজের একজন সম্ভ্রান্ত—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি!

খগেন মুখুয্যে ডাক্তারকে দেখিয়া হাতী হইতে নামিলেন; এবং ডাক্তারের বিপদ সম্বন্ধে যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাব দেখাইয়া, তাঁহার কুশলাদি-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তবে ভায়া, এ পথে এখন বাড়ীতেই চলেছ না কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, কুটুম্বিতে শেষ করে এখন বাড়ী যাচ্ছি; সামান্য

কয়েক ক্রোশ বৈ ত নয়,—বেলা এগারটার মধ্যেই মাণিকচরে পৌঁছাতে পারবো।”

মুখুয্যে বাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, “বিলক্ষণ! তাও কি হয়? এখন বেলা সাড়ে আটটা; রোদ্দুরে কেন অনর্থক কষ্ট ভোগ করবে? মুচিবাড়িয়ায় আমার একটু কাজ আছে, তা শেষ করে’ এই হাতীতেই বেড়িয়ে পড়বো। তোমাকে তোমার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী যাব। মধ্যাহ্নে আহারের ব্যবস্থার জন্যে কোন চিন্তে নেই; আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব। আমাকেও ত’ চাট্টি খেতে হবে। চল, বেশ গল্প-গুজবে সময় কাট্‌বে।”

ডাক্তার এই প্রস্তাবে যথেষ্ট আপত্তি করিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন আপত্তিই গ্রাহ্য হইল না। খগেন মুখুজ্যে মহা সমাদরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

শ্রীনাথ নায়েব সেই সময় কাণ্‌সারণের কাছারী হইতে বাহির হইয়া বাড়ী যাইতেছিল; পথিমধ্যে সে খগেন মুখুজ্যের সঙ্গে যোগেন্দ্র ডাক্তারকে দেখিয়া এতই বিস্মিত হইল যে, তাহার গতি-শক্তি রহিত হইল! সে বিস্ফারিত নেত্রে খগেন মুখুজ্যের মুখের দিকে চাহিতেই, চোখে-চোখে পরস্পরের মনের কথা ব্যক্ত হইল। ডাক্তার সঙ্কুচিত ভাবে নতমস্তকে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার তখন মনে হইল, “মুখুজ্যের অনুরোধে তার সঙ্গে এসে কি কুকর্ম্মই করেছি!”

মুখুজ্যে তাঁহার সঙ্কুচিত ভাব লক্ষ্য করিয়া নায়েবকে বলিলেন, “আমি পথ দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ যোগীন ভায়ার সঙ্গে দেখা! উনি না কি কয়েক দিন বাড়ী ছাড়া,—কোথায় কুটুম্বিতে করতে গিয়েছিলেন। তা আমি বল্‌লাম, এত বেলায় আর বাড়ী গিয়ে কাজ নেই, রোদ্দুরে ভারি কষ্ট হবে। আমার হাতে একটু কাজ আছে,

কাজ-কর্ম্ম শেষ করে দুই ভায়ে হাতীতেই যাওয়া যাবে। ওঁকে মাণিকচরে নামিয়ে দিয়ে আমি সহদেবপুরে যাব। মাণিকচর দিয়ে যেতে না হয় দশ মিনিট দেরী হবে।”

শ্রীনাথ নায়েব তৎক্ষণাৎ আত্ম সংবরণ করিয়া, ডাক্তারের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, “এসো ভায়া, এসো! এদিকে অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তুমি যা-ই মনে করো ভায়া, আমি চিরদিনই তোমাদের ‘শুভো’ কামনাই করে’ থাকি; দু’বেলা আশীর্ব্বাদ করচি, স্ত্রী-পুত্তুর নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-ধর্ম্ম কর। তা যখন ভায়া এখানে এসেই পড়েছ, তখন এ বেলা আর তোমাকে ছাড়চি নে; আমার ওখানেই চাট্টি ‘প্রেসাদ’ পেয়ো। হা, হা, ভায়া! বামুন-বাড়ীর প্রেসাদ—এ না বলবার যো নেই। বিশেষ, খগেন ভায়া কি তোমাকে ফেলে আমার বাড়ী খেতে পারেন? না, সেটা ওঁর উচিত? এক যাত্রায় পৃথক ফল, হাঃ, হাঃ!”

স্ফূর্ত্তির চোটে হাসিতে-হাসিতে গোঁসাই নায়েবের চোখে জল বাহির হইয়া পড়িল। যোগেন্দ্র ডাক্তার কিছুই ভুলিয়া যান নাই; মাণিকচরে সাহেবদের কাছারী-ঘরে গভীর রাত্রে দারোগার সহিত নায়েবের ষড়যন্ত্রের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাহার পর এই কয়দিনের কষ্ট, অপমান, লাঞ্ছনা! তিনি ‘বিষকুম্ভ পয়োমুখ’ নায়েবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু শ্রীনাথের অভিনয়-কৌশলে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল! তাঁহার অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া, শ্রীনাথ উভয় হস্তে তাঁহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া সাগ্রহে বলিল, “আমি ব্রাহ্মণ, তুমি শূদ্র; আমার অনুরোধ তোমাকে রক্ষে করতেই হবে। তুমি যদি আজ আমার বাড়ীতে না খাও, তবে আমি এই পৈতে ছুঁয়ে দিব্বি করচি—আমিও আজ জলগ্রহণ করবো না।

আজ তুমি আমার অতিথি,—অতিথি হচ্ছে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অতিথিকে অভুক্ত রেখে যে পাষণ্ড জলগ্রহণ করে, নরকেও তার স্থান হয় না! আমাকে নরকে ঠেলো না ভাই!”

অনন্তর, কাচপোকা যেমন তেলাপোকাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়—নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই সেই ভাবে যোগেন্দ্র ডাক্তারকে তাহার বাড়ীতে টানিয়া লইয়া গেল। খগেন মুখুজ্যে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। নায়েব মহা উৎসাহে মধ্যাহ্নে অতিথি-সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নায়েবের ইঙ্গিতে মুখুজ্যে “চট্ করে’ একটু কাজ শেষ করে আসি” বলিয়া নায়েবের বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; হাত মুখ ধুইবারও বিলম্ব সহিল না!

মানুষ কেবল বাহবার লোভে কতদূর প্রতারক, কপট ও বিশ্বাস-ঘাতক হইতে পারে, পাঠক-পাঠিকাগণ কি তাহা ধারণা করিতে পারেন? এই খগেন মুখুজ্যে ও শ্রীনাথ নায়েব তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!—খগেন মুখুজ্যে যোগেন্দ্র ডাক্তারকে কৌশলে ফাঁদে ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি কাণ্সারণের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন; এবং হাম্‌ফ্রি সাহেবের সহিত দেখা করিয়া, তিনি কি কৌশলে হুজুর সরকারের মহাশত্রু ফেরারী আসামী যোগেন্দ্র ডাক্তারকে ভুলাইয়া আনিয়া নায়েবের গৃহে আটক করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সবিস্তার বিবৃত করিয়া বলিলেন, “হুজুর, থানায় খবর দিয়া অবিলম্বে সেই শয়তানকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করুন। নায়েব মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারেই আমি আপনাকে সংবাদ দিতে আসিলাম। হুজুরকে খুসী করিবার জন্যই আমার এই আকিঞ্চন।”

সাহেব বোধ হয় খগেন মুখুজ্যের বিশ্বাসঘাতকতা ও ইতরতার বহর দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সাম্‌লাইয়া

লইয়া বলিলেন, "ওয়েল মুকার্জি, টুমি কাণ সার্ণের কর্ম্মচারী না হইলেও সেই 'রাস্‌কেলকে' কৌশলে আটক করিয়াছ,—এজন্য টুমি ঢন্যবাডের পাট্র; কিন্তু সেই হারামজাদ এখন নায়েবের গেষ্ট, নায়েব টাহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছে, বলিটেছ। এখন টাহাকে গ্রেপ্টার করিলে নায়েবকে লজ্জা ডেওয়া হইবে। টাহার আহারের পূর্ব্বে টাহাকে গ্রেপ্টার করা হইটেই পারে না। আমি নায়েবকে এ ভাবে অপডষ্ট্‌ করিতে ইচ্ছা করি না। তাহার গ্রেপ্টারের বেবষ্টা পরে করিব।"

মুকুজ্যে বলিলেন, "হুজুর, এই যোগীন ডাক্তারটা পাজীর পা ঝাড়া! শত্রুকে জব্দ করিবার সুযোগ পাইলে, তাহা কি ত্যাগ করিতে আছে? তার আহার হোক না হোক, হুজুরের তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। শ্রীনাথ বাবুর ইঙ্গিত বুঝেই আমি হুজুরকে সংবাদ দিতে এসেছি; এখন হুজুরের যা মর্জ্জি।"

সাহেব বলিলেন, "উট্টম কর্ম্ম করিয়াছ, মুকার্জ্জি! অতি প্রশংসার কার্য্য করিয়াছ; এখন টুমি যাইটে পার। সেই বজ্জাট যাহাটে টোমাডের চোখে ঢুলা ডিয়া সট্‌কাইতে না পারে, টাহা করিবে; নাউ গুড্‌ বাই!"

সাহেব উঠিলেন। খগেন বাবু কার্য্য শেষে নায়েবের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্নানান্তে আহ্নিক করিতে বসিলেন। মধ্যাহ্নে নায়েবের অতিথি-সৎকার সুচারু রূপে সম্পন্ন হইল। কিন্তু ডাক্তারের গ্রেপ্তারে বিলম্ব হওয়ায় নায়েবের মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল! সে সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইল, আসামীর আহার শেষ হইয়াছে, আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

সাহেব প্রস্তুত ছিলেন। তিনি মুচিবাড়িয়া থানার দারোগাকে সকল কথা লিখিয়া, যোগেন্দ্র ডাক্তারকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিতে

আদেশ দিলেন ; এবং পাছে গ্রেপ্তারে বিলম্ব হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নায়েবের বাড়ীতে দুইজন বরকন্দাজ পাঠাইলেন। তাহারা আদেশ পাইল—পুলিশ ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিতে না আসিলে, তাহাকে কুঠিতে ধরিয়া আনিতে হইবে।

আহারান্তে যোগেন্দ্র ডাক্তার নায়েবের বৈঠকখানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় বরকন্দাজদ্বয় লাঠী ঘাড়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ম্যানেজার সাহেবের আদেশ জ্ঞাপন করিল। কি ভাবিয়া তাঁহার হাত ধরিল না।

চুরির অভিযোগে ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম হইয়াছে শুনিয়া, খগেন বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার আক্ষেপের সীমা রহিল না! নায়েব হতাশ ভাবে টিকি নাড়িয়া বলিল, "আমার বাড়ী থেকে আমার অতিথিকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে সাহেব বরকন্দাজ পাঠিয়েছে? আমার এত অপমান! এমন মনিবের চাকরী করার চেয়ে অনাহারে থাকা, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে মেগে খাওয়া অনেক ভাল।—আজই যদি আমি চাকরীতে ইস্তফা না দেই ত আমি ব্রাহ্মণ থেকে খারিজ! কি অন্যায়!"—

ক্রোধে নায়েবের কাল মুখ লাল হইল,—যেন টিকেয় আগুন লাগিল।

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "গোস্বামী প্রভু, আপনি কুম্ভীরের অশ্রু সংবরণ করুন; 'মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে, শান্ত করলে বকে!'—আপনার বন্ধু পরম ধার্ম্মিক বক,—আপনার পাশেই বসে' আছেন,—তিনি আপনাকে শান্ত করবেন। আপনারা আশ্বস্ত হোন্,—সাহেব আমাকে কুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে আস্ত গিলে ফেল্‌বে, সে ভয় নেই।"

যোগেন্দ্র ডাক্তার বরকন্দাজদ্বয়ের সহিত সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। কয়েক মিনিট পরে মুচিবাড়িয়া থানার দারোগাও ধড়াচূড়া

পরিয়া কুঠিতে দর্শন দিলেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ করিলেন। যেন তিনিই দারোগার উপর-ওয়ালা,—পুলিশের বড় সাহেব!

যোগেন্দ্র ডাক্তার এই দারোগা বাবুর সুপরিচিত বলিলেই যথেষ্ট হইল না,—ডাক্তার সুচিকিৎসক বলিয়া, দারোগা বাবু একাধিক বার মাণিকচর হইতে তাঁহাকে মুচিবাড়িয়ায় আনাইয়া, তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ডাক্তারের চিকিৎসা-গুণে তাহাদের কঠিন রোগ আরোগ্য হইয়াছিল। অথচ ডাক্তার দারোগার নিকট কোনবার একটি পয়সাও পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। দারোগা আজ কি সেই উপকারের ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছেন! ডাক্তার প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে দারোগার মুখের দিকে চাহিলেন।

কিন্তু দারোগা অকৃতজ্ঞ নহেন; নলিনী দারোগার মত তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবের অন্যায় আদেশ শিরোধার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ডাক্তারকে গ্রেপ্তার না করিয়া সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন,—আইনানুসারে তিনি বিনা ওয়ারেণ্টে ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন না। ডাক্তার মাণিকচর থানার এলাকার আসামী। গর এলাকার আসামীকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিলে, কাজটা বে-আইনী হইবে। হুজুরের আদেশে ইহা করা হইয়াছে,—এরূপ কৈফিয়ৎ কর্ত্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করিবেন না।

হাম্‌ফ্রি সাহেব দারোগার কথা শুনিয়া আর তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে পারিলেন না; তিনি অগত্যা ডাক্তারকে মুক্তিদান করিয়া তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য মাণিকচর থানার দারোগাকে সংবাদ পাঠাইলেন। পাছে ডাক্তার অন্য দিকে সরিয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় খগেন বাবু ডাক্তারের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। কিন্তু ডাক্তারের পলায়ন

করিবার ইচ্ছা ছিল না,—মাণিকচরের দারোগাকে ভয় করিবারও কারণ ছিল না। ডাক্তার মানিকচরে আসিয়া বাসায় পদার্পণ করিবা-মাত্র, মাণিকচরের দারোগা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিল। তিনি তাহাকে জানাইলেন, তাহার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, সদর হইতে তিনি জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াই বাড়ী ফিরিতেছেন!

দারোগা তাঁহার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিলেও, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস করিল না। সে একজন কন্‌ষ্টেবলকে ডাক্তারের পাহারায় রাখিয়া, সদরে রিপোর্ট করিল। পরদিন ডাকে সদর হইতে খবর আসিল, যোগেন্দ্র ডাক্তারকে উপযুক্ত জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। অগত্যা দারোগাকে পাহারা উঠাইয়া লইতে হইল। মাণিকচরে জনসাধারণের বিদ্রূপে বেচারা বড়ই মর্ম্মাহত হইল।

যথাসময়ে ডাক্তারের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচার হইল। বিচারে ডাক্তার নিরপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায়, সসম্মানে মুক্তিলাভ করিলেন; কিন্তু নায়েবের পৈশাচিক ব্যবহার তিনি জীবনে ভুলিতে পারিলেন না।

ডাক্তারের মুক্তিলাভের সংবাদ মুচিবাড়িয়ায় প্রচারিত হইলে, নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই ক্রোধে, ক্ষোভে গর্জ্জন করিতে লাগিল। নায়েবের দুঃখ দেখিয়া, অধিকাংশ আমলা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক, বিচারকের নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিতে লাগিল। কেবল দেওয়ান হীরালাল সরকার নায়েবকে বলিলেন, "এখনও মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন,—এখনও দিনের পর রাত্রি হচ্ছে। দারোগার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে' মিথ্যে মামলা খাড়া করলেই কি আসামীর শাস্তি হয়? ইংরাজের আদালত ত আর নায়েবের সেরেস্তা নয়,—জেরায় মিথ্যা কথা টেকে না।"

নায়েব হীরালালের শ্লেষোক্তিতে অপমান বোধ করিয়া, ম্যানেজার সাহেবকে বলিল, "হুজুর, আমি জীবনে কখন এতদূর অপদস্থ হই নি! এত যোগাড়যন্ত্র বিলকুল ফেঁসে গেল! লজ্জায় আমার মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠেছে। লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপে কাণ পাতা যাচ্ছে না। বাহিরের লোক ত দশ কথা বল্‌বেই,—হুজুরের নিমকের চাকর হীরেলাল সরকার—সে পর্য্যন্ত আমাকে আর হুজুরকে ঠাট্টা করতে ছাড়চে না! আমার ত আর মান সম্ভ্রম বজায় থাকে না, হুজুর,—দেওয়ানের কথার খোঁচায়।"

মামলার বিচারফল শুনিয়া হুজুর একেই মেজাজ খারাপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। নায়েবের কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং হীরালাল দেওয়ানকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। হীরালাল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে আত্ম-সমর্থনের অবকাশমাত্র না দিয়া, 'রেকাবদলে'র প্রহারে তাঁহার সাষ্টাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। স্পষ্টবাদিতার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিয়া, দেওয়ান বেচারা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কুঠি পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর হইতেই তিনি নিরুদ্দেশ!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীনাথ গোঁসাই মুচিবাড়িয়া কাণ্সারণের নায়েব নিযুক্ত হইবার পর ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার মনিব সরকারের নিকট কার্য্যদক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার ইহাই একমাত্র পন্থা। হাম্‌ফ্রি সাহেব কিছুদিনের মধ্যেই তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, তাহার যোগ্যতায় তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। মনিব সরকারের স্বার্থরক্ষায় ভূতপূর্ব্ব নায়েব অপেক্ষা তাহার অধিকতর আগ্রহ আছে—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীনাথ কাণ্সারণের অধীন সাধারণ কৃষক প্রজা ও ভদ্রলোক সকলকেই নানাভাবে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। প্রজাবর্গ বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া অবশেষে স্থানীয় পুলিশ-ইনেস্পেক্টরের শরণাগত হইল।

এই সময়ে যিনি মুচিবাড়িয়ায় পুলিশ-ইনেস্পেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার নাম হরিনাথ বসু। হরিনাথবাবু নলিনী দারোগার দলের পুলিশ কর্ম্মচারী ছিলেন না; তিনি শিক্ষিত, ধর্ম্মভীরু, নিরপেক্ষ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ 'অফিসার' ছিলেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব ও নায়েব তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করেন নাই; তিনি কিছুদিন মুচিবাড়িয়ায় থাকিলে মানুষ হইয়া যাইবেন, ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না,—এরূপ আশা-ভরসাও দিয়াছিলেন; কিন্তু কাণ্সারণের সহস্র-সহস্র প্রজার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া, জমীদারের পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের সমর্থন করিয়া, অবৈধ উপায়ে ধনসঞ্চয় করা অতীব গর্হিত কার্য্য বলিয়াই তাঁহার মনে ধারণা হইয়াছিল;

প্রজাসাধারণও তাঁহার নিস্পৃহতা ও কর্ত্তব্যানুরাগের পরিচয় পাইয়াছিল। এইজন্য তাহারা আশ্বস্ত হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি ম্যানেজার ও নায়েবের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোন-কোন প্রজার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিতে গিয়া, নায়েবকে দুই-একবার অপদস্থও হইতে হইল।

শ্রীনাথ নায়েব কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল—হরিনাথ বসু মুচিবাড়িয়া এলাকার ইন্‌স্পেক্টর থাকিতে, নির্ব্বিঘ্নে প্রজাপীড়ন করা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে ; অথচ সঙ্গত উপায়ে ইন্‌স্পেক্টরকে জব্দ করিবার সুযোগ নাই। শ্রীনাথ নায়েব নায়েবী বুদ্ধি খাটাইয়া যখন কোন কৌশলেই ইন্‌স্পেক্টরকে বশীভূত বা বিপন্ন করিতে পারিল না, তখন সে একদিন গোপনে হামফ্রি সাহেবকে বলিল, "হুজুর, হরিনাথ বোস এখানকার ইন্‌স্পেক্টর থাকিতে হুজুর সরকারের স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিবার কোনই উপায় দেখিতেছি না! এই কলিকালে সোজা আঙ্গুলে ঘি বাহির হয় না ; কিন্তু আঙ্গুল একটু বাঁকা করিলে আর রক্ষা নাই,—ইন্‌স্পেক্টর তৎক্ষণাৎ প্রজার পক্ষ লইয়া আমাকে অপদস্থ ও বিব্রত করিবার চেষ্টা করে। পুলিশ এ ভাবে জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে কি প্রজা-শাসন হয়, না জমীদারের মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে? হুজুর পুলিশের বড় সাহেবকে একখান 'কন্‌ফিডেন্‌সাল' পত্র লিখিয়া এ এলাকা হইতে উহাকে সরাইবার ব্যবস্থা না করিলে, নায়েবী করা আমার পক্ষে ঝকমারী হইবে।"

হাম্‌ফ্রি সাহেব পেন্সিলের পুচ্ছদেশ দংশন করিতে করিতে দুই-এক মিনিট কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর টেবিলের অন্য প্রান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান নায়েবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ডেখো গোন্‌সাই, টুমি সেই হারামজাড্ ইন্‌স্পেক্টরটাকে আমার এলাকা হৈতে

নিকাল ডিটে যে প্রস্টাব করিলে উহা বুড্ডিমানের কটা নহে। আমি সাডা কালোর মড্যে যাইতে অনিচ্ছুক। কলেক্টর বা সুপারণটিন্‌ডেণ্ট অব পোলিস্ মিঃ হেড্‌ষ্টংএর সঙ্গে ডেখা হইলে ডু এক কটা বলিটে পারি; কিন্তু টোমার মাটায় কি গোবর ভিন্ন অন্য পডার্ট নাই? ইনস্পেক্টরটাকে একটা ফেল্‌সানি টেল্‌সানি কেসে নিক্ষেপ করিটে পার না? এ সব বিষয়ে সাণ্ডেল নায়েবের মাটা খুব 'ক্লিয়ার' ছিল। আমি ডেকিতেছি টুমি নায়েবীর উপযুক্ট নও। একটা ইন্‌স্পেক্টরকে জব্ড করিতে আমার সাহায্য চাহিটে তোমার সরম হইটেছে না?"

সাহেবের তিরস্কারে নায়েব অপদস্থ হইয়া ম্লান মুখে খাস-কামরার বাহিরে আসিল, এবং প্রভুর উপদেশ কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার তিরস্কারভাজন হইতে হইল। তিনি তাহাকে নায়েবী কার্য্যের অযোগ্য বলিলেন; তাহার অতবড় মাথাটার মধ্যে কেবল গোবর ছাড়া আর কোন পদার্থ নাই বলিয়া উপহাস করিলেন; ইহাতে সে বড়ই মর্ম্মাহত হইল।

তুই তিন দিনের চিন্তাতেই ইন্‌স্পেক্টরকে জব্দ করিবার একটি চমৎকার ফন্দী তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠিল।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর হরিনাথ বসুর বাসার অদূরে চন্দোর ছুতোরের বাড়ী। চন্দোরের স্ত্রী চণ্ডীর কিঞ্চিৎ রূপ ছিল, বয়সও ছিল। সে পথে ঘাটে যাইবার সময় কখন কখন বসুজার প্রতি লোলুপ কটাক্ষপাত করিত; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, বরং তাঁহার বাসার কাছে ছুতোর বাড়ীতে গ্রামের অসচ্চরিত্র নিকর্ম্মা যুবকেরা মাথায় টেরি কাটিয়া ও মুখে সিগারেট গুঁজিয়া আড্ডা দিতে যাইত এবং প্রকাশ্য পথে দাঁড়াইয়া চন্দোরের রসিক ভার্য্যার সহিত রসালাপ করিত—ইহার

প্রমাণ পাইয়া তিনি দুই-একদিন তাহাদিগকে 'কোঁতে' পুরিয়া সায়েস্তা করিবার ভয়ও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নায়েব এই সংবাদ শুনিয়া একদিন সন্ধ্যার পর চন্দোরকে বাসায় ডাকাইয়া লইয়া গেল। নায়েব তাহাকে কিঞ্চিৎ লোভ দেখাইতেই সে নায়েবের গর্হিত প্রস্তাবে সম্মত হইল।

পর দিন সূত্রধর-গৃহিণী জেলার সদরে গিয়া ইন্‌স্পেক্টর হরিনাথ বসুর বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ করিল যে, হরিনাথ বাবু তাহার রূপ-যৌবন দর্শনে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া দুই-তিন দিন পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইয়াছিলেন, এবং তাহার নিকট কু-প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু দরিদ্রের পত্নী হইলেও সে সতীশিরোমণি,—অর্থ বিনিময়ে সে সতীত্বরত্ন বিক্রয় করিতে সম্মত না হওয়ায় ইন্‌স্পেক্টর বাবু রাত্রিকালে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার পবিত্র অঙ্গ কলুষিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইন্‌স্পেক্টরের বিরুদ্ধে সাক্ষীরও অভাব হইল না।—কুঠির একজন দরিদ্র প্রজার সাধ্বী পত্নীর প্রতি স্থানীয় পুলিশের বড়কর্ত্তার এইরূপ পৈশাচিক অত্যাচার! প্রজার দুঃখে প্রজার মা-বাপ করুণাময় হাম্‌ফ্রি সাহেবের করুণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল; তিনি হরিনাথ বসুর প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার জন্য মুক্তহস্তে তদ্বির আরম্ভ করিলেন। হরিনাথ বাবুকে এই কুৎসিত মামলার আসামী হইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইল। বিশেষতঃ পুলিশের বিরুদ্ধে এরূপ মামলা জনসাধারণের অত্যন্ত মুখরোচক হইয়া উঠিল। হরিনাথ বাবু কর্ত্তব্য-পালন করিতে গিয়া এই ভাবে বিপন্ন হওয়ায় ঘৃণায়, লজ্জায় মৃতকল্প হইলেন; কিন্তু তিনি বহুদর্শী পুলিশ কর্ম্মচারী; মিথ্যা মামলা কিরূপে ফাঁসাইতে হয়, তাহা শ্রীনাথ নায়েব অপেক্ষা তিনি ভালই বুঝিতেন। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া, চেষ্টা, যত্ন ও তদ্বিরের জোরে কোন রকমে

উদ্ধার লাভ করিলেন। সে যাত্রা তাঁহাকে আর জেলে পচিতে হইল না। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জেলার কালেক্টর ও পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট 'টুরে' মুচিবাড়িয়ার আসিয়া হাম্‌ক্রি সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। হাম্‌ক্রি সাহেব ষোড়শোপচারে কুটুম্ব-সৎকার করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর হরিনাথ বাবু অবিলম্বে বদলীর হুকুম পাইলেন। তাঁহারও আর জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের লাঙ্গুলাকর্ষণের আগ্রহ ছিল না। মুচিবাড়িয়া ত্যাগ করিয়া তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু উৎপীড়িতের আশ্রয়দাতা ও দুর্ব্বলের রক্ষক এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ন্যায়পর পুলিশ কর্ম্মচারীর অভাবে প্রজারা আপনাদিগকে নিরাশ্রয় মনে করিতে লাগিল। বাঙ্গলায় পুলিশ রাজত্বে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। হাম্‌ক্রি সাহেবের অনুগত হইয়া শ্রীনাথ নায়েবের 'পেটেলী' করিলে, হরিনাথ বাবু সুদীর্ঘকাল মুচিবাড়িয়ায় থাকিয়া বেশ গুছাইয়া লইতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ন্যায়ের সমর্থন ও কর্ত্তব্য-পথের অনুসরণ করিয়া বিপন্ন হইলেন। জানি না পুলিশ বিভাগে এরূপ নির্ব্বোধের সংখ্যা কত!

ইনস্পেক্টর হরিনাথ বসুকে মুচিবাড়িয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া, শ্রীনাথ নায়েবের সাহস ও উৎসাহ অনেক বাড়িয়া গেল। কিন্তু সে তখনও সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইতে পারিল না ; কারণ মথুর বাবু নামক যে ভদ্রলোকটি ইনস্পেক্টর হরিনাথ বাবুর অধীনে মুচিবাড়িয়ায় দারোগা পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিও হরিনাথ বাবুর ন্যায় ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, প্রজারঞ্জক কর্ম্মচারী ছিলেন। হরিনাথ বাবু যে প্রত্যেক কার্য্যেই উৎপীড়িত প্রজার পক্ষ সমর্থনে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহার কারণ তাঁহার সঙ্কল্প সাধনে মথুর বাবুর আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা। মথুর বাবু নলিনী দারোগার মত হাম্‌ক্রি সাহেবের ক্রীতদাস হইলে,

উপরওয়ালা হইয়াও হরিনাথ বাবু সর্ব্বত্র ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন না, দারোগার সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। হরিনাথ বাবু মুচিবাড়িয়া হইতে বদলী হইলে, মথুর বাবুর দক্ষিণ হস্ত যেন ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ, হরিনাথ বাবুর পরিবর্ত্তে বসন্ত বাবু নামক যে ভদ্রলোক মুচিবাড়িয়ার ইনস্পেক্টর হইয়া আসিলেন, তিনি হরিনাথ বাবুর উচ্চ আদর্শকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। মান-সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করাই তাঁহার চাকরীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিশেষতঃ, হরিনাথ বাবুর পরিণাম দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন। মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই, তিনি হামফ্রি সাহেবের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং শ্রীনাথ নায়েবের প্রত্যেক আদেশ তাহার তাঁবেদারের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। একদিকে প্রজার ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, অন্য দিকে কুঠির উপহারের 'রাশ'; বসন্ত বাবু অল্প দিনেই বেশ গুছাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইন্‌স্পেক্টরের এইরূপ মতিগতির পরিচয় পাইয়াও মথুর বাবু কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত হইলেন না,—নায়েবের প্রজাপীড়ন কৌশলে সাধ্যানুসারে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এজন্য বসন্ত বাবুর সহিত তাঁহার মনান্তর আরম্ভ হইল। নায়েবও এই সুযোগে দারোগার বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, প্রজার নিকট যথেষ্ট উৎকোচ আদায়ের ফলেই তাঁহার তাঁবেদারের এই অবাধ্যতা। বসন্ত বাবু উপরওয়ালা হইয়া দারোগার এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মথুর বাবুর বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা রিপোর্ট পেশ করিলেন। সরকারের সনাতন বিধানে উপরওয়ালাই সত্যবাদী, তাঁবেদার মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসের অযোগ্য। সুতরাং মথুর বাবুও মুচিবাড়িয়া হইতে স্থানান্তরিত হইলেন। নায়েব এতদিনে সম্পূর্ণ

নিষ্কণ্টক হইয়া, প্রজার বুকের উপর দিয়া লাঙ্গল চালাইতে লাগিল। নিত্য নিগৃহীত হতভাগ্য অভিশপ্ত দরিদ্র প্রজা দীন নেত্রে উর্দ্ধে চাহিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল।

শ্রীনাথ নায়েবের মান-সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার সকল সুখ-সৌভাগ্যের মূল এবং দুর্দ্দিনের অদ্বিতীয় বান্ধব 'খুড়ো মশায়' ভুবন রায়ের প্রতি তাহার ভক্তির স্রোতে ভাটা আরম্ভ হইল। এবং কার্য্যোদ্ধারের জন্য সে যে মাংসপিণ্ডের টোপ বঁড়শীতে গাঁথিয়া 'খুড়ো মশায়' রূপ রাঘব বোয়ালটিকে আয়ত্ত করিয়াছিল, 'খুড়ো মশায়ে'র করতলগত সেই মাংসপিণ্ডটার প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হইল। 'খুড়ো মশায়' ভুবন রায়ের ব্রাহ্মণীর মত তাহারও সাধ্বী পত্নী একটি বয়স্ক পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু খুড়োমশায়ের মত সে কেবল 'তলার কুড়াইয়া'ই ক্ষান্ত হইতে পারে নাই,—গাছেরও পাড়িয়াছিল, তলারও কুড়াইয়াছিল। পরিণত বয়সে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়াও সে অবশেষে 'খুড়ো মশায়ে'র উদ্দেশে উৎসৃষ্ট সেই মাংসপিণ্ডের লোভ ত্যাগ করিতে পারিল না! সুতরাং এই নরপিশাচ ভুবন রায় অপেক্ষাও ঘোরতর পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক। এরূপ নরাধম ভিন্ন কুঠির নায়েবীতে কোন্ ভদ্রলোক যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে?

'খুড়ো মশায়' যখন জানিতে পারিল, তাহার উপযুক্ত 'ভাইপো' তাহার 'ভবজলধি রত্নং' আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহার দাদা গোলোক রায়ের অন্তিমকালের উক্তি তাহার মনে পড়িল। সে নানা কৌশলে নায়েবের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীনাথ তখন প্রকাণ্ড কাণসারণের নায়েব,—মুচিবাড়িয়ার ডেপুটী গবর্ণর। আর ভুবন রায়

তাহার অধীন একটি ক্ষুদ্র নীলকুঠীর দেওয়ান মাত্র। নায়েব উদ্দাম প্রবৃত্তি-স্রোতে বাধা পাইয়া ক্রোধে অধীর হইল, এবং ভুবন রায়, 'সুখের লাগিয়া যে ঘর' বাঁধিয়াছিল,—এক দিন সত্য-সত্যই চণ্ডালিনীর সেই ঘর আগুনে পুড়াইয়া দিল! তাহার পর নায়েব গৃহহীনা বিপন্না চণ্ডালিনীকে মাণিকচরে লইয়া গিয়া, সেখানে তাহার জন্য নূতন ঘর বাঁধিয়া দিল। ভাইপো ওসমানের লাঠীর ভয়ে খুড়া জগৎসিংহ আর সেদিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না! ভুবন রায়ের 'আমও গেল, ছালাও গেল!'

কিন্তু নানা কারণে খুড়োর প্রতি ভাইপোর আক্রোশ দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রীনাথ নায়েব ভুবন রায়কে পদচ্যুত ও নিগৃহীত করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার দোষ খুঁজিতে লাগিল। ভুবন রায়ের পক্ষে হামফ্রি সাহেব যখন কল্পতরু হইয়াছিলেন, সেই সময় সাহেবকে ধরিয়া ভুবন রায় তাহার বংশের অধিকাংশ কুপোষ্যকে এই সুবিস্তীর্ণ কাণ্সারণে এক-একটা চাকরী জুটাইয়া দিয়াছিল। অযোগ্যতা বশতঃ তাহাদের কেহ-কেহ পরে পদচ্যুত হইলেও, শ্রীনাথ নায়েবের অভ্যুদয়-কালে ভুবনের কনিষ্ঠ মথুর রায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায় কাণ্সারণে চাকরী করিতেছিল। নায়েব ভুবন রায়ের ছিদ্র সংগ্রহের জন্য তাহার এই ভাই ও ভাইপোর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল; তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ভরসাও দিল। মৃত্যুঞ্জয় রায় এই অল্প দিনে শ্রীনাথ নায়েবকে চিনিয়া লইয়াছিল; সে বুদ্ধিমান ও সতর্ক লোক,—সহস্র চেষ্টাতেও শ্রীনাথ তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইতে পারিল না। মথুর রায় গৌড়েশ্বরীর উপাসক ছিল; নায়েবের অনুগ্রহে 'আবগারি দোকানে'র দ্বার তাহার পক্ষে অবারিত হইল; এবং সে নায়েবের হস্তের

ক্রীড়াপুত্তলিকায় পরিণত হইল। মথুর রায় সদানন্দে বিভোর হইয়া ঘরের কথা নায়েবের নিকট অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে লাগিল,—নায়েবও ভুবন রায়কে ফাঁদে ফেলিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল্।

এই সময় ভুবন রায় অসুস্থ হইয়া শয্যাগত হইল। কুঠিতে আসিয়া কাজকর্ম্ম করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় নায়েব সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে কুঠিতে হাজির হইবার জন্য পুনঃ-পুনঃ হুকুম পাঠাইতে লাগিল। কিন্তু নায়েবের হুকুম তামিল করা দূরের কথা—ভুবন রায় তাহার কোন পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত লিখিতে পারিল না। নায়েব দেখিল, ভুবন রায়কে পদচ্যুত করিবার এরূপ সুযোগ শীঘ্র পাওয়া যাইবে না। সে হাম্‌ফ্রি সাহেবকে ভুবন রায়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার মূলে একটু ইতিহাস আছে, তাহা এখানে বলা আবশ্যক।

জাফরাবাদের নবাব তাঁহার হাতীভাঙ্গা নামক একখানি তালুক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কাণ্সারণকে পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পত্তনীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে নবাব তাহা খাসে রাখিতে উৎসুক হইলেন; কারণ, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, খাসে রাখাই তাঁহার পক্ষে অধিকতর লাভজনক। নবাব তালুকখানি খাস করিয়া লইবেন শুনিয়া তালুকের প্রজাপুঞ্জ অত্যন্ত আনন্দিত হইল; এবং তালুকখানি তিনি যাহাতে পুনর্ব্বার সাহেব সরকারের নিকট পত্তনী না দেন, সেজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ পত্তনীদার সাহেবদের শাসন ও শোষণ-কৌশলে জালাতন হইয়াছিল। নবাব পত্তনীদারদের নোটীস দিলেন, তিনি তাঁহার তালুক খাসে রাখিবেন, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার পত্তনী দিতে অনিচ্ছুক; তাঁহারা যেন দখল ছাড়িয়া দেন। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ জমীদার কোম্পানী একবার যাহা

গ্রাস করেন, তাহা নিঃশেষে পরিপাক করাই তাঁহাদের কুলধর্ম্ম। বিনা নালিশে তাঁহারা এরূপ লাভজনক তালুকের অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। নবাবের নোটীস তাঁহারা বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিলেন! তাঁহারা গায়ের জোরে মহাল দখলে রাখিলেন। ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়া নবাবও অবশ্যই হতাশভাবে গড়গড়ায় মনঃ-সংযোগ করিলেন না।

নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই হামফ্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, ভুবন রায়ের অসুখের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা; সে অসুখের ভান করিয়া কুঠিতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, কিন্তু সুস্থদেহে হাতীভাঙ্গা তালুকের প্রজাদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ও তাহাদিগকে হুজুর সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহী হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে!

ভুবন রায় কাণ্‌সারণের কার্য্যে অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী কর্ম্মচারী, ইহা পূর্ব্বাপরই হাম্‌ফ্রি সাহেবের বিশ্বাস ছিল; ভুবন রায়কে তিনি যথেষ্ট বিশ্বাসও করিতেন। ভুবন রায়ের সুপারিসেই শ্রীনাথ নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত—এ কথা শ্রীনাথ বিস্মৃত হইলেও, হাম্‌ফ্রি সাহেব এত অল্প দিনে তাহা ভুলিয়া যান নাই। সুতরাং ভুবনের বিরুদ্ধে নায়েবের এই 'ঠকামী' শুনিয়া সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কিন্তু অভিযোগের গুরুত্ব বুঝিয়া তিনি কথাটা উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। সাহেবকে চিন্তিত দেখিয়া ধূর্ত্ত শ্রীনাথ মুহূর্ত্তে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; এবং কাঁদ-কাঁদ হইয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর, ভুবন রায়ের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ,—তিনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা হুজুরেরও অজ্ঞাত নহে। আমি তাঁহাকে খুড়া বলিয়া ডাকি, এবং আমার পিতার সহোদরের ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করি। এ অবস্থায় তাঁহার বিরুদ্ধে হুজুরের নিকট এই সকল অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে আমার

মনে কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইতেছে, তাহা হুজুরকে বুঝাইতে পারিব না। কিন্তু আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ বলিয়া, হুজুর সরকারের প্রতি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা, কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাঁহার গাফিলী প্রভৃতিকেও গোপন করিব—আমি সেরূপ নিমকহারাম নহি। হুজুর সরকারের যে অনিষ্ট চেষ্টা করিবে—আমার পিতা হইলেও তাহাকে আমি ক্ষমা করিতে পারিব না।"

নায়েবের বক্তৃতা শুনিয়া সাহেব মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু নায়েবের কথা 'বাইবেল বাক্যে'র ন্যায় সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য না করিয়া, ভুবন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায়কে ডাকিয়া তাহার কাকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় নায়েবের ইঙ্গিতে মিথ্যা কথা বলিতে সম্মত হইল না। সে স্পষ্টই বলিল, তাহার কাকা অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত আছেন। নায়েব মৃত্যুঞ্জয়কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভুবনের কনিষ্ঠ সহোদর মথুর রায়কে সাহেবের নিকট হাজির করিল। মথুর 'শ্রীনাথ ভাইপো'র দৌলতে বিস্তর বোতল উজাড় করিয়াছে; সে কি করিয়া সাহেবের নিকট উপরওয়ালা ভাইপোকে অপদস্থ করিবে? অথচ নির্জ্জলা মিথ্যা বলিতেও সাদা চোখে লজ্জা অনুভব করিল। অবশেষে 'হত ইতি গজ' ভাবে যে উত্তর দিল, তাহা হইতে সাহেব বুঝিলেন, অসুখের কথাটা সত্য, তবে অসুখ তেমন গুরুতর নয়।

কিন্তু নায়েবের আশা পূর্ণ হইল না। সাহেব ভুবন রায়কে 'ডিস্‌মিস্' বা 'সস্‌পেণ্ড' ত করিলেনই না, এমন কি, তাহার কৈফিয়ৎ তলপ করিবারও হুকুম দিলেন না। ভুবন রায় যেন হাতীভাঙ্গা মহালের প্রজাদের বশীভূত করিবার চেষ্টা করে, এই মর্ম্মে তাহাকে পত্র লিখিবার জন্য নায়েবকে আদেশ করিলেন। নায়েব ক্ষুণ্ণ মনে তাঁহার আদেশ পালন করিল; কিন্তু তাহার সাধু সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না।

অতঃপর নবাবের আমলা, পাইক, হালসানারা হাতীভাঙ্গা তালুক দখল করিতে আসিল! কাণ্‌সারণের আমলা, হালসানা, বরকন্দাজেরাও মহালের ভিতর সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। উভয় পক্ষ হইতেই শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার কথা মুচিবাড়িয়ার থানার দারোগার গোচর করা হইল।

এই সময় থানায় যিনি নূতন দারোগা আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম নরেন্দ্র চন্দ্র। এই চন্দ্র দারোগাটি একটি 'চিজ'। 'শস্যঞ্চ গৃহমাগত' এই মন্ত্রের তিনি উপাসক ছিলেন। শস্যসঞ্চয়ের এরূপ সুযোগ তিনি কি করিয়া ত্যাগ করেন? কাণ্‌সারণের গোলামী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি শ্রীনাথ নায়েবের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে লাগিলেন,—যেন সরকার বাহাদুর কাণ্‌সারণের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁহাকে মুচিবাড়িয়া থানায় পাঠাইয়াছেন।

হাতীভাঙ্গা মহাল ভুবন রায়ের বাসপল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া, হামফ্রি সাহেবের ধারণা হইয়াছিল, ভুবন রায় এই মহাল সম্বন্ধে যথেষ্ট 'ওয়াকিব হাল'; তাহার সাহায্যে অনেক তত্ত্ব-সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারে। এই জন্যই নায়েব তাহার অনিষ্ট চেষ্টায় তখনকার মত বিরত হইয়া, মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিয়া তাহাকে 'মনিব সাহেব বাহাদুরের' গোপনীয় আদেশ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ভুবন রায় মহাল তদন্ত করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিল, নায়েবকে লিখিয়া 'হুজুর বাহাদুরের' হুকুম তামিল করিল। চাকরী বজায় রাখিবার জন্য যতটুকু করা উচিত তাহার অধিক কিছুই করিল না।

নায়েবের আদেশে নরেন্দ্র দারোগা সরেজমিনে তদন্ত করিয়া আসিয়া সাহেব সরকারের কোন উপকার করিতে না পারায় মর্ম্মাহত হইল। অতঃপর কি ভাবে মামলা চালাইলে সুবিধা হইবে, এবং সাক্ষীদের

দিয়া কি কথা বলাইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে নায়েবকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলে, নায়েব মহা উৎসাহে দুই মাস ধরিয়া মামলার তদ্বির ও সাক্ষীদের 'গড়িয়া পিটিয়া' ঠিক করিল। দুই মাস পরে দারোগা যেদিন শুনিল তাহার উপদেশানুসারে কাজ হইয়াছে—সেই দিন সে পুনর্ব্বার সরেজমিনে তদন্ত করিয়া আসিয়া, প্রভাতেই কুঠীতে হাজির হইল; এবং সাক্ষীরা আদালতে উপস্থিত হইয়া কি কি কথা বলিবে, তাহা নায়েবকে শিখাইয়া দিলে, নায়েব (স্থানীয় সাক্ষীদের দারোগার নিকট হাজির করিয়া জবানবন্দী দেওয়ার জন্য) ভুবন রায়কে যে গোপনীয় পত্র লিখিল তাহাতে দারোগাকে হস্তগত করিয়া নায়েব কি ভাবে কার্য্যোদ্ধারের ব্যবস্থা করিল, কুঠির কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আজ পাঠকপাঠিকাগণকে তাহার একটু নমুনা দেখাইবার জন্য আমরা সেই অনিন্দ্যসুন্দর পত্রখানির অনুলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

শ্রীশ্রীদুর্গা (গোপনীয়)

প্রণাম সংখ্যাতীত নিবেদনমিদং, কুঠিতে অদ্য প্রাতে সব ইং বাবু আসিয়াছেন। যে সমস্ত লোককে তদন্তে সরজমিনে আসা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা 'বাবু' (*) দেওয়ায়, অত্রসহ পাঠাইলাম। আগামী কল্য অতি প্রাতে ফর্দ্দের লিখিত লোক সকলকে এবং 'দে দেওয়ায় (†) আমাদের সাক্ষী সকল থানায় উপস্থিত হওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। সব ইং বাবু এখানে সাক্ষ্য লইয়া আগামী কল্য

(*) দারোগাবাবু।
(†) বাধ্য করা সাক্ষী।

বৈকালে সদরে যাইবেন ; স্বতরাং প্রাতেই সাক্ষী আনার বিশেষ দরকার। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—১৯১৫। ২মে

মোং কুঠি মুচিবাড়িয়া সেবক

শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী।

যে সকল সাক্ষীকে কুঠির অনুকূল জবানবন্দী দেওয়ার জন্য হাজির করা হইয়াছিল, তাহারা যে সকলেই সত্য কথা বলিয়া ন্যায়ের সমর্থনের উদ্দেশ্যেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুচিবাড়িয়ায় আসিয়াছিল, এ কথা, আশা করি, কাহারও বিশ্বাস করিতে সাহস হইবে না। কতকগুলি সাক্ষী দরখাস্ত দ্বারা হাকিমকে জানাইয়াছিল 'ভয় প্রদর্শন করায়' তাহারা আসিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের দরখাস্তগুলি মাঠে মারা গিয়াছিল। যে হতভাগ্য দেশের ভ্যাড়ার দল 'ভয় প্রদর্শন করায়' মিথ্যা জবানবন্দী দিতে আসিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারাই আবার তাহাদের সেই ভীরুতা ও চরিত্রগত দুর্ব্বলতার কলঙ্ক ডেমিতে মাখিয়া আদালতের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করিতে লজ্জা বোধ করে না। মিথ্যা জবানবন্দী দিতে তাহাদের কুণ্ঠা নাই,—ভয় প্রদর্শনেই তাহাদের আপত্তি! কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় তাহাদের এই নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতাও মার্জ্জনীয় মনে হয়। যখন আমরা দেখিতে পাই ভারত সরকারের লক্ষ-লক্ষ প্রজার ভাগ্যসূত্র যাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, এবং সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন—তাঁহারা হইতে আদালতের সামান্য পেয়াদা আর্দ্দালী পর্য্যন্ত কুঠির অনুগ্রহপ্রার্থী, তাহারই পক্ষ-পাতী, তখন এই সকল ভীরু, আত্মপ্রবঞ্চিত, অত্যাচার-প্রপীড়িত, সদাশঙ্কিত মূঢ় গ্রামবাসীদের ব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মাহত না হইয়া থাকা যায় না। যে সকল দরখাস্ত কুঠির বিরুদ্ধে আদালতে পেশ হইত, সেই সকল দরখাস্ত সম্বন্ধে হুকুমের জন্য এক পক্ষ

অন্তর তারিখ পড়িত। সেই সুযোগে আদালতের আমলারা 'ফাইল' হইতে সেই সকল দরখাস্ত বাহির করিয়া গোপনে দুই তিন দিনের জন্য কুঠির আমলাদের হাতে ছাড়িয়া দিত! সেই সকল দরখাস্ত নায়েবের হস্তগত হইলে, সে তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিত। তাহার পর দরখাস্তকারীদের কুঠিতে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে সেই দরখাস্তগুলি দেখাইয়া বলিত, "তোরা হুজুর সরকারের বিরুদ্ধে এই দরখাস্ত দিয়াছিস? তোরা ভাবিয়াছিস্ কি বল্। ইংরাজ গবর্মেণ্ট হামফ্রি সাহেবের কুটুম্ব না তোদের কুটম্ব? আর এদেশের আইন হামফ্রি সাহেবের বাপ দাদা করিয়াছে, না তোদের বাপ দাদা করিয়াছে? তোদের এই সব দরখাস্ত আমাদের সাহেবের কাছে 'তদন্তের' জন্য জেলা হইতে ফেরত আসিয়াছে। সাহেব বাহাদুর কি তোদের গোস্তাকির শাস্তি দিবেন না মনে করিয়াছিস্? হুজুর হুকুম দিয়াছেন—তোদের ফৌজদারীতে দিবেনই, তা ছাড়া তোদের জমিজমা সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

দরখাস্তকারীরা জেলার সদরে ফৌজদারীতে যে দরখাস্ত দিয়াছে, তাহা কুঠিতে প্রেরিত হইয়াছে দেখিয়া প্রমাদ গণিত! তাহাদের ধারণা হইত, ম্যানেজার সাহেবের ইঙ্গিতে জেলার জজ ম্যাজিষ্টার পর্য্যন্ত উঠা বসা করে;—ম্যানেজার সাহেব যাহা বলিবে, তাহারা তাহাই করিবে!—সুতরাং 'রেকাবদল' এবং তদপেক্ষা সাংঘাতিক অস্ত্র 'জমাজমি সরকারে বাজেয়াপ্ত' হইবার ভয়ে ভবিষ্যতে তাহারা কুঠীর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা ত বন্ধ করিতই,—অধিকন্তু, এক পক্ষ পরে দরখাস্তকারীদের আপত্তি শুনানীর যে দিন পড়িত, সে দিন তাহারা আদালতে হাজির হইতে সাহস করিত না। হাকিম নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগকে আদালতে অনুপস্থিত দেখিয়া তাহাদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতেন।

তদ্বির ও যোগাড়ের বলে মিঃ হামৃক্রি হাতীভাঙ্গা পরগণা জোর করিয়া দখলে রাখিলেন ; নরেন দারোগা নায়েবের গোমস্তা বা বরকন্দাজের সর্দ্দারের স্থান অধিকার করিয়া নবাবকে প্রতিপদে বিপন্ন করিতে লাগিল,—দেখিয়া নবাব অবশেষে যে মুদ্গারের সহায়তা গ্রহণ করিলেন, তাহা হামৃক্রি সাহেবেরও দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয় হইল ! পাঠক পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কণ্টক দ্বারা কণ্টকোৎপাটনের সেই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিবেন ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মহাবীর সিং সেকালের অবসর-প্রাপ্ত পুলিশের দারোগা। ইনি বিহারী হইলেও বঙ্গদেশই ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল; এবং পেন্সন গ্রহণ করিয়া ইনি জাফরগঞ্জ জেলার সদরে বাস করিতেছিলেন,—স্বদেশ বিহারের সহিত ইঁহার প্রায় কোন সম্বন্ধ ছিল না। সেকালের পুলিশের দারোগাদের চরিত্রের ও কার্য্যপ্রণালীর যে সকল বিশেষত্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিই এই বিহারী দারোগাতে পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। বিশেষতঃ, তাঁহার মত তেজস্বী ও জেদী দারোগা বাঙ্গালার পুলিশ বিভাগে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত না! জাফরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন থানায় ইনি সুদীর্ঘকাল অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার প্রচণ্ড জেদের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার এলাকাস্থিত গ্রামসমূহের ধনী-দরিদ্র সকল প্রজাই সর্ব্বদা সশঙ্ক চিত্তে কালযাপন করিতেন। তিনি ইতর প্রকৃতির লোক না হইলেও, জেদ বজায় রাখিবার জন্য অন্যায় কার্য্য করিতে কখন কুণ্ঠিত হইতেন না; কার্য্যোদ্ধারের জন্য অসঙ্কোচে জালিয়াতি ও প্রতারণা-প্রবঞ্চনার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। জেদের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি একবার তাঁহার উপরওয়ালা এক পুলিশের ইন্‌স্পেক্টরকে ধরিয়া রুলপেটা করিয়াছিলেন! এতবড় দুঃসাহসের কাজ করিলেও, তদ্বিরের জোরে তাঁহার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নাই। তাঁহার এলাকায় যে সকল জমীদার বাস করিতেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই ষোড়শোপচারে পূজা পাঠাইয়া তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন। বস্তুতঃ, সেকালের

তিনি একটি আদর্শ দারোগা ছিলেন ; এবং 'ছেলে লেখা-পড়া না শেখে, দারোগাগিরি করে খাবে'—সেকালের গৃহিণীগণের এই উক্তি তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষরে-অক্ষরে খাটিত।

সুদীর্ঘকাল প্রচণ্ড তেজে ও অক্ষুণ্ণ দাপটে দারোগাগিরি করিয়া মহাবীর সিং যে সময় পেন্সন লইলেন, ঠিক সেই সময় হাতীভাঙ্গা পরগণা লইয়া সাহেব জমীদারদের সহিত নবাব বাহাদুরের বিরোধ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় মুচিবাড়িয়া থানার দারোগা নরেন্দ্রচন্দ্র ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেব-প্রদত্ত স্বর্ণঘটিত সালসা সেবনে যথেষ্ট শক্তি-সঞ্চয় করিয়া এই বিরোধে সাহেব-জমীদারদেরই স্বার্থরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। নবাব বাহাদুর জানিতে পারিলেন এই দারোগা সাহেব কোম্পানীর নিমকের খাতির রাখিতে গিয়া, পদে-পদে তাঁহার অনিষ্ট করিতেছে,—তাহার দ্বারা কোন কার্য্যই নিরপেক্ষ ভাবে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অথচ এই দারোগার কার্য্যে বাধা দিয়া, নবাব-সরকারের স্বার্থরক্ষা করিতে পারে, এরূপ কোন যোগ্য কর্ম্মচারীও তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে নবাব জানিতে পারিলেন, মহাবীর সিং পেন্সন লইয়া 'বেকার' বসিয়া আছেন। নবাব মহাবীর সিংকে বিলক্ষণ চিনিতেন,—বহুবার তাঁহার শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি মহাবীর সিংকে সুপারিন্টেন্ডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া হাতীভাঙ্গা পরগণায় প্রেরণ করিলেন।

যথাসময়ে এই সংবাদ ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের কর্ণগোচর হইল। মহাবীর সিং অনেক দিন মুচিবাড়িয়া থানায় দারোগাগিরি করিয়াছিলেন। সে সময় হাম্‌ফ্রি সাহেব মহাবীর সিংকে তোয়াজে তুষ্ট রাখিতেন, এবং বাঙ্গালী দারোগাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন—এই তেজস্বী ও ধূর্ত্ত বিহারী দারোগার সহিত সেরূপ

অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার চলিবে না বুঝিয়া, তাঁহাকে যথেষ্ট খাতির, সম্মান করিতেন, কোন দিন তাঁহাদের মধ্যে মতান্তরের কোন কারণ ঘটে নাই। সুতরাং মহাবীর হাতীভাঙ্গার সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেব দুশ্চিন্তার কোন কারণ দেখিলেন না, বরং তিনি আশ্বস্তই হইলেন; মনে করিলেন, 'পুরাতন বন্ধু' মহাবীরকে হস্তগত করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না,—নরেন্দ্র দারোগার ন্যায় তিনিও তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইবেন। দীর্ঘকাল কুঠির ম্যানেজারী করিয়া 'নেটিভ'-চরিত্রে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

মহাবীর সাহেব-সরকারের বিরুদ্ধ-পক্ষের চাকরী স্বীকার করিলেও, হাম্‌ফ্রি সাহেবের সহিত অতীত কালের সৌহৃদ্য স্মরণ করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সাহেবের অনুরোধে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বহু দিন পরে 'পুরাতন বন্ধু'র দেখা পাইয়া সাহেবের হৃদয়ে প্রেম উথলিয়া উঠিল। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সমকক্ষের ন্যায় মহাবীরের করমর্দ্দন করিলেন; এবং তাঁহাকে পাশের চেয়ারে বসাইয়া সুখ-দুঃখের কত কথাই বলিলেন। মহাবীরও প্রাণ খুলিয়া সাহেবের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল আলাপের পর প্রসঙ্গক্রমে হাতীভাঙ্গা লইয়া নবাব-সরকারের সহিত তাঁহাদের বিরোধ, নবাবের অনুচিত ব্যবহার, মহাবীরের নূতন চাকরী প্রভৃতির কথা উঠিল। সাহেবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মহাবীর হঠাৎ গম্ভীর হইলেন, এবং অনিচ্ছার সহিত সাহেবের কথা শুনিতে লাগিলেন; কিন্তু সাহেব যখন এই বিরোধের জন্য নবাবকেই দায়ী করিলেন, তখন মহাবীর হাম্‌ফ্রি সাহেবের কথার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কূটবুদ্ধি হাম্‌ফ্রি সাহেব মহাবীরের

প্রতিবাদে বিন্দুমাত্র ক্রোধ বা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ না করিয়া, ধীরভাবে এই মর্ম্মে কথা বলিলেন,—দোষ যে পক্ষেরই হোক, সে কথা লইয়া আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করিব না। তুমি আমার পরম বন্ধু—'ওল্ড ফ্রেণ্ড'; তুমি যে হাতীভাঙ্গা পরগণার স্থপারিন্টেন্ডেন্ট হইয়া আসিয়াছ, আমার পক্ষে ইহা বড়ই আশা ও আনন্দের বিষয়। তুমি আমাদের হিতৈষী, তোমাকে দিয়া আমাদের স্বার্থ ষোলআনা বজায় থাকিবে। নবাব একমুঠা 'চানা' দিয়া তোমার মাথা কিনিয়া লইতে পারিবে না—এ আশা আমি নিশ্চয়ই করিতে পারি। এই ভাবে কথা পাড়িয়া, হাম্‌ফ্রি সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহাবীরের স্থূল ও সুদীর্ঘ পাকা গোঁফ জোড়াটার দিকে চাহিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাহেবের সেই তীব্র দৃষ্টিপাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সাহেব, আপনার পূর্ব্বানুগ্রহ স্মরণ করিয়াই আমি আপনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি নাই। আমার মনিবের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, আপনাকে সেলাম দিতে আসিয়াছি। আমি নবাব-সরকারের চাকর, এই হিসাবে এ কাজটি আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। এজন্য আমি আন্তরিক সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি। তাহার পর, আমার বর্ত্তমান চাকরীর প্রসঙ্গে আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা আমার ব্যক্তিগত বিষয় নহে। আমাদের প্রাইভেট আলাপের মধ্যে সে কথার আলোচনা আপনারও কর্ত্তব্য হয় নাই, আমারও সেই আলোচনায় যোগদান করিবার অধিকার নাই বলিয়াই মনে হইয়াছিল; কিন্তু আপনার ঐ সকল কথা শুনিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে পারে মনে করিয়া, আমি অনিচ্ছার সহিত তাহাও শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আপনি শেষে যে প্রস্তাব করিলেন, এই প্রস্তাব আমার পক্ষে কতদূর অপমানজনক, স্বার্থচিন্তার

অভিভূত না হইলে আপনি নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতে পারিতেন। আশা করি, আমার অপমান করিবার উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে এখানে আহ্বান করেন নাই। জমিদার-কোম্পানীর ম্যানেজার না হইয়া, আজ যদি নবাব-ষ্টেটের ম্যানেজার হইতেন, আর যদি প্রতি-পক্ষের কেহ বন্ধু ভাবে আপনাকে আহ্বান করিয়া, নবাব-সরকারের প্রতি আপনাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে অনুরোধ করিত, তাহা হইলে আপনি কি অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করিয়া নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সম্মত হইতেন? আমি নবাব-সরকারের লবণ ভক্ষণ করিয়াছি; আপনি আমার নিকট নিমকহারামীর প্রত্যাশা করিবেন না। আমাদের দেশে নিমকহারামের অভাব নাই—লজ্জার সহিত এ কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে; কিন্তু মহাবীর সিং নিমক-হারাম নহে। আমাকে ডাকিয়া আনিয়া আপনি আমার যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন। আপনি এরূপ প্রস্তাব করিবেন জানিলে, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতাম না। আমি উঠিলাম সাহেব। সেলাম।”

তুবড়ীতে আগুন দিলে তাহার ভিতর হইতে জ্বলন্ত বারুদ যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রূপে নিঃসারিত হয়—সেই রূপ এক নিঃশ্বাসে মহাবীর সিং এই অগ্নিময়ী বাণী নিঃসারিত করিয়া, সবেগে সাহেবের কামরা ত্যাগ করিলেন। অন্য কোন লোক হইলে সাহেব হয় ত ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চাপরাসীকে আদেশ করিতেন, ‘পাকড়াও।’—কিন্তু মহাবীর সিং কি চিজ্, তাহা সাহেবের অজ্ঞাত ছিল না। তাহাকে পাক্‌ড়াইবার হুকুম দেওয়া দূরের কথা,—মহাবীরের পুরুষোচিত তেজের পরিচয় পাইয়া, ক্ষণকাল তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে বসিয়া রহিলেন—যেন জোঁকের মুখে চূণ পড়িল! তাহার পর সহসা সাহেবের ক্রোধানল

প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার মনে একটু অভিমানেরও সঞ্চার হইল। সুদীর্ঘ কাল বাঙ্গালাদেশে চাকরী উপলক্ষে বাস করিয়া, কতকগুলা স্বার্থপর, ইতর, মূর্খ, সঙ্কীর্ণচেতা, স্তাবক আমলাবর্গে সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকিয়া, উন্নত-চরিত্র, মহৎ-হৃদয়, গুণগ্রাহী ইংরাজের উদারতা, মহত্ত্ব ও সত্যানুরাগের চিহ্ন পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব ছিল না। স্বার্থসিদ্ধিই কর্ম্ম-জীবনের সার্থকতার একমাত্র নিদর্শন বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। এই জন্যই মহাবীর সিংকে বিশ্বাসঘাতকতায় প্রলুব্ধ করিতে গিয়া, তাঁহার মুখে পুরুষের মত জবাব শুনিয়া, তাঁহার মন মহাবীরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানে পূর্ণ না হইয়া,—একটা পেন্সনভোগী নেটিভ দারোগার স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতায় ক্রোধ ও ক্ষোভে বিচলিত হইয়া উঠিল। এক সময় তিনি মহাবীরের কত উপকার করিয়াছেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কত রকমে সাহায্য করিয়াছেন,—আর সেই মহাবীর আজ নবাবের নিমক খাইয়া নিমকহারামী করিতে সম্মত হইল না,—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরের কথা, মুখের উপর তাঁহার অপমান করিতেও কুণ্ঠিত হইল না? নেটিভগুলা চিরদিনই এইরূপ স্বার্থের দাস। ইহারা কেবল রেকাবদলেরই যোগ্য,—অন্য কোন পুরস্কারের যোগ্য নহে।

হামফ্রি সাহেব কয়েক মিনিট নত-মস্তকে চিন্তা করিলেন; গভীর উত্তেজনায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইল; মুখ জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল; এবং তাঁহার চক্ষু যে ভাব ধারণ করিল—পদানত, ক্রুদ্ধ, দংশনোন্মুখ সর্পের চক্ষেই তাহা লক্ষিত হয়!—তিনি হঠাৎ মাথা তুলিয়া বিকৃত-স্বরে হুঙ্কার দিলেন, "বেয়ারা!"

খাস কামরার বাহিরে বারান্দার রেলিংএর কাছে একখানি জীর্ণ

টুলের উপর মাথায় 'পগ্‌গ বাঁধা', চাপরাস-আঁটা চাপরাসী দিবা-স্বপ্নে মগ্ন ছিল। সাহেবের অস্বাভাবিক হুঙ্কারে সে চম্‌কাইয়া উঠিল। তাহার পর সাহেবের খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া, তাহার সুদীর্ঘ পাকা দাড়ী গালিচার প্রায় চারি ইঞ্চি উর্দ্ধে রাখিয়া জ্যা আকৃষ্ট ধনুবৎ দেহভঙ্গীতে অভিবাদন করিল; তাহার পর সে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই সাহেব বলিলেন, "ডারোগা চন্ডর বাবুকো সেলাম ডেও।"—চন্ডর বাবু অর্থে নরেন্দ্রচন্দ্র,—হাম্‌ফ্রি সাহেবের, ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো!

চাপরাসী দারোগা বাবুকে সেলাম দিতে থানায় দৌড়াইল। নরেন দারোগার কাছে সেলাম পৌছিতে কয়েক মিনিট বিলম্ব হইবে বুঝিয়া, সাহেব অন্য একজন বেহারা দ্বারা নায়েবকে ডাকাইলেন।

অসময়ে সাহেব হঠাৎ ডাকেন কেন বুঝিতে না পারিয়া, নায়েবের মন দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। গোঁসাই প্রভু তাহার সেরেস্তা হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া বলিল, "হ্যাঁরে এব্রাহিম, সাহেব এখন হঠাৎ আমাকে ডাক্‌তে বল্লে কেন?"

এব্রাহিম বলিল, "তা বুল্‌তে পাল্লে তো হুজুর এই ঝক্‌মারির চাকরীতে জবাব দিয়ে এদ্দিন হেঁদুর গণৎকারের মতোন বগোলে পাজি-পুঁথি নিয়ে গেরস্তর বাড়ী-বাড়ী দৈবিগ্যিগিরি কর‍্যা বেড়াতাম। সায়েব আপনারে ডাক্‌লো কি জন্যি, তা সায়েবের সাম্‌নে হাজির হল্যাই সমজাতি পারবা। সায়েব দারোগা বাবুকে ডাক্‌তি বকাউল্লা চাচাকে পেঠিয়ে, আমাকে বুল্‌লে ডাক্‌ নায়েবকে। সায়েবের মুখখানা বড্ডা ব্যাজার-ব্যাজার ঠেক্‌লো।"

এব্রাহিমের কথা শুনিয়া শ্রীনাথ নায়েবের আতঙ্ক চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল; কোন 'অপষ্টদাস' সাহেবের কাছে নায়েবের ঘুষ খাওয়ার কোন

প্রমাণ উপস্থিত করে নাই ত? সেদিন বৃহস্পতিবার হইলেও তখনও বারবেলা পড়ে নাই, ইহাই যা কিছু আশা-ভরসার কথা!

শ্রীনাথ নায়েব অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে-কাঁপিতে হাত দু'খানা গরুড় পক্ষীর মত বুকের কাছে যোড় করিয়া, জুতা জোড়াটা বারান্দায় খুলিয়া রাখিয়া, সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সাহেবের ভীষণ মুখকান্তি দেখিয়া ভয়ে নায়েবের প্রাণ উড়িয়া গেল,—কোন কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না,—হাত জোড় করিয়া স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সাহেব কোন 'অপষ্টদাসে'র দরখাস্ত বা ঘুষের প্রমাণ উত্থাপন করিলেন না। তিনি নায়েবের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "টোমাডের কালা আডমি সব বেটা সমান ছুঁচা আছে। হাজার উপকার করো, কাম হাসিল হইবামাত্র সব ভুলিয়া যায়, সব বেটা সাচুপুরুষ হয়!"

নায়েব সাহস পাইয়া সেলাম দিয়া বলিল, "হাঁ হুজুর, তেমন নিমক-হারাম আমাদের মধ্যে দুই-পাঁচটা আছে বৈ কি! এই নচ্ছার, পাজীর পা-ঝাড়া বাঙ্গালী জাতের কথা বলেন কেন হুজুর! নিমকহারামী না করলে বাঙ্গালী জাতের পেটে কি অন্ন হজম হয় হুজুর!"

হুজুর বলিলেন, "কেবল বাঙ্গালী কেন, এ ডেশের টামাম্ কালা আডমীই উপকার গ্রহণ করিয়া, কেউটে সাপের মট ডংশন কোরিটে উড্যট্ হয়। ডারোগা মহাবীর সিং বিহারী, টাহারও ঐ প্রকার স্বভাব। আমি টাহার কেট উপকার করিয়াছি,—টা সাণ্ডেল নায়েব উট্টম জানিট। কটো সঙ্গীন বিপডে টাহাকে উডডার করিয়াছি; আর আজ সেই হারামখোর বেইমান আমার মুখের উপর জবাব ডিল—সে সেই নেড়ে বেটার নুন খাইয়াছে—নিমকহারামী করিটে পারিবে না!"

নায়েব যেন কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া বলিল, "কোন্ নেড়ে বেটার কথা বল্‌চেন হুজুর!"

সাহেব বলিলেন, "আমাদের দুষমন, সেই নবাব, আবার কে ?"

নায়েব বলিল, "হাঁ, হুজুর, হাল্‌ফিল্‌ মহাবীর দারোগা নবাবের চাকরী লইয়াছে বটে,—হাতীভাঙ্গার 'সুপরণ দণ্ড' হইয়াছে। শুনিলাম, সে হুজুরকে সেলাম দিতে আসিয়াছিল।"

সাহেব বলিলেন, "আমি টাহাকে ডাকাইয়াছিলাম। সে আমার বহুট্‌ নিমক গিলিয়াছে—সে কটা টাহাকে স্মরণ করাইয়া ডিলে,—সে পষ্ট বলিল,—নিমকহারামী করিয়া আমাদের সাহায্য করিটে পারিবে না। হারামজাদা নিমকহারাম!"

সাহেবের এই মন্তব্য প্রকাশের পর কি বলা উচিত, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, নায়েব চুপ করিয়া রহিল, ইচ্ছা হইল, সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্য মহাবীর সিংকে আরও খানিক গালাগালি করে; কিন্তু আগাগোড়া এই চাটুনী চালাইলে, সাহেব আবার কি সুর ধরিবে, তাহাও অনুমান করা কঠিন। একদম্‌ মুখ বুঁজিয়া থাকিলেও সাহেব হয় ত তাহাকে অকর্ম্মণ্য মনে করিবেন। সুতরাং সে পুনর্ব্বার সেলাম দিয়া বলিল, "হুজুর, মহাবীর সিং আর আমাদের কি এমন উপকার করিবে? সেই ছাতুখোর ভোজপুরে যখন যে থানায় গিয়াছে—সেই এলাকার প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, জমীদারদেরও নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় নাই। এজন্য নবাব মনে করিয়াছে, সে ছাতা দিয়া তাহার মাথা রক্ষা করিবে! এক সময় মহাবীরের বিষ ছিল বটে, কিন্তু এখন সে বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া। বরং নরেন্‌ দারোগাকে দিয়া কাজ হইতেছে, ভবিষ্যতেও হইবে। তাহার সকল 'রিপোর্ট'ই আমাদের অনুকূল হইতেছে। তাহার সাহায্যেই আমাদের কার্য্যোদ্ধার হইবে। মহাবীরের মুখাপেক্ষী হইবার কোনও প্রয়োজন নাই হুজুর! বিশেষতঃ, সম্প্রতি ঢোল-সহরেতে প্রজাদের জানানো হইয়াছে, তাহারা দুই বৎসরের জন্য

'লালকর' মাফ্ পাইবে। ইহাতে প্রজাদের আনন্দের সীমা নাই। তাহারা দুইহাত তুলিয়া প্রার্থনা করিতেছে, হুজুর চিরজীবী হউন। তাহারা নবাবের প্রজা হইতে চাহে না। চিরজীবন কাণ্সারণের প্রজা হইয়া পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে সুখ ভোগ করিবার জন্য তাহাদের যেরূপ আগ্রহের কথা শোনা যাইতেছে,—তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, হাতীভাঙ্গার এক প্রজাও নবাবের অনুকূলে সাক্ষ্য দিবে না।—আর—"

নায়েব আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব আরক্ত নেত্রে ধমক দিয়া বলিলেন, "বক্‌বক্ মৎ করো খোঁসামুদী! টুমি যাহা বলিটেছ, টাহা মেঠো আমিনেরই উপযুক্ট, ফৌজডারী মাম্‌লা চালাইবার বুড্‌হি টোমার ঘটে নাই। মহাবীর সিং আমায় অপমান কোরিলো, টাহার ডর্প আমি ভঙ্গ কোরিটে চাই।"

সাহেবের তাড়া খাইয়া নায়েব একদম্ নির্ব্বাক হইল, এবং টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্র দারোগা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সাহেব সাদরে তাহার করমর্দ্দন করিয়া সম্মুখের চেয়ারে বসাইলেন। নরেন্দ্র দারোগা পূর্ব্বে কোন দিন ম্যানেজার সাহেবের নিকট এরূপ সাদর অভ্যর্থনা পায় নাই। এই অপ্রত্যাশিত-পূর্ব্ব আদরে দারোগা অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং সাহেবের আদেশ শুনিবার জন্য তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হাতীভাঙ্গা পরগণা লইয়া নায়েবের সহিত সাহেব-সরকারের যে ফৌজদারী মামলা চলিতেছিল, তাহার সকল অবস্থাই হাম্‌ফ্রি সাহেবের সুবিদিত ছিল। সাহেব 'সিগারেটকেস' খুলিয়া একটি সিগারেট দারোগার হাতে দিলেন; আর একটি নিজের মুখে গুঁজিয়া, দুই-এক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিবার পর মামলার অবস্থার কথা দারোগাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন। দারোগা বলিল, "হুজুরের প্রত্যেক আদেশ পালন করিয়াছি। নবাব পক্ষের যে সকল লোক মাছ ধরিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে মুচলেকায় আবদ্ধ করিবার জন্য রিপোর্ট দিয়াছি। ভবিষ্যতে কোন প্রজা আর মাছ ধরিতে সাহস করিবে না। ফৌজদারী আইনে ইহার অধিক শাস্তির বিধান নাই,—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।"

সাহেব সিগারেটে দুই একটা টান দিয়া বলিলেন, "ওয়েল ডারোগা, টুমি কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার নিমিট্ট যাহা করিয়াছ,—সেজন্য টুমি ডন্যবাডের পাট্র, কিণ্টু বজ্জাট্ প্রজালোকের এই শাষ্টি যথেষ্ট মনে হয় না। তুমি কি টাহাদের অটিক শাষ্টির বেবষ্টা করিতে পার না? সে শক্টি কি টোমার নাই?"

দারোগা বলিল, "আছে হুজুর! আমি সেই বদমায়েসদের হাতে হাতকড়ি দিয়া চালান দিতে পারি। কিন্তু বিচার করিবার অধিকার আমার নাই। এ অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ইহার অধিক দণ্ড হইতে পারে না। আইনের এই ত্রুটী বাস্তবিকই বড় শোচনীয়; কিন্তু উপায় কি, সাহেব?"

সাহেব পুনর্ব্বার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "অল্‌রাইট, টোমার হাটে যতটুকু শক্টি আছে—টাহার সড্ব্যবহার করো; এজন্য টুমি কোম্পানীর টরফ্ হইতে উপযুক্ট বক্‌শিসের আশা করিটে পার,—এ বিষয়ে আমার ট্রুটি হইবে না। নায়েব!"

শ্রীনাথ গোঁসাই "হুজুর!" বলিয়া হাত যোড় করিয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিল। সাহেব মুখে কোন কথা না বলিয়া, তাহাকে তিনটি আঙ্গুল দেখাইলেন। কথায় বলে 'সাপের হাঁই বেদেয় চেনে!' নায়েব সাহেবের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ সেরেস্তায় ফিরিয়া গেল; এবং একশত টাকা হিসাবে তিন কেতা নোট আনিয়া সাহেবের

টেবিলে রাখিল। সাহেব তাহা পরীক্ষা করিয়া, সহাস্যে দারোগার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিলেন!

দারোগা আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়া আনন্দে অভিভূত হইল; কিন্তু মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া, সাহেবের নিকট সাধুতা প্রদর্শনের জন্য বলিল, "হুজুরের আদেশ পালন আমার প্রধান কর্ত্তব্য; আমি কখনই তাহার ত্রুটি করিব না। হুজুর পুরস্কার বলিয়া যাহা আমাকে দান করিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া হুজুরের অপমান করি, সে শক্তি আমার নাই; সেরূপ বেয়াদপি প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। এইজন্যই অনিচ্ছার সহিত আমাকে এই পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইল। হুজুরেরই আমি আশ্রিত; এ অধীনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি থাকিলেই আমি কৃতার্থ হইব। আমি বিপক্ষদলের সকলকে হাতকড়ি দিয়া চালান দিব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সাহেব বলিলেন, "নবাব 'রিটায়ার্ড' ডারোগা মহাবীর সিংকে হাতীভাঙ্গা পরগণার স্থপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছে; সে যাহাটে অপডষ্ট্‌ হয়, তাহার বেবষ্টা করিবে। তাহাকে জব্‌ড করিতে পারিলে, টোমাকে আর এক ডফা বকশিস্‌ ডেওয়ার হুকুম ডিব।"

দারোগা বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর! সেই ছাতুখোরের দারোগা-গিরির চাল আমার কাছে খাটিবে না। তাহার কি দুর্দ্দশা করি তা হুজুর দেখিতেই পাইবেন। তবে ভবিষ্যতে যদি কোন বিপদে পড়ি, তখন হুজুর, এ অধীনকে রক্ষা করিতে হইবে। একটু আশ্বাস পাইলেই, আমি নির্ভয়ে হাত দেখাইতে পারি।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "কুছ্‌ পরোয়া নেই, পুলিশ স্থপারিন্‌-টেন্‌ডেণ্টের সঙ্গে আমার 'ডোষ্টি' আছে; টুমি এখন যাইতে পার, চৌধুরী!"

অতঃপর দারোগা নবাবের পক্ষভুক্ত প্রজাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক অভিযোগে তাহাদের হাতে হাতকড়ি দিয়া চালান দিতে লাগিল। ইহাতে নবাবের প্রজাদের মধ্যে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। নবাবের অনুকূলে যাহারা সাক্ষী হইয়াছিল, তাহারাও প্রমাদ গণিল ; তাহাদের ধারণা হইল—এ কোম্পানীরই রাজ্য ; জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত কোম্পানীর বাধ্য। কোম্পানীর তাঁবেদাররা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, ভবিষ্যতেও করিবে ; ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই। নবাবের যে কোন প্রজা হাতীভাঙ্গা পরগণার যে কোন জলা, যে কোন জমাজমী দখল করিতে যায়—নরেন্দ্র দারোগা তাহারই হাতে হাতকড়ি দিয়া চালান দেয় .দেখিয়া, প্রজারা এতই হতাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল যে, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মহাবীর সিং বহু চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে বশে রাখিতে পারিলেন না। বিপদের উপর বিপদ! দারোগা যাহাদিগকে চালান দিতে লাগিল, তাহারা সকলেই হাজতে আবদ্ধ হইল। এমন কি, বিশেষ চেষ্টায় আসামীদের একজনকেও জামিনে মুক্ত করা সম্ভব হইল না ; জামিনের প্রত্যেক দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল। ইহার কারণও কাহারও অজ্ঞাত রহিল না। মহাবীর সিং অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, জাফরগঞ্জ জেলার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী—মিসেস্ হ্যারিস্ দূরসম্পর্কে হাম্‌ফ্রি সাহেবের ভগ্নী!

কিন্তু এই ভাবে ক্রমাগত বিফল-মনোরথ হইয়াও মহাবীর সিং নিরুৎসাহ হইলেন না। তাঁহার চেষ্টা-যত্নে ও তদ্বিরে জমীদার কোম্পানীরও কয়েকজন লোক চালান হইল বটে, কিন্তু সেজন্য হামফ্রি সাহেবের বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। ফৌজদারী আদালতে নবাবের লোকদের অপরাধের বিচার আরম্ভ হইলে, কোম্পানীর অনুকূলেই হাকিমের রায় বাহির হইল।

মহাবীর সিং তখন আর এক চাল চালিলেন। মামলা আরম্ভ হইবার সময় হইতে শেষ পর্য্যন্ত দারোগা কোম্পানীর পক্ষাবলম্বন করিয়া নবাবের লোকজনের প্রতি যেরূপ—ব্যবহার করিয়াছিল, অকারণে যে সকল আসামীর জামিনের প্রার্থনা নামঞ্জুর হইয়াছিল, সুবিচারের ছলে নবাবের ন্যায্য অধিকার যে ভাবে হরণ করা হইতেছিল—তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া নবাব-দরবারে পেশ করিলেন। নবাব সেই তালিকার নকল সহ বিভাগীয় কমিশনরকে লিখিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট্ হ্যারিস সাহেব মুচিবাড়িয়া কাণ্সারণের ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের আত্মীয়; সুতরাং পক্ষপাতপূর্ণ বিচারে ক্রমাগত তিনি পরাজিত ও অপদস্থ হইতেছেন, এবং অন্যায় করিয়া তাঁহার ন্যায্য সম্পত্তিতে বেদখল করা হইতেছে। ইহাই যদি সুবিচার হয়, তাহা হইলে তিনি সকল ঘটনার বিবরণ সহ এই কেলেঙ্কারীর কথা ছোটলাট এবং বড়লাট সাহেবের গোচরে আনিবেন। ক্রমাগত এইরূপ বিচার-বিভ্রাটে ও শাসন-দণ্ডের অপপ্রয়োগে গবর্মেণ্টের সুনাম পর্য্যন্ত কলঙ্কিত হইবার উপক্রম হইয়াছে; এবং প্রজা-সাধারণেরও ধারণা হইয়াছে—তাহারা যে রাজ্যে বাস করিতেছে, তাহা ভারতেশ্বরের রাজ্য নহে,—জমীদার কোম্পানীরই মুলুক; যেখানে কুটুম্ববাৎসল্য নিরপেক্ষ আইনের স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিভাগীয় কমিশনর নবাব বাহাদুরের এই পত্র পাইবার অব্যবহিত পরেই জাফরগঞ্জের সদরে তদন্তে আসিলেন। তদন্তের কি ফল হইল, তাহা সাধারণের নিকট অপ্রকাশ; তবে দেখা গেল, কয়েক সপ্তাহ পরে ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যারিস্ সাহেব ভিন্ন জেলায় বদলী হইয়াছেন; এবং তাঁহার তাঁবেদার ডেপুটীদের বিচার-পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! কারণ, কমিশনর সাহেবের তদন্তের পর হইতে নবাব বাহাদুর প্রত্যেক মামলায়

জয়লাভ করিতে লাগিলেন; অবশেষে হাতীভাঙ্গা পরগণা নবাবের খাসে আসিল। প্রজারা বুঝিতে পারিল গবর্মেণ্টের রাজ্যে ইংরাজ হাম্‌ফ্রি সাহেব ও বাঙ্গালী নবাব উভয়েই সমান, এবং ইংরাজের আইন নিরপেক্ষ।

মহাবীর সিংএর কূট চক্রান্ত ভেদ করিতে না পারিয়া নরেন্দ্র দারোগাকে এরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল যে, মামলা চলিবার সময় সে, ইচ্ছা না থাকিলেও, সাহেব-সরকারের কতকগুলি লোককে চালান দিতে বাধ্য হইয়াছিল। দারোগা ঘুষও খাইল আবার তাঁহারই লোক-জনকে আসামী করিয়া চালান দিল,—এই সংবাদে হাম্‌ফ্রি সাহেব দারোগার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও মামলা চলিতেছিল বলিয়া তাঁহার মনের ভাব দারোগাকে বুঝিতে দেন নাই; মামলার বিচার-ফলের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বিচার শেষ হইলে হাম্‌ফ্রি সাহেব যৎপরোনাস্তি অপদস্থ হইলেন,—প্রজার কাছে তাঁহার মান-মর্য্যাদা বজায় রহিল না। এত বড় জেদের মামলায় তাঁহার পরাজয় হইল। তিনি যাহা গ্রাস করিয়াছিলেন, তাহা পরিপাক হইল না, উদ্গীরণ করিয়া দিতে হইল। তাহার উপর বিপুল অর্থব্যয় ও মনস্তাপ! অবশেষে তাঁহার সকল ক্রোধ দারোগার উপর গিয়া পড়িল।

শ্রীনাথ নায়েবও সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। নরেন্দ্র দারোগা—দারোগা হিসাবেও অতিরিক্ত লোভী ছিল। মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল, সে লুটের মহাল হাতে পাইয়াছে! যে অতিরিক্ত উৎকোচগ্রাহী,—উৎকোচ গ্রহণের ফন্দী-ফিকির সে ভালই জানে। নরেন দারোগা মুচিবাড়িয়ায় আসিয়াই দেখিয়াছিল—নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই নানা অভিযোগে প্রজাদের ধরিয়া আনিয়া সেলামী আদায় করে। যে সকল অভিযোগে 'উপরি'গুলা অনায়াসেই তাহার

হাতে আসিতে পারিত—তাহা তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নায়েবই ভক্ষণ করিতেছে!—পুলিশের প্রাপ্য উৎকোচ জমীদারের নায়েব আত্মসাৎ করে—এরূপ অন্যায় যে সহ্য করে, সে দারোগাই নয়। নরেন্দ্র দারোগা আপত্তি করিয়া বসিল, এবং নায়েবকে জানাইল, বে-আইনী কাজের জন্য কোন প্রজাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার তাহার নাই; ভবিষ্যতে এরূপ করিলে সে নায়েবের অনধিকার-চর্চ্চার কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতে বাধ্য হইবে; কারণ, ইহা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ম্যানেজার সাহেবের অগোচরে নায়েব অধিকাংশ সময় প্রজাদের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিত; পাছে দারোগা একটা গোলমাল বাধাইয়া বসে, এই ভয়ে গোঁসাই প্রভু দারোগাকে মাংসখণ্ডের বখরা দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিল; কিন্তু সে দারোগার উপর হাড়ে চটিয়া রহিল, সঙ্কল্প করিল সুযোগ পাইলেই তাহাকে দংশন করিবে। কিন্তু হাতীভাঙ্গা পরগণা লইয়া নবাবের সহিত সাহেব কোম্পানীর বিরোধ ঘনীভূত হওয়ায় হাম্‌ফ্রি সাহেব দারোগাকে হাতে রাখিবার জন্য তাহার 'তোয়াজ' আরম্ভ করায় নায়েব তাহাকে দংশন করিবার সুযোগ পায় নাই, ক্ষুব্ধ চিত্তে উৎকোচের অর্দ্ধাংশ দিয়া আসিতেছিল।

এত দিন পরে মামলা শেষ হইলে, দারোগার প্রতি সাহেবের গভীর বিরাগের পরিচয় পাইয়া নায়েব বুঝিল এতদিনে দংশনের সুযোগ উপস্থিত! এই সুযোগ সে ত্যাগ করিতে পারিল না। সে সাহেবকে বুঝাইয়া দিল মামলার এই পরাজয়ের জন্য নরেন্দ্র দারোগাই প্রধানতঃ দায়ী। সে উভয় পক্ষেই ঘুষ খাইয়া মামলাটির মস্তক চর্ব্বণ করিয়াছে; এমন কি, হুজুর সরকারের লোকগুলাকে পর্য্যন্ত চালান দিয়াছে। অতঃপর পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মুচিবাড়িয়ার সফরে আসিলে হাম্‌ফ্রি সাহেব দারোগার বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট কোন কথা বলিয়াছিলেন

কি না তাহা প্রকাশ নাই; কিন্তু নরেন্দ্র দারোগা হঠাৎ বদলীর আদেশ পাইল। তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল!

নরেন্দ্র দারোগা জানিত হাম্‌ফ্রি সাহেব তাহার প্রতি অত্যন্ত সদয়; সে সাহেবের কুঠিতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলে সাহেব তাহার করমর্দ্দন করেন, কর্ণমর্দ্দন করেন না, চেয়ারে বসিতে বলেন, এমন কি, সিগারেট পর্য্যন্ত দিয়া সম্মানিত করেন; বিশেষতঃ নবাবের সহিত বিরোধে সে ম্যানেজার সাহেবের অনুরোধে যে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছে—তাহা আজীবনকাল তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিবেন, এ বিষয়েও দারোগার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে যখন সাহেবকে বলিয়াছিল, ভবিষ্যতে যদি কোন বিপদে পড়ি, তখন হুজুর এ অধীনকে রক্ষা করিবেন,—তখন সাহেব বলিয়াছিলেন, পুলিশ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার 'দোস্তি' আছে। পুলিশ সাহেব তাহার বদলীর হুকুম দিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অসুবিধা ও বিপদের বিষয় আর কি হইতে পারে?—সুতরাং নরেন দারোগার ধারণা হইল, ম্যানেজার সাহেবকে ধরিলেই তিনি পুলিশ সাহেবকে লিখিয়া বদলির হুকুম রদ করিয়া দিবেন।

বদলীর হুকুম পাইয়া দারোগা আশ্বস্ত হৃদয়ে যখন হাম্‌ফ্রি সাহেবের কামরায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেল, তখন সাহেব বিচলিত চিত্তে কামরার বারান্দায় পাদচারণা করিতেছিলেন। নবাবের সহিত মামলায় পরাজয়ের শোক তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারেন নাই। নরেন দারোগাকে বারান্দায় উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়াই, তিনি দুই হাত পকেটে পূরিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। দারোগা ভাবিল, সাহেব তাহার অভ্যর্থনার জন্য 'সিগারেটের বাক্স' বাহির করিতে পকেটে হাত পূরিলেন। কিন্তু সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়াই দারোগার 'গৌরাঙ্গ কাঠ' হইল! অগ্নিময় চক্ষু যথা হর্য্যক্ষ পড়ে লম্ফ

দিয়া বৃষস্কন্ধে—তিনি যদিও হতভাগ্য দারোগার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন না, কিন্তু সেইরূপ 'দন্ত কড়মড়ি' করিয়া বলিলেন, "হারামজাড্, বেইমান্, নিমকহারাম, টুই আবার কোন্ আক্কেলে আমার সাম্‌নে আসিয়াছিস্? টোর চরম বাবা নবাবের কাছে যাইতে কি তোর সরম হইটেছে রে শুয়ার! আমি আর টোর মুখ ডর্শন করিতে চাহি না। ভাগ্ হিয়াসে, রাস্কেল!"

এরূপ তিরস্কার দারোগাগিরির 'অঙ্গের ভূষণ' কি না জানি না; কিন্তু সাহেবের নিকট এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা না করায়, সে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। তথাপি সে, 'পেটে খেলে পিঠে সয়'—এই সার সত্য উপলব্ধি করিয়া, এরূপ অশ্রাব্য কটূক্তি পরিপাক করিয়া, সাহেবের নিকট তাহার আর্জ্জি পেশ করিতে উদ্যত হইল! কিন্তু সাহেব তখনও তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া যখন গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার দিলেন, "বেয়ারা, চাবুক লাও" তখন পেটে খাইবার অনুরোধে পিঠে সহাইবার উৎসাহ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলুপ্ত হইল। বেয়ারা চাবুক আনিবার জন্য কামরায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দারোগা কুঠির 'হাতা' হইতে অদৃশ্য হইল।

নায়েব সেরেস্তায় বসিয়া এই দৃশ্যে বড়ই মজা উপভোগ করিল; মাথা নাড়িয়া বলিল, "বাবা, পিঠে খাও, ফোঁড় গোণ না। এখনই তোমার নাকালের শেষ হয়েছে না কি? সবুর কর, শ্রীনাথ গোঁসাই কি চিজ্, তা শীগগীরই টের পাবে। আমার কত কষ্টের উপরির বখ্‌রাদারী?"

বস্তুতঃ, নায়েব যে কি চিজ, তাহা দারোগার টের পাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। মুচিবাড়িয়া হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে, একমাত্র যান সনাতন গরুর গাড়ী; বহু দূরে না যাইলে রেল বা ষ্টীমার পাইবার উপায় নাই। তাহার উপর আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে এই অঞ্চলের

পথঘাটের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় যে, উভচর ভিন্ন সে সকল পথে অন্যে চলিতে পারে না। গরুর সাধ্য নাই—সেই একহাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া যায়! মহিষগুলি অধিকতর কষ্টসহ ও জল-কাদায় গমনাগমনে অভ্যস্ত বলিয়া এ সময় মহিষের গাড়ীর আশ্রয় লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। নরেন্দ্র দারোগা মুচিবাড়িয়া হইতে তাহার দোকান-পাট উঠাইয়া, অগত্যা একখানি মহিষের গাড়ীতে তাহার লট-বহর তুলিয়া দিল। গ্রামের এক প্রাণীও তাহাকে বিদায়াভিবাদন জানাইল না। কুঠির যে সকল কর্ম্মচারী দুই বেলা দারোগাকে সেলাম দিতে যাইত, এবং কোন দিন দারোগার মাথা ধরিলে অসহ্য শিরঃপীড়ায় কাতর হইত, এই শেষ বিদায়ের দিন তাহারা দারোগার দিকে ফিরিয়া চাহিল না! শ্রীনাথ নায়েব সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, দরগাপাড়ার বরকত সেখের গাড়ী দারোগা ভাড়া লইয়া যাইতেছে। কুঠীর একজন পেয়াদা বরকত গাড়োয়ানকে নায়েবের কাছে ধরিয়া আনিল; শ্রীনাথ নায়েব তাহাকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিয়া বিদায় করিল। বরকত কুঠিরই প্রজা।

দারোগাকে লইয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটী বিল; বিলে তেমন বেশী জল ছিল না,—যত জল, তার তিন গুণ পাঁক! সেই বিলের কিনারা দিয়া দারোগার গাড়ী চলিতে লাগিল। গাড়ীর পশ্চাতে দারোগার পোর্টম্যাণ্টো, কাপড়ের বুঁচকি তৈজসপত্রের বস্তা, আরও কত কি! সেই স্তূপের উপর পা দু'খানি রাখিয়া, দারোগা গাড়ীর ছৈএর ভিতর ত্রিভঙ্গ হইয়া মুদিত নেত্রে পড়িয়া ছিল। তাহার তখন নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। গাড়ী হঠর হট করিয়া একবার উঁচু জমীতে উঠিতেছে, দুই মিনিট পরে 'গড়ানে' নামিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়ন অনুভূত

হইতেছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় নিদ্রাসুখের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। দারোগা 'দুই নৌকায় পা দিয়া' কিরূপ লাভবান্ হইয়াছে, বোধ হয় মুদিত নেত্রে সেই কথাই চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় হুড়মুড়—হড়াস করিয়া একটা শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে দারোগা 'মরিচি রে, মেরে ফেল্লে রে!' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! তাহার পোর্টম্যাণ্টোটা উল্‌টাইয়া পড়িয়া, তাহার বক্ষঃস্থলে গিরিগোবর্দ্ধনের মত চাপিয়া বসিল; এবং তৈজসপত্রের বস্তাটা গড়াইয়া তাহার মুখ-মণ্ডলে চাপিল; একখানি কাঁসার থালার কিনারায় তাহার কপালের কিয়দংশ কাটিয়া গেল। ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ও সুসাধ্য! গাড়ী বিলের পাশের উঁচু পথ দিয়া চলিতেছিল। সেই সময় গাড়োয়ান বামের মহিষকে যেমন পাঁচন কষিয়াছে, আর মহিষ পুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া বিলের দিকে ঝুল দিয়াছে, সেই ঝুলেই কুপোকাৎ! গাড়ী বিলের পাঁকের মধ্যে উল্টাইয়া পড়িয়া অবস্থা এইরূপ শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

দারোগা প্রাণ লইয়া অতি কষ্টে গাড়ীর ছৈএর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল; কিন্তু বিলের পাঁকে পড়িয়া তাহাকে ভূত সাজিতে হইল। সে বিলের কূলে উঠিয়া গাড়োয়ানকে মারে আর কি! তখন গাড়োয়ান নরম হইয়া বলিল, "দৈবির কতা কি কওয়া যায় হুজুর! আমি ত আর খোন কর‍্যা বিলের মদ্দি গাড়ী ফেলি নি। তা বু'লে আপুনি যদি তেরিমেরি করেন ত থাক্‌লো গাড়ী পড়্যা, মাল পত্তোর নিয়ে আপুনি পথ ছাখেন।" অগত্যা দারোগাকে ঠাণ্ডা হইতে হইল। সে বলিল, "তোর গাড়ী ভাড়া ক'রে আমার যে সর্ব্বনাশ হ'লো রে ব্যাটা! বাক্সের মধ্যে যে আমার কাপড়-চোপড়, দামী-দামী পোষাক রয়েছে,—বাক্সের মধ্যে জল-কাদা ঢুকেছে। শীগগীর গাড়ীখানা সোজা ক'রে ডাঙ্গায় তোল্।"

"হঃ, তা কি আমার সাদ্দি! যে বিশ মোণ বুজাই গাড়ীতে চেপিয়েচো, ও চাগানো এ্যাট্টা মান্ষির ক্ষ্যামোতা কি?"—বলিয়া বরকত গাড়োয়ান সেই মহাপঙ্কে নিমজ্জিত শকটচক্র ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। দারোগা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিল, "কাঁধ বাধিয়ে চাগিয়ে তোল্ না।"—গাড়োয়ান বলিল, "হঃ, কাঁদ বেদিয়ে আমি পাকের মদ্দি তলিয়ে যাই; খাসা কতা বুল্লে মশাই!"

বিস্তর টানাটানিতেও গাড়ী সোজা করাই গেল না, ডাঙ্গায় তোলা ত দূরের কথা! শেষে গাড়োয়ান যখন দেখিল, দারোগার বাক্সের ভিতর যথেষ্ট পাঁক ও জল প্রবেশ করিয়াছে, তখন সে পাশের ক্ষেত হইতে কয়েকজন কৃষককে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সাহায্যে গাড়ী তুলিয়া লইল। দারোগা পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া তাহার মূল্যবান্ পোষাক-গুলির অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াও দারোগার গ্রহের ফের দূর হইল না। একদিন রাত্রে চোরে সিঁদ কাটিয়া তার স্ত্রীর স্বর্ণালঙ্কারগুলি অপহরণ করিল। বিস্তর চেষ্টাতেও চোর ধরা পড়িল না; অপহৃত অলঙ্কারও পাওয়া গেল না। এই চোর যে গোঁসাই প্রভুর ভক্ত শিষ্য, ইহা অনেকেই অনুমান করিতে পারিয়াছিল, দারোগাও বুঝিয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মুচিবাড়িয়া কাণ্সার্ণের ভূতপূর্ব্ব নায়েব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালের শোচনীয় মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার সুখশান্তির আগারে যেন অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাদেব সান্যাল বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সহিত পৃথক হইয়া নিজের অংশানুযায়ী সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার চালচলন নিতান্ত সাদাসিধা রকম হইয়া উঠিল; তিনি সর্ব্বপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শম্ভুনাথ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাঁহার পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, তাঁহার পিতার অনুগ্রহে জীবিকার সংস্থান করিতে সমর্থ হইয়া, শ্রীনাথ গোঁসাই তাঁহার পিতার প্রতি কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাঁহার অন্তিম জীবন কিরূপ অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, শম্ভুনাথ কোন দিন তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি শ্রীনাথ নায়েবকে শ্রদ্ধা বা সম্মানের চক্ষে দেখিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। নায়েবকে তিনি শত্রু মনে করিতে লাগিলেন; এবং নায়েবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি নায়েবকে জব্দ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সুতরাং নায়েব অল্প দিনের মধ্যেই শম্ভুনাথের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিল। কিন্তু নায়েব নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াও শম্ভুনাথকে অপদস্থ বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে সে শম্ভুনাথকে দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশ্যে মহাদেব সান্যালকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিল; এবং তাঁহার সম্পত্তি জমীদার

কোম্পানীকে বিক্রয় করিতে পরামর্শ দিল। মহাদেব তাঁহার সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কিছু অধিক টাকা পাইয়া, তাঁহার অংশ কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; এবং বাসপল্লী পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরীধামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মহাদেব সান্যাল দেশত্যাগী হইলেন, তাঁহার সম্পত্তি জমীদার-সরকারের হস্তগত হইল; সুতরাং শম্ভুনাথ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়াছেন বুঝিয়া, শ্রীনাথ নায়েব তাঁহাকে চূর্ণ করিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শম্ভুনাথের ছিদ্র আবিষ্কার করিবার জন্য নায়েবের গোয়েন্দা ও গুপ্তচরেরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু শম্ভু বড় সতর্ক ও চতুর। নায়েব শত চেষ্টাতেও তাঁহাকে জালে ফেলিতে না পারিয়া, মনস্তাপে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। মনের কষ্টে তাহার ক্ষুধা ও নিদ্রা অর্দ্ধেক কমিয়া গেল!

এই সময় স্বদেশী আন্দোলন ও সুবিখ্যাত বোমার মামলা উপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রলয়ের সূচনা লক্ষিত হইতেছিল! সেই সময় বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হইয়া ভৈরব গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকে যে অশনি-সম্পাত আরম্ভ করিয়াছিল, সে কথা এখনও অনেকেরই স্মরণ আছে। সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া যেন ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। একদিকে ঘন-ঘন 'রাজনৈতিক ডাকাতি' আরম্ভ হইয়াছিল, অন্যদিকে বহু নিরপরাধ ও নির্ব্বিরোধ ব্যক্তি দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে পুলিশের সন্দেহভাজন হইয়া নিত্য উৎপীড়িত ও অপমানিত হইতেছিল। তখন প্রতি দিন পুলিশের নিকট কত বেনামী চিঠি আসিত, তাহার সংখ্যা নাই। শত্রুকে জব্দ করিবার এরূপ সুযোগ বহু দিন কেহ পায় নাই! পুলিশ সেই সকল চিঠির কোন্‌খানি সত্য, কোন্‌খানি মিথ্যা, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পাইত না,—

বোধ হয় সে ইচ্ছাও তাহাদের ছিল না। সুতরাং এইরূপ চিঠি পাইলেই তাহারা মহা উৎসাহে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ী খানাতল্লাস করিত। নির্ব্বিরোধ নিরপরাধ ব্যক্তির বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া পুলিশকে কোন দিন অপদস্থ হইতে হইয়াছে বা উপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে, এ কথা আমরা কোন দিন শুনিতে পাই পাই। বিনা দোষে কত নিরীহ ব্যক্তি যে উৎপীড়িত হইয়াছিল—তাহার সংখ্যা স্থির করা অসম্ভব!

শম্ভুনাথের ছিদ্রান্বেষী নায়েব এরূপ উৎকৃষ্ট সুযোগ ত্যাগ করিবে—ইহা আশা করা যায় না। বিশেষতঃ শম্ভুনাথ কালধর্ম্মে স্বদেশী আন্দোলনের কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীনাথ নায়েব বিস্তর মাথা ঘামাইয়া ও যথাসাধ্য রচনা কৌশলের সাহায্যে একখানি বেনামী চিঠির 'মুসাবিদা' করিয়া পুলিশের নিকট প্রেরণ করিল। তাহার মর্ম্ম এই :—শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ সান্যাল ও তস্য ভ্রাতারা স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান পাণ্ডা, ইহা পুলিশের সুবিদিত; কিন্তু তাহারা যে ইংরাজ গবরমেণ্টকে বোমায় উড়াইয়া দেওয়ার দুরভিসন্ধিতে গোপনে বাড়ীতে আগ্নেয় অস্ত্রাদির কারখানা স্থাপন করিয়াছে, সম্ভবতঃ এ সংবাদ পুলিশের অবিদিত। গবরমেণ্টের হিতৈষী রাজভক্ত প্রজা স্পষ্ট দাসের এই সংবাদে নির্ভর করিয়া পুলিশ খানাতল্লাস করিলেই তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে; এবং উহাদের উদ্যোগ আয়োজনের সকল প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

এরূপ অব্যর্থ ও অকাট্য প্রমাণ উপেক্ষা করিবে—বাঙ্গলার পুলিশ এত নির্ব্বোধ নহে। বিশেষতঃ, সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল বহু অর্থ রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। সুতরাং পর দিন প্রত্যুষে বহু সংখ্যক লালপাগড়ী দ্বারা শম্ভু সান্যালের অট্টালিকা পরিবেষ্টিত হইল। অনন্তর

পুলিশের ডেপুটী স্থপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও দারোগা সহ শম্ভুর অন্দরে প্রবেশ করিয়া কামান, বন্দুক ও বোমার কারখানা আবিষ্কার করিবার জন্য গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেন ; কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ডেপুটী স্থপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট বাঙ্গালী,—পুলিশের অধস্তন কর্ম্মচারিগণের অনেকে যেরূপ 'পণের ভক্ত'—তিনি সে প্রকৃতির কর্ম্মচারী ছিলেন না, বিশেষতঃ লোকটি সদাশয়। মিথ্যা সন্দেহে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারকে অপদস্থ ও মর্ম্মাহত হইতে হইল দেখিয়া, তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। যে বেনামী পত্রে নির্ভর করিয়া তাঁহারা এই খানাতল্লাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা যে শত্রুতামূলক—এ বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কাহার শত্রুতায় এই বেনামী পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান লওয়াও তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন না। তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত তদন্তের ফলে জানিতে পারিলেন, নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই শম্ভুনাথ সান্যালের একমাত্র শত্রু,—শম্ভুনাথের সহিত আর কাহারও শত্রুতা নাই। ডেপুটী স্থপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট তাঁহার খানাতল্লাসের রিপোর্টে এই কথাই লিপিবদ্ধ করিলেন। কিন্তু বেনামী পত্রখানি যে নায়েবের লিখিত, ইহা সপ্রমাণ না হওয়ায়, পরের অনিষ্ট চেষ্টায় ফাঁদ পাতিয়া কুচক্রী নায়েবকে সেই ফাঁদে পড়িতে হইল না।

শম্ভু সান্যালকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা এই ভাবে বিফল হওয়ায়, নায়েবের ক্ষোভের সীমা রহিল না ; কিন্তু তখনও নায়েব তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টায় বিরত হইল না ! সে গোপনে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল ; এবং জমীদার সরকারের সাহায্যে তাঁহার অধিকৃত জমীজমাগুলি কোন কৌশলে বেদখল করিতে পারে কি না তাহারও চেষ্টা করিয়া দেখিল ; কিন্তু সেখানেও দন্তস্ফুট হইল না !

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইল। শম্ভু সান্যালের কনিষ্ঠ

সহোদর পৃথ্বীশ সান্যাল জেলার কলেজে বি-এ পড়িতে লাগিল। পৃথ্বীশ উদ্ধত ও নির্ভীক যুবক ; নায়েবের দুর্ব্যবহার সে সহ্য করিতে পারিত না। একবার গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়া পৃথ্বীশ প্রকাশ্য ভাবে নায়েবকে অপমান করিল ; এবং অনেকের সম্মুখে নায়েবের পারিবারিক কলঙ্ক প্রচার করিল। নায়েব এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, পৃথ্বীশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করিল। পৃথ্বীশ ইত্যবসরে জাফরগঞ্জ জেলার সদরে আসিয়া জানিতে পারিল, তাহার বিরুদ্ধে প্রথমে শমন ও পরে 'ওয়ারেণ্ট' বাহির হইয়াছে। পৃথ্বীশ বিপন্ন হইয়া কলেজের অধ্যক্ষের শরণাপন্ন হইল। কলেজের অধ্যক্ষ ইংরাজ,—তিনি নায়েবের দুর্ব্যবহারের বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিয়া পৃথ্বীশকে অভয় দান করিলেন। পৃথ্বীশ তাঁহার আশ্রয়ে বাস করায়, পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ পাইল না। অবশেষে অধ্যক্ষ সাহেব পৃথ্বীশকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কোর্টে উপস্থিত হইলেন, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নায়েবের সহিত পৃথ্বীশের বিরোধের কারণ বিবৃত করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট নায়েবের ইতরতার ও কৃতঘ্নতার পরিচয় পাইয়া, এবং পৃথ্বীশের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ বিদ্বেষমূলক, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে নিষ্কৃতি দান করিলেন। দেশীয় ছাত্রগণের সহিত ব্যবহারে ও চরিত্রগত বিশিষ্টতায় সেকালের ইংরাজ অধ্যাপক ও একালের ইংরাজ অধ্যাপক—এই উভয়ের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ,—এই ঘটনাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংরাজ অধ্যাপক ও দেশীয় ছাত্রের মধ্যে ফেরিওয়ালা ও ক্রেতার মত যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে এই ঘটনা কাল্পনিক বলিয়াই অনেকের সন্দেহ হইতে পারে ; কিন্তু ইহার এক বর্ণও কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে।

নায়েব এই ভাবে অপদস্থ হইয়া ক্রোধে যেরূপ গর্জ্জন করিতে

লাগিল, তাহা চতুষ্পদ গো-স্বামী অর্থাৎ ষাঁড়ের গর্জ্জনের অনুরূপ! অবশেষে গোঁসাইজি রাগ আর সামলাইতে না পারিয়া, কলেজের প্রিন্সিপাল-সাহেবকে পর্য্যন্ত ব্যঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—দুর্জ্জনের মুখে এই জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। কয়েকজন গুণ্ডা লাঠীসড়কী লইয়া আস্তাবলে সাহেবের ঘোড়া হত্যা করিতে গিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে ধরা পড়িবার ভয়ে তাহারা পলায়ন করে। সাহেব সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, তাহারা প্রভুরই বাহন! অধ্যক্ষ সাহেব নায়েবের এই ঘোড়া-মারা বিদ্যার কথা ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচর করিয়াছিলেন; কিন্তু অশ্বহত্যায় গোস্বামী প্রভুর এই অনুরাগের কাহিনী ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন!

শম্ভু সান্যালকে বিপন্ন ও অপদস্থ করিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইল দেখিয়া, নায়েব ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিল; এবং যথেষ্ট যোগাড়যন্ত্র করিয়া একজন মুসলমান প্রজাকে দিয়া শম্ভুর বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে এক নালিশ রুজু করাইল! অভিযোগ—শম্ভু সান্যাল তাহার হাতের আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অবশ্য, এই অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষীরও অভাব হইল না। নায়েব সেই কৃষকটিকে হাসপাতালে পাঠাইয়া, তদ্বিরের জোরে হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে 'ডাক্তারী প্রশংসাপত্র' (মেডিক্যাল সার্টিফিকেট) লইল যে, সত্যই সেই বেচারার আঙ্গুল ভাঙ্গিয়াছে। তখন মহা সমারোহে উভয় পক্ষে মামলা আরম্ভ হইল। একদিকে নপুংসক শিখণ্ডী কৃষকটিকে সম্মুখে রাখিয়া বাদী—মুচিবাড়িয়া কাণ্সারণের 'ডেপুটী গবর্ণর' শ্রীনাথ গোঁসাই,—অন্যদিকে বহু অর্থের মালিক 'বাপ্‌কো বেটা' শম্ভু সান্যাল আসামী। সুতরাং যথেষ্ট আড়ম্বরের সহিতই উভয় পক্ষের অর্থের শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইল। সদরের অধিকাংশ উকীল মোক্তার কুঠির বেতনভোগী;

তাঁহারা সকলেই আঙ্গুলভাঙ্গা চাষার পক্ষ সমর্থনের জন্য 'পগ্‌গ' বাঁধিয়া এজলাসে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অপর পক্ষে আদালতের অন্যতম প্রধান উকীল প্রভাস গুপ্ত, 'একা সিংহ যুঝে যেন অজার সংহতি!'

উকীল প্রভাস গুপ্তের বাড়ী মুচিবাড়িয়া কাণ্‌সারণের অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রামে; সুতরাং বলা বাহুল্য, তিনি সাহেব সরকারেরই প্রজা। এ অবস্থায় এই মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করা প্রভাস গুপ্তের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মুচিবাড়িয়া মুন্সেফী চৌকীর উকীল ভবতোষ বাবু। কিন্তু সে মফঃস্বলের চৌকী, আর এ জেলার সদরের বেঞ্চি! বায়স-বাহিত টিকের আগুনে এখানে গৃহদাহের আশঙ্কা ছিল না; তাহার উপর প্রভাস গুপ্ত চিরদিনই দুর্ব্বল বিপন্ন উৎপীড়িতের সমর্থক। এ ক্ষেত্রে শম্ভুকেই দুর্ব্বল ও উৎপীড়িত বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

যথাসময়ে মামলা আরম্ভ হইল। আদালত লোকে লোকারণ্য। যাঁহার এজলাসে মামলা আরম্ভ হইল—তিনি পদে ও গৌরবে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। সেকালের ঘটিরাম ডেপুটী নহেন, এম-এ, বি-এল পাশ-করা; এবং তিনিই সদর 'সবডিভিজনাল অফিসার।' ডেপুটী বাবু কেবল ডেপুটী নহেন, বঙ্গ সাহিত্যের নিষ্ঠাবান সেবকও। তাঁহার রচিত কয়েকখানি বাঙ্গলা পুস্তক আছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ লেখক। মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ডেপুটী বাবু শম্ভুনাথের উকীল প্রভাস বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'শম্ভু যদি অপরাধ স্বীকার করে, তাহা হইলে প্রথম অপরাধ বলিয়া তিনি তাহাকে কার্য্যবিধি আইনের ৫৬২ ধারায় ছাড়িয়া দিবেন। প্রভাস বাবু শম্ভুকে সেই কথা বলিলে, শম্ভু ফরিয়াদী পক্ষের জোগাড় যন্ত্র দেখিয়া মনে করিলেন, যদি তিনি ধর্ম্মাবতারের আদেশ পালন না করেন,

এবং বিপক্ষের সাক্ষীদের দ্বারা অপরাধ সপ্রমাণ হয়—তাহা হইলে তাঁহাকে শাস্তি পাইতেই হইবে। এ অবস্থায় হাকিমের অভিপ্রায়ানুযায়ী অপরাধ স্বীকার করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মাবতারের অঙ্গীকারে নির্ভর করিবার জন্য বন্ধুগণও তাঁহাকে এই পরামর্শই দিলেন। শম্ভু অনিচ্ছার সহিত অপরাধ স্বীকার করিলেন।

শম্ভু অপরাধ স্বীকার করিবামাত্র ধর্ম্মাবতার, স্বীয় মৌখিক অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া শম্ভুনাথের প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের বিধান করিলেন! এম-এ, বি-এল ও গ্রন্থকার হাকিমের কাজে কথায় সামঞ্জস্যের পরিচয় পাইয়া, দর্শকগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল; শম্ভুর নয়নেও আনন্দাশ্রুর সঞ্চার হইল! হাকিম বাহাদুরের ন্যায়-নিষ্ঠা ও শিষ্টাচারের প্রসঙ্গ লইয়া হাটে-মাঠে ঘাটে-বাজারে বিপুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। প্রাচীন পণ্ডিতেরা শিখা আন্দোলন পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" কিন্তু বিশ্বাস না করিয়াও ত উপায় ছিল না!

এই মামলার বিচারের পর দিন নায়েব কুঠির উকীল, মোক্তার, আমলা ও হিতাকাঙ্ক্ষী চাটুকার-বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইল। কয়েক দিন পরে মুচিবাড়িয়াতেও আর এক দফা 'আমলা ভোজন' হইল। শম্ভু সান্যালের শাস্তি হওয়ায় খোদ হাম্‌ফ্রি সাহেবও আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন; কারণ, তিনিও শম্ভুকে জমীদার-সরকারের দুর্দ্দমনীয় শত্রু বলিয়াই মনে করিতেন।

যাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান, বিবেক, কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহারা অসঙ্কোচে ন্যায়-ধর্ম্ম পদদলিত করিতে পারে,—কোন অন্যায় কাজ করিয়াও তাহারা অনুতপ্ত হয় না; কিন্তু যাঁহারা ক্ষণিক মোহে বা উত্তেজনায়, কিংবা কাহারও অনুরোধে হঠাৎ একটা অন্যায়

কাজ করিয়া বসেন—তাঁহারা অপদার্থ বা মহাপাপিষ্ঠ না হইলে, স্বকৃত অন্যায় কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। এই মামলার বিচারক হাকিম ভূপেন্দ্র সেন মহাশয়ের অবস্থাও অতঃপর সেইরূপ হইল। শম্ভু সান্যালের সহিত কপটাচরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় দিবারাত্রি অনুশোচনানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সেই মামলার পর হইতে তিনি সর্ব্বদা বিমর্ষ ও অন্যমনস্ক থাকিতেন; তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণও অতঃপর কোন দিন তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে বা হাসিতে দেখেন নাই! এমন কি, আদালতে বসিয়া মামলা করিতে করিতে তাঁহার মন যেন কোথায় উধাও হইয়া যাইত,—কোন কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত না! তিনি মনে এতই আঘাত পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার শরীর দিন-দিন অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া উঠিল। অবশেষে তাঁহার মস্তিষ্কও বিকৃত হইল। স্থানীয় চিকিৎসকগণ,—এমন কি, সিভিল সার্জ্জন পর্য্যন্ত তাঁহার রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

তাঁহার এই মানসিক বিকারের অন্য কোন কারণ ছিল বলিয়া কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই; কিন্তু বিকারঘোরে তাঁহাকে অনেক সময়েই প্রলাপ বকিতে শুনা যাইত, "ছিঃ ছিঃ, কেন এ কুকর্ম্ম করিলাম! পরের অন্যায় অনুরোধে ব্রাহ্মণ-সন্তানকে কেন শাস্তি দিলাম?"—দীর্ঘকালের অবকাশ লইয়া বিশ্রাম ও স্থান পরিবর্ত্তনে ডেপুটী বাবু সুস্থ হইয়াছিলেন। ফৌজদারী বিচার-বিভ্রাটের ইতিহাসে কর্ত্তব্য-পথভ্রষ্ট কোন বিচারকের তীব্র অনুশোচনায় এরূপ শোচনীয় কাহিনী নিতান্ত বিরল বলিয়াই আমরা এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শম্ভু সান্যালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীশ বি, এ, পাশ করিয়া বাড়ী আসিয়া বসিল। পাশ করা বাঙ্গালী যুবকের আদর্শে এখন সে চাকরীর উমেদার! তাহার স্বনামধন্য পিতা কুঠীর চাকরীতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; অথচ তিনি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। সে উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক; যদি চেষ্টা যত্ন করিয়া জমীদার-সরকারের একটা চাকরী জুটাইয়া লইতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে পিতার ন্যায় বিপুল ধনমানের অধিকারী হইতে পারিবে, এই আশায়, শম্ভুর প্রতি কৃতঘ্ন নায়েবের দুর্ব্যবহারের এবং হাম্ফ্রি সাহেবের আক্রোশের পরিচয় পাইয়াও, কুঠীর চাকরীতে বিরক্তি বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিল না! ছাত্রজীবনে, কলেজে পাঠের সময়, তাহার যে তেজ, যে আত্মসম্মান ও অন্যায়ের প্রতি যে আন্তরিক ঘৃণা ছিল, কলেজ ছাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহা যেন মন্ত্রবলে কোথায় অদৃশ্য হইল! কিন্তু চাকরীর আশায় উমেদার রূপে হাম্ফ্রি সাহেবের বা নায়েবের অনুগ্রহভিক্ষা করিতে তাহার সাহস হইল না। তাহার ভগিনীপতি মনোমোহন মৈত্র সাহেবদের কুঠীতেই চাকরী করিতেন; নায়েব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না, এবং শত্রুপক্ষের লোক মনে করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ করিত না; ইহাতে মনোমোহনের বিন্দুমাত্র ক্ষোভের কারণ না থাকিলেও তিনি বুঝিয়াছিলেন, নায়েব তাঁহার কার্য্যে সামান্য কোন ত্রুটি পাইলেই তাঁহাকে দংশন করিবে; সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত। মনোমোহন পৃথীশের মনের

ভাব আকার-ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেও, সাহেব-সরকারে চাকরীর জন্য চেষ্টা করিতে কোন দিনও তাঁহার বি, এ, পাশ বিদ্যাদিগ্‌গজ শ্যালককে উৎসাহিত করেন নাই। এই সকল কারণে পৃথ্বীশও তাহার উচ্চাভিলাষ গোপনেই রাখিয়াছিল; কিন্তু চাকরীর মোহ বাঙ্গালী-চরিত্রে কি শোচনায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকও সামান্য চাকরীর লোভে কিরূপ হীনতা অকুণ্ঠিতচিত্তে সহ্য করিতে প্রস্তুত—বি, এ, মার্কাধারী এই পৃথ্বীশ সান্যালের লজ্জাজনক ব্যবহারে অতি অল্পদিনেই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল!

এই সময় নায়েব শম্ভু সান্যালের ভদ্রাসনের অদূরে একখানি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। শম্ভু অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, সেই অট্টালিকার কিয়দংশ তাঁহাদের জমীর উপর নামিয়া পড়িয়াছে। শম্ভু সান্যাল নায়েবকে ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ করিবার এরূপ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি নায়েবকে তাঁহার জমী হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ রুজু করিলেন; নায়েব ত্রুটি স্বীকার করিয়া শম্ভুর সহিত আপোষ করা অপমানজনক মনে করিয়া অত্যন্ত জিদের সহিত মামলা চালাইতে লাগিল; কিন্তু কিছুদিন পরে মামলার অবস্থা দেখিয়া নায়েব বুঝিতে পারিল, তাহার অট্টালিকার যে অংশটুকু শম্ভুর জমীর উপর পড়িয়াছে, তাহা তাহাকে ভাঙ্গিতেই হইবে; কিন্তু তাহা ভাঙ্গিলে অট্টালিকা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে; তাহার উপর অপমান। প্রবলপ্রতাপ নায়েব পরের জমীতে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া জমীটুকু নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক করিতে পারিবে না, তৈয়েরী ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবে—ইহা অপেক্ষা অপমান ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু শম্ভুর ন্যায় মহাশত্রুর সহিত আপোষে এই বিবাদ নিষ্পত্তি হইবার আশা নাই বুঝিয়া, নায়েব সেরূপ চেষ্টা না করিয়া

পৃথ্বীশকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চাকরীর উমেদার বাঙ্গালী যুবকের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইয়া বাঞ্ছাকল্পতরু যদি বলেন, 'বৎস, অমর হইবার বর চাও, না চাকরী চাও ?' তাহা হইলে সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবে, "অমর হইতে চাহি না প্রভু! চাকরী চাই; চাকরী পাইলে খাইয়া বাঁচিব, এবং চিরজীবন নতশিরে দাসত্ব করিয়া জীবন সফল করিব। অমর বর লইয়া ত চিরদিন অনাহারে কষ্ট পাইতে হইবে।"

স্থতরাং নায়েব যখন হাম্‌ফ্রি সাহেবকে অনুরোধ করিয়া পৃথ্বীশকে কুঠীতে একটি চল্লিশ টাকা বেতনের চাকরীতে নিযুক্ত করিবার হুকুমনামা বাহির করিয়া লইল, তখন পৃথ্বীশ পাকা কাঁঠালের ভুঁতুড়ীর লোভে আকৃষ্ট গাভীর ন্যায় দ্রুতবেগে নায়েবের গোয়ালে আসিয়া ধরা দিল; এবং অম্লানবদনে সেই অপমান ও হীনতার চাপরাস বুকে বাঁধিয়া স্থবোধ ও সুশীল বালকের মত কেরাণীগিরি আরম্ভ করিল। কিছুদিন পূর্ব্বে নায়েব তাহাকে মিথ্যা মামলার আসামী করিয়া কি ভাবে নিগৃহীত করিয়াছিল, আত্মসম্মান রক্ষায় সদা সচেষ্ট তেজস্বী জ্যেষ্ঠ সহোদর শম্ভুনাথ নায়েবের ষড়যন্ত্রে কিরূপ অপমানিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা চল্লিশ টাকা মূল্যের চাকরীর লোভে পৃথ্বীশ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া, তাহাদের চিরশত্রু নায়েবকেই তাহার হিতৈষী মুরুব্বি মনে করিয়া তাহার একান্ত অনুগত হইয়া উঠিল; এবং নাকের উপর চসমা আঁটিয়া, মনের আনন্দে কখন ঘোড়ায়, কখন সাইকেলে চাপিয়া নায়েবের আদেশ পালন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নায়েবও যেন পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া গিয়া পৃথ্বীশের প্রতি নিরতিশয় 'স্নেহ' প্রকাশ করিতে লাগিল। অগত্যা শম্ভু সান্যালকে নায়েবের এই 'চালে' মাৎ হইতে হইল; 'ভায়া' নায়েবের পদানত হইয়াছে; তাঁহার অপমান ও নির্য্যাতন অম্লানবদনে পরিপাক

করিয়া, তাঁহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই কুঠীতে চাকরী লইয়াছে, এবং তাহাই সম্মান গৌরবের বিষয় মনে করিতেছে,—ভাবিয়া দুঃখে কষ্টে বেদনায় শম্ভুনাথ অধীর হইলেন। অতঃপর নায়েবের সহিত বিবাদ করিয়া গৃহবিচ্ছেদের অনলে ইন্ধন যোগাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; তিনি নায়েবের নিকট তাহার অধিকৃত জমীর কিঞ্চিৎ মূল্য আদায় করিয়া লইলেন এবং নায়েবকে তাঁহার প্রজা বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইয়া জমীর দাবি পরিত্যাগ করিলেন; নায়েবকে আর বাড়ী ভাঙ্গিতে হইল না। হায় চাকরী, তুমি শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী যুবকগণের হৃদয়ে কি মোহ, কি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ! জানি না, বাঙ্গালী কখন এই সুদৃঢ় নিগড় চূর্ণ করিয়া আত্মসম্মান ও স্বাবলম্বনের মহিমা প্রচার করিতে পারিবে কি না! নায়েবের কার্য্যোদ্ধারের পর ছয়মাসের মধ্যে প্রলুব্ধ পৃথ্বীশের আমও' গেল, ছালাও' গেল!

কিন্তু নায়েব নবানুরাগের নিদর্শন স্বরূপ প্রথমে পৃথ্বীশ রায়ের প্রতি যতই 'স্নেহ' প্রকাশ করুক, তাহার ভগিনীপতি মনোমোহন মৈত্র দিন-দিন নায়েবের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। অবশেষে একটা ব্যাপারে মনোমোহনকেই তাহার সর্ব্বপ্রধান শত্রু মনে করিয়া, তাহাকে কুঠী হইতে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

জমীদারের নায়েব মহাশয়গণের মধ্যে অর্থগৃধ্নুর সংখ্যা বিরল নহে; কিন্তু আমাদের গোস্বামীপ্রভু কামিনীকাঞ্চনের প্রতি অনুরাগে এই শ্রেণীর অধিকাংশ মহাত্মার আদর্শ। শ্রীনাথ নায়েব অর্থলোভে কতবার কত বিপদে পড়িয়াছে তাহার সংখ্যা নাই; ন্যূনাধিক দশ বৎসরকাল নায়েবী চাকরী করিয়া 'রাজার হালে' থাকিয়াও যে লক্ষাধিক টাকা সঞ্চয় করিতে পারে, সে তাহার মনিব-সরকারকে দোহন ও নিরুপায় নিরীহ প্রজাপুঞ্জকে শোষণ করিবার জন্য কিরূপ নূতন নূতন ফন্দী

আবিষ্কার করিত, তাহা ধারণা করা বাহিরের লোকের পক্ষে অসম্ভব! দরিদ্র প্রজা পূর্ব্বে জমিজমা-সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ 'সুব্যবহার' জন্য তাহাকে সাধ্যাতীত অর্থদানে পরিতুষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইত না; কারণ তাহারা জানিত সুজলা সুফলা পল্লীজননী যদি উপর্য্যুপরি দুই বৎসর তাহাদের প্রতি স্নেহ-দৃষ্টিপাত করেন, মা লক্ষ্মী সদয়া হন—তাহা হইলে ক্ষেতের এক কোণ হইতেই 'নায়েবের' 'পান খাইবার খরচ' উঠিয়া যাইবে। কিন্তু যাহাদের উদরে অন্ন নাই, দেহ অনাবৃত, চাষের জন্য যাহাদিগকে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, যাহাদের গরু আছে,—কিন্তু গোচারণের মাঠ নাই, যথেষ্ট জমি আছে, কিন্তু তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য সার দেওয়ার শক্তি নাই, ক্ষেতের ফসলে জমীদারের খাজনা ও মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া বৎসরের মধ্যে দশমাস যাহাদিগের উদরান্নের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয়, এবং সংবৎসরে একাধিকবার সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাবে বিনা চিকিৎসায় যাহাদের গ্রামকে গ্রাম কৌত হইয়া যায়—তাহাদের দুরাশা কখন সফল হয় না। সুতরাং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া প্রাণপণ পরিশ্রমে তাহারা নিরাশা মাত্র সঞ্চয় করিত; তাহার উপর নায়েবের জুলুম অসহ্য হইলে, তাহারা প্রতিকার প্রার্থনায় কাণ্সারণের কর্ত্তৃপক্ষকে নায়েবের গুণের কথা লিখিয়া জানাইত; তাহাদের সেই সকল দরখাস্তে হাম্‌ফ্রি সাহেবের প্রজারঞ্জন নীতির মহিমাও বর্ণিত হইত। মনোমোহনের প্রতি নায়েবের প্রেম প্রগাঢ় হইলে, এইরূপ একখানি অভিযোগ কাণ্সারণের সদর আফিসের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয়।

এই অভিযোগের মর্ম্ম অবগত হইয়া নায়েব তাহার কোন হিতৈষী মুরুব্বিকে যে 'গোপনীয়' পত্র লিখিয়াছিল, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম; ইহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ শাসন ও শোষণের প্রকৃতি কতকটা বুঝিতে পারিবেন:—

শ্রীহরি।

(গোপনীয় পত্র)

প্রণাম সংখ্যাতীত নিবেদন মিদং—হাউসে মনিব সাহেব বাহাদুরের নামে একখানি অস্পষ্ট দরখাস্ত করায় আগত হইয়াছে। তাহাতে কম দামে মুরগী লওয়া, বহু টাকা জরিমানা আদায় করা, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দুই শত টাকা জরিমানা করায়, সে তাহা না দেওয়ায় মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমা করা, বহু জমি নিজ ভাগজোত করা, ও লোকের ভুসী গরুর জন্য জোর পূর্ব্বক লওয়া, নিজ জোত বন্দোবস্তী লালকর যোগ সাজসে লওয়া,—পুর দিগরের বন্দবস্তী ১১০০০৲ এগার হাজার টাকা লওয়া। রাত্রে মদ খাইয়া দরখাস্ত-লোককে অপমান করা, স্ত্রীলোক থাকিলে সে রাত্রে বিচার শেষ না হওয়া,—ইত্যাদি অনেক কথা আছে। ইত্যাগ্রে দরখাস্তে যে সব মতন ছিল, প্রায়ই সে সব আছে, দুই একটা নূতন। আমার বিশ্বাস মনমোহন মৈত্র ইহাতে আছে। আমিন কারিকর যোগে হইয়াছে, দরখাস্তের সকল কথা লিখিতে পারিলাম না, সাক্ষাতে বলিব। আমি দেখিতেছি মনমোহন মৈত্র এখানে আছে ও ভবিষ্যতে থাকিবেক। ভিতরের কয়েকজন জানিত লোক তাহাকে সব রকমে back করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে। * * * আমি পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়াছি—আমাদের ব্যাপার লইয়া একটা মিথ্যা সত্য চলিবে। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি। ১৯—৯ অক্টোবর।

(স্বাক্ষর) সেবক শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী।

মোঃ মুচিবাড়িয়া।

'হাউসে' এই মর্ম্মে অভিযোগ উপস্থিত হইলে নায়েব কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত হইল, কিন্তু ইহাতে আশঙ্কার বিশেষ কারণ ছিল না ; কারণ

নায়েব জানিত, রূপার পয়জারের মত সর্ব্বব্যাধি নিবারক অব্যর্থ মুষ্টিযোগ দুনিয়ায় দ্বিতীয় নাই; ইহা আদি, অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয়! 'হাউসের' কর্ত্তাদের বিরাগ দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সদরের পেস্কারকে পূজায় পরিতুষ্ট করা আবশ্যক। এই ব্যাপারের সহিত স্বয়ং ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবও বিজড়িত; সুতরাং হাম্‌ফ্রি সাহেবের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিল। উৎকোচ দান ও গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে নায়েব যেরূপ মাথা খেলাইতে পারিত, অন্য কোনও বিষয়ে তাহার সেরূপ খেলিত না। সুতরাং নায়েবের সকল যুক্তি ও পরামর্শই সাহেব অকাট্য ও অমোঘ বলিয়া স্বীকার করিলেন। সদরের পেস্কারকে 'রাজী করিবার জন্য' পূজার যথাযোগ্য উপচার সঙ্গে দিয়া, শুভদিনে শুভক্ষণে নায়েবকে সদর আফিসে প্রেরণ করিয়া ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেব নিশ্চিন্ত হইলেন।

নায়েব যথাসময়ে সদর আফিসে উপস্থিত হইয়া বড় সাহেবের পেস্কারের সম্মুখে সুবৃহৎ থলিপূর্ণ পূজার অর্ঘ্য স্থাপন করিল। সদর আফিসের পেস্কারের ভাগ্যে এরূপ পূজা কালেকস্মিনে জুটিয়া থাকে! সুতরাং আশাতিরিক্ত পূজা পাইয়া বড় সাহেবের বাহন গলিয়া জল হইয়া গেল; সে প্রফুল্লচিত্তে মিষ্ট বাক্যে নায়েবকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় দান করিল। তাহার পর পেস্কার হাউসের বড় সাহেবের নিকট সপ্রমাণ করিল 'অপষ্ট দাসে'র দরখাস্ত—কোনও দুষ্ট লোকের নষ্টামীর ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়! ঘটনা সত্য হইলে দরখাস্তকারী তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিতে ভয় পাইত না! যে মিথ্যা কথা বলে, সে-ই দরখাস্তে নাম দিতে ভয় পায়। হাম্‌ফ্রি সাহেব অতি সজ্জন পদস্থ কর্ম্মচারী, এবং তাঁহার বর্ত্তমান নায়েব প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক চিরদিনই সাধারণের অপ্রিয়।

সম্ভবতঃ নিম্নপদস্থ কোন বিদ্বেষ-পরায়ণ কর্ম্মচারীর ষড়যন্ত্রে এই অমূলক দরখাস্ত প্রেরিত হইয়াছিল—ইত্যাদি। সুতরাং এই দরখাস্ত সম্বন্ধে অতঃপর তদন্ত করা আবশ্যক মনে হইল না! সাহেব কৈফিয়তের দায় হইতে মুক্তি লাভ করিলেন; নায়েবও বিপদ মুক্ত হইল। নায়েব পেস্কারের পূজার জন্য যে টাকা লইয়া গিয়াছিল, নানা কৌশলে প্রজার হৃদয়-শোণিত শোষণ করিয়া সে তাহার দ্বিগুণ টাকা বাজে আদায় করিল; তাহার অধিকাংশই তাহার লোহার সিন্দুকে আশ্রয় লাভ করিল!

নায়েব উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেবের অধিকতর বিশ্বাসভাজন হইল; সাহেব খুসী হইয়া বলিলেন, "ডেখো গোঁসাইন্, যেটো ডিন আমি এই কাণ্সারণে আছি—টেটো ডিন টুমি নিরাপড্। টোমার সাট খুন মাফ্; কিন্তু আমার absenceএ টোমার নায়েবী ঠাকিবে কি খসিবে, টাহা অনুমান কোরিবার শক্টি আমার না আছে।"—নায়েব কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "হুজুরই যদিস্যাৎ কণ্সারণ ত্যাগ করেন, তখন আমরা কোন্ অকাল-কুষ্মাণ্ডের তাঁবেদারী করিব? আমরাও সে সময় সরিয়া পড়িব, মানে মানে নিজের পথ দেখিব। আমাদের শাস্ত্রে আছে মহাবীর হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি বুকের ভিতর আঁকিয়া রাখিয়াছিল; তেমনই হুজুরের ভক্তবৎসল মূর্ত্তি আমার এই বুকের ভিতর অঙ্কিত আছে। পাহাড়ের আড়ালে আছি, হুজুর আপদ বিপদ থেকে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু যত দিন আমাদের ঘরের শত্রু বিভীষণ বিদায় না হইতেছে—তত দিন হুজুর আমাদের শান্তি নাই; আমাদের ঘরের গুপ্তসংবাদ গোপনে জানিয়া লইয়া দুর্জ্জনের সাহায্যে এই ভাবে দরখাস্ত দিয়া আমাদের জালাতন করিবে।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আমি টোমাডের ঢরাম্ শাস্ট্র কিছু কিছু অঢ্যয়ন করিয়াছি। আমাকে টুমি টোমাডের ভগ্ওয়ানের অবটার রামচণ্ড্রের সম্মান ডান করিয়া নিজে হেনুমান স্বীকার করিল; কিণ্টু বিভীষণ কাহাকে বলিটেছ টাহা আমার বুড্হিটে আসে না।"

সাহস পাইয়া নায়েব বলিল, "আজ্ঞে ঐ মনমোহন মৈত্তির। বেটা শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, ঘরসন্ধানী বিভীষণ, তার হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি! তাহাকে বিদায় না করিলে হুজুর, আবার কোন্ দিন কি বিপদে পড়িতে হইবে।"

সাহেব বলিলেন, "ডেখো গোঁসাইন্, টোমাডের ভক্টবট্সল রামচণ্ড্ কোন ডিন বিভীষণকে ডিস্‌মিস্ করে নাই, উপযুক্ট প্রমাণ ভিন্ন আমিও টাহাকে ডিস্‌মিস্ করিটে চাহি না। টবে টুমি যখন টাহাকে সণ্ডেহ করিটেছ—টখন আমি টাহাকে আমার কুঠিটে রাখিব না। আমি টাহাকে স্বর্য্যপুর কুঠীটে বড্লি করিয়া ডিব; সে মিঃ হড্সনের অঢীনে কাজ করিবে! ইহাটে টোমার আটঙ্ক ডুর হোবে।"

বেশী চট্‌কাইলে লেবু তিক্ত হইবে মনে করিয়া নায়েব মনোমোহন মৈত্রকে পদচ্যুত করিবার জন্য অতঃপর সাহেবকে আর পীড়াপীড়ি করা সঙ্গত মনে করিল না। মনোমোহন ভবিষ্যতে তাহার সেরেস্তায় থাকিতে পাইবে না শুনিয়া নায়েব কতকটা আশ্বস্ত হইল; কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না।

কয়েকদিন পরে মনোমোহন স্বর্য্যপুর কুঠীর নায়েব নিযুক্ত হইয়া সেখানে যাত্রা করিলেন; বীরেন্দ্র শ্রীনাথ নায়েবের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। মনোমোহনের গতিবিধি ও ফন্দী ফিকিরের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সে সাহেবকে ধরিয়া, বীরেন্দ্রকে স্বর্য্যপুর কুঠীর পেস্কারের পদে বাহাল করিয়া মুচিবাড়িয়া হইতে সেই কুঠীতে প্রেরণ করিল।

সূর্য্যপুর কুঠী কাণ্সারণেরই অধীন একটি কুঠী। সেখানে একজন ইংরাজ ম্যানেজার ছিলেন, তাঁহার নাম মিঃ হড্সন। গোঁসাই নায়েব কৌশলে এক শত্রুকে স্থানান্তরিত করিয়া, তাহার প্রধান শত্রু এবং তাহার সকল উন্নতির মূল 'খুড়ো মশাই' ভুবন রায়কে কিরূপে পদচ্যুত ও বিপন্ন করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার অব্যর্থ কৌশলে ও ষড়যন্ত্রে তাহাই শীঘ্রই সম্ভব হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন ও আশ্রয়দাতা ভূতপূর্ব্ব নায়েব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালের পুত্র শম্ভু সান্যালকে ফৌজদারী মামলায় দণ্ডিত করিয়া, শম্ভুর বি, এ, পাশ ভ্রাতা পৃথ্বীশকে চাকরী দানে বশীভূত করিয়া তাহার প্রতি সান্যাল পরিবারের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের পথ কিছুকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিল। শম্ভুর জমীর উপর নায়েবের সুবৃহৎ অট্টালিকার কিয়দংশ নির্ম্মিত হইলেও নায়েবকে ঘর ভাঙ্গিয়া জমী ছাড়িয়া দিতে হইল না : শম্ভু কিছু টাকা লইয়া নায়েবের সহিত আপোশে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শম্ভু ও তাহার সুশিক্ষিত ভ্রাতা পৃথ্বীশ ভবিষ্যতে মাথা তুলিতে পারিবে না বুঝিয়া শ্রীনাথ নায়েব কতকটা নিশ্চিন্ত হইল, এবং তাহার অসময়ের সহায় ও হিতৈষী মুরুব্বি 'খুড়ো মশাই' ভুবন রায়কে পদচ্যুত লাঞ্ছিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ভুবন রায় নায়েবের উপকার ভিন্ন কোন দিন তাহার অপকার করে নাই, কিন্তু যে তাহার উপকার করিয়াছে তাহারই সর্ব্বনাশ সাধন ক্রূর প্রকৃতি কৃতঘ্ন শ্রীনাথ গোঁসাইয়ের চরিত্রগত বিশেষত্ব। খুড়ো মহাশয়ের সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা না করিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। নবাব বাহাদুরের সহিত যখন কাণ্সারণের মামলা চলিতেছিল, সেই সময় নায়েব ভুবন রায়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিষোদ্গার করিয়াছিল : কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ম্যানেজার ; তিনি জানিতেন, সে সময় ভুবন রায়ের ন্যায় অভিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারীকে অপদস্থ বা পদচ্যুত করিলে

তাহাতে কাণ্সারণের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না ; ভুবন রায়কে হাতে রাখা নিতান্তই দরকার। সুতরাং শ্রীনাথ নায়েব তাঁহাকে দেওয়ান ভুবন রায়ের বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা অরণ্যে রোদনবৎ নিষ্ফল হইয়াছিল ; সাহেব তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ইহাতে শ্রীনাথ বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিল, এবং 'খুড়ো মহাশয়ে'র সহিত প্রকাশ্যে শত্রুতাচরণে কোন লাভ নাই বুঝিয়া 'পরম পূজনীয়' খুড়ো মহাশয়ের 'শ্রীচরণ কমলে' সাহেবের প্রত্যেক আদেশ 'নিবেদন' করিয়া কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিল! কিন্তু সে চিরহিতৈষী 'খুড়ো মশায়' ভুবন রায়ের সর্ব্বনাশ সাধনের সঙ্কল্প মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করে নাই।

নবাব বাহাদুর আইন ও আদালতের সাহায্যে হাতীভাঙ্গা পরগণা খাস করিয়া লইলে হাম্ফ্রি সাহেব ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন ; মনের দুঃখে নায়েবের ক্ষুধা নিদ্রা অন্তর্হিত হইল। হাম্ফ্রি সাহেবকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ও চিন্তাকুল দেখিয়া শ্রীনাথ নায়েব এক দিন অপরাহ্নে সাহেবের খাস-কামরায় আসিয়া হাত যোড় করিয়া বলিল, "হুজুর, গরীবের কথা বাসি না হইলে তাহার কদর বুঝিতে পারা যায় না। আমি সেই কালেই বলিয়াছিলাম, বিশ্বাসঘাতক ভুবন রায়কে ডিস্‌মিস্ না করিলে সে পদে-পদে হুজুর সরকারের অনিষ্ট করিবে। সরকারের স্বার্থ নষ্ট হইতে পারে—এরূপ বিস্তর কাগজপত্র সে সরাইয়া ফেলিয়াছিল, এবং নায়েবের অজ্ঞাত অনেক বিষয়ে নবাবের সাহায্য করিয়াছিল। ভুবন রায়ের বিরুদ্ধাচরণেই আমরা হাতীভাঙ্গা পরগণা হারাইয়াছি।"

হাম্ফ্রি সাহেব নায়েবের মুখের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "ডেখো নায়েব, টুমি ডেওয়ানের বিরুড্ডে যে সকল কটা

বলিয়া আসিয়াছ, টাহার কটটুকু সট্য এবং কটটা চুক্‌লামি, টাহা আমি কোন ডিন ঠাহর করিটে পারি নাই। টোমাডের চরিট্র আমার বিলক্ষণ জানা আছে ; আমি জামি টোমাডের কালা আড্‌মি বিল্‌কুল নিমক-হারাম্ এবং মিট্যাবাডী। কিন্টু এই রাস্‌কেল ভুবন রায় টোমাডের অনেকের ওপিক্‌সা কম লোভী এবং পরোপকারী বেক্‌টি, ইহা আমি বিশোয়াস্ করিটে বাড্য আছি। টুমি ভুলিয়াছ—কিন্টু—আমি ভুলিটে পারি নাই যে—এই ভুবন রায়কে আমি কাণ্‌সার্ণের নায়েবী 'অফার' করিলে সে আমার কাছে ডরবার করিয়াছিল, নায়েবী পড্ টোমাকে ডেওয়ার জন্ম টুমি ডরিড্র ছিলে, জামিনের টাকা ডেওয়ার শক্‌টি ছিল না টোমার, ভুবন রায় টোমার জামিন হইয়াছিল। এরূপ লোক টাকার লোভে নবাবের পক্ষ লইটে পারে, ইহা বিশোয়াস্ করিটে আমি বাড্য না আছি। টুমি টাহার বিরুড্ডে চুক্‌লামি করিবার কি কারণ পাইয়াছ, টাহা আমি ঠাহর করিটে পারি নাই ; ভুবন রায় টোমার যটেষ্ট উপকার করিয়াছিল, টাহা কি টোমার মনে নাই নায়েব ?"

নায়েব কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "বিলক্ষণ স্মরণ আছে ধর্ম্মাবতার! কিন্তু আমি তার কাছে যতই কৃতজ্ঞ থাকি, হুজুর সরকারের যে অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে—তাহাকে আমি বন্ধু মনে করিতে পারি না। সে যে কি মতলবে আমাকে নায়েবী দেওয়ার জন্ম সুপারিশ করিয়াছিল, তা যদি হুজুর জানিতেন—তাহা হইলে তাহার এই স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে হুজুর মুগ্ধ হইতেন না। 'ধরি মাছ না ছুঁই পাণি—' ইহাই ছিল তার মতলব! সে সকল কথা হুজুরের নিকট খুলিয়া বলা আমার পক্ষে শোভা পায় না ; তবে হুজুর এইটুকু জানিয়া রাখুন, সে আমাকে তার হাতের সিঁদকাঠি করিতে না পারিয়াই এখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

আমার ও আমার মনিব সরকারের অনিষ্ট সাধনই এই বুড়া বয়সে তাহার জপতপ হইয়া উঠিয়াছে। হুজুর আমার কথা বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু ভুবন রায়ই প্রজাদের ভাঙ্গাইয়া কাণসারণের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে দেয় নাই। সে গোপনে প্রজাদের কুপরামর্শ না দিলে প্রজারা 'লালকর' ও খাজনা মাফের লোভ ত্যাগ করিতে পারিত না। গরীব প্রজারা বিপক্ষ-পক্ষ হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভজনক কোন আশাই পায় নাই হুজুর! ভুবন রায় ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন লোক; হাতীভাঙ্গা অঞ্চলের বহু প্রজা নানা কারণে তাহার বাধ্য। তাহারা দায়ে পড়িয়াই ভুবন রায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। ভুবন রায় হুজুর সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী হইলে প্রজালোক এ ভাবে বিগড়াইত না; ঐ দিগরের বিলকুল প্রজা নবাবের পক্ষ ত্যাগ করিয়া আমাদেরই স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করিত। ভুবন রায়ের ভাই মথুরের নিকট আমি এ সকল সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। মথুর রায় আমাদের বিশ্বাসী আমলা, ধর্ম্মভীরু ও সত্যবাদী; ভাইয়ের স্বার্থরক্ষার জন্য সে মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহে। বিশেষতঃ হুজুর বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন, নবাবের সহিত আমাদের ফৌজদারী মামলার পর হইতেই ভুবন রায় কুঠীতে আসা বন্ধ করিয়াছে! ইহাতেও যদি সে সৎলোক ও বিশ্বাসী বলিয়া হুজুরের ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে—চল্লিশ বৎসর যাবৎ আমাদের মধ্যে বাস কসিয়াও আমরা যে কোন্ 'কেলাশের' জন্তু, কতদূর অবিশ্বাসী, নিমকহারাম, ও পাজীর পা ঝাড়া, তা হুজুর ধারণা করিতে পারেন নাই। আমাদের এই বাঙ্গালী জাতের মত নচ্ছার হারামজাদা ছনিয়ায় ছটি নাই, হুজুর।"—বক্তৃতা শেষ করিয়া নায়েব কাঁদ-কাঁদ ভাবে সাহেবকে পুনর্ব্বার মাথা নোয়াইয়া সেলাম করিল।

হাম্‌ফ্রি সাহেব কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া নায়েবকে বলিলেন, "ওয়েল নায়েব, ভুবন রায়ের বিরুড্ডে টুমি যে সকল কটা বলিটেছ, টাহা সট্য কি না আমি সনড্যান্ লইব। টুমি হাল্‌সানা মারফট্ একঠো চিট্টি পাঠাইয়া ডেওয়ানকে কুঠীতে আসিয়া আমার সহিট সাক্ষাট্ করিটে লেখো; আউর ডেওয়ানের ভাই মটুর রায়কে বোলাও; সেরিষ্টার কাম শেষ করিয়া সে আমার সহিট ডেখা করিবে।"

নায়েব সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া সেরেস্তায় আসিল, এবং সাহেবের আদেশানুযায়ী ভুবন রায়কে কুঠীতে তলব দিয়া একখানি পত্র লিখিল। কুঠির হাল্‌সানাদের মধ্যে কেফাতুল্লা হালসানা শ্রীনাথ নায়েবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র এবং বিশ্বাসভাজন। নায়েব পত্রখানি তাহারই জিম্বা করিয়া দিয়া বাড়ী চলিল; মথুর রায়কে বলিয়া গেল, সে যেন আহারাদির পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে।

মথুর রায় ভুবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; কতকগুলি সাংসারিক ব্যাপার লইয়া কিছুদিন হইতে ভুবনের সহিত মথুরের মনোমালিন্য চলিতেছিল; ভুবনের ছিদ্র আবিষ্কার করিতে হইলে মথুরের সহায়তা-গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য্য মনে করিয়া শ্রীনাথ নানা প্রলোভনে অনেক দিন পূর্ব্বেই মথুরকে বশীভূত করিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মথুর ধান্যেশ্বরীর পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। নায়েব স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য 'ছোট খুড়ো' মথুর রায়কে খোলাভাটীর পিপেগুলি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল; যখন যত বোতল ইচ্ছা সে বে-খরচায় উদরস্থ করিতে পারিত। সুতরাং সেই কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত অপদার্থ ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গার নায়েবের প্রত্যেক অন্যায় আদেশ নতশিরে পালন করিবে এবং তাহার স্বার্থসিদ্ধির জন্য পিতৃতুল্য পূজনীয় অগ্রজের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মথুর রায় নানা প্রলোভনে মুগ্ধ

হইয়া কুকুরের মত নায়েবের পদানত হইলেও তাহার অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্ম নায়েব তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিল না; ভবিষ্যতে সে কোন কারণে নায়েবের অবাধ্য না হয়, তাহার গর্হিত প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া তাহাকে অপদস্থ করিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে শ্রীনাথ নায়েব তাহাকে আশ্বাস দিল, সে মামলা চালাইয়া ভুবন রায়ের সম্পত্তির অংশ আদায় করিয়া দিবে। মামলা করিতে যত টাকা খরচ হয়, তাহা সমস্তই নায়েব স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া দিবে, মথুরকে এক পয়সাও ব্যয় করিতে হইবে না। মূর্খ মথুর নায়েবের ধাপ্পাবাজীতে ভুলিয়া ভুবন রায়কে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার জন্ম মহা উৎসাহে তাহার ষড়যন্ত্রে যোগদান করিল।

যাহা হউক, যথাসময়ে কেফাতুল্লা হাল্‌সানা নায়েবের পত্র লইয়া ভুবন রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ভুবন রায় তখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া উত্থানশক্তি রহিত। ভুবন রায় রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াই নায়েবের পত্র পাঠ করিল; তাহার পর হালসানাকে বলিল, "আমার শরীরের অবস্থা ত তুই দেখিয়া যাইতেছিস্, শ্রীনাথকে বলিস্ আমার উঠিবার শক্তি নাই, কিরূপে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিব? অসুস্থ শরীরে আমি কুঠীতে গিয়া সাহেবকে সেলাম দিতে পারিলাম না, তিনি যেন রাগ না করেন। আমি যে শ্রীনাথের পত্রের উত্তর লিখিব, সে শক্তিও আমার নাই।"

কেফাতুল্লা ভুবন রায়ের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কুঠীতে না গিয়া নায়েবের বাড়ীতেই উপস্থিত হইল।

কেফাতুল্লা নায়েবের সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইতেই নায়েব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিরে কেফা, খবর কি? রায় মশায় চিঠি পেয়ে বল্লে কি? সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আস্‌বে, না কোন ওজর টোজর করলে?"

কেফাতুল্লা বলিল, "এজ্ঞে, তেনার কি আস্‌বার যো আছে যে আস্‌বে? ভারি জবোর বিয়ারাম হয়েছেন। বিছানায় নেতিয়ে পড়্যা আছে। পত্তিটত্তি কর্য্যে গায়ে এট্টু জোর না পাল্যে দেওয়ানজী হুজুরকে সেলাম দিতে আস্‌তে পার্‌বে না।"

নায়েব বলিল, "ব্যারাম সত্যি না ঠাট করে বিছানায় শুয়ে থেকে তোকে ভোগা দিলে?"

কেফাতুল্লা বলিল, "আপুনি ও কি কথা বুল্‌চেন নায়েব মুশাই! আমি কি কাহিল মানুষ দেখলে চিন্‌তি পারি নে? দেওয়ানজির সত্যিই বিয়ারাম হয়েছেন। শরীলটে এক্কিবারে আদখেন হয়্যা বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছে; উঠ্যা বস্‌বের ক্ষ্যামোতা নেই। চাম্‌চিকের মতোন চিঁ চিঁ কর‍্যা কথা কৈতে নাগ্‌লো।"

নায়েব ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অবশেষে বলিল, "দেওয়ানের কাছে থেকে চিঠির জবাব আন্‌তে পারলি নে; তাকে সঙ্গে করেও আন্‌তে পারলি নে। এখন কুঠিতে গিয়ে সাহেবের কাছে কি জবাব দিবি?"

কেফাতুল্লা বলিল, "বুল্‌বো আর কি? দেওয়ানজীর অবস্তা যা ছাখে আলাম তাই বুল্‌বো। কাহিল মানুষ, উঠ্যা বস্‌তি পারে না, হুজুরের হুকুম তামিল করবে ক্যাম্‌নে?—হুজুর পুছ্‌ কল্যি সত্তি কথাই বুল্‌বো।"

কেফাতুল্লার কথা শুনিয়া নায়েব উল্লুকের ন্যায় বিকট মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "ব্যাটা ধর্ম্মপুত্তুর যুদিষ্টির হয়েছেন! পুছ্‌ কল্যি সত্তি কথাই বুল্‌বেন। আরে আবাগের ব্যাটা নেড়ে, এ কি তোর সত্যিযুগ যে সত্যি কথা ব'লে তুই শিরোপা পাবি?"

কেফাতুল্লা রাগ করিয়া বলিল, "জাত তুল্যা কথা বুল্‌চেন ক্যান কর্ত্তা! আমি হেঁদু নই, তা সব্বাই জানে! সত্তি কথা বুল্‌বো না ত কি সায়েবের কাছে মিছে কথা বুল্‌বো?"

নায়েব বলিল, "রুজি বজায় রাখ্‌তে হ'লে সব সময় সত্যি কথা বলা চলে না রে কেফা! মনিবের মন জুগিয়ে চল্‌তে হবে তো? তুই চিঠি নিয়ে গেলি দেওয়ানকে ধ'রে আন্‌তে। তা ধ'রে আনা দূরের কথা— তুই চিঠির জবাব পর্য্যন্ত আন্‌তে পারলি নে! সায়েব তোর কথা শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠ্‌বে। সায়েব বুঝ্‌বে তুই নেহাৎ অকম্মা, হালসানাগিরি করা তোর কাজ নয়; তার পর কাল হুকুম বেরুবে— 'কেফাতুল্লা হাল্‌সানা, হাল্‌সানাগিরি কাজের অযুগ্‌গি, তাকে বরখাস্ত করা হ'লো।' চাকরীটুকু হারিয়ে তখন বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটিস্‌, আর আমড়া চুষিস্‌, তাতেই পেট ভরবে।"

কেফাতুল্লা সভয়ে বলিল, "এজ্ঞে কর্ত্তা, সত্যি কথা বুলে বরখাষ্ট হ'য়ে আমার আমড়া চুষার দরকার নেই। কি বুল্‌তে হবে বুলে দেন। আপুনিই আমার মা বাপ্‌, আমার মুরুব্বি। যে কথা বল্‌লে সায়েবের খোস্‌ হয়,—তা শিকিয়ে দেন, আমি সায়েবকে তাই বুল্‌বো।"

নায়েব বলিল, "এখন পথে আয়। কি বল্‌তে হবে শোন্‌। তুই সাহেবকে সেলাম দিয়ে বল্‌বি 'হুজুর, ভুবন রায় নায়েব বাবুর চিঠি খুলে পড়লো, তার পর মুখ ব্যাজার ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—তোর নায়েবকে বল্‌গে কুঠীতে যাবার আমার কোন আবিশ্যক দেখি নে। সাহেবের কোন কথা জান্‌বার দরকার হ'লে তিনি নায়েবকে আমার কাছে পাঠাতে পারেন'।"

কেফাতুল্লার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞান-রহিত নিম্নশ্রেণীর পরিচারকও নায়েবের মিথ্যা রচনার বহর দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না; কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "রুজি বজায় রাখতি আপনি যা শিকিয়ে দ্যালেন, তা না হয় সায়েবের কাছে বুলে ফ্যাল্‌লাম, কিন্তক দেওয়ানজিকে

যে শয্যেগতো কাহিল দেখ্যা আলাম্। তেনার শরীল-গতিকের কথা যদি সায়েব মোরে পুছ করে, তখোন কি বুল্বো ?”

নায়েব হাসিয়া বলিব, “তখন ?—তখন বল্বি, ‘দেওয়ান খালি গায়ে গামছা মাথায় দিয়ে বাড়ীতে মজুর খাটিয়ে বেড়াচ্ছেন ; এদিকে যাচ্ছেন, ওদিকে যাচ্ছেন, এক একবার গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছচেন। শেষে দেখি তেল মেখে গামছা ঘাড়ে নিয়ে পুকুরে ছ্যান করতে গেলেন। দেওয়ানজির অসুখ বিসুখের কোন লক্ষণ দেখ্লাম না।’ বুঝেছিস্ ? আমি যা যা শিখিয়ে দিলাম ঠিক তাই বল্বি। কথার যদি একটু এদিক ওদিক হয় তা হ’লে তোর হালসানাগিরি করা শিকেয় উঠ্বে, তা যেন মনে থাকে।”

কেফাতুল্লা ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, “কর্ত্তা, আপুনি ছখোন কর‍্যা কেটে জোড়া দিতে পারেন! আপুনি যা যা শিকিয়ে দেলেন আমি হুজুরকে ঠিক তাই বুল্বো। আপুনি যে এ সব কথা আমাকে শিকিয়ে দিয়েছ—তা পিরকাশ করে কোন্ শা—”

নায়েব বাধা দিয়া বলিল, “হুঁ, খুব হুঁসিয়ার! এ কথা প্রকাশ হ’লে তোর চাকুরীটুকু ত যাবেই, মধ্যে থেকে আমাকেও লজ্জা পেতে হবে। তুই ত জানিস্ ভুবন রায়কে আমি খুড়ো মশায় বলে ডাকি।”

কেফাতুল্লা নায়েবের পেয়ারের হালসানা, কতকটা মো-সাহেবও বটে, নায়েবের প্রকৃতি প্রবৃত্তি এবং চা’ল-চলন তাহার অজ্ঞাত ছিল না ; এই জন্য সে মাথা চুল্কাইয়া বলিল, “এজ্ঞে তা ত জানি ; আবার খুড়ো মশায়ের ‘বাইরের অন্দর’ সেই চাঁড়াল ছুঁড়িকেও আপুনি—”

কেফাতুল্লাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া নায়েব হাসিমুখে গর্জ্জন করিয়া বলিল, “তুই ব্যাটা ভারি নচ্ছার! ও সব কথায় তোর দরকার কি ? যা, এখন কুঠীতে গিয়া সাহেবকে সব কথা বল্গে।”

কেফাতুল্লা নায়েবের নিকট বিদায় লইয়া কুঠীতে উপস্থিত হইল এবং নায়েব যাহা যাহা বলিতে বলিয়াছিল, তাহা সমস্তই সাহেবের গোচর করিল। কেফাতুল্লার কথা শুনিয়া সাহেবের মুখকান্তি নিদাঘাপরাহ্নের মেঘের ন্যায় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি হাল্সানাকে বিদায় করিয়া মথুর রায়কে ডাকিয়া আনিবার জন্য আরদালীকে আদেশ করিলেন।

মথুর রায় খর্ব্বাকৃতি স্থূলদেহ মনুষ্য; সাহেব ডাকিয়াছেন শুনিয়া হঠাৎ তাহার নেশা ছুটিয়া গেল! ঘর্ম্মধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল; তাহার কাছা লুটিয়া পড়িল এবং মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে কোনও রকমে কাছা কোঁচা সাম্‌লাইয়া লইয়া এবং জিনের কোটে তাহার সুগুরু ভুঁড়িটি অতি কষ্টে আবৃত করিয়া, অষ্টমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে, গরুড়পক্ষীর মত হাতযোড় করিয়া খাস-কামরায় সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং টেবিলের অদূরে দাঁড়াইয়া সেলাম দিয়া হতাশভাবে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হামফ্রি সাহেব বলিলেন, "ডেখো মঠুর, আমি টোমাকে যে কটা জিগোয়াস করিব—টুমি টাহার ঠিক উট্টর ডিবে। মিট্যা বলিবে না। সট্য কটা বলিলে টোমার বালো হইবে, আর যদি মিট্যা কটা বলিয়া প্রটারণা কর—টবে টোমাকে শাষ্টি পাইটে হইবে। বাৎ সম্‌ঝাইয়াছ?"

ঘর্ম্মাক্ত মথুর রায় চাদর দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ভয়ার্ত্তস্বরে বলিল, "ধর্ম্মাবতারের সম্মুখে কি আমি মিথ্যা বলিতে পারি? আমি পৈতে ছুঁইয়া বলিতেছি হুজুর যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন—তার উত্তরে সত্য কথাই বলিব! কোন্ চণ্ডাল মিথ্যা কথা বলে?"—মথুর কোটের বোতাম খুলিয়া উভয় হস্তে পৈতা খুঁজিতে লাগিল।

সাহেব খুসী হইয়া বলিলেন, "উট্টম কটা বলিয়াছ মঠুর! টুমি

ভডড্র সন্টান্, সটা কটা বলিবে, টাহা আমি জানি। আমি আরও শুনিয়াছি ব্রাম্হিন্ জাটি পৈটা ছুঁইয়া মিট্যা কটা বলে না।—টৌমার ডাডা ভুবন ডেওয়ান পীড়িট্ হইয়া শয্যাগট্ আছে—এরূপ 'রিউমার' আমার আসিয়াছে। ইহা সট্য কি না টৌমার কাছে জানিতে চাই, ঠিক্ বল।"

নায়েব পূর্ব্বেই মথুরকে তালিম দিয়া অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল; সাহেবের কথা শেষ হইবামাত্র সে উভয় হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা শ্রবণবিবর রুদ্ধ করিয়া আবেগ ভরে বলিল, "রাধামাধব! এও কি একটা কথা? দাদার অসুখের কথা আমার স্বপ্নের অগোচর! এ বোধ হয় তাঁহার কোন শত্রুপক্ষের মিথ্যা রটনা। তবে হইতেও পারে, তাঁহার সামান্য একটু মাথা ধরা বা রোদ লাগা আশ্চর্য্য নব। কারণ, কয়দিন হইতে তিনি প্রায় সমস্ত দিন রৌদ্রে ঘুরিয়া মুনিষ খাটাইতেছেন; সময়ে স্নান নাই, আহার নাই, ঐরূপ পরিশ্রম দুই দিন করিলে আমাদের হুজুর একশো দশডিগ্রি জ্বর হইত! দাদার লোহার শরীর, একটু মাথা ধরিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু দাদার সঙ্গে কিছুদিন হইতে বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া আমার মনান্তর চলিতেছে, কথাবার্ত্তা বন্ধ; এই জন্য তাঁহার অসুখের জনরবের কারণটা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, তবে জনরবটা কেবল যে হুজুরই শুনিয়াছেন, এরূপ নহে; আমরাও এক-আধটু শুনিয়াছি; এ জনরবের সৃষ্টিকর্ত্তা কে, কেনই বা ইহার সৃষ্টি হইল, তা হুজুর, অনুমান করিবার শক্তি আমার নাই।"

সাহেব বলিলেন, "ডরকার হইলে সে আমার কুঠীটে আসিটে পারে না,—টাহার অসুখ আশা করি এরূপ গুরুটর হয় নাই।"

মথুর রায় বিস্ময়ভরে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "দরকার হইলে দাদা সন্ধ্যার মধ্যে দশক্রোশ ঘুরিয়া আসিতে পারেন, কুঠীতে

আসিয়া হুজুরের সঙ্গে দেখা করা ত 'তুশ্চু' কথা! আমি ত হুজুর, তাঁর অসুখের কোন লক্ষণই দেখিতে পাই নাই! তবে যদি দাদা অন্য কোন কারণে হুজুরকে সেলাম দিতে আসা অনর্থক মনে করিয়া থাকেন —সে কারণ আমি 'ওয়াকিব' নহি।"

'আচ্ছা মঠুর, টুমি এখন যাইটে পার।'—বলিয়া সাহেব মথুরকে বিদায় করিলেন। মথুর কুঠীর বাহিরে আসিয়া নায়েবের বাড়ীর দিকে চলিল। নায়েব তাহার নিকট সকল কথা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল, এবং তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "কেয়াবাৎ মথুর খুড়ো! এবার তুমি একজামিনে পাশ্। আজ আর খাঁটি নয়, দু বোতল হুইস্কি মায়ের প্রসাদ পাবে। আর তোমার দাদার বিরুদ্ধে 'পার্টিসন স্যুট' দু'চার দিনের মধ্যেই রুজু করে দিচ্ছি। টাকার জন্যে তোমার কোন চিন্তে নেই। আগে মামলা জিতে ইমারতের এক একখানা ইট ভাগ করে নাও, তার পর দেনার টাকা দিও।"

মথুর রায়ের 'সরল' কথা শুনিয়া হামফ্রি সাহেবের বিশ্বাস হইল ভুবন রায়ের অসুখের কথা মিথ্যা। অসুখের ভান করিয়া সেই 'রাস্কেল' তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিল, তাঁবেদার হইয়া তাহার সহিত দেখা করিতে আসিল না!—নায়েব তাহার বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই সত্য। সে কাণ্সারণের বিরুদ্ধে নবাবকে সাহায্য করিয়াছে; তাহার বিশ্বাসঘাতকতাতেই হাতীভাঙ্গা পরগণা হস্তচ্যুত হইল! যাহাকে তিনি এক দিন কাণ্সারণের নায়েবী দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যাহাকে তিনি কুঠীর সকল আমলা অপেক্ষা কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বাসের পাত্র মনে করিতেন, যাহার অসুখের সংবাদ শুনিলে তিনি সস্ত্রীক তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া দেখিয়া আসিতেন—সেই ভুবন রায় সামান্য অর্থের লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিল? তাঁহাকে এতদূর

অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত করিল! এই সকল কথার আলোচনা করিয়া সাহেব ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠিলেন। ভুবন রায় সত্যই অসুস্থ হয় নাই—ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াও তিনি অন্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইলেন, এবং কুঠীর অন্যতম কর্ম্মচারী, ভুবন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায়কে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার 'জরুরী তলপে' মৃত্যুঞ্জয় তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাকে তাহার কাকার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মথুরের ন্যায় অপদার্থ বা তাহার পিতৃব্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল না; নায়েব প্রচুর প্রলোভনেও তাহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই। সে সাহেবকে বলিল, তাহার কাকা সত্যই অত্যন্ত অসুস্থ, উত্থানশক্তি রহিত। সাহেব নানা রকম জেরা করিয়াও তাহাকে দিয়া মিথ্যা কথা বলাইতে পারিলেন না। তখন তিনি মৃত্যুঞ্জয়কে কতকগুলা গালাগালি দিয়া বিদায় করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় যাইবার সময় বলিয়া গেল, "সাহেব, আমি আপনার চাকর; আপনি অন্যায় গালি দিলেন, তাহা সহ্য করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু আপনার আদেশেও আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারি নাই; যাহা সত্য, তাহাই আপনাকে বলিয়াছি। কথা বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা।"

পরদিন প্রভাতে নায়েব ম্যানেজার সাহেবের কাছে মৃত্যুঞ্জয়ের জবাব শুনিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল "হুজুর, উহারা খুড়া-ভাইপোতে ষড়যন্ত্র করিয়া নবাবের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এরূপ বিশ্বাসঘাতক চাকরকে চাকরীতে বাহাল রাখিলে কাণ্সারণের মঙ্গল নাই। উহারা হাত গিলিতে গিলিতে ক্রমে বাহু গিলিবে! শেষে আপ্‌শোষ করিয়া কোন ফল হইবে না।"—কিন্তু সাহেব ভুবন ও মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা নায়েবের নিকট প্রকাশ

করিলেন না। কোন আশা ভরসা না পাইয়া নায়েব ক্ষুণ্ণমনে সাহেবের নিকট বিদায় লইল।

বুদ্ধিমান মৃত্যুঞ্জয় পূর্ব্বদিন ম্যানেজার সাহেবের ভাবভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, তাহার ও তাহার কাকার চাক্‌রীর পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। নায়েব 'ছোটকাকা' মথুরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের খুড়া-ভাইপোর বিরুদ্ধে যে মুষল উদ্যত করিয়াছে, তাহার আঘাত অনিবার্য্য। তাহার অনুপস্থিতিতে কেহ সেরেস্তার কাগজ পত্র হস্তগত করিয়া তাহাকে দায়গ্রস্ত ও বিপন্ন করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে সে যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিল, এবং দায়মুক্ত ভাবে কুঠী হইতে বাহির হইবার জন্য হিসাবপত্র ঠিক করিতে লাগিল। এ দিকে ভুবন রায়ের বিরুদ্ধে কুঠীতে নিত্য নূতন ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয়ের দলেও লোক ছিল, সুতরাং কোন ষড়যন্ত্রের কথাই তাহার অজ্ঞাত রহিল না; সে গোপনে সকল সংবাদ ভুবন রায়ের নিকট প্রেরণ করিয়া তাহাকে কুঠীতে আসিতে নিষেধ করিল। ভুবন রায় তখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছিল; পাল্কী চড়িয়া কুঠীতে আসা তখন তাহার পক্ষে কতকটা সম্ভব হইলেও অপদস্থ ও অপমানিত হইবার আশঙ্কায় সে ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প ত্যাগ করিল।

কাহাকেও কুঠীর কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা বা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা, কুঠীর কোন আমলার বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি, বা এক পদ হইতে কাহাকেও অন্য পদে বাহাল করা, এবং কাণ্সারণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কাছারীর কর্ম্মচারীদের বদলী বা উন্নতি অবনতি প্রভৃতি সকল কাজই কুঠীর পুণ্যাহের দিন সম্পন্ন করিবার নিয়ম আছে। বহুকাল হইতেই এই নিয়মে কাজ চলিয়া আসিতেছে। পুণ্যাহের তখনও বিলম্ব ছিল; সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় বুঝিয়াছিল পুণ্যাহের পূর্ব্বে তাহার বা

তাহার কাকার চাকরী যাইবার আশঙ্কা নাই ; পুণ্যাহ পর্য্যন্ত তাহাদের চাকরীর পরমায়ু বর্ত্তমান।

কার্য্যতঃ তাহাই হইল। পুণ্যাহের দিনই ম্যানেজার সাহেব ভুবন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় রায়কে পদচ্যুত করিলেন। কেবল তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া সাহেব বাহাদুরের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল না, নায়েবের প্রিয়পাত্র ভ্রাতৃদ্রোহী মথুর রায় ভিন্ন রায়-গোষ্ঠীর যে সকল লোক কুঠীতে প্রতিপালিত হইতেছিল, এমন কি, যাহারা ভুবনের পক্ষে ছিল, সকলেরই চাকরী গেল ! মথুর রায় নায়েবের হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে চাকরী করিতে লাগিল।

ভুবন রায় ও মৃত্যুঞ্জর রায়ের পদে শ্রীনাথ নায়েবের অনুগৃহীত ও প্রসাদপুষ্ট যে দুইজন লোককে নিযুক্ত করা হইল, তাহাদের প্রতি সর্ব্বপ্রথমেই আদেশ হইল—ভুবন রায় ও মৃত্যুঞ্জয়ের নিকাশী কাগজ প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহারা ম্যানেজার সাহেবের ও নায়েবের মনোরঞ্জনের জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পদচ্যুত কর্ম্মচারীদ্বয়ের হিসাব-নিকাশ করিতে লাগিল। হাম্ফ্রি সাহেব ও শ্রীনাথ নায়েবের আশা ছিল ভুবন রায় ও মৃত্যুঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে জমীদারের অব্যর্থ অস্ত্র 'তহবিলের' মামলা করিয়া তাহাদিগকে জেরবার করিবেন। চাকুরী ত গিয়াছেই, এইবার তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম করিয়া লইয়া তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন ; কিন্তু তাহাদের সে আশা পূর্ণ হইল না ! নব-নিযুক্ত কর্ম্মচারীদ্বয় যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত হিসাব-নিকাশ করিয়াও খুড়া বা ভাইপো কাহাকেও ফাঁদে ফেলিতে পারিল না। অগত্যা তাহারা সাহেবের নিকট এত্তেলা করিল, মৃত্যুঞ্জয় রায় নিজের ও তাহার কাকা ভুবন রায়ের কাগজপত্র এমন ভাবে সংশোধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের নামে সিকি

পয়সারও 'তহবিল' করিবার উপায় নাই!—এই সংবাদে ম্যানেজার সাহেবের ও নায়েবের ক্ষোভের সীমা রহিল না। কিন্তু শ্রীনাথ নায়েব চিরদিনই একাধিক অস্ত্র লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিত। সে জানিত, পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ভুবন রায়ের সহিত মথুর রায়ের বিরোধ চলিতেছে; ভ্রাতৃদ্বয়ের এই পারিবারিক বিরোধেই সে মথুর রায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া 'পূজনীয় খুড়ো মশায়' ভুবন রায়কে উদ্বাস্ত করিবার সঙ্কল্প করিল! নায়েব তাহার এই মহৎ সঙ্কল্পের কথা হাম্‌ফ্রি সাহেবের গোচর করিলে, সাহেব আনন্দের সহিত নায়েবের প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তিনি নায়েবকে আদেশ দিলেন—নামমাত্র স্থদে, যত টাকা লাগে মথুরকে কর্জ্জ দিয়া 'পদচ্যুত ডেওয়ান্' 'রাস্কেল' ভুবন রায়ের বিরুদ্ধে মামলা চালাও—সে যাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হয় তাহার 'বেবষ্টা' কর।

মথুর রায় তাহার মনিব-সরকারের অর্থ-সাহায্যে প্রকাণ্ড এক দেওয়ানী মামলা রুজু করিয়া ভুবন রায়কে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিল। কিন্তু ভুবন রায় 'ঝানু মামলাবাজ।'—সে শ্রীনাথ গোঁসাইএর মত নায়েবকে এক হাটে কিনিয়া অন্য হাটে বেচিতে পারিত। ভুবন রায় নানা কৌশলে ও যথাযোগ্য তদ্বিরের বলে মথুর রায়ের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিল। মামলা করিয়া মথুর রায়ের স্বার্থসিদ্ধি হইল না। নায়েবের প্ররোচনায় মনিব-সরকারের নিকট সে বিস্তর টাকা দেনা করিয়া সহোদরের বিরুদ্ধে মামলা চালাইতেছিল, মামলা ফাঁসিয়া যাওয়ায় সেই ঋণ পরিশোধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হাম্‌ফ্রি সাহেব মথুর রায়কে দেনা শোধের জন্য তাড়না করিতে লাগিলেন; নায়েব তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য পূর্ব্বে যে পদোন্নতির আশা দিয়াছিল, সে আশা শূন্যে বিলীন হইল। মামলা করিয়া ভুবন রায়কে বিধ্বস্ত করা

সম্ভব হইল না দেখিয়া নায়েব মথুর রায়কে জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিল। আবকারী দোকানের 'দারু ছত্র' হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল! উঠিতে বসিতে নায়েবের গঞ্জনা ও ধিক্কার সহ্য করিয়া মথুর রায়ের জীবন বিড়ম্বনা-পূর্ণ হইয়া উঠিল।

ভুবন রায়ের ন্যায় জমিদারী-কার্য্যে অভিজ্ঞ বহুদর্শী কর্ম্মচারীকে চাকরীর অভাবে দীর্ঘকাল বেকার অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হয় না। ভুবন রায় শীঘ্রই চাকরী ছুটাইয়া লইল। বাখরগঞ্জের নবাব বাহাদুর হাতীভাঙ্গা পরগণা খাস করিয়া লইয়া ভুবন রায়কে সেই পরগণার তহশিলদার পদে নিযুক্ত করিলেন। এই চাকরীতে পয়সাও ছিল, সুখ-শান্তিরও অভাব ছিল না। সে দক্ষতার সহিত কার্য্য-পরিচালন করিতে লাগিল।

নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই ভুবন রায়ের এই নূতন চাকরীর সংবাদ শুনিয়া, ম্যানেজার সাহেবের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "হুজুর, ভুবন রায়ের শয়তানী মতলব এত দিন পরে বুঝিতে পারা গেল; নিমকহারাম শয়তান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হাতীভাঙ্গা পরগণা নবাবের খাসে আনিয়া দিয়া পুরস্কার স্বরূপ তাহার তহশিলদারী লাভ করিয়াছে। এই চাকরীতে সে বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিবে।"

সাহেবের মেজাজ তখন ভাল ছিল না; নায়েবের কথা শুনিয়া তিনি তীব্র স্বরে বলিলেন, "সেই জন্যই কি টোমার মুখ চুল্‌কাইটেছে শূয়ার? ভুবন রায় টোমার খুড়া—টোমার বাবার ভাই আছে,—সে টোমার বাবা হইলে আমি খুসী হইটাম। সে টোমার বাবা হইলে টাহার বুড্‌ঢি ও শক্‌টির কিঞ্চিট্ অংশ টুমি 'ইন্‌হেরিট' করিটে।—টুমি টাহার জুটার ফিটা খুলিবারও উপযুক্ট নও! মিট্যা নায়েবী করিটেছ।"

নায়েব মুখের মত জবাব পাইয়া মুখ চূণ করিয়া হাত কচ্‌লাইতে-কচ্‌লাইতে সরিয়া পড়িল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ম্যানেজার হামফ্রি সাহেবের অনুগ্রহে নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই তাহার কার্য্যক্ষেত্র একরকম নিষ্কণ্টক করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু তাহার পারিবারিক জীবনে বিন্দুমাত্র সুখশান্তি ছিল না ; বোধ হয় সে তাহা প্রার্থনীয় মনে করিত না ! সে তাহার বিধবা ভগিনী জ্ঞানদা দেবীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত, এবং তাহার সকল আবদার রক্ষা করিয়া চলিত। এ জন্য তাহার 'দ্বিতীয় সংসার' তরুণী ভার্য্যা দীনতারিণী দেবী সময়ে-সময়ে তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিত। বিশেষতঃ স্বামীর পত্নীবৎসলতায় তাহার যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থাকায়, তাহার অবস্থা জগদম্বার শাসনাধীনে জলধরের ন্যায় অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে শ্রীনাথ নায়েবের কোন দিন 'হোঁদলকুৎকুতে' সাজিবার সাধ হয় নাই।

নায়েবের ভগিনী বলিয়া জ্ঞানদার মনে অহঙ্কারের মাত্রা এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, সে মানুষকে মানুষ মনে করিত না, এবং দাদার অত্যধিক আদরে তাহার চালচলনও বিগড়াইয়া গিয়াছিল। পল্লীগ্রামের গৃহস্থ ঘরের বিধবা হইলেও, সে তাহার নির্জ্জন শয়ন-কক্ষে বসিয়া 'কি দিবসে কি নিশীথে' হারমোনিয়ম সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীতালাপ করিত ; এবং সেই সকল সঙ্গীত পরমার্থ-বিষয়ক সঙ্গীত বলিয়া কোন শ্রোতারই ভ্রম হইত না। এমন কি, কোন কোন দিন অপরাহ্ণে বা জ্যোৎস্না-পুলকিত মলয়-হিল্লোলিত মধু-যামিনীতে পথের লোকও শুনিতে পাইত, জ্ঞানদা দেবীর সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষে গান হইতেছে—'যায় বুঝি যৌবনের তরী অকূল তুফানে !'—এই সকল সঙ্গীত নায়েবের কর্ণেও প্রবেশ

করিত। দীনতারিণী এই শ্রেণীর সঙ্গীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্বামীর সহিত তর্ক করিলে, ভগিনীবৎসল উদার-হৃদয় নায়েব প্রশান্ত চিত্তে বলিত, "আহা, গা'ক, গা'ক। তোমার ওতে হিংসে হয় কেন? ভগবান ওকে মেরে রেখেছেন। মন হ'লে দু'দণ্ড গান-বাজনা করবে—তাও তোমাদের সহ্য হবে না? তোমাদের কি ভয়ঙ্কর কুসংস্কার। বিধবাতে গান গাইলেই যেন ভাগবত অশুদ্ধ হ'লো! কলকাতার কত বড়-বড় ঘরের মেয়েরা বন্ধুবান্ধবের মজলিসে সঙ্গীতালাপ করে, জান্‌লে আর তিলকে তোমরা তাল করতে না। ওটা যে একটা বিদ্যে,—ললিত-কলা। মা সরস্বতী গানের দেবতা,—সে খবর রাখ না বুঝি?"

দীনতারিণী স্বামীর বক্তৃতা শুনিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিতেন "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! কল্‌কাতার বড়-বড় ঘরের ধাড়ী বিধবা মেয়েরা হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করে—'যায় বুঝি যৌবনের তরী অকূল তুফানে!'—তুমি কাকে বোকা বুঝাতে এসেছ? যেমন ভাই, তেমনই বোন।"

দীনতারিণী নায়েবের সেরেস্তার কোন আমলা বা কান্‌সার্ণের কোন প্রজা নয় যে, নায়েব মুখের মত জবাব পাইয়া তাঁহাকে শাসন করিবে! 'দ্বিতীয় সংসারে'র কঠোর বাক্যবাণে সে জর্জ্জরিত হইয়া কুঠিতে পলায়ন করিত, এবং সেখানে গিয়া তাঁবেদারদের নিকট বীরত্ব প্রকাশ করিত! বাড়ীতে ভগিনী জ্ঞানদা ভিন্ন তাহার 'ব্যাথার ব্যথী' আর কেহই ছিল না।

কিন্তু নায়েবের ছোট ভাই জ্যোতিষ জ্ঞানদার 'বেয়াদপি' সহ্য করিতে পারিত না। বাড়াবাড়ি দেখিলে সে মধ্যে-মধ্যে ভগিনীকে দু'কথা শুনাইয়া দিত; তাহার স্বেচ্ছাচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিত। এ জন্য জ্ঞানদা জ্যোতিষকে শত্রু মনে করিত; এবং তাহাকে জব্দ করিবার কোন উপায় আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, সাংসারিক সামান্য-সামান্য

বিষয় লইয়া জ্যোতিষের স্ত্রীর সহিত তুমুল কলহ আরম্ভ করিত। তাহার পর জ্ঞানদা, জ্যোতিষ ও তাহার স্ত্রীর ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া, তাহাদের অপরাধের কথা সালঙ্কারে দাদার কর্ণগোচর করিত। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, নায়েব-পত্নী দীনতারিণী অধিকাংশ স্থলেই দেবরের ও তাহার স্ত্রীর পক্ষ সমর্থন করিতেন ; অর্থাৎ গৃহবিবাদে জ্ঞানদা যে পক্ষ অবলম্বন করিত, দীনতারিণী তাহার বিপক্ষে ওকালতনামা গ্রহণ করিতেন ! নায়েব অভিযোগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেও, স্ত্রীর ভয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিত না,—ভগিনীর অভিযোগগুলি অগত্যা মাঠে মারা যাইত ! জ্ঞানদা মামলায় হারিয়া, অভিমানে কখন অশ্রুবর্ষণ করিত, কখন রাগ করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইত। গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া সে দীর্ঘকাল তাহার দাদার কোন বন্ধুর গৃহে কাটাইয়া আসিত। ইহাতে নায়েবের আপত্তি ছিল না। হারমোনিয়মের সঙ্গে গান, গঙ্গাস্নান এবং পরিবারস্থ সকলের সহিত কলহ করিয়া দাদার উপর অভিমান— এই সকল লইয়া জ্ঞানদার বৈধব্য জীবন এক রকম সুখেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্কীর্ণচেতা, নীরস-প্রকৃতি জ্যোতিষ তাহার এই সকল সুখে বাধা দান করায়, সে জ্যোতিষকে সস্ত্রীক বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল ; এবং তাহাদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে জ্যোতিষ একে ত নায়েবের ছোট,—কেবল বয়সে ছোট নয়, উপার্জ্জনেও ছোট। তাহার উপর সে নায়েবের অধীন কর্ম্মচারী। সুতরাং সকল বিষয়েই তাহাকে নায়েবের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। জ্ঞানদা প্রত্যহ এত মিথ্যা কথা রচনা করিয়া তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে 'ঠকামি' করিতে লাগিল যে, দীনতারিণী সাধ্যানুসারে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াও জ্ঞানদার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পারিলেন

না। এক দিন নায়েব জ্যোতিষকে সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিল। দুর্ব্বল জ্যোতিষ সকল দিক ভাবিয়া দেখিয়া, দাদার আশ্রয় ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। কিন্তু দীনতারিণী নিষ্ঠুর স্বামীর ভ্রাতৃবিদ্বেষ ও স্বার্থপরতার পরিচয়ে এতই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইলেন যে, নায়েবের সংসার-ধর্ম্ম মাথায় উঠিল! অবশেষে 'দ্বিতীয় পক্ষ' ও ভগিনী, উভয়কেই খুসী করিবার জন্য শ্রীনাথ গোঁসাই নায়েবী চাল চালিয়া একটা রফা নিষ্পত্তি করিল। জ্যোতিষকে আর বাড়ী ছাড়িতে হইল না; কিন্তু তাহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল! একান্নবর্ত্তী পরিবারে বড় ভাই ছোট ভাইকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, আর তাহার স্ত্রী দেবর ও দেবর-পত্নীকে তাঁহার স্নেহাঞ্চল-চ্ছায়ায় আশ্রয় দানের জন্য সঙ্কীর্ণচেতা স্বার্থপর স্বামীর উপর অভিমান করিয়া অনাহারে পড়িয়া আছেন,—এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের পল্লীভবন দূরের কথা, বাঙ্গালা-দেশের গার্হস্থ্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দুর্লভ! এই 'স্বর্ণলতার' যুগে কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন উপন্যাস-লেখকের উর্ব্বর কল্পনাও বোধ হয় এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা দুঃসাহসের কাজ মনে করিবে!

জ্যোতিষ গোঁসাই নায়েব অপেক্ষা অধিক চতুর। সে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া, স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া দাদার সংসারেই বাস করিতে লাগিল। নায়েব দ্বিতীয় সংসারকে অসন্তুষ্ট করিয়া সংসারে বাস করা 'যথারণ্যম্ তথা গৃহম্' মনে করিতে লাগিল; এবং দীনতারিণীর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার সহোদরের, এমন কি, তাঁহার কোন-কোন জ্ঞাতি ভ্রাতারও চাকরী করিয়া দিল। তাহার মনিব ও মুরুব্বি ভক্তবৎসল হাম্‌ফ্রি সাহেবকে ধরিয়া কাণ্‌সারণের মধ্যেই তাহাদের চাকরী জুটাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইল না। নায়েব-ঘরণী দীনতারিণী দেবী তাঁহার খুড়তুতো ভাই বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে

সহোদর অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। সুযোগ বুঝিয়া দীনতারিণী বীরেন্দ্রের উন্নতির জন্য স্বামীর নিকট আবদার আরম্ভ করিলেন। নায়েব নিরুপায় হইয়া হাম্‌ফ্রি সাহেবের শরণাপন্ন হইল। সুরসিক হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলেন, তিনি সুযোগ পাইলেই তাহার শ্যালককে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবেন।

জ্যোতিষ ব্যতীত নায়েবের আরও কয়েকটি সহোদর ছিল,—তাহারাও কাণ্‌সারণে নায়েবের অধীনে চাকরী করিত, এবং পৃথক বাড়ীতে বাস করিত। তাহারা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া শ্রীনাথ তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিত,—তাহাদিগকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইত! নায়েব কোন দিন তাহাদিগকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া দুটি খাইতে দিয়াছে,—কেহই তাহার এ দুর্নাম করিতে পারিবে না। এমন কি, তাহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান জ্ঞানেন্দ্র তাহার কাকা-কাকীদের নিকট যতটুকু স্নেহ ও আদর যত্ন পাইত, পিতা ও বিমাতার নিকট তাহার শতাংশও পাইত কি না সন্দেহ। সে বিনয়ী, সুশীল ও সচ্চরিত্র ছিল—পিতাকে ও বিমাতাকে সে আন্তরিক ভক্তি করিত। কিন্তু সেই মাতৃহীন বালক পিতার নিকট কোন দিন সস্নেহ ব্যবহার পায় নাই। তাহার পিতা কিরূপ দুশ্চরিত্র, ধর্ম্মজ্ঞানরহিত, মহাপাপিষ্ঠ—তাহা অনায়াসেই সে বুঝিতে পারিত। যুবক সমাজে নায়েবের কুচরিত্রের সমালোচনা আরম্ভ হইলে, সে নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিত, এবং সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিত। বালক মনের কষ্ট কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না,—নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিত; কেহ তাহার মুখে হাসি দেখিতে পাইত না। নায়েব বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও, পুত্রের সুশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় সে অপব্যয়

মাত্র মনে করিত। পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না!

নায়েব স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে জ্যোতিষকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিতে না পারিলেও, তাহার অনিষ্টচিন্তায় মুহূর্ত্তের জন্য বিরত হয় নাই। সহোদর হইলে কি হয়, অন্যের অনিষ্ট-চেষ্টাই ছিল শ্রীনাথ গোঁসায়ের প্রকৃতগত বিশেষত্ব! যে দিন সে কাহারও অনিষ্ট করিতে না পারিত, সে দিন সে মনে করিত, দিনটাই বৃথা গেল!

জ্যোতিষ মুচিবাড়িয়া কুঠীর ডাক্তার ছিল। কুঠীর সাধারণ কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা ডাক্তারের পদমর্য্যাদা ও সম্মান একটু বেশী, এ কথা বলাই বাহুল্য। পদগৌরবে সে নায়েবের তাঁবেদার অথচ ডাক্তার বলিয়া সকলেই জ্যোতিষকে আদর ও সম্মান করে,—নায়েবের ইহা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ হাম্‌ফ্রি সাহেব জ্যোতিষকে একটু ভালবাসিতেন, বিশ্বাস করিতেন,—তাহাকে কাছে বসাইয়া তাহার সহিত নানা রকম গল্প করিতেন,—কোন কোন বিষয়ে তাহার পরামর্শও জিজ্ঞাসা করিতেন,—ইহা পরশ্রীকাতর নায়েবের সহ্য হইত না। জ্যোতিষকে কুঠীর চাকরী হইতে বরখাস্ত করিবার জন্য তাহার আগ্রহ এরূপ প্রবল হইল যে, কি কৌশলে তাহাকে পদচ্যুত করিবে; তাহাই সে দিবারাত্রি চিন্তা করিতে লাগিল। জ্যোতিষ জমীদারী সেরেস্তার আমলা হইলে তাহাকে তাড়াইবার জন্য ছলের অসদ্ভাব হইত না; কিন্তু ডাক্তারের কোন ত্রুটি আবিষ্কার করা যে তাহার বিদ্যা-বুদ্ধির এলাকার বাহিরে! অথচ সাহেবের কাছে তাহার কোন গুরুতর অপরাধের প্রমাণ দিতে না পারিলে তাহাকে পদচ্যুত করাও অসম্ভব! এদিকে সে তাহার ছোট ভাই, তাহার বিরুদ্ধে 'চুক্‌লামী' করিলে সাহেবই বা কি মনে করিবেন। কিন্তু শ্রীনাথ গোঁসাই চক্ষুলজ্জার ধার ধারিত না।

অনেক চিন্তার পর সে স্থির করিল—কুঠীর ডিস্‌পেন্সারী সংক্রান্ত কতকগুলি গলদ ধরাইয়া দিয়া সে সাহেবের মনে জ্যোতিষের প্রতি অসন্তোষ ও অবিশ্বাস উৎপাদন করাইবে। তাহার পর সাহেবকে বুঝাইয়া দিবে যে, তাহাকে না তাড়াইলে ডিস্‌পেন্সারীটি মাটী হইবে; ডিস্‌পেন্সারীর মূল্যবান ঔষধগুলি জ্যোতিষ তাহার 'প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিসে' ব্যবহার করিয়া স্বয়ং লাভবান হইবে ; কোম্পানীর বিস্তর টাকার ঔষধ জলে পড়িবে !

জ্যোতিষ তাহার দাদাকে চিনিত। দাদা তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, প্রসঙ্গক্রমে সে তাহাদের পারিবারিক সকল কথা হাম্‌ফ্রি সাহেবের গোচর করিল ; এবং তাহার প্রতি দাদার স্নেহ ও বাৎসল্যের পরিচয় দিয়া রাখিল ! অতঃপর এক দিন সুযোগ বুঝিয়া নায়েব সাহেবের কাছে ডিস্পেন্সারীর কথা উত্থাপন করিল, এবং জ্যোতিষকে না সরাইলে ঔষধালয়টি অচিরে নষ্ট হইবে, ইহা বুঝাইয়া দিল। হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ডেকো গোসাইন ! টোমার ভাই জোটিস্ বড়া হারামজাড্ আছে, টাহা আমার অজ্ঞাট্ নহে ; আমি টাহার বরটরফের হুকুম পরে ডিব, এ বিষয়ে টুমি নিশ্চিণ্টো ঠাকিটে পারো।"

সাহেব মুখে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু কাজে কিছুই করিলেন না দেখিয়া, নায়েব আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তাহার সন্দেহ হইল, জ্যোতিষ গোপনে সাহেবকে দুই চারিটি মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে,—তাহাকে শীঘ্র তাড়াইবার আশা নাই ! নায়েব জ্যোতিষকে কুঠীর চাকরী হইতে বরখাস্ত করিবার উপায় না দেখিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্য একটি নূতন ফন্দী আবিষ্কার করিল।

কাহারও অনিষ্ট করিবার কৌশল স্থির করিতে নায়েবের মুহূর্ত বিলম্ব হইত না।

নায়েবের বাড়ীতে তাহার শয়ন-কক্ষ সন্নিহিত একটি কক্ষে তাহার স্ত্রী দীনতারিণী ভিন্ন পরিবারস্থ অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না; এমন কি, দাসদাসীদের কাহারও কোন কারণে সেই কক্ষে প্রবেশ করা আবশ্যক হইলে, সে জন্য নায়েবের অনুমতি লইতে হইত। একমাত্র দীনতারিণী স্বামীর অনুমতি না লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত। এই কক্ষে নায়েবের গোপনীয় চিঠিপত্র, দলিল, টাকাকড়ি সমস্তই থাকিত। কুঠী হইতে আসিয়া, সে তাহার জামা কাপড় ছাড়িয়া এই কক্ষেই রাখিত। জামার পকেটে অনেক সময়েই টাকা, নোট ও গোপনীয় কাগজপত্র থাকিত। পাছে কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া এ সকল জিনিস আত্মসাৎ করে, এই আশঙ্কায় নায়েব বাড়ীর কোন লোককে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দিত না।

এক দিন প্রভাতে নায়েব মহা গোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিল। সে আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার জামার পকেটে হাজার টাকার এক কেতা নোট ছিল, তাহা পাওয়া যাইতেছে না, কে লইল?"—শ্রীনাথ গোঁসাইয়ের পকেট হইতে হাজার টাকার নোট চুরি করিবে এরূপ লোক তাহার বাড়ীতে থাকা দূরের কথা, গ্রামে ছিল কি না সন্দেহ; কারন, কাঁচা মাথা লইয়া, সিংহের গুহায় প্রবেশ করিয়া, অক্ষত দেহে প্রত্যাগমন করা বরং সম্ভব, কিন্তু নায়েবের 'নিষিদ্ধ কক্ষে' প্রবেশ পূর্ব্বক হাজার টাকার নোট হজম করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। গোঁসাই প্রভুও এ কথা জানিত। তথাপি সে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, "হায়, হায়, কে এমন সর্ব্বনাশ করিল! কাহার ঘাড়ে তিনটে মাথা যে, সে আমার ঘরে ঢুকিয়া নোট গাফ

করিল ?"—তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলেই নিস্তব্ধ,—কেহ কোন কথা বলিল না। তখন সে তাহার সহোদর জ্যোতিষ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমন কি, দাসদাসীদের পর্য্যন্ত, নোটের কথা জিজ্ঞাসা করিল; বলা বাহুল্য, কেহই নোট চুরি স্বীকার করিল না।

যথাসময়ে নায়েব অত্যন্ত গরম হইয়া কাছারীতে চলিয়া গেল, এবং হাম্‌ফ্রি সাহেবকে নোট চুরীর কথা জানাইল। ইঙ্গিতে সে জ্যোতিষের উপর এই অপরাধ চাপাইল! বাড়ী ফিরিয়া সে দীনতারিণীকে স্পষ্টই বলিল, "হাজার টাকার নোট,—অন্য কেহ লইতে সাহস করিবে না; জ্যোতিষই গোপনে আমার ঘরে ঢুকিয়া নোটখানা সরাইয়াছে।"—দীনতারিণী জ্যোতিষকে চিনিতেন; তিনি জ্যোতিষের পক্ষাবলম্বন করিয়া, এই অন্যায় সন্দেহের প্রতিবাদ করিলেন। ইহাতে নায়েবের ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল; সে পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধ ও গালিবর্ষণ করিতে লাগিল। দীনতারিণী স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিল।

জ্যোতিষ যথাসময়ে কুঠীতে উপস্থিত হইলে, সাহেব তাহাকে তাহার দাদার নোট চুরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষ হাসিয়া সাহেবকে বলিল, "হুজুর, দাদার নোট চুরী যাওয়ার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা! এ তাঁর নায়েবী চাল ভিন্ন আর কিছুই নয়। চুরীর অপবাদ আমার মাথায় চাপাইয়া আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার ফন্দী! আগেও তিনি এই মতলবে যে সকল চাল চালিয়াছেন—তা হুজুরের অজ্ঞাত নয়। সে সকল ফন্দী খাটিল না দেখিয়া এই নূতন ফন্দী বাহির করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—হাজার টাকার নোট তাঁহার পকেটে ছিল। দশ বিশ টাকার নোট নয় যে, কেহ তাঁহাকে 'পান খাইতে'

দিয়াছিল—তিনি তা বাক্সে না তুলিয়া ভ্রমক্রমে জামার পকেটে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মত হিসাবী লোকের হাজার টাকার নোট সম্বন্ধে এরূপ ভুল হওয়া কতদূর সম্ভব, তা হুজুরই বিবেচনা করিতে পারেন! তাহার পর প্রত্যুষে তাঁহার পকেটে হাজার টাকার নোট কোথা হইতে আসিল? যদি তিনি দরকারী কাজের জন্য সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হারাইবার মতলবেই কি তাহা জামার পকেটে রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন? যদি কোন কাজের জন্য তিনি উহা বাহির করিয়া থাকেন—তবে সে কি কাজ, তাহা হুজুর দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন জানিবার আগ্রহ হইতেছে। কোন সামান্য কাজের জন্য হাজার টাকার নোট বাহির করিবার দরকার হয় না। নম্বরী নোট,—নোটখানির নম্বর নিশ্চয়ই তাঁহার খাতাপত্রে লেখা আছে। হুজুর তাঁহার নিকট নম্বরটা চাহিলে তাঁহার মুখের ভাব কিরূপ হয়, তাহাও লক্ষ্য করিতে পারেন।"—জ্যোতিষ এ ভাবে আত্ম-সমর্থন করিল যে, সাহেবেরও বিশ্বাস হইল, জ্যোতিষকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্যই নায়েবের এ একটা চাল মাত্র।—সাহেব নোট চুরীর কথা বিশ্বাস করেন নাই বুঝিয়া, নায়েব অতঃপর এই চুরী সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; এবং সাহেব জ্যোতিষের প্রতি প্রসন্ন, ইহা বুঝিতে পারিয়া, সে জ্যোতিষকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার সঙ্কল্প কিছু-দিনের জন্য ত্যাগ করিল।

সহোদরের প্রতি শ্রীনাথ নায়েবের ব্যবহার কিরূপ উদার ও বাৎসল্যপূর্ণ, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। এইবার তাহার আর একটি ভ্রাতার প্রতি তাহার স্নেহ-মমতার কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করুন। তাহার এই ভ্রাতার নাম হৃষীকেশ। হৃষীকেশ বহুদিন হইতে মুচিবাড়িয়া কাণ্সারণে আমিনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু তাহার

দুর্ভাগ্যক্রমে সে নায়েবের পত্নীর ভ্রাতা না হইয়া নায়েবের ভ্রাতা হওয়ায়, দীর্ঘকাল চাকরী করিয়াও পদোন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইল না। জমীদারী কার্য্যে তাহার অভিজ্ঞতা ও কার্য্যকালের পরিমাণ অনুসারে (Seniority), কাণ্সারণের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যপুর কুঠীর পেস্কারী পদে তাহারই দাবী অগ্রগণ্য ছিল; কিন্তু নায়েব তাহার 'দ্বিতীয় সংসারের' সুপারিশ অমোঘ মনে করিয়া, দীনতারিণীর ভ্রাতা —শ্যালক বীরেন্দ্রকে সূর্য্যপুরের পেস্কারীতে বাহাল করিয়াছিল। হৃষীকেশের দাবী এই ভাবে উপেক্ষিত হওয়ায় সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল; এবং নায়েবের 'আঁতে ঘা দিয়া' দশ কথা শুনাইয়া দিল। শ্যালকের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতের অভিযোগ শুনিয়া নায়েব লজ্জিত হওয়া দূরের কথা, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার উপর তুমি অন্যায় দোষারোপ ক'রচো!—আমি কি চাকরী দেওয়ার কর্ত্তা? সাহেব নিজের ইচ্ছায় বীরেনকে সূর্য্যপুরের পেস্কারীতে বাহাল করেছেন; আমি কি করতে পারি? সে আমার স্ত্রীর ভাই ব'লেই বুঝি আমাকে এত কথা শুনিয়ে দিচ্ছ? চমৎকার বিবেচনা যা হোক!"

হৃষি মুখ বাঁকা করিয়া বলিল, "আমি তোমার ভাই না হ'য়ে তোমার পরিবারের ভাই হ'য়ে, জন্মাতে পারলে পেস্কারীটা আমাকে দেওয়া হ'ত কি না, তা তোমার শালা হ'তে না পারায় ঠিক বুঝতে পারচি নে। আমি আজ বার-চোদ্দ বছর এই কাণ্সারণে আমিনী করচি, সেরেস্তার সকল কাজে 'ওয়াকিফ্ হাল' আছি; আর বীরেন সেদিন ঢুকলো চাকরীতে, সে জানেই বা কি, আর বোঝেই বা কি? তোমার শালা বলেই ত সে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলে,—আমার 'কেলেম্' অগ্রাহ্যি ক'রে তাকেই পেস্কারী দেওয়া হ'ল!"

নায়েব সক্রোধে বলিল, "কোন্ গুণে সে তোমাকে ডিঙ্গিয়ে পেস্কারী পেয়েছে—তা সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর্‌গে। আমার সঙ্গে তর্ক ক'রে কোন লাভ নেই। আমি তোমাকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই।"

হৃষীকেশ ছাড়িবার পাত্র নহে। নায়েবের কাছে তাড়া খাইয়া সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল; এবং তাহার কোন্ অপরাধে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া বীরেন্ ভট্‌চাজকে সূর্য্যপুরের পেস্কারীতে বাহাল করা হইল—এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

সাহেব বলিলেন, "টোমার এরূপ যোগ্যটা কি আছে যে, টুমি সূর্য্যিপোরের পেস্কারীর ডাবী করিটে পার?"

হৃষীকেশ বলিল, "বীরেন ভট্‌চার্জ্জিরই বা এমন কি যোগ্যতা আছে যে, আমাকে ডিঙাইয়া সে এই কাজ পায়? আমরা সকলেই হুজুরের সন্তানতুল্য। কারও ভাগ্যে লুচি চিনি, আর কেউ পাবে 'পচা আমানি'—হুজুরের হাত দিয়ে যদি এ রকম 'অবিচের' হয়—তবে দিনও মিথ্যে, রাতও মিথ্যে!"

সাহেব বলিলেন, "ডেকো ঋষি, টুমি গোসা মট্ করো। টোমাডের কাহারও প্রটি অবিচার হোয়—এরূপ আমি ইচ্ছা কোরে না। নায়েব রিপোর্ট কোরিল, সেরিষ্টার টামান্ আম্‌লার মড্যে বীরেন ভট্‌চাজ বুড্ডিমান ও হিসাবী আছে, আর সে ইংরাজী জানেওয়ালা। নায়েব বাবুর সুপারিসে সে পেস্কারী পাইলো!"

হৃষীকেশ বলিল, "নায়েব বুঝি বীরেন ভট্‌চাজের সব চেয়ে বড় সুপারিসের কথা হুজুরকে জানায় নি? আমি হচ্ছি তার ভাই, আর বীরেন তার দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারের ভাই। কত বড় সুপারিস্ হুজুর! তা সে ইংরিজিতে 'ইয়েস নো বেরিগুড্' বলতে পারে বটে, হু হুত্তর

ইংরিজী লিখতেও পারে হয় তো ; কিন্তু সে জমিদারী সেরেস্তার কাজ আমাদের চেয়েও ভাল জানে—এ কথা বল্‌তে কি নায়েবের সাহস হ'তো ? এই যে হুজুর, বার চোদ্দ বছর ধরে আমিনী করে এলাম—এ সবই 'অনর্থক' হ'লো—নায়েবের পরিবারের মায়ের পেটে জন্মাতে পারি নি ব'লে ?"

সাহেব সহানুভূতি ভরে বলিলেন, "ডুঃখু মট করো ঋষি ! টোমার যোগ্যটা আমি অস্বীকার কোরিটে পারে না। নায়েবের রিপোর্টেই বীরেন পেস্কারী পাইলো। এখন আমি হুকুম ফিরাইটে না পারে ; টুমি কিছু কাল ওপিক্‌সা করো, next chance টোমার।"

ইহার উপর আর কোন কথা চলে না : হৃষীকেশ সাহেবকে সেলাম করিয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল। সাহেব নায়েবকে ডাকিয়া তাহার শ্যালকের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতের জন্য তাহাকে ধমকাইয়া দিলেন। সাহেবের নিকট তিরস্কৃত হইয়া হৃষীকেশের প্রতি নায়েবের আক্রোশ শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইল ; এবং সে তাহার অনিষ্ট সাধনের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সে যে হৃষীকেশের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে—ইহা সে তাহাকে বুঝিতে দিল না ; বরং তাহাকে সূর্য্যপুরের পেস্কারীতে বঞ্চিত করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে—এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিল।

নায়েব প্রকাণ্ড অট্টালিকায় মহাসমারোহে বাস করিত, আর তাহার ভাই হৃষীকেশ অল্প বেতনের আমিন, সে আমিনের মত একখানি খ'ড়ো বাড়ীতে বাস করিত। নায়েবের অট্টালিকার অদূরেই হৃষীকেশের বাড়ী। নায়েব কোনদিন গরীব হৃষীকেশের বাড়ীর ছায়াও মাড়াইত না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে নায়েব হৃষীকেশের বিশ্বস্তা পরিচারিকা হরিমতিকে তাহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া

ডাকিয়া পাঠাইল। বলা বাহুল্য, হরিমতি কৃতার্থ হইয়া গেল। নায়েব সেদিন তাহাকে বিশেষ কোন কথা না বলিয়া, দুই একটি মিষ্ট কথায় তাহাকে বিদায় করিল, এবং তাহাকে একটি ভাল চাকরীর লোভ দেখাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আদেশ করিল। নায়েব যে হরিমতিকে ভাল চাকরীর আশা দিয়াছে—হরিমতি তাহার মনিব বাড়ীতে কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিল না; কিন্তু চাকরীর আশায় মধ্যে মধ্যে নায়েবের সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে লাগিল। নায়েব তাহাকে হৃষীকেশের গৃহস্থালীর সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিত; হরিমতিও যাহা জানিত 'বাবু'র নিকট অকপটে তাহা প্রকাশ করিত। স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না; হৃষীকেশ দীর্ঘকাল চাকরী করিয়া কত টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, স্ত্রীর জন্য কি কি অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়াছে—তাহা হৃষীকেশের স্ত্রী তারা ঠাকুরাণী হরিমতির নিকট গোপন করা আবশ্যক মনে করে নাই। এমন কি, সেই সঞ্চিত অর্থ এবং অলঙ্কারগুলি হৃষীকেশ কোন্ ঘরে কোন্ পোর্টম্যাণ্টের ভিতর রাখিয়াছিল—তাহাও হরিমতির অগোচর ছিল না। নায়েব কৌশলক্রমে হরিমতির নিকট সেই সকল কথা জানিয়া লইল।

নায়েব যেদিন এই সংবাদ জানিতে পারিল, সেই দিনই সায়ংকালে তাহার একটি বিশ্বাসী ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বায়ু সেবনে বাহির হইল; কিন্তু গ্রামের পথের বায়ু সেদিন তাহার মিষ্ট লাগিল না; সে ভৃত্যসহ গ্রামান্তরে প্রবেশ করিল। সেই গ্রামের দুইটি ইতর লোকের পর্ণকুটীরের বায়ু অত্যন্ত নির্ম্মল মনে হওয়ায়, সে তাহাদের কুটীরে পদার্পণ করিল, এবং গোপনে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিল। টাকা দুইটি বায়না স্বরূপ তাহাদের হাতে গুঁজিয়া দিয়া যখন সে গৃহে প্রত্যাগমন করিল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল।

সেইদিন গভীর রাত্রে হৃষীকেশের শয়ন-গৃহের পশ্চাদ্ভাগে তিনজন তস্করের সমাগম হইল। সেখানে সিঁদ কাটিয়া দুইজন সিঁদের মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, আর একজন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বাক্স প্যাট্‌রা প্রভৃতি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। যে পোর্টম্যাণ্টোর ভিতর টাকা ও অলঙ্কার ছিল, তাহারা তাহা টানিয়া বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় ঘরের ভিতর শব্দ শুনিয়া তারাঠাকুরাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া সে 'চোর চোর' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, সুতরাং নায়েবের বায়নার টাকা দুটি মাঠে মারা গেল। চোরেরা শূন্যহস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তারাঠাকুরাণীর চীৎকার শুনিয়া জ্যোতিষ গোঁসাই নায়েবের অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে হৃষীকেশের গৃহে উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন প্রতিবেশীও নিদ্রাভঙ্গে সেখানে আসিয়া জুটিল। কিন্তু তাহারা চোর দেখিতে পাইল না। বড় ঘরের পশ্চাতের প্রাচীরে বৃহৎ সিঁদ দেখিয়া ও চোরে কিছু লইয়া যাইতে পারে নাই শুনিয়া, হৃষীকেশের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে-করিতে তাহারা গৃহে ফিরিল। জ্যোতিষও গৃহে (নায়েবের বাড়ীতে) প্রত্যাগমন করিয়া নায়েবের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল; কিন্তু সে ভৃত্যের কোন সন্ধান পাইল না! তখন হঠাৎ জ্যোতিষের মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল। সে ভাবিল, চাকরটা চোরের দলে যোগ দিয়াছে না কি? যদি সে ঐ দলে মিশিয়া থাকে—তবে কি তাহা দাদার অজ্ঞাতসারে?" হঠাৎ জ্যোতিষের মনে পড়িল তাহার সর্ব্বগুণান্বিত অগ্রজ মহাশয় সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভৃত্যসহ বাহিরে গিয়াছিলেন! পর্ব্বতোবহ্নিমান্—ধূমাৎ!

পরদিন প্রভাতে তস্করের সাধু চেষ্টার সংবাদ যথারীতি থানায় প্রেরিত

হইল ; দারোগা কনেষ্টবলসহ তদন্ত করিতে আসিল ; কিন্তু নায়েব দারোগাকে তদন্ত সম্বন্ধে কোন সাহায্য করিল না ; এমন কি, এতবড় গুরুতর ব্যাপার সে আমোলেই আনিল না। দেখিয়া শুনিয়া জ্যোতিষের সন্দেহ দৃঢ়মূল হইল। জ্যোতিষ নায়েব অপেক্ষা অনেক অধিক চতুর, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে তাহার সন্দেহের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া, তাহার দাদার ভৃত্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল ; এবং তাহার অসুখ হইলে এরূপ যত্নে তাহাকে ঔষধ পথ্য দিতে ও তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল যে, সে জ্যোতিষের অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িল। তখন জ্যোতিষ তাহাকে চুরী সম্বন্ধে সে যাহা কিছু জানে—সরল ভাবে প্রকাশ করিতে বলিল। ভৃত্য কথাটা গোপন রাখিবার জন্য জ্যোতিষের পা ধরিয়া অনুরোধ করিয়া, সত্য ঘটনা তাহার গোচর করিল।

জ্যোতিষ সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঃ, ইহা কি মানুষে পারে ? মানুষ ত' দূরের কথা—ইহা শয়তানেরও অসাধ্য ! মা, তুমি বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গে গিয়াছ, কিন্তু কি রত্নই তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই ভূতপূর্ব্ব নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্যালের জামাতা মনোমোহন মৈত্রকে মহা শত্রু জ্ঞানে পদচ্যুত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবকে খুসী করিবার জন্য মনোমোহনকে কাণ্‌সারণের অধীন সূর্য্যনগর কুঠীতে বদলী করিয়াছিলেন; এবং তাহার উপর গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য নায়েব তাহার শ্যালক বীরেন্দ্রকে উক্ত কুঠীর পেস্কারী পদে বাহাল করিয়াছিল, এ কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। মনোমোহন সূর্য্যনগরে বদলী হইলেও নায়েব তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টায় বিরত হইল না। বীরেন্দ্রের প্রতি তাহার আদেশ ছিল, মনোমোহনের ছিদ্র আবিষ্কারের জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; এবং তাঁহার কোন ত্রুটি দেখিতে পাইলেই গোপনে তাহার নিকট 'রিপোর্ট' করিবে। যদি কোন অপরাধে মনোমোহনকে পদচ্যুত করাইতে পারে, তাহা হইলে বীরেন্দ্র ভগিনীপতির অনুগ্রহে সূর্য্যনগরের নায়েবী লাভ করিবে, এই আশায় সে মহা উৎসাহে গোয়েন্দাগিরি করিতে লাগিল। নায়েব তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমিন হৃষীকেশকে এবং অন্নদাতা ও দুর্দ্দিনের আশ্রয়দাতা সর্ব্বাঙ্গ সান্যালের জামাতা মনোমোহনকে কাণ্‌সারণের চাকরী হইতে তাড়াইতে পারিলে নিষ্কণ্টক হইবে, এই আশায় ক্রমাগত তাহাদের দোষ খুঁজিতে লাগিল। সহোদর হৃষীকেশের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া শ্যালক বীরেন্দ্রকে সূর্য্যনগরের পেস্কারী দেওয়াতে, হৃষী নায়েবের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিল। নায়েবও তাহাকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিতে

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। হৃষীকেশের দুর্ভাগ্য,—সে নায়েবের দৃষ্টির বাহিরে অন্য কোন কুঠীতে বদলী হইয়া হাঁফ ফেলিবার স্থযোগ পাইল না।

সূর্য্যনগর মুচিবাড়িয়ার এলাকাভুক্ত কুঠী; স্থতরাং এই কুঠীর ম্যানেজার মি হড্সন্ কাণ্সারণের ম্যানেজার হাম্ফ্রি সাহেবের তাঁবেদার (Subordinate)। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত 'সব্ডিভিসনাল আফিসার' জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের যে সম্বন্ধ, হাম্ফ্রি সাহেবের সহিত হড্সন সাহেবের সম্বন্ধও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু বংশমর্য্যাদায় মিঃ হড্সন হাম্ফ্রি সাহেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মিঃ হড্সন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি স্থশিক্ষিত, সদাশয়, নিরপেক্ষ ও ধর্ম্মভীরু কর্ম্মচারী ছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে স্বদেশ হইতে এদেশে চাকরী করিতে আসায়, তিনি খাঁটি 'জন বুষে'র মহৎ গুণগুলি বিসর্জ্জন দিয়া 'কুঠেল সাহেব'দের দোষগুলি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই; স্বার্থ অপেক্ষা মনুষ্যত্বই তাঁহার নিকট আদরের বস্তু ছিল। স্বার্থের অনুরোধে তিনি আত্মসম্মান ও বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিতে রাজী নহেন দেখিয়া হাম্ফ্রি সাহেব তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকটা হতাশ হইয়াছিলেন! তিনি মিঃ হড্সনকে নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য মনে করিতেন; অনেক সময় তাঁহাকে হিতোপদেশও দিতেন; কিন্তু হড্সন তাঁহার নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই নহেন। তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা হড্সন মিঃ হাম্ফ্রির বড় তোয়াক্কা রাখিতেন না। বলা বাহুল্য, এরূপ উপরওয়ালার অধীনে চাকরী করিয়া সূর্য্যনগর কুঠীর আমলা মাত্রেই বেশ স্থখে ছিল। সাহেব তাহাদের ভালবাসিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন! তাহারাও সাহেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত, তাঁহাকে মুরুব্বি মনে করিত। তিনিও সাধ্যানুসারে তাহাদের সাহায্য করিতেন। হাম্ফ্রি সাহেব এজন্য সময়ে সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন, হড্সনের কাছে

অতিরিক্ত indulgence পাইয়া সূর্য্যনগরের আমলাগুলা অত্যন্ত বে-সায়েস্তা হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাদিগকে controlএ রাখিবার শক্তিও তাঁহার নাই! এরূপ লোক ম্যানেজার হইবার যোগ্য নয়। উঠিতে বসিতে বাপান্ত চাবুক ও রেকাব-দল—আমলাদের দিয়া কাজ আদায়ের অব্যর্থ মুষ্টিযোগ; যে ম্যানেজার তাহা না পারেন, তিনি ম্যানেজারীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। কালা নেটিভগুলাকে জুতার নীচে রাখাই ম্যানেজারদের কার্য্যদক্ষতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ,—হড্‌সন ইহা করে বুঝিবে?

যাহারা কপট নিষ্ঠুর, সঙ্কীর্ণচেতা, তাহারা প্রায়ই কাপুরুষ হয়; এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, উচিত-বক্তা, তেজস্বী লোককে তাহারা ভয় করিয়া চলে; প্রকাশ্য ভাবে অন্যায়ের সমর্থন করিতে সাহস করে না। এই জন্য উপরওয়ালা হইয়াও হাম্‌ফ্রি সাহেব মিঃ হড্‌সনকে স্বেচ্ছানুসারে পরিচালিত করিতে পারিতেন না; অন্যায় ও ইতরতার প্রতি হড্‌সনের যে স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল, হাম্‌ফ্রির সেই ঘৃণার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লজ্জিত হইতেন। মিঃ হড্‌সনকে অনেক বিষয়েই তাঁহার উপরওয়ালা হাম্‌ফ্রি সাহেবের মুখাপেক্ষা করিতে হইত; বিশেষতঃ কাহাকেও কোন কাজে বাহাল বা বরখাস্ত করা, জমীজমা সংক্রান্ত কোন বন্দোবস্ত, প্রজাসাধারণের কোন হিতকর অনুষ্ঠানে সাহায্য প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না,—হাম্‌ফ্রি সাহেব মঞ্জুর না করিলে, তিনি ঐ সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারিতেন না। প্রজাদের অসুবিধা ও কর্ম্মচারীদের কষ্ট দূর করিবার জন্য তাঁহার এরূপ প্রবল আগ্রহ ছিল যে, অনেক সময়েই কার্য্যোদ্ধারের জন্য তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতেন; এবং হাম্‌ফ্রি সাহেবকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মিঃ হড্‌সনের অনেক প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে হইত।

এক এক সময় তিনি মিঃ হড্‌সনের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতেন না।

ছোট বড় সকল আমলা, যখন ইচ্ছা হড্‌সন সাহেবের সম্মুখে গিয়া, তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা অসঙ্কোচে তাঁহার গোচর করিত,—তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইতেন না। মনোমোহন কার্য্যদক্ষ আমলা ছিলেন এবং মিঃ হড্‌সনের প্রত্যেক আদেশ সযত্নে পালন করিতেন। এজন্য মনোমোহন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুবই ভাল ছিল। তিনি মনোমোহনকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। অনেক জটিল বিষয়ে তিনি মনোমোহনের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

বলা বাহুল্য, শ্রীনাথ নায়েবের শ্যালক ও গোয়েন্দা বীরেন্দ্র হড্‌সন সাহেবের পেস্কার বলিয়া কোন ব্যাপারই তাহার অজ্ঞাত থাকিত না। 'মনোমোহন বুদ্ধিবলে ও চাতুর্য্য-কৌশলে হড্‌সন সাহেবকে মুঠার ভিতর পূরিয়াছে ; সে সাহেবকে যে কাতে শোয়াইতেছে, সাহেব সেই কাতে শুইতেছেন, এবং তাঁহাকে যাহা বুঝাইতেছে, তিনি তাহাই বুঝিতেছেন' বীরেন্দ্রের 'গোপনীয় পত্রে' শ্রীনাথ নায়েব এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিল। হড্‌সন সাহেবের উপর সে বড়ই অসন্তুষ্ট হইল; কিন্তু মিঃ হড্‌সনের অনিষ্ট সাধন তাহার এক্তিয়ারের বাহিরে। অগত্যা সে মনোমোহনেরই দোষোদ্ঘাটন করিয়া মিঃ হাম্‌ফ্রির নিকট হড্‌সন সাহেবকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নায়েব বুঝিল হাম্‌ফ্রি সাহেবের নিকট হড্‌সন অপদস্থ হইয়া বকুনী খাইলেই, মনোমোহনের প্রতি মিঃ হড্‌সনের বিশ্বাস নষ্ট হইবে, শ্রদ্ধাও দূর হইবে। তখন মনোমোহনকে জব্দ করা অনেকটা সহজ হইবে। সুতরাং সদর হইতে কথায় কথায় মনোমোহনের 'কৈফিয়ৎ তলপ' হইতে লাগিল ; মনোমোহন সদর সেরেস্তার কৈফিয়তের চোটে অস্থির হইয়া উঠিলেন,

এবং কাজকর্ম্মে যথেষ্ট সতর্কতাবলম্বন করিলেন। কিন্তু দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই ; কিছুদিন পরে সূর্য্যনগর কুঠীর আর একটি আমলা একটি গুরুতর ভুল করিয়া বসিল। বীরেন্দ্র সেই ভুল মনোমোহনের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া নায়েবকে গোপনে জানাইল—এই ভুলের জন্য মনোমোহনই দায়ী। নায়েব হাম্‌ফ্রি সাহেবকে মনোমোহনের অপরাধের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলে, মিঃ হাম্‌ফ্রি মনোমোহনের কৈফিয়ৎ তলপ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না,—তাঁহাকে পদচ্যুত করিবারও সঙ্কল্প করিলেন। মনোমোহন অগত্যা হড্‌সন সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। হড্‌সন সাহেব বুঝিতে পারিলেন, মনোমোহনকে পদচ্যুত করিবার জন্য সদর আফিসে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবকে জানাইলেন, যে অপরাধে মনোমোহনের কৈফিয়ৎ তলপ করা হইয়াছে—সেই অপরাধের জন্য মনোমোহন দায়ী নহে, এ জন্য তিনিই একা দায়ী, এবং ইহা তাঁহারই ভ্রমের ফল। অগত্যা মনোমোহনকে পদচ্যুত করিবার এরূপ অব্যর্থ সুযোগটি মাঠে মারা গেল। হড্‌সন সাহেবের অনুগ্রহে মনোমোহন সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেবের ধারণা হইল—যে নায়েবকে রক্ষা করিবার জন্য মিঃ হড্‌সনের মত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ইংরাজ ম্যানেজারকে সকল দোষ নিজের ঘাড়ে গ্রহণ করিতে হয়, সেই নায়েবের উৎকট প্রভাব হইতে মিঃ হড্‌সনকে মুক্ত করিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা কুঠীর বিস্তর ক্ষতি হইতে পারে। সে মিঃ হড্‌সনকে মুঠায় পূরিয়া নানা ভাবে স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছে। তাহাকে শাসনে রাখা মিঃ হড্‌সনের সাধ্যাতীত। নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই হাম্‌ফ্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, ধূর্ত্ত মনোমোহন হড্‌সন সাহেবকে সাক্ষীগোপালে পরিণত করিয়া, সূর্য্যনগর এলাকার শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং মনোমোহনকে সরাইয়া

বীরেন্দ্র পেস্কারকে সূর্য্যনগর কুঠীর নায়েবীতে নিযুক্ত করিলে, একদিকে যেমন কান্সারণের স্বার্থরক্ষা হইবে, তেমনই অন্য দিকে 'ঝিকে মারিয়া বৌকে শিক্ষা দেওয়া' হইবে। হড্সন সাহেব বুঝিতে পারিবেন—নায়েবের পক্ষ সমর্থন করিয়া সকল দোষ নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করায়, তাঁহার আশ্রিত-বাৎসল্য প্রতিপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত পদগৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে,—তাঁহার অযোগ্যতা সপ্রমাণ হইয়াছে।

নায়েবের এই যুক্তি হাম্‌ফ্রি সাহেব সঙ্গত বলিয়াই মনে করিলেন। কিন্তু গুরুতর অপরাধ ব্যতীত মনোমোহনকে পদচ্যুত করা অবৈধ ভাবিয়া, তিনি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ মাসিক বৃত্তি দিয়া নায়েবী পদ হইতে অপসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দ্বিতীয় পক্ষের ক্রোধ ও অভিমানের কথা স্মরণ করিয়া নায়েব তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য সূর্য্যনগর কুঠীর নায়েবীটা বীরেন্দ্রকে দেওয়ার আশায় মিঃ হাম্‌ফ্রির স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল। সাহেব নায়েবের সুপারিস অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, বীরেন্দ্রকেই নায়েবী পদে নিযুক্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নায়েবের ভাই হৃষীকেশের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবের স্ত্রীর ভাইকে পূর্ব্বে সূর্য্যনগরের পেস্কারী দিয়াছিলেন; হৃষী সাহেবের নিকট দরবার করিলে, তিনি তাহাকে ভরসা দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তাহার প্রতি সুবিচার করিবেন,—ভাল চাকরী খালি হইলে, তাহাকেই সেই পদে নিযুক্ত করিবেন। সূর্য্যনগরে নায়েবীপদ খালি হইতেছে শুনিয়া হৃষীও আশ্বস্ত হৃদয়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল, এবং সাহেবকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সাহেব কোন দিন হৃষীর নিকট তাহাকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবার অঙ্গীকার করা দূরের কথা, কোনও রকম আশা-ভরসা দিয়াছিলেন, ইহাও স্মরণ করিতে পারিলেন না; তাহাকে কটু কথা বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

এদিকে নায়েবও—হৃষী তাহার ভাই হইয়া তাহার শ্যালকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে—এই সংবাদ জানিতে পারিয়া হৃষীকে প্রকাশ্য ভাবে কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। সেরূপ অভদ্র গালাগালি ও অশ্লীল রসিকতা ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারে না। ভদ্র সমাজ দূরের কথা, ততদূর নির্লজ্জতা ও ইতরতার পরিচয় দেওয়া ডোম, চামার, ধাঙড়দের পক্ষেও লজ্জাজনক।

সাহেবের নিকট গিয়া প্রত্যাখ্যাত ও ভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে অপমানিত হইয়া হৃষী মর্ম্মাহত হইল। তাহার ধারণা ছিল—সাহেব লোক আর যাহাই করুক, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না; কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব অনায়াসে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না! তাহার উপর তাহার ভ্রাতার এই ব্যবহার! দুঃখ কষ্টে, অভিমানে ও আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইয়া হৃষীকেশ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল! পুলিশ রিপোর্ট করিল, শিরঃপীড়ার অসহ্য যন্ত্রণায় সে আত্মহত্যা করিয়াছে। শিরঃপীড়াই বটে!

সেই দিন হইতে মর্ম্মাহত, অকালে মৃত্যু কবলিত ব্রাহ্মণের দীর্ঘশ্বাস ও অভিসম্পাত ছায়ার ন্যায় ভ্রাতৃহন্তা, মিত্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন মহাপাপিষ্ঠ নায়েবের অনুসরণ করিতেছে! কিন্তু নায়েব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও শ্যালক বীরেন্দ্রকে আর সূর্য্যনগরের নায়েবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না। হৃষীকেশের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ হাম্‌ফ্রি সাহেবের কর্ণগোচর হইলে, ক্ষণকাল তিনি স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, হৃষীর মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। তিনি তাহাকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিবার আশা দিয়াছিলেন; অথচ সেই সুযোগ উপস্থিত হইলে, তিনি অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়া তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দী বীরেন্দ্রকে নায়েবী পদ প্রদানের অভিপ্রায় করিলেন! ইহা তাঁহার ন্যায়

পদস্থ ভদ্রলোকের পক্ষে কতদূর গর্হিত হইয়াছে বুঝিয়া, সাহেব বড়ই অনুতপ্ত হইলেন ; এবং সেই অনুতাপ বাক্যে প্রকাশ করিয়া প্রথমতঃ নায়েবকে কতকগুলি তিরস্কার করিলেন। তাহার পর তাহাকে জানাইলেন, বীরেন্দ্রকে সূর্য্যনগরে নায়েবী দেওয়া হইবে না ! 'অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ।'

স্বামীর নীচতা, কপটতা, চরিত্রহীনতার পরিচয় পাইয়া নায়েবের 'দ্বিতীয় সংসার' দীনতারিণী দেবী পূর্ব্ব হইতেই তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিলেন। নায়েব তাঁহার মানভঞ্জন ও মনোরঞ্জনের জন্য শ্যালক বীরেন্দ্রকে সূর্য্যনগরের নায়েবী দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল,—হাম্‌ফ্রি সাহেবের আদেশে সে আশা বিলুপ্ত হইল। কুক্রিয়াসক্ত প্রতারক স্বামী শত অপরাধের উপর ভ্রাতৃহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার পাতক সঞ্চয় করিয়াছে শুনিয়া, দীনতারিণীর পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা কঠিন হইল। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মূল্যবান্ গৃহসামগ্রী হইতে তৈজসপত্র পর্য্যন্ত চূর্ণ করিতে লাগিলেন। নায়েব ইহাতে বাধা দানের চেষ্টা করায়, তিনি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে যষ্টি হস্তে তাহাকে শাসন করিতে উদ্যত হইলেন। তাহার পর যে অভিনয় আরম্ভ হইল, ভদ্রসাহিত্যে তাহার বর্ণনা প্রকাশের যোগ্য নহে। সেই দুর্দ্দমনীয় দম্পতী-কলহের উপর যবনিকা নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। অবশেষে দীনতারিণী দেবী রমণীর সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ব্রহ্মাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিলেন ;—তিনি অনাহারে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পিতৃগৃহে প্রস্থান করিলেন। নায়েব তখন পরকীয়ার প্রেমতরঙ্গে ভাসমান,—পিতৃভবন-গমনোন্মুখা দুঃশীলা পত্নীকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল না। বোধ হয় মনে মনে বলিল, "এ রোষ রবে না চিরদিন !" অতঃপর নায়েব ঘরে শান্তি নাই দেখিয়া—

"ঘর কৈল বাহির, বাহির কৈল ঘর,
পর কৈল আপন, আপন কৈল পর।"

নায়েবের ব্যবহারে অন্য লোক দূরের কথা, তাহার বালক পুত্র জ্ঞানেন্দ্র পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই মাতৃহীন বালক কোন দিন বিমাতার স্নেহযত্ন লাভ করিতে পারে নাই; পিতা সর্ব্বদা সুখের সন্ধানে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়,—বাড়ীতে তাহার মুখের দিকে চাহিবারও তেমন কেহ নাই। সে দিন দিন মনের দুঃখে ও অযত্নে শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। সে কাহারও সহিত মন খুলিয়া কথা বলিত না,—সর্ব্বদাই নির্জ্জনে চিন্তা করিত; এমন কি, তাহার পিসিকেও তাহার কোন অভাবের কথা জানাইত না। অবশেষে জ্ঞানেন্দ্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হইল। সে নায়েবের ছেলে,—তাহার চিকিৎসার ত্রুটি হইবার কথা নয়; নায়েব মহাসমারোহে তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিল। মুচিবাড়িয়ার ডাক্তারেরা প্রাণপণে তাহার চিকিৎসা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায়, জাফরগঞ্জের সদরে চিকিৎসার জন্য তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ তাহার চিকিৎসা করিয়াও তাহাকে পরমায়ু দিতে পারিলেন না। ভগবান তাহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইলেন,—অস্ফুট কুসুমকোরক অকালে ঝরিয়া পড়িল; মায়ের কাছে গিয়া সে চিরশান্তি লাভ করিল। তাহার মৃত্যু সংবাদে তাহার পিসি, কাকা, কাকীরা অশ্রুত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে হারাইয়া তাহার পিতার হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই; কারণ, কেহই কোন দিন পুত্র-শোকে তাহাকে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে, কিংবা তাহার নয়ন-কোণে অশ্রু দেখিতে পায় নাই। কেহ বালকের অকাল-বিয়োগের জন্য দুঃখ করিলে, নায়েব বলিত,

'ছোঁড়ার চিকেচ্ছেয় বিস্তর টাকা অপব্যয় করলাম ; ধেরো ছিলাম, ধার শোধ করেছি! ভগবান দিয়েছিলেন, তিনিই ফেরৎ নিলেন। সংসার অসার, মায়াময় ; অগ্র পশ্চাৎ সকলকেই ঐ পথে যেতে হবে। সংসারের গতিই যখন এই, তখন আর অনিত্য পদার্থের জন্য দুঃখ করে লাভ কি ভাই!"

পুত্রের মৃত্যুর পর নায়েবের উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বাড়িয়া উঠিল! সংসার মায়াময় ও অনিত্য স্থির করিয়া, নায়েব নিত্য সুখের সন্ধানে উন্মত্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই অবস্থায় এক দিন সে সন্ধান পাইল,—মুচিবাড়িয়ার এলাকাধীন শিমুলতলা গ্রামে নাটু বৈরাগীর ষোড়শ বর্ষীয়া সধবা কন্যা সরলা বোষ্টুমী এই অসার অনিত্য সংসারধামে একমাত্র সার ও নিত্য পদার্থ! সুতরাং নায়েব সেই নিত্য ধন লাভ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং সুদক্ষ শিকারী নিযুক্ত করিল। এক দিন গভীর রাত্রে সেই নিত্যপদার্থ মুচিবাড়িয়ার আক্কেল আলি নামক একটি মুসলমান প্রজার গৃহে নীত হইল! আক্কেল আলি নায়েব গোস্বামী প্রভুর ন্যায় নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক লোক ছিল না ; সে এই নিত্যধন অপেক্ষা অনিত্য ও অসার অর্থটাকেই অধিক মূল্যবান মনে করিয়া 'চোরের উপর বাটপাড়ী' করিল, অর্থাৎ মাণিকচরের একটি রূপজীবিনীর নিকট তাহাকে নগদ একশত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া, "শত্রুঞ্চ গৃহমাগতম্" এই নীতিবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিল! টাকাগুলির আদান-প্রদান গোপনেই হইল, এবং সরলা যখন গরুর গাড়ীতে উঠিয়া রূপের হাটে চলিল, তখন তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল, তাহাকে তাহার পিত্রালয়েই প্রেরণ করা হইতেছে, সুতরাং সে কোন রকম গণ্ডগোল বা আপত্তি করিল না।

কিন্তু 'নিত্য ধন' হস্তান্তরিত হইয়া গোরুর গাড়ীতে স্থানান্তরে

প্রেরিত হইতেছে—এই সংবাদ সেই রাত্রেই নায়েব গোস্বামী প্রভুর কর্ণগোচর হইল! নায়েব তৎক্ষণাৎ মুচিবাড়িয়া থানার জমাদার সাহেবালি মিঞাকে ডাকাইয়া গোশকট হইতে 'নিত্য ধন' উদ্ধার করিতে আদেশ করিল। সাহেবালি জমাদারের বাড়ীও শিমুলতলা গ্রামে; সরলার পিতা নাটু বৈরাগী তাহার সুপরিচিত। সাহেবালি সেই রাত্রেই সরলাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিজের বাসায় রাখিয়া দিল, এবং ভবিষ্যতে পাছে তাহাকে কোন ফ্যাসাদে পড়িতে হয়—এই আশঙ্কায় সে নাটু বৈরাগীকে সংবাদ পাঠাইল।

রসময় দারোগা তখন মুচিবাড়িয়া থানার সবইন্‌স্পেক্টর। এই দারোগাটি নলিনী দারোগার মাস্‌তুতো ভাই! সুতরাং নায়েবের আদেশ সে তাহার উপরওয়ালার আদেশের ন্যায় অমোঘ মনে করিত। নাটু বৈরাগীকে তাহার অপহৃতা কন্যার সংবাদ পাঠানো হইয়াছে শুনিয়া, পর দিন অতি প্রত্যুষেই কুঠীর হালসানা ও পাইক পাঠাইয়া নায়েব সাহেবালি জমাদারের বাসা 'ঘেরাও' করিল। তাহার পর রসময় দারোগা সহ সেই বাসার ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার সাধনার অবলম্বন 'নিত্য ধন' উদ্ধার করিল! মুচিবাড়িয়ায় এরূপ লোক একজনও ছিল না, যে, নায়েব ও তস্য দোস্ত দারোগার এই অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস করে! সাহেবালি জমাদার কুঠীর প্রজা—তাহার উপর দারোগা নায়েবের সহায়,—সে নায়েবের এই 'বে-আইনী অনধিকার প্রবেশে'র বিরুদ্ধে একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে পারিল না। বরং নায়েবই তাহাকে জানাইয়া দিল—এই ব্যাপার লইয়া যদি সে আন্দোলন করে, বা এ সম্বন্ধে কোন কথা 'উপরে' জানায়—তাহা হইলে নারীহরণের 'চার্জ্জে' নায়েব পুলিশ সাহেবকে দিয়ে তাহার চাকরীর মস্তক ভক্ষণ করাইয়াই ক্ষান্ত হইবে না,—মুচিবাড়িয়ার এলাকা হইতেও

তাহাকে বিতাড়িত হইতে হইবে। অনিত্য সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া নিত্যধন লাভের জন্য নায়েবের প্রাণ এতই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল! সাহেবালি জমাদার তাহার আস্তানাটুকু বজায় রাখিবার জন্য অশ্রুধারায় গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ কমল প্লাবিত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—এমন কর্ম্ম সে আর কখনও করিবে না, অর্থাৎ বাট্‌পারের কবল হইতে চোরামাল উদ্ধার করিয়া সেই সংবাদ গৃহস্বামীকে জানাইবে না!

দেবেন্দ্র বাবু নামক একটি ভদ্রলোক তখন মুচিবাড়িয়ার পুলিশ তরণীর কর্ণধার, অর্থাৎ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। শ্রীনাথ নায়েবের সঙ্গে তাঁহার 'হরিহর আত্মা',—ইহা কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। তিনি নায়েবের সহিত পরামর্শ করিয়া ঘটনার পূর্ব্ব দিন 'নল্‌চে আড়াল দিয়া' তামাক খাইয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি মুচিবাড়িয়ায় উপস্থিত থাকিতে তাঁহার চোখের পর এতবড় বে-আইনী কাণ্ডটা ঘটিতে দেওয়া 'দৃষ্টিকটু' হইবে মনে করিয়া মফঃস্বলে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঘটনার পরদিন তিনি মুচিবাড়িয়ায় প্রত্যাগমন করিলে, সাহেবালি জমাদার হুজুরের নিকট কাঁদিয়া পড়িল। হুজুর তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "কার হুকুমে তুমি বোষ্টুমীটাকে জোর করে গাড়ী থেকে ধ'রে এনে তোমার বাসায় রেখেছিলে? গোড়াতেই ছিল তোমার কুমতলব! নায়েব ও দারোগা তোমার বাসায় ঢুকে তোমার 'জেনানা' বের করে নিয়ে যায় নি ত? তবে আর এত দুঃখ কেন? পুলিশে চাকরী করতে গেলে এ সব 'ঝক্কি' এক আধটু সহ্য করতে হয়। চাকরীটুকু বজায় রাখ্‌তে চাও ত চেপে যাও বাবা! এ কথা নিয়ে আর 'গুলতুনি' ক'রো না। জলে বাস ক'রে কুমীরের লেজে খোঁচা দেওয়া বেজায় আহাম্মুকি।'—সুতরাং জমাদার এই ব্যাপার লইয়া আর উচ্চবাচ্য করিল না। যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক

হইলে আর উপায় কি ? এই অভিশপ্ত দেশে মফঃস্বলের পল্লীতে পল্লীতে এরূপ কাণ্ড কত ঘটিতেছে, কয়জন তাহার সংবাদ রাখে ?

কিন্তু গোস্বামী প্রভুর এই কুকীর্ত্তির জের এখানেই মিটিল না। নায়েব মুচিবাড়িয়ার জনসাধারণকে নিঃস্বার্থ পরোপকারের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ করিবার জন্য, সরলা বোষ্টুমীকে তাহার বিশ্বস্ত অনুচর পীরবক্স হাল-সানার জিম্মা করিয়া দিয়া, তাহাকে বলিল, "এই মেয়েটাকে শিমুলতলায় নিয়ে গিয়ে, ওর বাপ নাটুবোরেগীর বাড়ীতে রেখে আয়।" নায়েবের সদাশয়তার পরিচয় পাইয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। প্রভুর কি নিষ্ঠে !

সরলার স্বামী তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য স্থানান্তরে থাকিত। সাহেবালি জমাদার মাণিকচরবাসিনী রূপোপজীবিনীর কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া শিমুল-তলায় নাটুর বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলে, নাটু সেদিন গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিতে যাওয়ায়, কন্যার বিপদের কথা জানিতে পারিল না। তিনদিন পরে গৃহে ফিরিয়া সে সকল কথা শুনিতে পাইল, এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম না করিয়া, কন্যাকে বাড়ী আনিবার জন্য মুচিবাড়িয়ায় যাত্রা করিল।

নাটু বৈরাগী কন্যার সন্ধানে সাহেবালি জমাদারের বাসায় গিয়া শুনিতে পাইল, নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই তিন দিন পূর্ব্বে সরলাকে তাহার বাসা হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছে ! এই সংবাদে নাটু সেইখানে বসিয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সাহেবালি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া নায়েবের কাছে পাঠাইয়া দিল।

লম্পট-চূড়ামণি নায়েবের কবল হইতে সুন্দরী যুবতী কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনা তাহার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পক্ষে কত বড় কঠিন কাজ, তাহা নাটুর অজ্ঞাত ছিল না ; তথাপি কন্যার আশা ত্যাগ করিতে না

পারিয়া, সে কুঠীতে গিয়া নায়েবের পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল,—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা, আপনি আমাদের মা বাপ,—আমার মেয়েটিকে ফেরত দিয়ে আমাদের প্রাণরক্ষে করুন, ভগবান আপনার কল্যাণ কর্‌বেন। মেয়েটার 'গব্বধারিণী' মেয়ের শোকে কেঁদে কেঁদে পাগলের মতন হয়েছে, আহার নিদ্রে তেয়াগ করেছে।"

নাটুর কথা শুনিয়া নায়েব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আজ তিন দিন হ'ল পীরবক্স হালসানা তোমার মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের গাঁয়ে রেখে এসেছে ত! সে কি বাড়ী যায় নি? তবে গেল কোথায়? খোঁজ করে দেখ,—কারও সঙ্গে সে কোনদিকে সড়ে পড়ে' থাকতে পারে।"

নাটু কাঁদিতে কাঁদিতে কুঠীর বাহিরে আসিল; তাহার পর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মুচিবাড়িয়া ও শিমুলতলার সন্নিহিত বহু গ্রামে কন্যার অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না! সরলা স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এই জনরব গ্রামে প্রচারিত হইল; নাটুর সমাজের চাঁই মশাইরা বৈঠক বসাইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, "নাটু যদিস্যাৎ সেই কুলত্যাগিনী কন্যাকে গৃহে স্থান দান করে, তাহা হইলে তাহাকে একঘরে করিয়া রাখা হইবে।" সরলার স্বামী কৃষ্ণদাস মহান্ত দশঠাকুরের বৈঠকে প্রতিজ্ঞা করিল, তাহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলে সে তাহাকে 'পরিত্যাগ' করিবে। নাটুর আর একটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল; তাহার বিবাহে বিঘ্ন ঘটিতে পারে এই ভয়ে অতঃপর সে কন্যার অন্বেষণে বিরত হইল। কেবল সরলার মা কন্যার শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভিন্ন অন্য কেহ তাহার মর্ম্মভেদী দুঃখ বুঝিতে পারিল কি না সন্দেহ!

সরলা কোথায়, এবং তাহার পরিণাম কি?—পাঠকগণ ইহা

বোধ হয় সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। মায়াময় অনিত্য সংসারে 'নিত্য বস্তু' হাতে পাইয়া তাহা ত্যাগ করিবে,—নায়েব এরূপ নির্ব্বোধ ছিল না। নায়েবের বিশ্বস্ত অনুচর পীরবক্স হাল্‌সানা তাহার পরামর্শানুসারে সরলাকে সঙ্গে লইয়া রমাইপুর নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীর এক প্রান্তে অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী একটি নির্জ্জন কুটীরে রাখিয়া আসিল! সেখানে একটা বুড়ীর উপর সরলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হইল। সেই বুড়ী তাহার ভাত জল সরবরাহ করিত, এবং সে পলায়ন করিতে না পারে—এজন্য তাহার পাহারায় থাকিত। যে কয়দিন সে সেখানে কয়েদ ছিল, নায়েব প্রত্যহ সন্ধ্যার পর সেই কুটীরে গিয়া সরলাকে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিত। সে নায়েবের পাপ প্রলোভনের বশীভূত না হইয়া, সেই পিশাচের পা ধরিয়া কাঁদাকাঁটি করিল; কিন্তু সেই লম্পট পিশাচের হৃদয় তাহার কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হয় নাই; অভাগীর অশ্রু নরপশুর লালসানল নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই!

কয়েকদিন পরে সকল কথা হাম্‌ফ্রি সাহেবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি নায়েবকে খাস কামরায় ডাকাইয়া, তাহাকে গোপনে কি বলিলেন প্রকাশ নাই; কিন্তু সেই দিনই পীরবক্স হাল্‌সানা সেই নিভৃত আরণ্য কুটীরে সরলার সহিত দেখা করিয়া তাহাকে শিমুলতলায় রাখিয়া আসিতে চাহিল। সরলা অশ্রু মুছিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিল। পীরবক্স সরলাকে তাহার পিতৃগৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে সরলাকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া তাহার মা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে নরপিশাচ নায়েবের ষড়যন্ত্র ও তাহার প্রতি পৈশাচিক অত্যাচারের কাহিনী পিতামাতার গোচর করিল।

সরলা ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সেইদিন সায়ংকালে সমাজের 'দশ ঠাকুর' খুব ঘটা করিয়া বৈঠক বসাইল; সেই বৈঠকে নাটুকে হাজির করা হইল। চাঁই মশায়রা হুকুম দিলেন, "তোমার কুলত্যাগিনী কন্যা তোমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। কাল প্রাতে যদিস্যাৎ তাহাকে তোমার বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সমাজের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। অতএব আজ রাত্রেই তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দাও।"

হতভাগ্য নাটুকে দশ ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য করিতে হইল। সরলা তাহার স্বামীর পা ধরিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল; কিন্তু তাহার পিতা বা স্বামী তাহাকে গৃহে স্থান দান করিয়া সমাজের নিকট অপরাধী হইতে সাহস করিল না। কন্যাকে বিদায় দেওয়ার সময় তাহার মাতার কি মর্ম্মভেদী ক্রন্দন!

পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া সরলা গ্রাম্যপ্রান্তবাসিনী এক 'বোষ্টুমীর' গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কিন্তু লোকের উপহাস ও টিট্‌কারীতে গ্রামে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল! অগত্যা 'বোষ্টুমী' তাহাকে সঙ্গে লইয়া নগরে গেল, এবং তাহার পরিচিতা এক বেশ্যার গৃহে রাখিয়া আসিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই তাহার সহোদর জ্যোতিষ ডাক্তারকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্ত যে সকল ফন্দী-ফিকিরের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সমস্তই নিষ্ফল হইলে সে তাহাকে মুচিবাড়িয়া চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের পদ হইতে অপসারিত করিবার জন্ত নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল; কারণ সে বুঝিয়াছিল কোন কৌশলে জ্যোতিষকে পদচ্যুত করিতে পারিলে বেকার অবস্থায় দীর্ঘকাল বাড়ী বসিয়া থাকা জ্যোতিষের পক্ষে সম্ভব হইবে না, নূতন চাকরী-বাকরীর চেষ্টায় তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। একবার সে গৃহত্যাগ করিলে নায়েব আর তাহাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবে না, ইহাই তাহার সঙ্কল্প হইল।

হাম্‌ফ্রি সাহেব পাকা খেলোয়াড়। শ্রীনাথ নায়েবকে তিনি যথেষ্ট অনুগ্রহ ও বিশ্বাস করিলেও তাহার সকল আব্‌দার তিনি রক্ষা করিতেন না; সে তাহার শ্যালকের জন্ত যথাসাধ্য সুপারিশ করিয়াও সূর্য্যপুর কুঠীর নায়েবী পদে তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে নাই; অথচ সে শ্যালক বীরেন্দ্রকে যথেষ্ট আশা ভরসা দিয়াছিল। পিতার নিকট অপদস্থ হইলেও শ্রীনাথ নায়েব ক্ষুব্ধ হইত না; কিন্তু শ্যালকের নিকট অঙ্গীকার করিয়া তাহা রক্ষা করিতে না পারায় সে বড়ই মর্ম্মাহত হইল। হাম্‌ফ্রি সাহেব বুঝিয়াছিলেন এই ব্যাপারে এবং আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় নায়েব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে; সুতরাং নায়েবের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্ত, নায়েব গোপনে

তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র বা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করে কি না তাহার সন্ধান লইবার জন্য হাম্‌ফ্রি সাহেবের আগ্রহ হইল; এই ব্যাপারে জ্যোতিষ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবে বুঝিয়া জ্যোতিষকেই তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত করিলেন। গুণবান ও পরম হিতৈষী সহোদরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করিবার সুযোগ লাভ করিয়া জ্যোতিষ কৃতার্থ হইল! জ্যোতিষ হাম্‌ফ্রি সাহেবকে গোপনে তাহার দাদার 'হাঁড়ির খবর' পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত হইত না। জ্যোতিষের নিকট নায়েবের ঘরের খবর পাওয়ায় সাহেব খুসী হইয়া জ্যোতিষকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্ত নায়েব সাহেবের ভাবভঙ্গীতে জ্যোতিষের প্রতি তাঁহার 'নেক-নজরের' পরিচয় পাইয়া আরও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, এবং সাহেবের সাহায্যে তাহাকে পদচ্যুত করিবার আশা নাই বুঝিয়া গোপনে জ্যোতিষের বিরুদ্ধে দুইখানি দরখাস্ত লিখিল; জ্যোতিষ যে মুচিবাড়িয়া ডিস্‌পেন্সারীর চিকিৎসক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। এই দুইখানি দরখাস্তে সে গ্রামের যে সকল লোকের নাম লিখিয়া দিল—তাহারা সকলেই হাম্‌ফ্রি সাহেবের বিরুদ্ধ দলের লোক!—সুতরাং হাম্‌ফ্রি সাহেবকেও অপদস্থ করা তাহার এই কার্য্যের অন্যতর উদ্দেশ্য।—দরখাস্ত দুইখানির একখানি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান্ ও অন্য খানি সিভিল-সার্জ্জনের নিকট প্রেরিত হইল। হাম্‌ফ্রি সাহেবের অনুগত গোয়েন্দা জ্যোতিষ ডাক্তার এই সংবাদ যথাসময়ে সালঙ্কারে প্রভুর কর্ণগোচর করিলে হাম্‌ফ্রি সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, টোমাকে বরখাস্টো করাইবার জন্য রাস্‌কেল নায়েব এক নয়া চাঁ'ল চালিয়াছে, কিণ্টু মোল্লার 'দউড়' মস্‌জিড্ পর্য্যাণ্টো, টোমার কুছ্ছ চিন্‌টা নাই,

জ্যোটিস্! নায়েব শা— টোমার কোন অনিষ্টো করবার শক্টি রাখে না। টোমার খোঁটা বহুট্ মজ্‌বুট আছে।" জ্যোতিশ খুসী হইয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "হুজুরের কৃপাদৃষ্টি থাকিতে আমার কোন চিন্তা নাই—তা জানি, কিন্তু দাদার অক্কেলটা একবার দেখুন।"

সাহেব বলিলেন, "টোমাদের বাঙ্গালী লোকের শয়টানী আমার অজ্ঞাট্ নহে; স্বার্টের জন্যে টোমরা ভাইয়ের বুকে ছোরা মারিটে বহুট মজ্‌বুট্ আছে।"—জ্যোতিষ দাঁত বাহির করিয়া স্বজাতির এত বড় কলঙ্কজনক উক্তির সমর্থন করিল, এবং নিজেকে কৃতার্থ মনে করিল।

এই দরখাস্ত সদরে প্রেরিত হইবার কয়েক সপ্তাহ পরে জেলার সিভিল সার্জ্জেন 'ডাক্তার সাহেব' অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য মুচিবাড়িয়ার উপস্থিত হইলেন। তিনি খাটি ইংরাজ I. M. S. সুতরাং বলা বাহুল্য মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবেরই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। মিঃ হাম্‌ফ্রি মহাসমারোহে অতিথি-সৎকার করিলেন। ডাক্তার সাহেব প্রসঙ্গক্রমে মিঃ হাম্‌ফ্রিকে তাঁহার মুচিবাড়িয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলেন, এবং 'মুচিবাড়িয়ার জন-সাধারণ' জ্যোতিষ ডাক্তারের বিরুদ্ধে যে দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল তাহাও হাম্‌ফ্রি সাহেবকে দেখাইলেন। ডিস্‌পেন্সারী 'ইন্‌স্পেক্সন' করিয়া ডাক্তার সাহেব জ্যোতিষ ডাক্তারের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের সমর্থন সূচক কোন প্রমাণ পাইলেন না। হাম্‌ফ্রি সাহেবও ডাক্তার সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন, যে সকল 'রাস্কেল রায়ট' বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমাগত তাঁহার অনিষ্ট-সাধনের ও তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এই মিথ্যা অভিযোগ তাহাদেরই কীর্ত্তি! এই দরখাস্ত 'ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে' নিক্ষেপের উপযুক্ত। কুঠীর ডাক্তারখানার উপর তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে, এবং

তিনি সর্ব্বদাই ডাক্তারখানার কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, জ্যোতিষ ডাক্তার কোন অনুচিত কাজ করিলে তিনি স্বয়ং তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন। অভিযোগের স্থলে একবিন্দু সত্য নাই। ডাক্তার সাহেব হাম্‌ফ্রি সাহেবের উক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া 'জনসাধারণের' প্রেরিত দরখাস্ত খানি 'ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে' নিক্ষেপ করিলেন, এবং জেলা বোর্ডে তাঁহার তদন্ত-ফল 'রিপোর্ট' করিলেন।

কিন্তু এখানেই এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি হইল না; ইহার উপসংহার ভাগ অত্যন্ত সকরুণ। হাম্‌ফ্রি সাহেব সিভিল সার্জ্জনের নিকট প্রেরিত দরখাস্ত খানি হাতে লইয়া শ্রীনাথ নায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং যে সকল 'হারামজাদ' সেই দরখাস্তে নাম স্বাক্ষর (?) করিয়াছিল—তাহাদের নামগুলি নায়েবের সম্মুখে পাঠ করিলেন; নায়েব নামগুলি শুনিয়া 'উত্তপ্ত-তৈল-নিক্ষিপ্ত বার্ত্তাকু-খণ্ডবৎ' জ্বলিয়া উঠিল এবং যে অশ্লীল ভাষায় দরখাস্তকারিগণকে গালি দিতে লাগিল, তাহা ভদ্র-সাহিত্যে প্রকাশের যোগ্য নহে বলিয়া পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহার ক্রোধ প্রকাশের নমুনা দেখাইতে বিরত হইলাম। সুরসিক হাম্‌ফ্রি সাহেব শ্রীনাথ নায়েবকে বিলক্ষণ চিনিতেন, তিনি তাহার অভিনয়-কৌশলে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিলেন। সাহেবের নিকট বিদায় লইবার সময় নায়েব হাত জোড় করিয়া বলেন, "হুজুর, জ্যোতিষ আমার ভাই; হুজুরের কৃপাদৃষ্টি না থাকিলে সে কোথায় ভাসিয়া যাইবে! তাহার চাকরীটুকু যাহাতে বজায় থাকে—তাহার ব্যবস্থা হুজুরকে করিতেই হইবে। আমার ভাইকে যদি এই মিথ্যা অভিযোগে বরখাস্ত করা হয় তাহা হইলে দুঃখে কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।"—নায়েব অঞ্চলের অগ্রভাগ চোখে দিয়া চোখ মুছিল! হাম্‌ফ্রি সাহেব নায়েবের কপটতার বহর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

সাহেবের খাসকামরা হইতে বাহিরে আসিয়াই নায়েব কুঠীর আমলা ও বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিল, 'ডাক্তারখানার কাজে জ্যোতিষ যে সকল প্রতারণা প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তাহা কি ঢাকিবার যো আছে? ভায়ার জুয়াচুরী বাট্‌পাড়ী, ডাক্তারখানার ঔষধ নিজের রোগীদের কাছে বিক্রয় করিয়া পকেট ভারি, দামী ঔষধগুলি আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে কমদামী ঔষধ রাখিবার বাহাদুরী—ভায়ার সকল কীর্ত্তিই ধরা পড়িয়া গিয়াছে; ডাক্তার সাহেব ত রাগিয়াই আগুন, বেচারার সর্ব্বনাশ হয় দেখিয়া আমি আমাদের সাহেবের হাতে পায়ে ধরিলাম, তাঁহার মন নরম করিলাম, তাই রক্ষা! সাহেবকে দিয়া ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ করাইয়াছি—এ যাত্রা ভায়ার চাকরীর আর কোন আশঙ্কা নাই। ভায়ার আমি হিত চেষ্টাই করিয়া থাকি —কিন্তু ভায়া দিবারাত্রি আমার 'কুচ্ছো' কীর্ত্তন করেন। কলির ধর্ম্মই এই, কি বল রামচন্দোর!"

'রামচন্দোর' নামক আমলাটি নায়েবের উক্তির সমর্থন করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বলিল, "আজ্ঞে তাতে আর 'সন্দ' কি? স্নেহটা সর্ব্বদাই নিম্নগামী কি না, হা হা!" (হাস্য)

কিন্তু জ্যোতিষের কিছুই জানিতে বাকি ছিল না। নায়েবের প্রথম পক্ষের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র তাহারই দুর্ব্ব্যবহারে ও অযত্নে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, নায়েবই হৃষীকেশের ঘরে সিঁদ কাটিবার জন্য তস্করদের উৎসাহিত করিয়াছিল, এমন কি, ভগ্ন হৃদয়ে উদ্বন্ধনে তাহার অপমৃত্যুর জন্য নায়েবই দায়ী, নায়েব তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য, তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য ক্রমাগত নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল—জ্যোতিষ এ সকল কথা মুহূর্ত্তের জন্য বুঝিতে পারে নাই। জ্যোতিষ ক্রোধ গোপন করিতে না

পারিয়া প্রকাশ্য ভাবে যেখানে সেখানে দাদার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল।

ভূতপূর্ব্ব নায়েব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালের পুত্র শম্ভু, শ্রীনাথ নায়েবের প্রধান শত্রু, এজন্য শম্ভুর সহিত জ্যোতিষের বন্ধুত্ব ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর শম্ভু সান্যালের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের লইয়া জ্যোতিষ ঘটা করিয়া বৈঠক বসাইয়া নানা ভাবে দাদার কুৎসা কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। আড্ডায় নায়েবের বিরুদ্ধে যে আলোচনা চলিত, তাহা সকলই অতিরঞ্জিত ভাবে নায়েবের কর্ণগোচর হইত। যাহারা জ্যোতিষের কথার প্রতিধ্বনি করিত, নায়েবের কুৎসায় যোগদান করিত, নায়েব তাহাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল, কেহ কেহ নায়েবের হস্তে লাঞ্ছিত ও বিপন্নও হইল। দেখিয়া শুনিয়া আড্ডাধারীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইল। এ সকল কথা কিরূপে নায়েব জানিতে পারে—তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই সন্দেহ করিল—এ সব জ্যোতিষেরই 'বারিন্দে চা'ল।' সে-ই চোরকে চুরি করিতে বলিয়া গৃহস্থকে সতর্ক করে। দাদার সহিত জ্যোতিষ এক বাড়ীতে বাস করে, তাহার অনুগ্রহে চাকরী করিয়া খাইতেছে, অথচ দাদার কুৎসা প্রচারে সে পঞ্চমুখ! ভাইয়ে ভাইয়ে এ নিশ্চয়ই আপোষের বিরোধ, জ্যোতিষ নায়েবেরই গুপ্তচর, গোয়েন্দা; নায়েব তাহার গুপ্ত শত্রুদের চিনিয়া রাখিবার জন্য জ্যোতিষকে গোয়েন্দাগিরিতে নিযুক্ত করিয়াছে। এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া জ্যোতিষের বন্ধুগণ তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। জ্যোতিষ তাহাদের বিশ্বাস ও সহানুভূতি হারাইয়া বড়ই ভগ্নোৎসাহ হইল। হাম্‌ফ্রি সাহেবের গোয়েন্দাগিরি করিবার এই পুরস্কার!

জ্যোতিষ বুঝিতে পারিল দাদার সহিত আর দীর্ঘকাল একত্র থাকা

চলিবে না, দাদা তাহার ছায়া মাড়ায় না। ভগিনী জ্ঞানদা তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না ; দাদার দ্বিতীয় পক্ষ দীনতারিণী পূর্ব্বে তাহার পক্ষ সমর্থন করিত, কিন্তু সে ক্রমাগত দাদার নিন্দা কুৎসা রটনা করায় দীনতারিণীও পিত্রালয় হইতে স্বামি-গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধা করিতেছিল, গৃহে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই ; সাহেবের গোয়েন্দাগিরি করিয়া সে তাহার মনোরঞ্জন করিতেছিল, কিন্তু 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ !' যিনি চাঁদ হাতে দিয়াছেন তিনি কোন দিন 'হাতে দড়ি' দিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই ; হঠাৎ চাকরীটুকু হাত ছাড়া হইলে ভবিষ্যতে সে কোথায় যাইবে ? কি খাইবে ?

এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্যোতিষ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য একটা নূতন পন্থা অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইল ! এই পন্থা চাকরীর প্রতি বীতস্পৃহ, স্বাবলম্বী পল্লীবাসিগণের স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জনের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

ডাক্তারী উপলক্ষে জ্যোতিষকে মুচিবাড়িয়ার এলাকাভুক্ত বহুগ্রামে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিল মুচিবাড়িয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহে প্রচুর পরিমাণে রবিশস্য উৎপন্ন হয় ; ফসল যখন 'কাটামাড়া' হয় সেই সময় ছোলা, অরহর, মটর, মশুর, গোধূম, রাই, সর্ষপ প্রভৃতি ফসল কৃষিজীবী গৃহস্থগণের নিকট, নগদ মূল্যে কিনিয়া বাঁধাই করিয়া রাখিতে পারিলে কিছুদিন পরে তাহা অনেক অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। চাষীদের নিকট যে মূল্যে তাহা ক্রীত হইবে, ঐ সকল ফসলের মূল্য তাহা অপেক্ষা অল্প হইবার কোন আশঙ্কা নাই ; সুতরাং এই ব্যবসায়ে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। মাড়য়ারী মহাজনেরা দালালের সাহায্যে সময়ে ঐ সকল জিনিস কিনিয়া

গোলাবন্দী করিয়া রাখিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই চঞ্চলা কমলাকে তাহাদের পাগড়ী দিয়া বাঁধিয়া ফেলিতেছে—এরূপ দৃষ্টান্ত জ্যোতিষ নিত্যই প্রত্যক্ষ করিত। মাড়য়ারীরা হাজার মাইল দূর হইতে সোনার বাঙ্গলায় আসিয়া পরের সাহায্যে যাহা করিতেছে সে ঘরে বসিয়া নিজের চেষ্টায় তাহা পারিবে না? সামান্য অন্নমুষ্টির জন্য পরের দাসত্ব করিয়া, প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য প্রতিপদে অপমান ও হীনতা সহ্য করিবে? —জ্যোতিষ নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিল। কিন্তু এইরূপ ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে বাসের ও ব্যবসায়ের উপযোগী ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। এই জন্য জ্যোতিষ কুঠীর অধীনে নিজের নামে খানিক জমি কিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অবশেষে জ্যোতিষ মুচিবাড়িয়ার বাজারের নিকট এক খণ্ড জমি কিছু চড়া দরেই কিনিয়া ফেলিল। জমিটুকু বেশ প্রকাশ্য স্থানে চৌরাস্তার ধারে হইলেও নীচু জমি; তাহার উপর ঘর বাঁধিতে হইলে মাটী তুলিয়া সেই জমি ভরাট করা আবশ্যক। ইহা যথেষ্ট ব্যয়-সাপেক্ষ হইলেও জ্যোতিষ তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। জ্যোতিষ পরমুখাপেক্ষিতা বর্জ্জন করিয়া স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীনাথ নায়েবের মনে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল, সে জ্যোতিষের স্বাবলম্বন চেষ্টায় পদে পদে বাধা দিতে লাগিল; কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব জ্যোতিষের মুরুব্বি থাকায় নায়েবের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। একজন বিদেশী, বিজাতি, বিধর্ম্মী যাহার সহায়তা করিতেছেন, যাহার স্বাবলম্বনের চেষ্টায় উৎসাহ দিতেছেন, তাহার ভাই তাহার উন্নতি চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—ইতরতা ও হীনতার এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ ভিন্ন,

বঙ্গের পল্লীসমাজ ভিন্ন আর কোন দেশে দেখা যায় কিনা জানি না। নায়েব তাহার এই জঘন্য প্রবৃত্তি গোপন করিবার জন্য মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বত্র জ্যোতিষের ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। এরূপ কপটতাও জগতে দুর্লভ!

এই ঘটনার কিছুদিন পরে নরেশ সরকার নামক একটি দারোগা ভিন্ন জেলা হইতে বদলী হইয়া মুচিবাড়িয়া থানার দারোগা হইয়া আসিলেন। এই দারোগাটি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু কর্ম্মচারী। তিনি মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তাহার উপরওয়ালা ইন্‌স্পেক্টর 'আপকাওয়াস্তে' দেবেন্দ্রবাবুর বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন; কারণ কর্ত্তব্যানুরোধে তিনি দেবেন্দ্রবাবুর অনুগৃহীত একটা কন্‌ষ্টেবলের বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মুচিবাড়িয়া থানার ভার লইয়াই নরেশ দারোগাকে একটি খুনী মামলার তদন্ত ভার গ্রহণ করিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি আসামী পুলিশের হেফাজত হইতে পলায়ন করিয়াছিল, নরেশ দারোগা এই মামলারও তদন্ত করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন।

নরেশ দারোগা উক্ত খুনী মামলার আসামীর সন্ধান করিতে পারেন নাই; মাঠের ভিতর খুন হইয়াছিল আসামীরা হত্যারহস্যের কোন সূত্র রাখিয়া যায় নাই; কিন্তু নরেশ দারোগা ঘটনাচক্রের অনুসরণ করিয়া মোজাহার আলি বিশ্বাস নামক একটি ধনাঢ্য মুসলমানকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু আদালতের বিচারে যথাযোগ্য প্রমাণের অভাবে আসামী মুক্তিলাভ করে। নরেশবাবু কোন পারিবারিক দুর্ঘটনায় বিপন্ন হওয়ায় আসামীর মুক্তিলাভের সংবাদ যথা-সময়ে রিপোর্ট করিতে পারেন নাই।

মুচিবাড়িয়া কুঠীর এলাকায় মাঝদিয়ার নামক গ্রামে উক্ত মোজাহার

আলি বিশ্বাসের বাস। এই সময় মাঝদিয়ারের জমিদারী কাছারীর যে গোমস্তা ছিল—তাহার নাম আবু বিশ্বাস। আবু বিশ্বাস মোজাহার আলি বিশ্বাসের নিকট আত্মীয়। পল্লীগ্রামে জমিদারের গোমস্তা দিক্‌পাল তুল্য ব্যক্তি ; গ্রামের একটি দরিদ্রা হিন্দু বিধবা যুবতীর প্রতি তাহার কৃপা হইল ; এক রাত্রে সেই বিধবার গৃহে ধর্ম্ম অর্থাদি চতুর্বর্গ ফলের মধ্যে তৃতীয় বর্গের সন্ধানে গিয়াছে, এমন সময় গ্রামের মোড়ল কৃষ্ণ বিশ্বাসের কতিপয় আত্মীয় মিঞা সাহেবের নিষ্ঠার সন্ধান পাইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দান করিয়া বিদায় করিল ; মিঞাজি অঙ্গসেবায় আপ্যায়িত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরিল, তাহার পর কুঠীতে উপস্থিত হইয়া শাক দিয়া মাছ ঢাকিয়া নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাইজির নিকট কৃষ্ণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অন্যায় পূর্ব্বক অনধিকার প্রবেশ করিয়া ধনঞ্জয় দানের অভিযোগ করিল। নায়েব দেখিল দ্বিতীয়বর্গ ফল লাভের একটি চমৎকার দাঁও উপস্থিত! সে কৃষ্ণবিশ্বাসকে কুঠীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া ধনঞ্জয়ের দক্ষিণা নগদ একশত মুদ্রা তাহার নিকট দাবী করিয়া বসিল। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণবিশ্বাস দক্ষিণা সঙ্গে লইয়া গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ দর্শনে যাত্রা করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল ; তাহার কাছা ও কোঁচা ঝাড়িয়া দক্ষিণার সন্ধান না পাইয়া গোস্বামী প্রভু কাজির বিচারে প্রবৃত্ত হইল ; সে কৃষ্ণবিশ্বাসের নিকট আবু বিশ্বাসের বরাবর এক শত টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইল। হ্যাণ্ডনোটের সেই একশত টাকা আবু বিশ্বাসের নিকট আদায় লইল। কিন্তু আবু কৃষ্ণবিশ্বাসের নিকট হ্যাণ্ডনোটের সেই টাকা বিস্তর চেষ্টাতেও আদায় করিতে পারিল না। নায়েব যখন শুনিতে পাইল কৃষ্ণবিশ্বাস আবু বিশ্বাসের অধিকৃত হ্যাণ্ডনোট যা তা' কাগজ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার

চেষ্টা করিতেছে, তখন সে আবু বিশ্বাস ও 'তম্ভ বোনাই' মোজাহার আলি বিশ্বাসের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কৃষ্ণবিশ্বাসকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তিনজনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার কেশ স্পর্শ করিতে পারিল না!

কৃষ্ণ বিশ্বাসের নিকট বলপূর্ব্বক হ্যাণ্ডনোট লেখাইয়া লওয়া নায়েব গোস্বামী প্রভুর চরম অত্যাচার নহে, ইহা পাঠকগণের সুবিদিত। কিন্তু নায়েবের অত্যাচার দিন দিন প্রজাসাধারণের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। কুঠীর আমলা হইতে পাইক পর্য্যন্ত সকলেই জমীদারীর এলাকা মধ্যে এক একটি 'লাট সাহেব'। অনেক বিষয়ে লাট সাহেব অপেক্ষাও বড়, কারণ লাটেরাও স্ব স্ব সীমার মধ্যে প্রচলিত আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র লাটের স্বেচ্ছাচারের সীমা ছিল না, তাহারা কার্য্যসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই আইন ও শিষ্টাচার বিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিত। দরিদ্র মুসলমান প্রজাগণের প্রতি আদেশ ছিল—তাহারা তাহাদের ঘরের মুরগী ও মুরগীর ডিম্ কুঠীতে সরবরাহ করিবে, এবং কর্ত্তারা দয়া করিয়া যে মূল্য দিবে, তাহাই তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, আপত্তি করিলেই বিপদ; তাহাদের ক্ষেতে যে সকল শাক-সব্জী উৎপন্ন হইবে তাহা হুজুরদের ভেট দিয়া আসিতে হইবে, তাহার কোন মূল্য নাই; কুঠীর লোকেরা তাহাদের নিকট জ্বালানী কাঠ লইয়াও তাহার মূল্য দেওয়া আবশ্যক মনে করিত না! কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অত্যাচার এই যে, অনেক প্রজাকে তাহাদের ইচ্ছামত সময়ে স্ব-স্ব জমী আবাদ করিতে দেওয়াই হইত না, নিজেদের চাষ আবাদের কাজ বন্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে নামমাত্র মজুরীতে কুঠীতে গিয়া খাটিতে হইত। প্রজারা ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অতি প্রত্যূষে গৃহত্যাগ করিয়া নিজের কাজে

চলিয়া যাইত ; কুঠীর পাইক হালসানারা যখন দেখিল তাহাদের ধরিয়া আনিতে গিয়া বাড়ীতে পাওয়া যায় না, সকলেই কাজে চলিয়া গিয়াছে, তখন হালসানা পাইকেরা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তাহাদের বাড়ীতে ধরণা দিত, এবং জোর করিয়া তাহাদিগকে কুঠীতে ধরিয়া লইয়া যাইত। অগত্যা শ্রমজীবী ও চাষী প্রজারা নিরুপায় হইয়া এক প্রহর রাত্রি থাকিতেই গৃহত্যাগ করিয়া নিজের কাজে যাইতে আরম্ভ করিল ! কুঠীর পাইক হালসানারা অতি প্রত্যূষেও তাহাদের বাড়ী গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসায় নায়েব 'প্রজাবেটা'দের নষ্টামীর পরিচয় পাইয়া রাগিয়া আগুন হইল, বোধহয় এই ভাবিয়া বিস্মিতও হইল যে,—

"চিরদিন অর্দ্ধাশনে কেটে গেছে যার
আজও তার অনসন হ'ল না অভ্যাস !"

যাহাহউক, নায়েব অতঃপর মধ্যরাত্রে হালসানা পাইক পাঠাইয়া সেই গভীর রাত্রেই প্রজাদিগকে তাহাদের বাড়ী হইতে কুঠীতে ধরিয়া আনিয়া চোরের ন্যায় আটক করিয়া রাখিতে লাগিল। অনেক প্রজা নিজের ক্ষেত খামারে সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া গৃহে ফিরিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিত না ; রাত্রে আহারাদির পর তাহারা হয়ত শয়ন করিয়াছে—না হয় তাহাদের কুটীরে বসিয়া স্ত্রী-কন্যাদের সহিত তাহাদের তুচ্ছ সুখদুঃখের গল্প বলিতেছে, এমন সময় যেসকল বরকন্দাজ সুযোগের প্রতীক্ষায় তাহাদের কুটীরের পশ্চাতে বা কুটীর সন্নিহিত বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিত, তাহারা লম্বা লাঠী ঘাড়ে লইয়া তাহাদের কুটীরে প্রবেশ করিত এবং তাহাদিগকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া গিয়া সারারাত্রি তাহাদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিত, পরদিন তাহাদিগকে জেলখানার কয়েদীর মত কঠোর পরিশ্রমে বাধ্য করিত, তাহার পর

কাজ শেষ হইলে তাহাদিগকে গোটাকতক পয়সা 'জলপানী' দিয়া সে দিনের মত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিত। তাহাদের ভাগ্যে যে পারিশ্রমিক মিলিত তাহা একজনের এক বেলার উদরান্ন সংস্থানের পক্ষেও যথেষ্ট নহে! কিন্তু দুই একদিন নহে—কুঠির কাজের জন্য বহু লোককে এই ভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত।

মুচিবাড়িয়ার পুলিশের কর্ত্তা ইনস্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্ত এসকল অত্যাচারের কথা শুনিয়াও শুনিতেন না; উৎপীড়িত কোন প্রজা তাঁহার নিকট অভিযোগ করিতে যাইলে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহাকে হাঁকাইয়া দিতেন; কারণ তাঁহার নিকট কর্ত্তব্যের খাতির অপেক্ষা হাম্‌ফ্রি সাহেবের 'রজত পয়জারে'র খাতির অধিক ছিল। হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহাকে কুঠিরই একটি বড় আমলা মনে করিতেন; ইন্‌স্পেক্টর দত্তও তাঁহার সকল আদেশ পুলিশের বড় সাহেবের আদেশের মত মাথা পাতিয়া লইতেন! নরেশ দারোগা মুচিবাড়িয়ায় আসিয়াই দেবেন্দ্র দত্ত ইন্‌স্পেক্টরের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইন্‌স্পেক্টর শ্রীনাথ নায়েবের পরম বন্ধু, কিন্তু নরেশ দারোগা নায়েবের কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখিতেন না। পূর্ব্বে যে খুনের মামলার কথা বলিয়াছি, তাহার তদন্তের সময় নায়েব কৃষ্ণ বিশ্বাসের স্কন্ধে খুনের দায়িত্ব চাপাইয়া তাহাকে বিপন্ন করিবার জন্য নরেশ দারোগাকে অনুরোধ করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। এজন্য ইন্‌স্পেক্টর ও নায়েব একযোগে দারোগার ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

নরেশ দারোগা স্থির করিলেন তিনি ইন্‌স্পেক্টর বা তাঁহার দোস্ত নায়েবের ভয়ে কর্ত্তব্যপথ ত্যাগ করিবেন না, যদি ইহাতে তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয়—সেই বিপদ তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালনের পুরস্কার

বলিয়া মাথা পাতিয়া লইবেন। একদিকে কুঠীর মহাপরাক্রান্ত ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেব এবং তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত সর্ব্বপ্রকার নিষ্ঠুরাচরণে অভ্যস্ত নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই। অন্য দিকে সহস্র সহস্র নিরন্ন, জীর্ণদেহ, দুর্ব্বল, উৎপীড়িত অসহায় প্রজা তাহাদের নিত্য ও উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্রবাহ। একদিকে বিপুল বৈভব সম্পন্ন জমীদার প্রদর্শিত রজত পয়জারের ঝন্‌ঝন্‌ ঠন্‌ঠন্‌ শব্দ, অন্যদিকে সম্বলহীন, হতাশ প্রজার কাতর আর্ত্তনাদ! একদিকে সম্পদ, প্রতিষ্ঠা, নানা সুখ ও সুবিধার প্রলোভন, অন্যদিকে অপমান, বিপদ, উপরওয়ালার ভ্রূকুটী, পদে পদে লাঞ্ছনার আশঙ্কা। নরেশ দারোগা বড় দ্বিধায় পড়িলেন; কিন্তু তিনি নিত্য নিগৃহীত নিঃস্ব, সদা শঙ্কিত প্রজাপুঞ্জের আর্ত্তনাদে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। পুলিশকর্ম্মচারীর মধ্যে যে গুণ নিতান্ত বিরল সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। পুলিশ কর্ম্মচারীরা মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া নানা ভাবে কুঠীর ও কুঠীর আমলাগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন, কিন্তু যাঁহাকে উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জের পক্ষ সমর্থনের জন্য কুঠীর স্বার্থের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে হইবে, কুঠীর কিছুমাত্র সহায়তা প্রার্থনা তাঁহার আত্মসম্মানের নিদর্শন নহে। এইজন্য নরেশ দারোগা জ্বালানী কাঠ ও ঘুঁটে, শুষ্ক অরহর গাছের গোড়া প্রভৃতি চাষী গৃহস্থগণের নিকট ক্রয় করিয়া ইন্ধনের অভাব দূর করিতে লাগিলেন; যে সকল সামগ্রী তাঁহার ইঙ্গিত মাত্র ভূতে তাঁহার বাসায় বহিয়া আনিয়া দিতে পারিত, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহা তিনি অনেক অসুবিধা ও কষ্ট সহ করিয়া স্বয়ং সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

হাম্‌ফ্রি সাহেবের কর্ম্মচারীরা প্রায়ই নরেশ বাবুকে আপ্যায়িত করিতে আসিত; তাহারা কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিত, অন্যান্য দারোগারা মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেবকে প্রত্যহ সেলাম দিতে

যাইতেন, এবং সাহেবের অনুগ্রহে তাঁহারা 'রাজার হালে' থাকিতেন ; তাঁহাদিগকে কখন কোন অভাবের কষ্ট সহ্য করিতে হইত না ; এমন কি তাঁহারা মুচিবাড়িয়ায় বদলী হইয়া আসিয়া ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে যে 'আমানতি'র (deposit) খাতা খুলিতেন, বছর না ঘুরিতেই তাহা ফুরাইয়া যাইত !—তিনি এ সকল সুযোগ হেলায় হারাইতেছেন কেন ?

নরেশবাবু তাহাদের প্রলোভনে মুগ্ধ হইবার পাত্র ছিলেন না : তিনি জানিতেন, মৎস্য-শিকারী নিঃস্বার্থ ভাবে বঁড়শীতে টোপ্ গাঁথিয়া গভীর জলবিহারী রুই কাতলার সম্মুখে নিক্ষেপ করে না। আদান-প্রদান জগতের চিরন্তন নিয়ম ; কিছু লইতে হইলেই বিনিময়ে কিছু দিতে হইবে। সেই দান তুচ্ছ নহে—তাঁহাকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মভয়, বিবেক বিসর্জ্জন করিতে হইবে, প্রতিকারপ্রার্থী উৎপীড়িত প্রজার কাতর আর্ত্তনাদে বধির হইতে হইবে, তাহাদের দীন নেত্রের নিত্য প্রবাহিত অশ্রুর উৎস পদাঘাতে রুদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পক্ষে ইহা অসম্ভব। হাম্‌ফ্রি সাহেবের আমলা ও মোসাহেবের দল ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে হাম্‌ফ্রি সাহেব নরেশ দারোগাকে কুঠিতে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; দারোগা বিষম সমস্যায় পড়িলেন, সাহেবের উদ্দেশ্য তিনি বুঝিতে পারিলেন ; কিন্তু সাহেবের অনুরোধ রক্ষা না করিলে শিষ্টাচার-বিগর্হিত কাজ হইবে, সাহেব আপনাকে অপমানিত মনে করিবেন ভাবিয়া দারোগা অগত্যা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব তাহাকে দেখিবামাত্র গরম হইয়া মাঝদিয়ার গ্রামের খুনের মামলার তদন্তের কথা তুলিলেন, এবং কৃষ্ণ বিশ্বাসকে কিজন্য গ্রেপ্তার করা হয় নাই, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন, যেন হাম্‌ফ্রি সাহেবই তাঁহার উপরওয়ালা পুলিশ সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ! নরেশ দারোগা সাহেবকে

জানাইলেন, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যাহা সঙ্গত মনে করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। সাহেব অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া, ভবিষ্যতে 'সম্‌ঝাইয়া' চলিবার জন্য উপদেশ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। নরেশবাবু বুঝিলেন, সাহেব সুযোগ পাইলেই তাঁহাকে দংশন করিবেন; কিন্তু সেজন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইলেন না।

আমলাদের অনুষ্ঠিত যে সকল অন্যায় কাজ সম্বন্ধে নরেশ দারোগা রিপোর্ট পাইতেন, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। নরেশবাবু কোন চুরি মামলার তদন্তে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, নায়েব আসামীদিগকে কুঠিতে ডাকাইয়া আনিত, এবং তাহাদের নিকট কিছু নজর আদায় করিয়া তাহাদিগকে অভয় দান করিত। নায়েব তাহাদের মুরুব্বি হইয়া নানা ভাবে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিত। সাক্ষী তৈয়েরী করা, সাক্ষী ভাঙ্গান তাহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল; তাহার তদ্বির কৌশলে অনেক সত্য মামলা ফাঁসিয়া যাইত, কারণ মামলার প্রমাণ সাক্ষীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নায়েবের বে-আইনি কার্য্যের বিবরণ যে কাগজে দারোগা কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইত তাহা দেবেন্দ্রবাবু ইনস্পেক্টরের হস্তগত হইলে তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন! নরেশবাবু যে সকল মামলা কোর্টে পাঠাইতেন, নায়েব সেই সকল মামলায় তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়া মামলাগুলি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিত এবং অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইত। এইরূপে নায়েব এক ঢিলে দুই পাখী মারিত, তাহার বিলক্ষণ অর্থাগম হইত, সঙ্গে সঙ্গে নরেশ দারোগাকে সময়ে সময়ে অপদস্থ করিয়া সে আত্ম-প্রসাদে স্ফীত হইত! ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্ত সেই সকল মামলা দারোগা নরেশ সরকারের অপারদর্শিতার ফল বলিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।

মুচিবাড়িয়া অঞ্চলের প্রজা সাধারণ নিত্য নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াও বহুকাল যাবৎ পুলিশের নিকট ন্যায্য সাহায্যে বঞ্চিত ছিল ; সুতরাং উৎপীড়িত হইয়া তাঁহারা যে দারোগা নরেশ বাবুর নিকট কোনরূপ সাহায্য পাইবে—এ আশা তাহাদের মনে স্থান পায় নাই। পুলিশকে তাহারা কুঠীর আশ্রিত জীব মনে করিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিত ; এমন কি পুলিশ তাহাদের অনুকূলে কোন কথা বলিলে তাহাতেও দুরভিসন্ধির আরোপ করিত ! থানায় গিয়া অভিযোগ করিতেও তাহাদের সাহস হইত না, পাছে দারোগা কুঠীতে গিয়া 'নষ্টামী'র কথা প্রকাশ করিয়া দেয় এবং তাহার ফলে তাহাদিগকে অধিকতর নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। সুতরাং নরেশ দারোগাও তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করিবেন—ইহাই তাহাদের ধারণা হইয়াছিল।

নরেশ বাবু অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, গ্রাম্য চৌকিদারেরা তাহাদের এলাকায় সংঘটিত দাঙ্গা, হাঙ্গামা, চুরি, ডাকাতি, খুন জখম সংক্রান্ত যে সকল সংবাদ মুচিবাড়িয়ায় লইয়া আসিত তাহা প্রথমে কুঠীতে জানাইয়া, পরে থানায় আসিয়া 'এত্তেলা' করিত। বলা বাহুল্য, নায়েবের আদেশেই এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বহুদিন হইতে নির্ব্বিঘ্নে ইহা চলিয়া আসিয়াছিল, ভূতপূর্ব্ব কোন দারোগাই ইহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। নরেশবাবু দারোগা এই প্রথা অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করিয়া চৌকীদারদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন। চৌকীদারেরা দারোগার রিপোর্টের কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইয়া এ সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিল, সুতরাং কথাটা সেই অঞ্চলের প্রজাসাধারণের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না ! তাহাদের ভরসা হইল—এই নূতন দারোগাটি অন্যান্য দারোগার মত নহেন, তাঁহার নিকট কুঠির

অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে তাহা অরণ্যে রোদনবৎ নিষ্ফল হইবে না। কিছুদিনের মধ্যেই প্রজারা তাহাদের অভিযোগ থানায় জানাইতে আরম্ভ করিল। নরেশবাবুও প্রজাদের সকল অভিযোগ, উল্লেখযোগ্য সকল সংবাদ থানার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্স্পেক্টর দেবেন্দ্রবাবু তখন ল্যাজে খেলিতে আরম্ভ করিলেন। থানার ডায়েরীতে যে সকল সংবাদ লিপিবদ্ধ হইত, তাহার বিবরণ তিনি, কুঠিতে গিয়া সাহেবকে বলিয়া আসিতে লাগিলেন। যে সকল সংবাদ ইন্স্পেক্টর দেবেন্দ্র বাবুকে না জানাইলেও চলিত, দারোগা নরেশ বাবু তাহা দেবেন্দ্র বাবুর অজ্ঞাতসারেই কোর্টে পাঠাইয়া দিতেন ; এইরূপ কতকগুলি ঘটনার বিবরণ তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোর্টে যাওয়ার পর শমন, নোটীশ প্রভৃতি জারী হইয়া গেল। সুতরাং শমন বা নোটীশ জারীর পূর্ব্বে সাহেব বা তাঁহার নায়েব সেই সকল ঘটনার সংবাদ জানিতে না পারায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ইন্স্পেক্টর দেবেন্দ্রবাবুর কৈফিয়ৎ চাহিলেন। মুরুব্বি হাম্‌ফ্রি সাহেবের ক্রোধে বিচলিত হইয়া দেবেন্দ্রবাবু নরেশ দারোগার নিকট আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—তিনি ইন্স্পেক্টর দারোগার মাথার উপর থাকিতে তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোর্টের সহায়তা গ্রহণ ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার মত শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কাজ। যে কাজে তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হয়—তাহা করা দারোগার পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত ও অশোভন ইত্যাদি। দারোগা যাহা করিয়াছিলেন তাহা আদৌ অবৈধ নহে, সুতরাং বৈধ উপায়ে দারোগাকে দমন করিতে না পারিয়া অন্য উপায়ে দারোগাকে জব্দ করিবার জন্য দত্তজা নানা প্রকার ফন্দী ফিকিরের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। তিনি নরেশবাবুর নিরপেক্ষ ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু বুঝিতে পারিলেন নরেশ

দারোগাকে মুচিবাড়িয়া হইতে তাড়াইতে না পারিলে তাঁহার মানসম্ভ্রম এবং সাহেব ও নায়েবের স্বার্থ অব্যাহত রাখা অসম্ভব হইবে। সুতরাং তিনি নায়েব ও সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া নরেশ দারোগার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া ইন্স্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্ত নরেশ দারোগার বিরুদ্ধে পুলিশ সাহেবের নিকট রিপোর্ট পাঠাইতে লাগিলেন; শ্রীনাথ নায়েব বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "সাহেব শীঘ্রই নরেশ দারোগার অযোগ্যতার কথা, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুঠীর বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া শান্তিভঙ্গের চেষ্টার কথা পুলিশ সাহেবকে জানাইবেন, তাহা হইলেই জোঁকের মুখে চূণ পড়িবে, মুচিবাড়িয়ায় দারোগাগিরি করা ঘুচিয়া যাইবে। বাছাধন ঘুঘু দেখিয়াছেন, শীঘ্রই ফাঁদ দেখিবেন। একটা দারোগাকে তাড়াইয়া দেওয়া একটুও শক্ত কাজ নয়, ও কেবল 'মাছি মেরে হাত গন্ধ' করা; কিন্তু উপায় নাই নরেশ দারোগার 'আস্পর্দ্ধা' বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে; শাস্ত্রেই ত লেখা আছে 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্'। শাস্ত্রের কথা কি মিথ্যা হইবার যো আছে?"

নরেশ দারোগা এইরূপ ভয় প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না; তিনি দরিদ্রের সন্তান হইলেও চাকরীর মায়ায় কর্ত্তব্যজ্ঞান বিসর্জ্জন করিলেন না। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছিল তাহা যে নিষ্ফল হইবে না, তাহা তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন। কারণ অল্পদিন পরেই একদিন হঠাৎ পুলিশ সাহেব মুচিবাড়িয়ায় শুভাগমন করিয়া হামফ্রি সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, অতিথিসৎকারের ঘটা দেখিয়া নরেশ দারোগা বুঝিতে পারিলেন—এসকল তাঁহারই শ্রাদ্ধের আয়োজন। হামফ্রি সাহেব ও দেবেন্দ্র দত্ত শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করিয়া পুলিশ সাহেবকে বিদায় দান করিবার অব্যবহিত পরেই নানা অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া

নরেশ দারোগার কৈফিয়ৎ তলব হইতে লাগিল। কিন্তু হামফ্রি সাহেব পুলিশ সাহেবের এই মৃদু মুষ্টিযোগে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কুঠীর আজ্ঞাবহ জুম্মন সেখ নামক একটি ভ্রষ্টচরিত্র মুসলমানকে দিয়া নরেশ দারোগার বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে একটা ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হইল। নায়েব ও তাহার কারপরদাজেরা স্থানীয় তদন্তকালে ফরিয়াদীর অভিযোগের সমর্থক কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল না। মামলা ফাঁসিয়া গেল, অগত্যা নরেশ দারোগাকে স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধে পুলিশ সাহেবের আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে পুলিশের বড় সাহেব জেলার সদরে সফরে আসিলে জেলার পুলিশ সাহেব ও ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্ত নরেশ দারোগাকে বদলী করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে বড় সাহেব নরেশ দারোগা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "The report about his work from the Inspector is far from satisfactory and he asks for his removal, as he is unable to deal satisfactorily with crime in his jurisdiction, as the officer is inclined not to assume an impartial attitude with the people of his jurisdiction'—ইত্যাদি। নরেশ দারোগা কুঠির পক্ষাবলম্বন করিয়া উৎপীড়িত নিরীহ প্রজাগণকে চূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাঁহার নিরপেক্ষতা (impartial attitude) প্রতিপন্ন হইত, এবং তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সন্তোষজনক (satisfactory) বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। আমলাতন্ত্রের উচ্চপদস্থ ভৃত্যেরা হাজার হাজার টাকা বেতন লইয়া প্রজাপুঞ্জের স্বার্থরক্ষায় কিরূপ অবহিত, প্রজার অর্থে প্রতিপালিত হইয়া সুবিচার বিতরণে কিরূপ অভ্যস্ত এই মন্তব্যই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কিন্তু এত কাণ্ডের পরও মুচিবাড়িয়া হইতে নরেশ দারোগার

বদলী ঘটিয়া উঠিল না! তথাপি ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্ত ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তিনি তাঁহার জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি করিলেন না। এত দিন পরে তিনি প্রকাশ্যভাবে নরেশ দারোগার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, কারণ, এরূপ না করিলে, কুঠিতে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। নরেশ দারোগার সহিত তাঁহার বিরোধের কথা লইয়া মুচিবাড়িয়ার সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। উৎপীড়িত নিরাশ্রয় দরিদ্র প্রজারা যখন জানিতে পারিল, তাহাদেরই পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া, নরেশ দারোগা তাঁহার উপরওয়ালাদের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছেন, তখন তাহারা তাঁহাকে তাহাদের বিপদের বন্ধু মনে করিয়া, সাহায্য প্রার্থনায় দলে দলে তাঁহার নিকট আসিয়া, নূতন নূতন অত্যাচারের সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ক্রমে অত্যাচারের মাত্রাও বাড়িয়া উঠিল। নরেশ দারোগার অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যেন সেই সকল পৈশাচিক নির্যাতনের অবতারণা!

"এক দিন প্রভাতে কুঠীর হালসানা একটি দরিদ্র মুসলমান মজুরের কুটীরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে ও তাহার বয়স্ক পুত্রকে কুঠির কাজের জন্য জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু তাহারা কুঠিতে নীত হইবার পূর্ব্বেই, মজুরের পুত্রটি হালসানার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য, উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। তখন হালসানার দল তাহাকে ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যম দেওয়ার জন্য তাহার অনুসরণ করিতে থাকে। নরেশ দারোগার নিকট হালসানার এই অত্যাচারের সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই ঘটনার কথা রিপোর্ট করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে পাইক হালসানা জাতীয় দ্বিপদ কুকুরগুলির এই প্রকার অত্যাচার রহিত হয়। মুসলমান মজুরটি সাহস

করিয়া দারোগাকে এই অত্যাচারের সংবাদ দিতে আসিয়াছিল শুনিয়া সন্নিহিত গ্রামসমূহের শ্রমজীবীবর্গ তাহাকে ওস্তাদ বলিয়া মানিতে লাগিল, নরেশ দারোগাকে তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা মনে করিয়া, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইল, এবং মজুরেরা দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, জীবন থাকিতে আর তাহারা কুঠির কাজ করিবে না। এইরূপে ধূমায়মান বহ্নি এক মুহূর্ত্তে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল!

উপসংহার

মুচিবাড়িয়ার এলাকাধীন গ্রামসমূহের শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী প্রজাপুঞ্জকে কুঠীর বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ হইতে দেখিয়া, ম্যানেজার হাম্ফ্রি সাহেব ও শ্রীনাথ নায়েবের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। শ্রীনাথ তখন পর্য্যন্ত তাহার ভ্রাতা জ্যোতিশ ডাক্তারের অনিষ্ট চেষ্টায় বিরত হয় নাই। শ্রীনাথ এই সুযোগে হাম্ফ্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, জ্যোতিশই নরেশ দারোগার সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া প্রজাপুঞ্জকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। সে ব্যবসায়ের মতলবে গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকদিগের খামার হইতে রবিশস্য সংগ্রহ করিতেছে এবং কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাহাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কুঠীর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে! কোন কল্পিত ব্যাপার সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা শ্রীনাথের পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন ছিল না; যুক্তি-তর্কের সাহায্যে দিবা দ্বিপ্রহরকে সে মধ্যরাত্রি বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিত। এবং তাহার উক্তি ও যুক্তির সমর্থনের জন্য যে সকল প্রমাণের আবশ্যক, তাহাও সে অতি সহজে সংগ্রহ করিতে পারিত। জ্যোতিষ ডাক্তার রবিশস্য ক্রয়ের উপলক্ষে গ্রামে গ্রামে গিয়া, নানা মিথ্যা প্রলোভনে বর্ব্বর প্রজাদের কুঠীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে:—কয়েকজন সাক্ষী দ্বারা নায়েব ইহা সাহেবের নিকট সপ্রমাণ করিল। সুতরাং হাম্ফ্রি সাহেবের বিশ্বাস হইল, নিমক-হারাম জ্যোতিশ ডাক্তারই কুঠীর প্রধান শত্রু!—হাম্ফ্রি সাহেব ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং জ্যোতিশ ডাক্তারের গোস্তাকির প্রতিফল প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জ্যোতিশ ডাক্তার যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া, মুচিবাড়িয়ার বাজারের নিকট বাস ও ব্যবসায়ের উপযোগী যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, হাম্ফ্রি সাহেব নানা কৌশলে তাহাকে উচ্ছেদ সূত্রে তাহা হইতে উঠাইয়া দিলেন। সাহেবের সহিত বিরোধ করিয়া মুচিবাড়িয়ায় বাস করে—এত সাধ্য কাহার? বহু অর্থ-ব্যয়ে কারবার

আরম্ভ করিয়া, জ্যোতিশ দেনদার হইয়া পড়িয়াছিল, এই আকস্মিক বিপদে সে হতবুদ্ধি হইয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিল ; সে বুঝিল, তাহার দাদাই তাহার শনি, তাহার সর্ব্বনাশের মূল। দাদার ষড়যন্ত্রে সাহেব অকারণ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা সে সাহেবকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সাহেব তাহার কোন কথা ত বিশ্বাস করিলেনই না, অধিকন্তু সাহেব তাহার শেষ অবলম্বন মুচিবাড়িয়ার ডাক্তারখানার চাকরী হইতে তাহাকে পদচ্যুত করিলেন, তাহাকে কুঠীর 'ত্রিসীমানায়' আসিতে দিলেন না। মর্ম্মাহত জ্যোতিশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, হতাশ ভাবে বলিল, "দাদা, এত দিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, আমি ত পথের ফকির হইলাম ; কিন্তু তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তেরও আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখিব, তুমি আর কত দিন নায়েবী কর। হাম্‌ফ্রি সাহেবের ফোসে পড়িয়া আমি তাহার গোয়েন্দা হইয়াছিলাম, স্বার্থের অনুরোধে আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়াছিলাম, গৃহ-ছিদ্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম—তাহার প্রতিফল পাইলাম, একেবারে বিশ হাত জলের নীচে ডুবিলাম। তোমাকেও যদি আমার মত ডুবিতে না হয় ত আমি ব্রাহ্মণের সন্তান নহি।"

জ্যোতিশের অভিসম্পাত শুনিয়া নরপিশাচ শ্রীনাথ নায়েব বিদ্রূপ ভরে বলিল, "ভ্রাতৃদ্রোহের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। মাদার-গাছে দাদ চুল্‌কাইতে যাওয়ার এই ফল। উহার অভিসম্পাতকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। 'ধেড়ের শাপে গাং শুকোবে না'।"

জ্যোতিশের সর্ব্বনাশ করিয়া শ্রীনাথ নায়েব তাহার অবশিষ্ট শত্রু মনোমোহনের সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। সূর্য্যপুর কুঠীতে মনোমোহন তখনও নায়েবী করিতেছিলেন, তাঁহার অনিষ্ট সাধনের জন্য শ্রীনাথ নায়েব বহুবার বহু প্রকারে চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা পাঠকগণের

স্মরণ থাকিতে পারে, কারণ মনোমোহন সকল বিষয়েই তাহার অপেক্ষা যোগ্যতর কর্ম্মচারী এবং তিনি শ্রীনাথের সকল উন্নতির মূল, তাহার অসহায় অবস্থার একমাত্র হিতৈষী মুরুব্বি ভূতপূর্ব্ব নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্যালের জামাতা। তাহার সর্ব্বনাশ না করিতে পারিলে, শ্রীনাথ সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে—তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সূর্য্যপুর কুঠীর ম্যানেজার হড্‌সন সাহেব শ্রীনাথের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া, স্বীয় পক্ষপুটে মনোমোহনকে রক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া শ্রীনাথ হড্‌সন সাহেবকেও শত্রু মনে করিতেছিল। তাঁহাকে ও মনোমোহনকে পদচ্যুত করিবার জন্য, শ্রীনাথ নূতন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে স্থির করিল, তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য সূর্য্যপুর অঞ্চলের কতকগুলি প্রজার সাহায্য অপরিহার্য্য। তাহাদের সাহায্যেই মিঃ হড্‌সনের ও মনোমোহনের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হইবে। শ্রীনাথের কৌশলে সূর্য্যপুরের বহুসংখ্যক প্রজা হড্‌সনের ও মনোমোহনের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। মিঃ হড্‌সন বা মনোমোহন গোস্বামী-প্রভুর কূট কৌশল বুঝিতে না পারিয়া, সেই সকল প্রজাকে বিদ্রোহী বলিয়া সদরে রিপোর্ট করিলেন। শ্রীনাথ হাম্‌ফ্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, সে ঘটনাস্থলে গিয়া বিদ্রোহী প্রজাদের বশীভূত করিতে পারিবে। সাহেব তাহার অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া, তাহার সূর্য্যপুর গমনের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। সে সর্প হইয়া দংশন করিয়াছিল—এখন রোজা হইয়া ঝাড়িতে চলিল ; এবং বিদ্রোহী প্রজাদের গ্রামে উপস্থিত হইয়া মিষ্ট বাক্যে ও মিথ্যা প্রলোভনে তাহাদিগকে শান্ত করিয়া, মুচিবাড়িয়ায় ফিরিয়া আসিল ; সে সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, হড্‌সন সাহেব ও তাঁহার নায়েব মনোমোহন মৈত্র জমীদারী-পরিচালন কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। মনোমোহনের উপর সকল দায়িত্ব-ভার নিক্ষেপ করিরা, হড্‌সন সাহেব অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে

গোপনে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীনাথ নায়েব সূর্য্যপুরের যে সকল প্রজাকে কৌশলে বশীভূত করিয়াছিল,—তাহাদের সাহায্যে প্রতিপন্ন হইল—কোম্পানীর চাকর হইয়া হড্‌সন সাহেব সত্যই গোপনে ব্যবসায় করিতেছেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব মিঃ হড্‌সনের প্রতি প্রথম হইতেই বিরূপ ছিলেন, এবং তাঁহাকে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি শ্রীনাথ নায়েবের অভিযোগে নির্ভর করিয়া, অধ্যক্ষ-সভায় মিঃ হড্‌সনের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন; কিন্তু মিঃ হাম্‌ফ্রি এই রিপোর্ট পাঠাইয়াই, নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, এই রিপোর্ট যাহাতে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, অধ্যক্ষ-সভায় তাঁহাকে অপদস্থ হইতে না হয়—এই উদ্দেশ্যে তিনি নানা কৌশলের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। মিঃ হড্‌সন সকলই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত ঘৃণা হইল। ইতরতা কপটাচরণ ও স্বার্থ সাধনের জন্য প্রতারণা প্রবঞ্চনার সাহায্য গ্রহণ তিনি ছোটলোকের কাজ বলিয়া মনে করেন। তিনি বিরক্ত হইয়া, ম্যানেজারের পদ ত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহনও নায়েবী কার্য্যে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে কাণ্‌সার্ণের ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের পদ গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল না; কারণ অধ্যক্ষ-সভা হাম্‌ফ্রি সাহেবকেও কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন বলিয়া তিরস্কার করিলেন এবং কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিলেন। তাহারই ফলে মনোমোহন সূর্য্যপুরের নায়েবী পরিত্যাগ করিলেও, সেই পদ খালি রহিল, হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহার কোন আমলাকে সেই পদে নিযুক্ত করিতে পারিলেন না। শ্রীনাথ নায়েব প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার শ্যালককে সূর্য্যপুরের নায়েবী মসনদে স্থাপন করিতে অসমর্থ হওয়ায় বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল, এবং দুধের পিপাসা ঘোলে মিটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মনোমোহনের পুত্র সুশিক্ষিত ব্যক্তি,

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। মুচিবাড়িয়া এন্‌ট্রেন্স স্কুলের তিনি হেডমাষ্টার ছিলেন। শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, শ্রীনাথ নায়েব তাঁহাকেও সেই পদ হইতে অপসারিত করিবার জন্য নূতন এক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিল। হাম্‌ফ্রি সাহেবের করুণায় তাহার এই ষড়যন্ত্রও সফল হইল,—মনোমোহনের পুত্র বিনা অপরাধে হেডমাষ্টারের পদ হইতে অপসারিত হইলেন। তখন শ্রীনাথ স্বীয় জামাতাকে সেই পদে নিযুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার এই চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই, কিন্তু তাহার কন্যাকে বিবাহ করিলেও সেই ভদ্র সন্তান শ্বশুরের ন্যায় কাণ্ডজ্ঞানহীন, মনুষ্যত্ববর্জ্জিত, নির্লজ্জ বর্ব্বর নহেন, তিনি অবজ্ঞার সহিত এই পদ প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগত্যা অন্য লোককে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল। মুখের গ্রাস ত্যাগ করিয়া নায়েব-জামাতা যে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন, তাহা নায়েবের পক্ষে মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল।

এইবার নায়েবের প্রধান শত্রু নরেশ দারোগার পালা। কিন্তু নরেশ দারোগার কর্ত্তব্যানুরাগ ও নিরপেক্ষ ব্যবহারে চিরনিগৃহীত, সুবিচার-বঞ্চিত, দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে যে সাহস ও বলের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহা হাম্‌ফ্রি সাহেব ও শ্রীনাথ নায়েবকে বিষম ব্যাকুল ও শঙ্কাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। মুচিবাড়িয়া এলাকার সমস্ত শ্রমজীবী ধর্ম্মঘট করিয়া কুঠীর কাজ বন্ধ করিয়া দিলে, হাম্‌ফ্রি সাহেবের কাজ-কর্ম্ম অচল হইয়া উঠিল, তাঁহার অসুবিধার সীমা রহিল না। অন্য অসুবিধা ত দূরের কথা, হাম্‌ফ্রি সাহেবের বড় সাধের ফুল বাগানে মাসাধিক কাল জল দেওয়ার জন্যও লোক মিলিল না! হামফ্রি সাহেবের ধারণা হইল, পালের গোদা নরেশ দারোগাকে বদলী করাইতে না পারিলে, এই বিষম সমস্যার মীমাংসা হইবে না। অবশেষে তিনি নায়েবের সহিত পরামর্শ

করিয়া, ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্তকে কুঠীতে ডাকাইলেন। তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন, তিনি যে কোন উপায়ে হউক নরেশ দারোগাকে সরাইতে পারিলে আশাতীত পুরস্কার লাভ করিবেন। দেবেন্দ্র বাবু পুলকিত চিত্তে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া আসিলেন। অতঃপর সাহেবের আদেশে নায়েব বিভিন্ন কাছারীর গোমস্তাদিগকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন, প্রজারা যেরূপ প্রতিকূল আচরণ করিতেঁছে, তাহাতে কাজ-কর্ম্ম অচল হইবার উপক্রম। নরেশ দারোগার উৎসাহেই তাহারা এরূপ অবাধ্য হইয়াছে। অতএব নরেশ যত দিন মুচিবাড়িয়া হইতে বিতাড়িত না হয়, অন্ততঃ তত দিন পর্য্যন্ত যেন কোন প্রজার নিকট জুলুম করিয়া, টাকা আদায় করা বা কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাছারীতে ধরিয়া আনা না হয়। নায়েবের এই আদেশ প্রচারের পর প্রজাদের উপর জুলুম ও অত্যাচার কতকটা হ্রাস হইল, প্রজারা দুই হাত তুলিয়া দারোগাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। বাঙ্গালার পুলিশকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে, জমীদারের অত্যাচার দমনের জন্য পুলিশের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে,—বাঙ্গলায় পুলিশ রাজত্বের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল বলিয়াই, এখানে এই ঘটনার আমূল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। পুলিশ অন্তরের সহিত চেষ্টা করিলে, দেশের লোকের কত উপকার করিতে ও তাহাদের কিরূপ বিশ্বাসভাজন হইতে পারে, এই ঘটনাই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কিন্তু প্রজাপুঞ্জের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া নরেশ দারোগাকে যেরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, ঘরের ও পরের সহিত নিত্য সংগ্রাম করিয়া, তাঁহাকে কিরূপ জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যে আঘাত করিবার ইচ্ছা নাই।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে হামফ্রি সাহেবের ও ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্তের অবিশ্রান্ত চেষ্টা সফল হইল। জেলার পুলিশ সাহেব নরেশ

দারোগাকে বদলী করিয়া, সদরে তাঁহার চোখের উপর রাখিলেন। হামফ্রি সাহেব ও শ্রীনাথ নায়েব নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্ত সাহেবের নিকট আশাতীত পুরস্কার লাভ করিলেন, তাহা চাঁদির পয়জার নহে, একখানি নূতন বাইক!

* * * *

নরেশ দারোগা মুচিবাড়িয়া হইতে বিতাড়িত হইলে, হামফ্রি সাহেব ও নায়েবকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখা গেল! হামফ্রি সাহেবের আদেশে নায়েব হালসানা ও পাইক পাঠাইয়া, শ্রমজীবীদের ওস্তাদকে কুঠীতে ধরিয়া আনিল। সাহেব ফরিয়াদী হইয়া নিজের এজলাসে তাহার বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ উথাপিত করিলেন, প্রথম, নরেশ দারোগাকে দিয়া তাঁহার সম্মানের লাঘব করা; দ্বিতীয়, অন্যান্য মজুরদের সহিত দল বাঁধিয়া কুঠীর কাজ অচল করিবার জন্য ধর্ম্মঘট করা। হামফ্রি সাহেব স্বয়ং বিচারক সাজিয়া, অপরাধীর নিতম্বে কুড়ি ঘা বেত্র-প্রয়োগের আদেশ দান করিলেন। কুঠীতে সাহেবের সম্মুখেই এই দণ্ডদান ক্রিয়া আরম্ভ হইল। কিন্তু এই মহৎকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন না হওয়ায় 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি'—এই প্রবাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

বিঘ্নটা কিরূপ তাই এখন বলি। কয়েকজন হালসানা লগুড় হস্তে অপরাধী ওস্তাদকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, আর একজন মহিমান্বিত ম্যানেজার সাহেব বাহাদুরের আদেশে ওস্তাদের অঙ্গ-সেবা আরম্ভ করিল। ওস্তাদ প্রকাণ্ড যোয়ান, তাহার দেহেও অসাধারণ সামর্থ্য; কিন্তু দণ্ডধারী হালসানাও দুর্ব্বল নহে, লগুড়ের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, ওস্তাদ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া 'আল্লা!' 'ও আল্লা' শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; আর্ত্তের বন্ধু, নিরাশ্রয় উৎপীড়িতের আশ্রয়, সর্ব্বশক্তির মূলাধার অলক্ষ্য থাকিয়া ওস্তাদের এই আর্ত্তনাদ শ্রবণে তাহার লগুড়াহত দেহে

আত্মরক্ষার উপযোগী শক্তির সঞ্চার করিলেন কি না, তাহা ক্ষুদ্র মানবের অজ্ঞাত ; কিন্তু দুই একবার আঘাতের পর ওস্তাদ ক্ষেপিয়া গিয়া 'মরিয়া' হইয়া উঠিল ; সে এক লম্ফে তাহার সম্মুখবর্ত্তী একজন হালসানাকে আক্রমণ করিয়া, তাহার হাত হইতে বাঁশের পাঁচহাত লম্বা তৈলপক্ক সুদৃঢ় লাঠীখানা চক্ষুর নিমেষে কাড়িয়া লইল, এবং দ্রুত হস্তে সেই লাঠি ঘুরাইয়া, সেখানে যে কয়জন হালসানা উপস্থিত ছিল—তাহাদিগকে সবেগে প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে কি অপ্রত্যাশিত ভাবে উৎকট লাঠি সেবা করিয়া কোন দিক দিয়া পলায়ন করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না।—হাম্‌ফ্রি সাহেব কুঠির বারান্দায় বসিয়া কি ভাবে তাঁহার আদেশ পালিত হয়, তাহাই দেখিতেছিলেন, ওস্তাদের লাঠী বন্‌ বন শব্দে ঘুরিয়া, তাঁহার হালসানাদের ধরাশায়ী করিতেছে দেখিয়া তিনি উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, 'পাক্‌ড়ো' 'পাক্‌ড়ো' শব্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সেই উন্মত্তপ্রায় ওস্তাদকে পাকড়াইবার জন্য কেহই অগ্রসর হইল না ; ওস্তাদ 'আল্লা হো!' 'আল্লা হো' শব্দে ল্যাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই জনতা ভেদ করিয়া অদৃশ্য হইল। তাহার লাঠির আঘাতে একজন হালসানার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল, আঘাত গুরুতরই হইয়াছিল। ওস্তাদ দ্রুতবেগে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া, অন্যান্য শ্রমজীবীদের নিকট তাহার অপমান ও নির্য্যাতন-কাহিনী বিবৃত করিয়া, তাহাদের সহায়তা প্রার্থনা করিল। আগুন পূর্ব্বেই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, অত্যাচার মধ্যে কিছুদিন বন্ধ থাকায়, তাহা ধূমায়মান অবস্থায় ছিল ; ওস্তাদের এই নির্য্যাতনের পর তাহা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া ভীষণ দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রমজীবী সম্প্রদায় একযোগে জমীদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে

বদ্ধপরিকর হইল, চাষী কৃষকেরা তাহাদের দলে যোগ দিয়া, চতুর্দ্দিকে দল বৃদ্ধি করিতে লাগিল ! তাহারা কুঠির কর্ম্মচারীগণকে বলিল, তাহারা বহুদিন ধরিয়া কুঠির বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, সাহেব জোর করিয়া তাহাদিগকে দিয়া নীল বুনাইয়া লইয়াছে, তাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমীর 'পা'ট, করিয়াছে, সেই জমী সাহেব ইচ্ছামত দখল করিয়াছে ; তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে ; তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদীর মত খাটাইয়াছে, তাহারা তাহাতে রাজী না হইলে তাহাদের স্ত্রী, কন্যাকে তাহাদের চোখের উপর লাঞ্ছিত করিয়াছে। নিত্য শত অত্যাচারে তাহাদের কলিজা জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে ; আর তাহারা অত্যাচার সহ্য করিবে না, সাহেব যাহা পারে করুক।

বাঙ্গলার কৃষক, বাঙ্গলার শ্রমজীবী মূক ও বধির হইয়া প্রবলের বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াছে : কিন্তু সংযম ও সহিষ্ণুতার সীমা আছে। সেই সীমা বিদীর্ণ ও প্লাবিত করিয়া, তাহাদের অন্তর্ব্বেদনা দামোদরের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় দিগন্তে প্রসারিত হইল। বর্ষাকাল আসিল, নদীর চরে বিলের ধারে হাজার হাজার বিঘা নীল কর্ত্তনোপযোগী হইল, কিন্তু হাম্‌ফ্রি সাহেব সহস্র প্রলোভনেও একজন কৃষক একটি শ্রমজীবীকেও নীলের ক্ষেতে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বর্ষার উন্মত্ত জল-প্রবাহ প্রবল-প্রতাপ হাম্‌ফ্রি সাহেবের খাতির করিল না, সেই সহস্র সহস্র বিঘা 'তৈয়ারী নীল' তাঁহার চোখের উপর বানের জলে ডুবিয়া অদৃশ্য হইল। এই শোচনীয় দৃশ্যে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। তাঁহার লক্ষ মুদ্রার সম্পত্তি সলিল সমাধি হইতে রক্ষা করা তাঁহার মুষ্টিমেয় হালসানা, পাইক, বরকন্দাজের সাধ্য হইল না। মুচিবাড়িয়া কাণ্‌সার্ণের সঙ্ঘবদ্ধ দরিদ্র প্রজামণ্ডলী অহিংস অসহযোগের সাহায্যে সেই নিষ্ঠুর, বিরাট, বিশাল, মানবের সুখ-দুঃখে

উদাসীন হৃদয়হীন কলের চাকা এরূপ অচল করিয়া দিয়াছিল যে, হাম্‌ফ্রি সাহেব ও তাঁহার নায়েব দেওয়ান গোমস্তা প্রভৃতি আমলাবর্গের বেত, চাবুক, লাঠী, পয়জার, শামচাঁদ—সকল সাংঘাতিক অস্ত্রই ব্যর্থ হইয়াছিল। হাম্‌ফ্রি সাহেবের প্রচণ্ড দম্ভ ও গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধা প্রজাপুঞ্জের সঙ্কল্প-স্রোতে ভাগীরথী-স্রোতে দাম্ভিক ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল।

মুচিবাড়িয়ার এক অংশে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, অল্প দিনে তাহা মাণিকচরে প্রসারিত হইল ; সেই অঞ্চলের সকল প্রজা দলবদ্ধ হইয়া, কুঠীর অত্যাচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল। দেখিয়া শুনিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; তিনি মুষ্টিযোগের সাহায্যে 'হারামজাড্ রাইয়াট্ লোকে'র 'বিদ্রোহ ডমন' করিবার আশায় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্র দত্তের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। দেবেন্দ্র দত্ত মাণিকচরের দারোগাকে হুকুম দিলেন, নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই কুঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে যেন যথাযোগ্য সাহায্য করা হয়। ইন্‌স্পেক্টর দত্তজার এই হুকুমনামায় নির্ভর করিয়া গোঁসাই-নায়েব সর্ব্বাঙ্গে ফোঁটা-তিলকের পরিবর্ত্তে জুতা-জামায় সজ্জিত হইয়া, মাথায় পাগ্ বাঁধিয়া, বহুসংখ্যক পাইক, বরকন্দাজ, হালসানা সহ মহাসমারোহে মাণিকচরেব এলাকায় মনিবের স্বার্থ-রক্ষা করিতে চলিল!

নায়েব মাণিকচরে উপস্থিত হইয়া, কতকগুলি প্রজার আবাদী জমীতে অন্য ফসল বপন করিয়া, 'বজ্জাত' প্রজাদের জব্দ করিবার চেষ্টা করিল। প্রজাদেরও যোগাড়-যন্ত্রের অভাব ছিল না। কুঠীর পাইক হালসানারা তাহাদের আবাদী জমীতে প্রবেশ করিবামাত্র, বহুসংখ্যক প্রজা লম্বা-লম্বা লাঠী লইয়া, তাহাদের বাধা দিতে আসিল। তখন উভয় পক্ষে লাঠালাঠী আরম্ভ হইল। নায়েব সাহায্য প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ মাণিকচর থানায় লোক

পাঠাইয়া অশ্বারোহণে সরেজমিনে উপস্থিত হইল। প্রজারা নায়েবকে দেখিবামাত্র, ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, এবং "নায়েবকে ধ'রে কোরবাণি কর, ঐ গোঁসাই শালাই আমাদের জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে মারচে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক প্রজা শুনিতে পাইল, পুলিশ সঙ্গীন বন্দুক লইয়া নায়েবকে সাহায্য করিতে যাইতেছে। এই সংবাদে শত শত প্রজা লাঠী লইয়া মাঠের দিকে ছুটিল। তাহারা মাঠে গিয়া দেখিল, পুলিশ কুঠীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বন্দুক হস্তে তাহাদের অধিকৃত জমী হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পুলিশ বন্দুক দেখাইয়াও, উন্মত্তপ্রায় প্রজাদের প্রাণে আতঙ্ক-সঞ্চার করিতে পারিল না। তাহারা পুলিশ ও জমীদারের পাইক বরকন্দাজ ও লাঠীয়ালদের সহিত দাঙ্গা আরম্ভ করিল, প্রাণ-ভয়ে কেহই কাতর হইল না। এই দাঙ্গায় উভয় পক্ষের অনেক লোক আহত হইল; নায়েব তাহার অনুচরদের উৎসাহিত করিবার জন্য ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে একজন প্রজার লাঠি সবেগে নায়েবের ললাটের উপর নিপতিত হইল; সেই আঘাতে নায়েব চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, সে বহু কষ্টে সামলাইয়া লইয়া, দ্বিতীয়বার লাঠীর মধুর আস্বাদন লাভের পূর্ব্বেই দ্রুতবেগে চম্পট দান করিল; পলায়নে আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইলে, সেই মাঠেই তাহার আজীবনের সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত।

নায়েবকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া, তাহার অনুচরবর্গ, এমন কি, কুঠীর লাঠীয়ালেরা পর্য্যন্ত প্রাণ ভয়ে তাহার অনুসরণ করিল; পুলিশের যে সকল লোক কুঠীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, শান্তিরক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাহারা দলবদ্ধ প্রজাপুঞ্জের হস্তস্থিত অব্যর্থ লাঠীর মহিমা উপলব্ধি করিয়া, অত্যন্ত

তৎপরতার সহিত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। তাহারা সকলেই ঝোপে, জঙ্গলে পল্লীবাসীদের পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, দুই তিন দিন অনাহারে কাটাইয়া দিল, ক্ষিপ্তপ্রায় প্রজাদের ভয়ে পথে বাহির হইতে সাহস করিল না। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া, সরকার-পক্ষ হইতে জেলার সদরে ও পার্শ্বস্থ জেলার মহকুমায় টেলিগ্রাফ করা হইল। সেই টেলিগ্রাম পাইয়া, জেলার পুলিশ সাহেব সসৈন্য সদর হইতে মাণিকচরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে কুঠীর সহায়তা গ্রহণ সঙ্গত মনে করিলেন না। মুচিবাড়িয়ার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্রনাথ দত্তের এলাকায় এই দাঙ্গা, সুতরাং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য বুঝিয়া তিনি পীড়ার ভান করিলেন এবং লেপের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভয়ের কাঁপুনীকে জ্বরের কাঁপুনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া, আত্মসম্মান রক্ষা করিলেন। পার্শ্বস্থ জেলার মহকুমার হাকিম তাঁহার সুবিপুল খর্ব্বদেহ হস্তী-পৃষ্ঠে সংস্থাপন করিয়া, সশস্ত্র পুলিশ সঙ্গে লইয়া, পুলিশ সাহেবকে সাহায্য করিতে আসিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শ্রাদ্ধ আর অধিক দূর গড়াইল না। অতঃপর মহাসমারোহে সরকার হইতে তদন্ত আরম্ভ হইল; তদন্তকালে কতকগুলি প্রজাকে চালান দেওয়া হইল, বিচারে অনেকের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইল, কিন্তু ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেব ও তাঁহার নায়েব এই দাঙ্গায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলেন না। মামলা চালাইতে গিয়া কাণ্‌সার্ণের বহু অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। এই ব্যাপারে কাণ্‌সার্ণের অধ্যক্ষগণ অত্যন্ত বিরক্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন, এই প্রকার ধনাক্ষয়, ক্ষতি ও প্রজাপুঞ্জের সহিত সঙ্ঘর্ষ ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেব ও তাঁহার অপরিণামদর্শী, কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, অর্থলোলুপ, উদ্ধত নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাইএর বর্ব্বরতা ও মূঢ়তার ফল বলিয়াই তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস

হইল। হাম্‌ফ্রি সাহেব ও শ্রীনাথ নায়েব স্ব স্ব দোষ স্খালনের জন্য যথসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, কর্তৃপক্ষের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহাদের উভয়কেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইল। জ্যোতিষ ডাক্তারের অভিসম্পাত হাতে হাতে ফলিয়া গেল। হাম্‌ফ্রি সাহেব চাকরী হারাইয়া, অসংখ্য উৎপীড়িত প্রজার হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস ও পুঞ্জীভূত অভিশাপ সঞ্চয় করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন ; এবং কোন শৈল-নিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করিতে লাগিলেন। জানি না, অনুতাপের অশ্রু কোন বিনিদ্র রজনীতে তাঁহার উপাধান সিক্ত করিয়াছে কি না ; কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ কালের চাকরীর এই পরিণাম, বোধ হয়, কাহারও প্রার্থনীয় নহে !

শ্রীনাথ গোঁসাই চাকরী হারাইয়া, নির্ব্বিষ ঢোঁড়ায় পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু ভদ্র-সমাজের অবজ্ঞা ও উপেক্ষায় সে চিরদিনই অভ্যস্ত, তাহাতে সে কাতর না হইলেও, কুঠীর বিস্তর টাকার দায়িক হওয়ায় লগুড়াহত কুকুরের ন্যায় তাহাকে পুচ্ছ সঙ্কোচ করিতে হইয়াছে। তাহার উপর রোগে, শোকে, নানা প্রকার পারিবারিক অশান্তি ও মনস্তাপে তাহার দীর্ঘসঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু ইহার পরিণাম কোথায় কে বলিতে পারে ? বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতঘ্নতা, পরস্বাপহরণ, নারী-নির্য্যাতন, নিরীহের উৎপীড়ন, ভ্রাতৃহত্যা, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহলোকেই পরিসমাপ্ত হয় কি না তাহাও মানববুদ্ধির অগোচর।

মুচিবাড়িয়া কাণ্‌সার্ণের বর্ত্তমান ম্যানেজার জমীদার সরকারেরই বহুদর্শী ও সুচতুর কর্ম্মচারী। জমীদারী পরিচালনে তিনি ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের সুন্দর নীতি পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। প্রজাপুঞ্জকে উৎপীড়িত, অপমানিত ও বিপন্ন না করিয়াও— ক্ষমতার অপপ্রয়োগে বিরত থাকিয়াও, মনিব সরকারের

স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়, বর্ত্তমান ম্যানেজার মিঃ গড্‌ে কার্য্য কুশলতার সাহায্যে এই সত্য প্রতিপাদনে যত্নশীল হইয়াছেন, এব মিষ্ট কথায় ও মিষ্ট ব্যবহারে প্রজা সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং নবনিযুক্ত নিরীহ প্রকৃতি, সদাশয় ও বিচক্ষণ নায়েবের আমোলে নরাধম সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল ও শ্রীনাথ নায়েবের অনুষ্ঠিত লোমহর্ষণ অত্যাচার উৎপীড়ন, জাল, প্রবঞ্চনা, পৈশাচিক ষড়যন্ত্র এবং স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যাবতীয় গর্হিত আচরণ অতীত যুগের উৎকট দুঃস্বপ্ন বলিয়াই প্রজাপুঞ্জের প্রতীয়মান হইতেছে! ধর্ম্মে, সমাজে, দেশাচারে, নৈতিক আদর্শে এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন ব্যবহারে—বৎসরের পর বৎসর যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে, সেই পরিবর্ত্তন-স্রোতে সকলই ভাসিয়া গিয়া, বিস্মৃতির তিমির গর্ভে বিল হইতেছে। অমর নাট্যকার দীনবন্ধু 'নীলদর্পণে' 'নীলকর বিষধর' উ প্রভৃতির ও তাহাদের হাতের 'শ্যামচাঁদ' ও পায়ের পয়জার 'গু গু'ওটা' এবং পদী ময়রাণীর যে উজ্জ্বল [illegible] অঙ্কিত করিয়াছিলেন, বঙ্গে নীলের প্রভাব বিলো[illegible] অধিক দূর গড়াইবার বিষয়ীভূত হইয়া, সাহিত্যের চিত্রশ[illegible] আরম্ভ হইল; তদন্তকালে কউসই সক 'বিষধরের' সমাধি ভেদ [illegible]র অনেকের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড পাপিষ্ঠগণের শ্মশান-শয্যা বিদীর্ণ করিয়া, প্রজাপীড়নের এই দাঙ্গায় অনুচর নরপিশাচ সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল ও শ্রীনাথ নায়েব প্রভৃতি আবিভূ হইয়াছিল; কাল প্রবাহে তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ বিস্মৃতিসাগরে বি হইলে, এই চিত্র বঙ্গের ভবিষ্যৎ চিত্রশালায় স্থান পাইতেও পারে, আশায় নীলদর্পনের পরবর্ত্তী যুগের এই অনতিরঞ্জিত আলেখ্য হস্তের জীর্ণ তুলিকায় অঙ্কিত হইল।

সমাপ্ত

প্রকার পারিবারিক
পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ
কোথায় কে বলিতে পারে ? বিশ্বাসঘা
নির্য্যাতন, নিরীহের